বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৪ সংখ্যা-০১ জানুয়ারি২০২১

Despite the winter chill, day labourers continue their livelihood activities. The photo shows workers carrying coal from a water vessel in the Turag river at Gabtoli in the city on Friday — FE photo by KAZ Sumon

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-২০ (চতুর্থ তলা), রোড-১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
টেলিফোন: ৮৮-০২-৪৮১১৮৮১৫, ৫৮১৫১৪০৯, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল:bils@citech.net,
www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠা:
শোভন কাজ	০৩ -৭০
শ্রম বাজার	৭১ - ১১৯
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	১২০ - ১৩৯
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১৪০ - ১৫২
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১৫৩ - ১৬৬
সংবাদ পত্রে বিল্‌স	১৬৭ - ৭১
ফাইল ডকুমেন্ট	১৭২- ১৭৫

The Financial Express Friday | January 1, 2021

Risks in remittance zone

It is now beyond doubt that there was a negative flow of manpower from Bangladesh in the just concluded year. The number of workers returning home from abroad, mostly from the Gulf countries, was far greater than that of outbound workers, writes Shamsul Huq Zahid

WHEN all the unwanted developments during a pandemic-hit year soured the mood of policymakers, a healthy remittance inflow emerged as the one of the few comfort zones for them.

In fact, the remittance income was more than what many had expected. The amount remitted back home by the migrant workers, according to an unofficial estimate, was 17 per cent higher in the just concluded year than that of 2019.

However, it is now apparent that a sizeable part of the remittance earnings had come at the expense of jobs of thousands of migrant workers. A proportionate number would reveal the story behind the higher inflow of remittance in a year that had brought all the misfortunes for the world. In fact the year 2020 was a year of despair, deep frustration and disconnect.

It is now beyond doubt that there was a negative flow of manpower from Bangladesh in the just concluded year. The number of workers returning home from abroad, mostly from the Gulf countries, was far greater than that of outbound workers.

According to a report, titled 'Migration Trend Report from Bangladesh-2020', prepared by the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), a total of 183, 682 workers went abroad, taking up employment between January 01 and November 19 of the year 2020. The report said 326,758 workers returned home between the months of April and November, of the same year. A newspaper report however put the number of returnee workers in 2020 at over 0.6 million.

The returnee workers had either remitted all the money before departing the employing countries or carried the money individually. Thus, bulk of the remittance inflows came from the workers who were sent back home or lost jobs during the peak Covid-time.

In such a situation, many tend to fear that the remittance inflow during the year 2021 would decline drastically, primarily due to the negative flow of migrant workers. The RMMRU estimates that there was more than 71 per cent drop in overseas jobs in 2020. According to its estimate, about 0.7 million Bangladeshi workers went abroad taking up jobs in 2019.

However, there is a silver lining in the horizon. The development of a number of vaccines might prove a game changer in a situation like this. The world is expected to return to normalcy, at least partially, by the middle of the year 2021.

But the countries that usually hire Bangladeshi workers in large numbers might take a considerable period of time in reemploying people. This remains an uncertain area. The international oil price will be a major factor behind any behaviourial change of the Gulf nations. The rise in oil price might change the mood of most oil-rich nations in the matters of economic reconstruction work.

However, with the pandemic easing, there will be a rise in demand for workers from the Middle Eastern countries. But the recruitment might take some time. In that case, the outflow of workers from Bangladesh is unlikely to take place to any notable extent in 2021. Thus, in terms of remittance inflow, the year might disappoint the country's policymakers. Any diplomatic effort may not also prove very effective in this area. So, the risks remain as far as country's remittance inflow is concerned.

zahidmar10@gmail.com

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৭ পৌষ ১৪
১ জানুয়ারি ২০২১

করোনাকালেও কমেনি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনা

সেইফটি অ্যান্ড রাইটসের জরিপ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

করোনা মহামারিতেও কমেনি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও শ্রমিক নিহতের সংখ্যা। বিগত এক বছরে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ৩৭৩ কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৪৩২ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের সমন্বয়ে এ তথ্য জানানো হয়। জরিপে দেখা গেছে, ২০১৯ সালে ৪২৩ কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় মোট ৫৭২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছিল। উল্লেখ্য, করোনার কারণে গত ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি থাকার পরেও দুর্ঘটনা এবং হতাহতের সংখ্যা কমেনি। বেসরকারি সংস্থা সেইফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটি ২৬টি দৈনিক সংবাদপত্র (১৫টি জাতীয় এবং ১১টি স্থানীয়) মনিটরিং করে বছর শেষে এ তথ্য প্রকাশ করেছে। যে সব শ্রমিক কর্মক্ষেত্রের বাইরে অথবা কর্মক্ষেত্র থেকে আসা-যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তাদের এ জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিহত হয়েছে পরিবহন খাতে। যার সংখ্যা ১৬৮ জন। এর পরেই রয়েছে নির্মাণ খাত, এই খাতে নিহত হয়েছে ১১৭ জন, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যেমন—ওয়ার্কশপ, গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে ৮৬ জন, কলকারখানা ও অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে ৪৫ জন এবং কৃষি খাতে এই সংখ্যা ১৬ জন।

সেইফটি অ্যান্ড রাইটসের নির্বাহী পরিচালক সেকেন্দার আলী মিনা বলেন, করোনা শ্রমজীবীদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি অভিজ্ঞতা। করোনার কারণে দীর্ঘ সময় শ্রমজীবীরা কোনো কাজে যুক্ত ছিল না, সব ক্ষেত্রে এক ধরনের অচলাবস্থা বিরাজ করছে, তাই বলে কর্ম-দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেনি। শ্রমজীবীর জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাদের সুরক্ষার জন্য শ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরো সচেতন হতে হবে এবং এক্ষেত্রে যে কোনো ব্যয়কে বিনিয়োগ মনে করতে হবে।

জরিপের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগে বাধা ইত্যাদি কারণে দুর্ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। তাছাড়া যত্রতত্র কলকারখানা গড়ে ওঠায় দুর্ঘটনায় শুধু শ্রমিক নয় সাধারণ জনগণও আক্রান্ত হচ্ছে। এসব দুর্ঘটনা প্রতিহত করায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে। অধিকাংশ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে নিরাপত্তাসামগ্রী ব্যবহার না করে বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ দেওয়ার সময়, মোটর চালু করতে গিয়ে, মাথার ওপরে বয়ে যাওয়া বিদ্যুতের লাইনের নিচে কাজ করতে গিয়ে বা নির্মাণ সাইটে লোহার রড নিয়ে কাজ করার সময় শক্তিশালী বিদ্যুতের লাইন লোহার রড স্পর্শ করার ফলে। নির্মাণাধীন ভবনের পাশে বেড়া বা গার্ড তৈরি না করার ফলে লোহার রড বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসে।

বণিক বার্তা শনিবার, জানুয়ারি ২, ২০২১

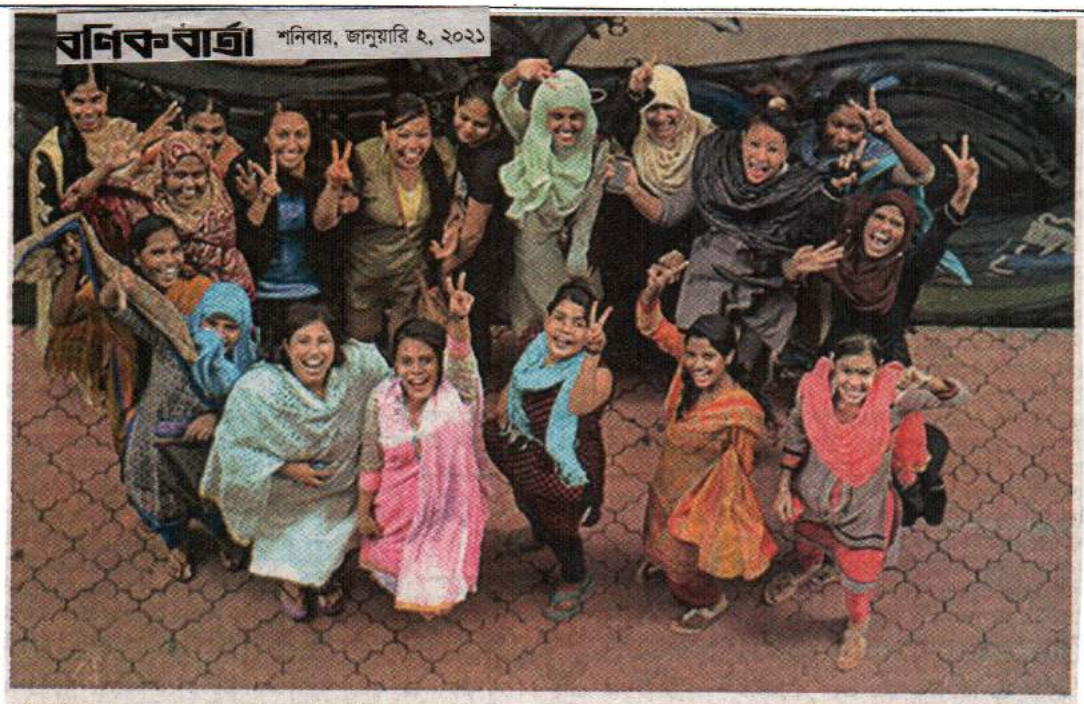

এইউডব্লিউর পাথওয়ে ফর প্রমিজ কার্যক্রমের শিক্ষার্থীরা ছবি : এনবিসি/এইউডব্লিউ

পোশাককর্মীদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে এইউডব্লিউ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

মাধ্যমিকের পর পড়াশোনা ছেড়ে পরিবারের ভরণপোষণের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন (২৩)। যোগ দিয়েছিলেন পোশাক কারখানায়। ভেবেছিলেন উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন বা সুযোগ সেখানেই শেষ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাবিনা ইয়াসমিনের জীবনের এ ঘটনা খুবই সাধারণ ও চেনা একটি গল্পের পুনরাবৃত্তি। অসচ্ছল ও দরিদ্র পরিবারের নারীদের এমন গল্প হরহামেশাই শুনতে পাওয়া যায়। এসব নারীর শ্রমেই বৈশ্বিক পোশাক শিল্পের অন্যতম প্রধান হাব হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। এইচঅ্যান্ডএম বা ওয়ালমার্টের মতো বৈশ্বিক নামিদামি পোশাক ব্র্যান্ডের পণ্যগুলোও তৈরি হচ্ছে তাদের হাত দিয়েই। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যানও বলছে, দেশের পোশাক শিল্পে কর্মরত কর্মীদের ৮০ শতাংশই নারী।

ঘটনাটি সাধারণ হলেও সাবিনা ইয়াসমিনের জন্য চাকরিতে ঢোকার সিদ্ধান্তটি সহজ কোনো বিষয় ছিল না। কারণ চাকরিতে ঢোকা মানেই পড়াশোনার ইতি। কিন্তু পরিবারের প্রয়োজনে এর বাইরে তার আর কোনো উপায়ও ছিল না। সাবিনা ইয়াসমিনের নিজের ভাষায়, বিষয়টি আমার জন্য অনেক কঠিন ছিল।

তবে সাবিনা ইয়াসমিনের গল্পটির এখানেই শেষ নয়। ২০১৭ সালে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের (এইউডব্লিউ) 'পাথওয়েজ ফর প্রমিজ' প্রোগ্রামের আওতায় আবারো পড়াশোনায় ফিরে আসার সুযোগ পান তিনি। পোশাক শিল্পের কর্মীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত নারীদের জন্য গৃহীত এ প্রোগ্রামের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রতি শেষ হয়েছে।

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর প্রোগ্রামটির উদ্যোগ নেয়া হয়। পাথওয়ে ফর প্রমিজ প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হলো পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত মেধাবী নারীদের চিহ্নিত করে তাদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করা। কোর্সে ভর্তির আগে প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের এক বছর প্রস্তুতিমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এ প্রোগ্রামের আওতায়।

●●●

পাথওয়ে ফর প্রমিজ প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হলো পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত মেধাবী নারীদের চিহ্নিত করে তাদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করা। কোর্সে ভর্তির আগে প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের এক বছর প্রস্তুতিমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এ প্রোগ্রামের আওতায়

এ ধরনের প্রোগ্রামের ব্যয় নির্বাহে তহবিল সংগ্রহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যভুক্ত কেমব্রিজে এইউডব্লিউর একটি দপ্তরও রয়েছে। এইউডব্লিউর এ কার্যক্রমের আওতায় মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়ার ১৮টি দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এ কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে প্রথম প্রজন্মের কলেজ শিক্ষার্থীদের (যাদের পরিবারের আগের প্রজন্মগুলোর কেউ কখনো কলেজ শিক্ষার সুযোগ পায়নি)। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা কামাল আহমেদের ভাষ্য হলো—নিজ নিজ সমাজের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করা এবং অন্যদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে ওঠার মাধ্যমে তারা যে ভূমিকা রাখতে পারেন, তা অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী। এক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো কোনো কিছু করার মধ্য দিয়ে তারা পরিবারের গতিপথটুকুও বদলে দেয়ার রাস্তা তৈরি করে নিতে পারেন।

নারীদের স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার পেছনে বড় একটি বাধা হলো খরচ। পাথওয়ে ফর প্রমিজ প্রোগ্রামে অংশ নেয়া নারীদের শিক্ষাগ্রহণকালে মাসিক বৃত্তি দেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হলো চাকরি না করার আর্থিক ক্ষতিটুকু পুষিয়ে দেয়া।

এ প্রসঙ্গে কামাল আহমেদ বলেন, এখানে আসতে ইচ্ছুক কোনো তরুণীর পরিবার যদি তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়, সেক্ষেত্রে আয়ের ব্যাঘাত ঘটলে তাকে তারা আসতে দেবে না।

পাথওয়ে ফর প্রমিজের কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৬ সালে। এখন পর্যন্ত এ কার্যক্রমের আওতায় ভর্তি হয়েছে ৪৭০ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রথম ২৫ শিক্ষার্থী গত মে মাসে স্নাতক সম্পন্ন করেছে। এছাড়া এইউডব্লিউর প্রাক-স্নাতক কার্যক্রম অ্যাকসেস একাডেমি প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছে ৪৩০ জন।

এইউডব্লিউতে শিক্ষার্থীদের নাচ, সংগীত ও পারফরমিং আর্টসের অন্যান্য শাখা নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন মাসুদ রহমান। তিনি জানালেন, বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশেষ করে সংঘাতপূর্ণ এলাকা থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বেশ লাভজনক হতে পারে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

পোশাককর্মীদের উচ্চশিক্ষার

১ম পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, তারা অনেক বেশি মাত্রায় সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থী। প্রতিবেশই তাদের অনেকটা অন্তর্মুখী করে তোলে। পারফরমিং আর্টস তাদের এ অন্তর্মুখিতা কাটিয়ে নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ করে দিচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা কোনো ধরনের দ্বিধা বা ভয় ছাড়াই তাদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়ার নতুন ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন।

মাসুদ রহমান জানান, তার এক শিক্ষার্থী আছেন, যিনি তালেবানদের হামলার শিকার হয়েছিলেন। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে শিক্ষার্থী অপরিচিতদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে ভয় পেতেন। এ কোর্সে অংশ নেয়ার পর ওই শিক্ষার্থী এখন দর্শকদের সামনে বেশ স্বচ্ছন্দেই দাঁড়াতে পারছেন এবং অপরিচিত লোকদের সঙ্গেও কথা বলতে পারছেন।

তিনি বলেন, এমন অনেক শিক্ষার্থীর জন্যই পারফরমিং আর্টস তাদের জীবনের অনেক কিছু বদলে দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডিং কম্প্রিহেনশন অ্যান্ড রাইটিং বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন হান্নাহ কিম। তিনিও জানালেন, এখানকার অনেক শিক্ষার্থীকেই অনেক সংগ্রাম করে নিজের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশী অনেক শিক্ষার্থী আমাকে জানিয়েছেন, শুধু অর্থের অভাবের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসাটা তাদের জন্য কতটা কঠিন ছিল। এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, এমন কোনো সম্পদও তাদের নেই। সুতরাং এইউডব্লিউর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো নাজুক জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে আসা নারীদের তাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় এ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার তৈরি করে দেয়া।

বর্তমান মহামারী পরিস্থিতিতে এইউডব্লিউর জন্য এ কাজ অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। মহামারীর কারণে মার্চে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন সুবিধা বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এইউডব্লিউ। ফলে অন্তত চলতি মাস পর্যন্ত অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় বিশ্ববিদ্যালয়টি। অনেক বিদেশী শিক্ষার্থী এরই মধ্যে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরেও গিয়েছে।

কিন্তু এর মধ্যেও অনেকের বাড়ি ফেরার সুযোগ নেই বলে জানালেন কামাল আহমেদ। কারণ তাদের অনলাইন শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই। আবার কেউ কেউ এখন নিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফিরে যাওয়ার বিষয়টিকে নিরাপদও মনে করছেন না।

তিনি বলেন, এক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়টি তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। বর্তমানে ক্যাম্পাসে উপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫০-এ নামিয়ে আনতে হয়েছে আমাদের। বিষয়টি আমাদের জন্য বেশ হৃদয়বিদারক।

এনবিসি নিউজ থেকে ভাষান্তরিত ও ঈষৎ সংক্ষেপিত

২ জানুয়ারি ২০২১

antho.com

কালের কণ্ঠ

করোনার বছর

বেড়েছে ধর্ষণ নির্যাতন পারিবারিক সহিংসতা

ফাতিমা তুজ জোহরা ▷

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় ইয়াসমিন ও রাফেলের দীর্ঘ সাত বছরের সংসার। তাঁদের চার বছরের ফুটফুটে ছেলেসন্তানও আছে। যৌতুক চেয়ে না পেয়ে গত ২০ নভেম্বর ইয়াসমিনের শরীরে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন রাফেল। এরপর ইয়াসমিনের বাবাকে ফোন করে রাফেল বলেন, 'তোর মেয়েকে পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছি, এসে নিয়ে যা।' আগুনে ইয়াসমিনের শরীরের ৪০ শতাংশ পুড়ে যায়।

গাজীপুরের কাশিমপুরে পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন রফিকুল ইসলাম। গত ৯ আগস্ট স্বামী-স্ত্রী গার্মেন্টের কাজে গেলে বাসায় একা ছিল পাঁচ বছরের মেয়ে রিয়া। প্রতিবেশী ভাড়াটিয়ার ছেলে রাসেল ও তার বন্ধু সবুজ মিলে চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে রিয়াকে ধর্ষণ করে এবং পরে গলা টিপে হত্যা করে।

গত ৪ অক্টোবর নোয়াখালীতে এক নারীকে বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ভিডিও ধারণের সময় ভুক্তভোগী নারী বখাটেদের পায়ে ধরে 'ও বাবা বাবা' বলে ডেকেও রেহাই পাননি।

শুধু রাঙ্গুনিয়া, কাশিমপুর বা নোয়াখালীই নয়, করোনাকালে দেশজুড়ে নারী নির্যাতন, বিশেষ করে ধর্ষণ ও পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা বেড়েছে। ২০২০ সালে ধর্ষণের ঘটনা ও ভয়াবহতা বেড়ে যাওয়ায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি থেকে শাস্তি বাড়ানোর দাবি ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ অক্টোবর মন্ত্রিসভায় ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে সংশোধিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। গত ১৭ নভেম্বর জাতীয় সংসদে আইনটি পাস হয়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২০ সালে ধর্ষণ ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হন এক হাজার ৬২৭ নারী। এর মধ্যে ধর্ষণপরবর্তী হত্যার শিকার ৫৩ জন এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেন ১৪ জন। ২০১৯ সালে ধর্ষণের শিকার হন এক হাজার ৪১৩ নারী; আর ২০১৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ৭৩২। ২০২০ সালে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৫৫৪ নারী, যার মধ্যে নির্যাতনের কারণে মারা যান ৩৬৭ জন এবং আত্মহত্যা করেন ৯০ জন; যেখানে ২০১৯ সালে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন ৪২৩ নারী। অন্যদিকে ২০২০ সালে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন মোট ২১৮ নারী। এর মধ্যে শারীরিক নির্যাতনের পর হত্যার শিকার হন ৮৯ নারী এবং আত্মহত্যা করেন ১৮ নারী। ২০২০ সালে শিশু অধিকার লঙ্ঘনের চিত্রে দেখা যায়, শিশু হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, বলাৎকার, অনলাইনে যৌন হয়রানি, সরকারি শিশু-কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোর অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও নির্যাতনের ঘটনা বছরজুড়ে অব্যাহত ছিল।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের হিসাব অনুযায়ী, গত জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত তিন হাজার ৬৪ জন শিশু ও নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। গণধর্ষণের শিকার ২২৩ জনসহ মোট ধর্ষণের শিকার হয়েছে এক হাজার ২১৬ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২৮ জনকে। যৌন নিপীড়ন ও শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন ১০১ জন নারী। শারীরিক নির্যাতন ও যৌতুকের কারণে নির্যাতন করা হয়েছে ১৯৯ জনকে এবং যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ৪০ জনকে। ২০১৯ সালে দেশে এক হাজার ৩৭০টি ধর্ষণ, ২৩৭টি গণধর্ষণসহ চার হাজার ৬২২টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে দেশের বিভিন্ন জেলায় টেলিফোন জরিপ চালিয়ে ৩৭ হাজার ৯১২ জন নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে। পারিবারিক সহিংসতার মধ্যে মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে ১৭ হাজার ৫৫৭ জনকে, অর্থনৈতিক কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১১ হাজার ৮৪১ জন, শারীরিক নিপীড়নের শিকার সাত হাজার ৫৬২ জন এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ৯৫২ জন। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য গঠিত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেলে (ওসিসি) জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত শারীরিক নির্যাতনের শিকার ৯ হাজার ৭৮ জন এবং যৌন নিপীড়নের শিকার এক হাজার ১৭৭ জন সেবা নিয়েছেন।

করোনাকালে পারিবারিক নির্যাতন ও সহিংসতা বাড়ার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে—এ প্রশ্নের জবাবে আসকের জ্যেষ্ঠ উপপরিচালক নিনা গোস্বামী বলেন, লকডাউনে নারী-পুরুষকে অনেক সময় একই ছাদের নিচে থাকতে হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তিসম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা হ্রাস পেয়েছে। অনেকের রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে, তখন নারীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হয়েছে। আর ধর্ষণ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ বিচার পেতে বিলম্ব হওয়া।

নারী ও শিশু ধর্ষণ বেড়ে যাওয়ার পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক অবক্ষয়কে দায়ী করছেন মানবাধিকারকর্মী খুশী কবির। তিনি বলেন, যে ধর্ষণের শিকার হয় তাকে সব সময় ভয়ে থাকতে হয়। তার পরিবার সব সময় বিষয়টি লুকাতে চায়। সমাজ কিংবা প্রশাসন থেকে সে সহযোগিতা পায় না। কিন্তু বিষয়টি বিপরীত হওয়ার কথা ছিল। ধর্ষণকারীকে লুকিয়ে কিংবা পালিয়ে বেড়ানোর কথা। রাজনৈতিক ও ক্ষমতার অপব্যবহার এত বেশি বেড়ে গেছে যে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের মতো অপরাধ বেড়ে গেছে। এ জন্য আইনের সঠিক প্রয়োগ জরুরি।

বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সালমা আলী বলেন, মানুষের অ্যাকসেস টু জাস্টিস একদম সীমিত হয়ে গেছে। করোনায় মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় পারিবারিক সহিংসতা বেড়ে গেছে। শিশু-কিশোরদের স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় তারা প্রযুক্তির অপব্যবহার করেছে, যার ফলে শিশুরাও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে সরকার থেকে জবাবদিহি না থাকাও একটি বড় কারণ। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে তারা। এ জন্য ধর্ষণ বেড়ে যাওয়ার পেছনে রাজনৈতিক প্রভাব একটি বড় কারণ।

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা কবির বলেন, করোনাকালে নারীরা বীভৎসভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। নারীর প্রতি এই সহিংসতা কমাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে শাস্তিকে দৃশ্যমান করতে হবে।

The Financial Express

Saturday | January 2, 2021

RMG giants fetch half of apparel exports

Covid ruins small factories

MONIRA MUNNI

One-fourth of the BGMEA members, large in size, accounted for a major share of the country's total readymade garment exports and employment, industry people say.

Some 351 large units of the trade group alone earned US$12.29 billion or 63 per cent of its members' total earnings in the last fiscal, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

About 1,334 registered factories are active and they logged US$19.32 billion in export proceeds during the fiscal year of 2019-20.

Bangladesh fetched $27.94 billion from RMG exports in FY 2019-20.

The BGMEA categorised factories as large having more than 2,000 workforce, medium-sized with workers ranging 1,000 from 2,000 and small having less than 1,000 workers.

Besides, the large players created employment for 1.37 million workers, while some 2.2 million workers were employed by the BGMEA's 1,334 factories, according to the trade body data.

On the other hand, some 642 small factories exported US$ 2.83 billion and $4.19 billion were earned by 341 medium-sized factories.

According to industry insiders, despite the Covid-19 pandemic, a good number of large units have enhanced their capacity as renowned brands are placing orders to compliant factories.

Small units have been disappearing, especially after the Rana Plaza building collapse due to strict compliance requirements of buyers, while the coronavirus has worsened the situation.

Small factories are struggling to survive in the absence of sufficient work orders, they said.

The BGMEA said more than 400 of its member factories were closed during the pandemic.

When asked, BGMEA president Dr Rubana Huq said business consolidation has taken place across the globe.

"Some 351 factories contributed more than 50 per cent of our total RMG exports and it is quite natural," she argued.

Turnover is not the only indicator and value addition or retention is also the sign, she said, adding small units having less turnover might have better retention.

"Small is beautiful, but consolidation or restructure is also needed," Ms Huq said.

According to a digital platform Mapped in Bangladesh (MiB), a total of 3,223 export-oriented garment factories, located in Dhaka, Gazipur, Narayanganj and Chattogram, are in operation.

MiB covers all export-oriented RMG factories operating in Bangladesh, a directory with essential factory data, including name, location, workers' number, exportable goods, export destinations and the name of global buyers.

Out of 3,223 export-oriented RMG factories, some 1,886 are registered with the BGMEA, 512 are members of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) and some 251 units have memberships with both trade bodies.

On the other hand, a total of 574 RMG factories are neither members of the BGMEA, nor registered with the BKMEA, said MiB.

According to MiB, BGMEA members created employment for about 2.18 million people while 0.60 million are employed in the BKMEA-listed factories.

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ২১ পৌষ ১৪২৭ | ৫ জানুয়ারি ২০২১

২০ লাখ উপকারভোগী সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পাবে বিকাশে

বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রদেয় ভাতা জিটুপি (গভর্মেন্ট টু পার্সন) পদ্ধতিতে উপকারভোগীদের কাছে সহজেই পৌঁছে যাবে বিকাশে। সারা দেশের ২৪টি জেলার প্রায় ২০ লাখ উপকারভোগী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভাতা বিকাশের মাধ্যমে পাবেন।

সম্প্রতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এবং সচিব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদীর, চীফ এক্সটার্নাল অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মেজর জেনারেল শেখ মো. মনিরুল ইসলাম (অব.) এ সময় উপস্থিত ছিলেন। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বণিক বার্তা শনিবার, জানুয়ারি ২, ২০২১

ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

নন-আরএমজি খাতের জন্য সমান নীতিসহায়তার প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক ॥

নন-আরএমজি রফতানি খাতের জন্য সমান নীতিগত সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে বেসরকারি খাতের থিংকট্যাংক বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)। গত বৃহস্পতিবার বিল্ডের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির অষ্টম বৈঠক থেকে এ প্রস্তাব দেয়া হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীন ও মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) প্রেসিডেন্ট নিহাদ কবির।

বৈঠকে বাণিজ্য সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীন বলেন, সম্ভাব্য দেশগুলোর সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তিতে যাওয়ার আগে আমাদের আরো বেশি গবেষণা ও বোঝাপড়া প্রয়োজন। চুক্তিতে সই করার আগে রাজস্ব আহরণের বিষয়ে আমাদের আগে বিবেচনা করতে হবে।

বৈঠকে দুটি পলিসি পেপার উপস্থাপন করেন বিল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা বেগম। উপস্থাপনায় তিনি আরএমজি খাতের সঙ্গে অন্যান্য খাতের নীতিগত সহায়তা প্রাপ্তিতে বেশকিছু পার্থক্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে লেদার ও লেদার পণ্য, প্লাস্টিক, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক পণ্য ও এবং অ্যাগ্রো প্রসেসিং ফুডের জন্য বেশকিছু সংস্কার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

এমসিসিআই সভাপতি বলেন, ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির সপ্তম বৈঠকে ই-কমার্স উদ্যোক্তাদের ট্রেড লাইসেন্সপ্রাপ্তির সমস্যাটির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল। বেশির ভাগ ই-কমার্স উদ্যোক্তার যেহেতু তাদের বিপরীতে কোনো বাণিজ্যিক ঠিকানা নেই, তাই তাদের এ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এ সমস্যার সমাধানে সহজ নীতিমালা নিশ্চিত করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এলজিআরডির সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। এ সময় তিনি ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির আরো দ্রুততম সময়ে বৈঠক আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠকে আরো বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রফতানি উইংয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. হাফিজুর রহমান, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের অতিরিক্ত কমিশনার মো. জাকির হোসেন, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশনের প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন উইংয়ের প্রতিনিধি সঙ্গীতা ভট্টাচার্য্য, বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মো. শোয়েব হাসান এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক্সপোর্ট-২-এর যুগ্ম সচিব মো. আবদুর রহিম।

শোভন কাজ

বণিক বার্তা রোববার, জানুয়ারি ৩, ২০২১

কভিড-১৯

অভিবাসী কর্মীর মৃত্যুহার বেশি বাংলাদেশীদের

মনজুরুল ইসলাম

কভিড-১৯ মহামারীর কারণে গত বছরের শুরু থেকেই নানা ধরনের সংকটের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন বিভিন্ন দেশে অবস্থান করা অভিবাসী শ্রমিকরা। ফ্লাইট বন্ধ হওয়ায় ছুটিতে এসে অনেকে যেমন আটকা পড়েছিলেন, তেমনি কাজ হারিয়েও ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন অনেকেই। অন্যদিকে যারা বিদেশে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থানের কারণে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের অনেকেই। এমনকি অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত অভিবাসী কর্মীদের মধ্যে করোনায় মৃত্যুহার বাংলাদেশীদেরই বেশি।

রামরুর বিশ্লেষণ বলছে, অভিবাসনের গন্তব্য দেশগুলোয় অবস্থানরত প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে বাংলাদেশীদের মৃত্যুর হারই বেশি। 'বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২০' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, যেকোনো মহামারী পরিস্থিতিতে অভিবাসীরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকেন। ১৯৩০-এর বিশ্বমন্দা, ১৯৭৩-এর জ্বালানি তেল সংকট, ১৯৯৭ ও ১৯৯৯ সালের এশীয় অর্থনৈতিক সংকট বা ২০০৯-১০ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় অভিবাসীরাই সবচেয়ে বেশি কষ্টকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। ২০২০ সালের কভিড-১৯ সংকটেও সবচেয়ে বেশি বিপদের মুখে ছিলেন অভিবাসী শ্রমিকরা। অভিবাসনের গন্তব্য দেশগুলো অন্যান্য দেশ থেকে আগতদের তুলনায় বাংলাদেশীদের মৃত্যুও অনেক বেশি দেখা গিয়েছে।

> ২০২০ সালের জুলাই পর্যন্ত বিশ্বের ১৮৬টি দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের মধ্যে ৭০ হাজার জন কভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছে। আর ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশে ২ হাজার ৩৩০ জনের বেশি বাংলাদেশী কর্মী করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের জুলাই পর্যন্ত বিশ্বের ১৮৬টি দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের মধ্যে ৭০ হাজার জন কভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন ১ হাজার ৩৮০ জন অভিবাসী। গত ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশে ২ হাজার ৩৩০ জনের বেশি বাংলাদেশী কর্মী করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে সৌদি আরবেই মৃত্যু হয়েছে ৯৮৯ অভিবাসীর। সংযুক্ত আরব আমিরাতেও বাংলাদেশী কর্মীদের মৃত্যুর হার বেশি। গত জুলাই পর্যন্ত দেশটিতে নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩২৮ জনের। তাদের মাঝে ১২২ জনই বাংলাদেশী নাগরিক। এছাড়া কুয়েতে কভিড-১৯-এর কারণে মৃতের সংখ্যা ৩৮২। তাদের মধ্যে বাংলাদেশীর সংখ্যা ৬০।

বিশ্বে অভিবাসী কর্মীদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার দিক থেকে প্রথম সারিতে বাংলাদেশীরা। গত ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে করোনায় আক্রান্ত অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৫২ হাজার, যা দেশটিতে বসবাসরত মোট অভিবাসী শ্রমিকের ৪৭ শতাংশ। এর মধ্যে বাংলাদেশী কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ২৩ হাজার। সে হিসেবে সিঙ্গাপুরে কভিড-১৯-এ আক্রান্ত অভিবাসী শ্রমিকের ৪০ শতাংশই বাংলাদেশী।

তবে চিকিৎসাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা যথাসময়ে নেয়ায় দেশটিতে মাত্র দুজন বাংলাদেশীর মৃত্যুর তথ্য পেয়েছে রামরু। এছাড়া মালদ্বীপে পর্যটন খাতে প্রচুর বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন। তাদের অধিকাংশই অনিয়মিত। দেশটিতে প্রায় এক হাজার বাংলাদেশী কর্মী আক্রান্ত হলেও কোনো মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা *বণিক বার্তাকে* বলেন, বাংলাদেশী অভিবাসীদের প্রধান গন্তব্য মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান ও বাহরাইন। এর বাইরে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় প্রচুর বাংলাদেশী কর্মী রয়েছেন। এসব দেশে একসঙ্গে অনেক কর্মী গাদাগাদি করে ডরমিটরিতে অবস্থান করতে বাধ্য হন। এ কারণে স্বাস্থ্যবিধি সেভাবে মানতে না পারায় তাদের মধ্যে আক্রান্তের হার বেশি। অন্যদিকে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও পুষ্টিকর খাবারের অভাবে কর্মীরা নানা শারীরিক সমস্যায় ভোগেন। মৃত্যুবরণ করা কর্মীদের অধিকাংশই হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনির রোগসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন।

রামরুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার অনুযায়ী দুর্যোগকালে অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব শ্রমগ্রহণকারী দেশের। সৌদি আরব, কুয়েত ও কাতার অভিবাসী শ্রমিকদের বিনা মূল্যে কভিড-১৯ পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল। তারা নিয়মিত ও অনিয়মিত অভিবাসীর মধ্যে এদিক থেকে কোনো তফাত করা হবে না বলেও নিশ্চিত করেছিল। তবে রামরুর সমীক্ষা অনুযায়ী, করোনাকালে শুধু যাদের জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো হয়েছে, তাদের মধ্যে ৪৬ শতাংশের পরীক্ষা করানো হয়েছে। বাকিরা পরীক্ষা করানো ছাড়াই প্রত্যাবর্তন করেছেন। ধরা পড়ার ভয় থাকায় অনেক অনিয়মিত অভিবাসী কর্মী করোনার লক্ষণ দেখা দিলেও পরীক্ষা করাতে যাননি।

প্রসঙ্গত, কভিড-১৯ সংক্রমণ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে কাজ হারিয়ে বিপুলসংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের তথ্য বলছে, গত ১ এপ্রিল থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সৌদি আরব, ইউএই, কুয়েত, কাতারসহ ২৮টি বৈদেশিক শ্রমবাজার থেকে ফিরে এসেছেন ৩ লাখ ২৬ হাজার ৭৫৮ জন প্রবাসী। তাদের মধ্যে ২ লাখ ৮৭ হাজার ৪৮৪ জন পুরুষ ও ৩৯ হাজার ২৭৪ জন নারী।

দৈনিক ইত্তেফাক রবিবার, ১৯ পৌষ ১৪২৭ ৩ জানুয়ারি ২০২১

বড় ব্র্যান্ডগুলোর বাংলাদেশ অফিসেও হচ্ছে কর্মী ছাঁটাই

এইচঅ্যান্ডএমের ঢাকা অফিস ছাঁটাই করল শতাধিক

ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো নামকরা ব্র্যান্ডের বাংলাদেশের অফিসগুলোও কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে। বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বড় তৈরি পোশাক পণ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এইচএন্ডএম তাদের ঢাকা অফিসে শতাধিক কর্মী ছাঁটাই করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এর বাইরে ঢাকায় কর্মরত অন্যান্য বড় ব্র্যান্ডও একই চিন্তা করছে। এ নিয়ে এসব অফিসে চাকরি করা কর্মীদের মধ্যে অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। করোনা মহামারিতে ব্র্যান্ডগুলোর আয় কমে যাওয়া ছাড়াও বড় ধরণের কাঠামোগত রূপান্তর কার্যক্রমও এর পেছনে কাজ করছে।

সুইডেনভিত্তিক নামকরা ব্র্যান্ড এইচএন্ডএম বাংলাদেশ থেকে বছরে ৩শ' কোটি মার্কিন ডলারের

০৭ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বেশি পন্য আমদানি করে। প্রতিষ্ঠানটির ঢাকার অফিসে প্রায় সাড়ে ছয়শ' কর্মী কাজ করেন। সম্প্রতি ১০১ জন কর্মীকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয় তারা। কেবল বাংলাদেশ নয়, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়ায়ও তারা কর্মী ছাঁটাই করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে বিভিন্ন ধাপে সহকারী মার্চেন্ডাইজার, মার্চেন্ডাইজার, সিনিয়র মার্চেন্ডাইজার ও ম্যানেজার দায়িত্ব পালন করেন। এসব ধাপ কমিয়ে আনা হচ্ছে। অন্যদিকে কোয়ালিটি কন্ট্রোলসহ কিছু দায়িত্ব পোশাক সরবরাহকারী কারখানার উপর দেওয়া হচ্ছে। ফলে কারখানাগুলোর দায়িত্ব বাড়বে। এসব কাজে এখন তাদের বাড়তি লোকবল নিয়োগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ ব্র্যান্ডদের এ খাতের ব্যয়ের একটি অংশ চলে যাচ্ছে রপ্তানিকারকের ঘাড়ে।

যোগাযোগ করা হলে এইচএন্ডএমের ঢাকা অফিসের প্রধান জিয়াউর রহমান ইত্তেফাককে বলেন, আমাদের পুরো কার্যক্রমে কিছু কাঠামোগত রূপান্তর হচ্ছে। এ কারণে লোকবলের প্রয়োজন কমছে। তবে পুরো প্রক্রিয়াটি শ্রম আইন মেনে করা হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে কর্মীদের বিদ্যমান শ্রম আইনের বাইরেও সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ব্যবসা খারাপের জন্য নয়। বরং কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে লোকবলের প্রয়োজন কমছে।

বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের ছোটবড় চার শতাধিক প্রতিষ্ঠান পোশাক পন্য ক্রয় করে। এর মধ্যে এইচএন্ডএম ছাড়াও মার্কস এন্ড স্পেন্সারসহ বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ডের অফিস রয়েছে ঢাকায়। তারা সরাসরি ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে পণ্য ক্রয় করে। ঢাকা অফিসের কর্মীরা এটি দেখভাল করেন।

NEW AGE JANUARY 2, 2021

Workplace continues to remain unsafe for workers

WORKER safety continues to remain a serious concern as at least 432 workers died, as a report of Safety and Rights Society says, died in 373 workplace accidents in 2020. Transport and construction sectors, as the report says, proved to be the deadliest accounting 168 and 117 deaths respectively. The industrial sector is no less risky as 45 workers died in apparel, plastic and steel factories and ship-breaking yards. Workers died after being crushed under machines or killed in the event of building collapse. The report, however, does not include death of workers outside the workplace or in road accidents on way to and from work; the number of death in that case would have been much higher. The number of death at workplace was equally high in 2019 when 572 workers died in 432 accidents. The shocking incidents are more than just numbers. They show what little regard the government has for worker lives. The government treats them as dispensable instead of investing in improving their skills and ensuring their welfare. Most of the deaths could have been prevented, if there had been an effective monitoring mechanism for workplace safety.

Labour rights activists blame the lack of regulation for such a situation. The labour law was drafted largely considering the need of the apparel sector. The situation in other industrial sectors such as rice mills, ship-breaking yards and brick fields are not addressed there. Informal labour remains totally outside the purview of the labour law and a high number of deaths in the construction sector proves this point. Transport workers too work with no protective gear even though their work is reasonably risky. Moreover, the legal provision for financial compensation for the injured or the deceased is inadequate. The fact that injured workers of Tazreen Fashions Limited had to take to the streets for a dignified compensation eight years after the incident of fire demonstrated the flawed legal mechanism. In this situation, the government needs to review the labour law and policy to create workplace safety standards keeping to international practices. There could be sector-specific provisions, but the labour standards and safety criteria must be the same for all sectors so that employers cannot bend or sidestep the law. It is the government's lack of political will to take punitive measures against employers that has resulted in such a high number worker death.

প্রথম আলো • সোমবার, ৪ জানুয়ারি ২০২১,

৩০টি কারখানার বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ

বুড়িগঙ্গা-দূষণ

বুড়িগঙ্গার পানিদূষণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা চেয়ে মানবাধিকার ও এইচআরপিবির পক্ষে ২০১৪ সালে হাইকোর্টে রিট করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বুড়িগঙ্গার পানিদূষণের দায়ে কেরানীগঞ্জ এলাকার ৩০টি ওয়াশিং কারখানার বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালকের (ঢাকা অঞ্চল) প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

দূষণ রোধে নির্দেশনা চেয়ে করা এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রগতিবিষয়ক শুনানিতে গতকাল রোববার বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এ ছাড়া হাইকোর্টের পক্ষ থেকে কেরানীগঞ্জ এলাকায় বুড়িগঙ্গার পানি বা নদীর তীরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন বর্জ্য ফেলতে না পারে, তা তদারকির জন্য ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তী শুনানির জন্য ৭ ফেব্রুয়ারি দিন রেখেছেন আদালত।

বুড়িগঙ্গা নদীর পানিদূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা চেয়ে মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের (এইচআরপিবি) পক্ষে ২০১৪ সালে হাইকোর্টে রিট করা হয়। এরপর গত বছরের জানুয়ারি মাসে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে কেরানীগঞ্জ এলাকায় নদীর তীরে বর্জ্য ফেলা ও শিল্প বর্জ্য নদীতে নিঃসরণ রোধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনা বাস্তবায়নের অগ্রগতিও জানাতে বলা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল বিষয়টি শুনানির জন্য ওঠে। আদালতে এইচআরপিবির পক্ষে আইনজীবী মনজিল মোরসেদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে আইনজীবী আমাতুল করীম এবং রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী মাঈনুল হাসান শুনানিতে ছিলেন।

আইনজীবীর তথ্যমতে, যেসব ওয়াশিং কারখানার বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো আহামদ হোসেন ওয়াশিং, আমেনা ওয়াশিং, সানমুন ওয়াশিং, ইডেন ওয়াশিং, বিসমিল্লাহ ওয়াশিং, লোটাস ওয়াশিং, গ্লোবাল ওয়াশিং, রুবেল ওয়াশিং, আনুক্কা ওয়াশিং, সততা ওয়াশিং, চঞ্চল ওয়াশিং, আবদুর রব ওয়াশিং, ঢাকা ওয়াশিং, আজান ওয়াশিং, নিউ সাহারা ওয়াশিং, লোহার ওয়াশিং, রিলেটিভ ওয়াশিং, নিউনাশা ওয়াশিং, ইউনিক ওয়াশিং, মৌ ওয়াশিং, সেতু ওয়াশিং, কোয়ালিটি ওয়াশিং, জোয়েনা ওয়াশিং, কালাম ওয়াশিং, ওয়াটার কালার ওয়াশিং, পারজোয়ার ওয়াশিং, জিএম ওয়াশিং, কুমিল্লা ওয়াশিং, আছিয়া ওয়াশিং ও লিলি ওয়াশিং।

শোভন কাজ

NEW AGE SUNDAY, JANUARY 3, 2021,

RMG workers, owners face uncertainties

Moinul Haque

THE country's readymade garment exporters and workers passed the year 2020 through uncertainties and anxieties amid the coronavirus pandemic that caused export slumps and heavy job losses in the highest export-earning sector.

The revenue from the apparel exports in the year witnessed a 16 per cent dip while more than one lakh workers in the sector lost their jobs as the pandemic rendered the global business stagnant.

RMG exporters said that 2020 was a year of trepidation for them as they still carried the $1.96 billion back-to-back liabilities as buyers failed to pay them.

Labour leaders said that the year pushed the workers through daily nightmare of losing job and income due to the pandemic-induced economic downturn.

Along with the livelihood uncertainties, workers faced high risks of infection as the health safety measures were not adequate in the factories to prevent COVID-19, they said.

Both exporters and workers said that brands and buyers in most cases failed to uphold ethical business practices after the COVID-19 emerged as a pandemic.

The country's RMG sector fell in trouble right from the beginning of the year after the virus was detected in China in November 2019 as Bangladeshi RMG exports largely depended on raw materials from that country.

Export Promotion Bureau's provisional data showed that Bangladesh's RMG export earnings in January–November 2020 fell by 16 per cent to $24.82 billion from $29.56 billion in the same period of 2019.

The country's RMG exports in April 2020 witnessed a drastic fall as the demand for apparel shrank on the global market and the production remained suspended at home in the month due to the COVID-19 onslaught.

The income from apparel export in April 2020 plummeted by 82.85 per cent to $520.01 million from $3.03 billion in the same month of 2019 as the coronavirus detected in Bangladesh on March 8 forced most of the factories to keep their operation shut during the month.

The RMG exports that account for some 84 per cent of the total export earnings started bouncing back in August and September but the shipment fell again in October due to the pandemic's second wave in Europe and the United States, the major markets of Bangladeshi RMG products.

'It was a year of trepidation and angst. After having orders worth 3.18 billion dollars cancelled, waking up to daily nightmares of price discounts, deferral of shipment and payments and endless discussions became a part of our routine,' Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Rubana Huq told New Age on Saturday.

The brands of course suffered, but the exporters suffered more, said Rubana.

The 41 lakh people engaged in the sector faced uncertainties and the entrepreneurs who built their factories with the hope of expansion and future growth faced a dark time, the BGMEA president said.

'Eventually, after the brands reinstated 90 per cent of their orders, we still had to face the back-to-back liabilities of $1.96 billion, which remained unpaid, because of non-payment by buyers or their bankruptcy,' the apparel industry leader said.

She identified uncertainties over the placement of orders from buyers' end, lack of working capital for small and medium enterprises, bankruptcy of brands, deferred payments and price discounts as the challenges for the RMG sector that employs the largest chunk of the country's women workforce.

'The challenges also include the dip in the consumer index this year. The November consumption dropped by 13 per cent in Europe and by 16 per cent in the USA while we suffered a 5.19 per cent fall in the price,' Rubana said.

According to BGMEA data, a total of 1,134 member factories of the trade body faced cancellation or holding up of export orders worth $3.15 billion until April of 2021 due to the pandemic.

Data showed that a total of 418 garment factories met with temporary or permanent closure from March to May due to the pandemic.

Local and global rights groups claimed that the pandemic had adversely impacted the livelihood of RMG workers as factory owners had indiscriminately retrenched workers.

Labour leaders claimed that more than one lakh RMG workers lost their jobs amid the pandemic while the BGMEA said that the figure was 76,000 with nearly 40 per cent of them reinstated in recent months.

Global labour rights advocate Clean Cloth Campaign estimated that the RMG workers in Bangladesh lost $501 million or 29.5 per cent of their total monthly wages from March to May.

Towhidur Rahman, former secretary general of IndustriALL Bangladesh Council, said that 2020 was a year of uncertainties for the workers, too.

While more than one lakh RMG workers lost their jobs, thousands others suffered wage cuts in the year, he said.

Towhidur, also president of Bangladesh Garment Industry Workers Federation, alleged that the treatment of RMG workers by factory owners was not responsible and workers in the sector in general suffered physical and mental problems due to the additional pressure of work at factories.

The government and the BGMEA, he said, have provided health guidelines for the workers but many factories have failed to comply with the guidelines.

Towhidur blamed international buyers for not going by ethical business practices, saying that the cancellation of work orders and reducing the unite prices of products took a toll on the workers.

According to a research conducted by Transparency International Bangladesh, most of the government initiatives amid the coronavirus crisis were for protecting the business interests of the factory owners while measures for protecting workers' interests were not visible.

About 14 lakh or 42 per cent of the workers in the country's RMG sector did not get benefit from the stimulus packages provided by the government to pay the workers' wages amid the COVID-19 outbreak, TIB said.

TIB executive director Iftekharuzzaman said that RMG factory owners were politically influential and their clout influenced the decisions about both the allocation and the disbursement of funds.

It is disappointing that factory owners were unwilling to recognise the high contribution of workers to the RMG sector, he observed.

Terming the government incentives discriminatory, he said that though the RMG sector's contribution was 10 per cent of the country's economy, almost 50 per cent of the total stimulus fund was allocated to the sector.

শোভন কাজ

The Daily Star
DHAKA SUNDAY JANUARY 3, 2021

Digital wage pays off for workers: WB

Rejaul Karim Byron *and*
Refayet Ullah Mirdha

Wage disbursements through digital payment methods is beneficial for employees as it helps increase savings and improves their ability to mitigate unanticipated financial shocks, according to a recent World Bank (WB) study.

Before a new payroll system was introduced in June last year, nearly 90 per cent of the country's workforce received their wages in cash, which was both time consuming and difficult given the volume of disbursements that needed to be made.

Millions of workers, especially those in the garment sector, then started to receive their wages directly through their banks accounts or a mobile financial service (MFS) when local lenders started disbursing salaries from the government stimulus packages.

The study styled "Learning to navigate a new financial technology" was conducted with a sample of 3,136 workers.

"The digitalisation of the wage payment system is welcomed as it has many good sides," said Md Towhidur Rahman, president of the Bangladesh Apparels Workers' Federation.

Still, workers sometimes complain about the deduction of fees such as service charge when cashing out from an MFS but at least there are no such charges when using an automated teller machine (ATM), he added.

Besides, there are times when the workers cannot get their money in a timely manner since the agents of MFS companies like bkash, Rocket and Nagad at times do not have enough cash on had to make the large disbursements, especially on payday.

When it comes to ATMs, there is a shortage of booths in the more remote areas and the workers often forget their passwords.

They even take the help of others, such as the booth's security guard, to complete transactions and this puts them at risk of hacking.

"So, cash transaction companies should sit together to solve those problems so that nobody faces such an issue," Rahman said.

Despite these drawbacks, digital payment methods have been a blessing since the workers no longer need to stand in long ques to collect their salaries, according to Nazma Akter, president of Sammilito Garment Sramik Federation.

BENEFITS OF DIGITAL PAYMENT

- Ensures transparency in payments
- It's safer and more secure
- Encourages savings
- Ensures quick and easy disbursements

The study found compelling evidence of learning-by-doing when it comes to adopting a digital payment method.

Workers in the payroll account treatment condition interact with the account more frequently, develop greater trust in technology, learn to use the account without assistance and how to avoid common consumer financial risks, it said.

Individuals with comparatively lower literacy, financial experience and prior control over household finances benefit from exposure to the technology primarily from accumulating savings but do not necessarily learn to use the financial technology in the most cost-effective manner.

On the other hand, individuals with higher levels of literacy, financial experience and prior control over household finances benefit by learning to use the technology more effectively and sidestepping common consumer protection risks.

"We additionally examine the impact of introducing financial technology at scale and find suggestive evidence of positive market externalities of consumer learning: inexperienced customers are less likely to face extra charges in areas with higher payroll account adoption," the WB said in its findings.

"We find that channelling wage payments into an account creates a strong incentive to engage with the account and learn about the features of the technology in a way that is not achieved by account opening alone," it added.

Channelling wage payments into formal accounts is the obvious next step with potentially large positive implications for access to finance and consumer learning in low and middle-income countries, where wage payments are still predominantly made in cash.

However, the study also shed light on several barriers that could impede the adoption of payroll accounts.

First, employers may fear resistance from employees due to a lack of trust in the technology, as evinced by the study.

Second, an important barrier to scale-up may be insufficient documentation as the study found that many workers did not have sufficient documentation and had to rely on identification and guarantees provided by their employer to open an account.

Third, some employers may want to avoid the transparency that comes with payroll accounts and may require nudges from regulators to adopt them.

Many workers from rural areas are drawn to the relatively high, regular salaries paid in the garment industry and aim to save a portion of their pay cheques.

However, owing to high account maintenance fees, minimum balance requirements, and documentation requirements, workers in the garment sector are usually unbanked.

"At the time of our intervention, even large firms in the sector still paid wages entirely in cash," the WB said.

Moreover, there are significant social barriers that prevent low-income households from active participation in the formal banking system.

Anecdotally, many workers reported not feeling comfortable using bank branches or mobile money agents, despite having clear savings goals, it added.

১০

কালের কণ্ঠ। ২০ পৌষ ১৪২৭। ৪ জানুয়ারি ২০২১

‘টিক্যামিক্যা লাগবো না’

করোনা ভ্যাকসিনের দৌড়ে নেই নিম্ন আয়ের মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে গোটা বিশ্ব। এই মহামারি সামাল দিতে ভ্যাকসিনের দিকে তাকিয়ে আছে সব দেশ। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। শিগগিরই দেশে আসছে অক্সফোর্ডের করোনা ভ্যাকসিন। সেই ভ্যাকসিন পেতে মুখিয়ে আছে দেশের উচ্চবিত্তরা। আগেভাগে ভ্যাকসিন পেতে এরই মধ্যে দৌড়ও শুরু করেছে অনেকে। তবে সেই দৌড়ে নেই দেশের নিম্ন আয়ের মানুষ। এমনকি অনেক গরিব মানুষ জানেই না ভ্যাকসিনের খবর। ভ্যাকসিন নিয়ে তাদের তেমন কোনো আগ্রহও নেই।

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় গতকাল রবিবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, পলিথিন ও বাঁশের গাদাগাদি ছোট ছোট ঝুপড়ি ঘর। দুপুর বেলা তাই বেশির ভাগ ঘরেই লোকজনের আনাগোনা নেই। কলোনি বাজার থেকে লাভ রোডের দিকে এগিয়ে যেতে কথা হয় চা দোকানি আব্দুল জব্বারের সঙ্গে। দেশে করোনার ভ্যাকসিন আসছে, এটাকে তিনি কিভাবে দেখছেন জিজ্ঞেস করতেই হেসে জব্বার বলেন, ‘করোনা ধনী দ্যাশের রোগ। আমগো মতোন গরিবে ভরা দ্যাশের এতে কিচ্ছুই ওইবো না। হুনছি ঔষাদ আইবো। কিন্তু হ্যাতে আমগো কী? পাইবো তো বড়লোকরা।’

তেজগাঁও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ছয় হাজার নিম্ন আয়ের পরিবার। সেই হিসাবে সেখানে প্রায় ৩০ হাজার নিম্নবিত্তের বাস। এলাকাটির বেশ কয়েকজন দরিদ্র মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে ভ্যাকসিন নিয়ে তাদের হতাশার কথা। গৃহকর্মী সখিনা বেগম বলেন, ‘মুই তো চাই ঔষাদ পাইতে। তয় পামু বুইলগা তো মোনে কয় না। হারাদিন মাইনসের বাড়িতে কাম করি। রাস্তাঘাডে বাইর অই। ঔষাদটা পাইলে তো মোরই উপকার।’

আবার তেজগাঁওয়ের কুনিপাড়া এলাকার রিকশাচালক লিয়াজুল জানেনই না দেশে শিগগিরই ভ্যাকসিন আসছে। শুধু লিয়াজুলই নয়, ওই এলাকার আরো বেশ কয়েকজন নিম্ন আয়ের মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা করোনা ভ্যাকসিনের কোনো খোঁজই রাখে না।

এদিকে কড়াইল বস্তি এলাকার রিকশাচালক কালা চান মিয়া বলেন, ‘করোনা আমরার গরিব এলাকাত নাই। এল্লাই টিহারও দরকার নাই। আপনে খেয়াল কইরা দেখবেন, পাঁচতলাত-দশতলাত যারা থাহে, তারার এ রোগ হইতাছে। আমার বউ বনানীর যে বাসাত কাজ করে, সে বাসার স্যার, মেডাম, তারার বাচ্চা-কাচ্চার সবগুলার করোনা হইছে।’

কড়াইল বৌ বাজারের ফল বিক্রেতা ফাতেমা আক্তার (৪৫)। পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইল হলেও ১৬ বছর ধরে থাকছেন এই এলাকায়। তিনি বলেন, ‘একটু ঠাণ্ডা ভাব দেখলেই ফ্যামেলির ছয়জনই গরম পানি খাই। করোনা শুরু থেইক্যা শুনছিলাম কয়েকজনের করোনা হইছে। তবে এখন আর হুনি না। আমার মনে হয় একটু সচেতন থাকলে করোনাপরোনা আমাড্যারে ধরতে পারবো না। তাই টিক্যামিক্যা ও ওষুধ আমাদের লাগবো না।’ কড়াইল বস্তির বেলতলার চা দোকানি রূপ মিয়া (৭০) বলেন, ‘করোনার ওষুধ দিয়া কী হবে। আল্লাহ যথেষ্ট ভালা রাখছে। আল্লার উপরে কোনো ওষুধ নাই।’

কড়াইল বস্তির বাসিন্দা বেবী খাতুন (৫০) বলেন, ‘টিকার বদলে সরকার আমাগো চাল-ডাল দিয়া সাহায্য করুক। শীতের পোশাকও দিতে পারে।’

এদিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে হাজারীবাগ বেড়িবাঁধের পাশেই অবস্থিত বৌ বাজার, কোম্পানী ঘাট, রায়েরবাজার, ঢাকা উদ্যানসহ বেশ কিছু এলাকায় রয়েছে ছোট ছোট বস্তি।

রায়েরবাজারে বস্তির মুখেই পিঠা বিক্রি করছেন ওবায়দুল মিয়া। করোনার টিকা নিয়ে টেলিভিশনের খবর ছাড়া আর কিছুই জানা নেই তাঁর। তিনি বলেন, ‘এই টিকার খবর রাইতে খালি টিভিতে শুনি। টিকা নাকি দেশে আইতাছে। আইলে ফার্মেসিতে পাওয়া যাইব কি না, তা জানি না। টিকা আইলে কী আর না আইলে কী, আমাগো তো আর করোনা হয় নাই।’

বউ বাজারে কাঁচামালের আড়তে কলা বিক্রি করেন কাজল। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘টিকার দরকার আমাগো নাই। এইডা গুলশানে দরকার। আমাগো ভাত দরকার, ভাতের খবর থাকলে দেন।’

নিম্ন আয়ের মানুষের করোনার টিকার ব্যাপারে মমতাময়ী কড়াইল কমিউনিটি প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রকল্পের সমন্বয়ক খাদিজা আক্তার স্বপ্না বলেন, ‘এখানকার মানুষ স্বাস্থ্য বিষয়ে এতটা সচেতন না। ২ থেকে ৩ শতাংশ মানুষ একটু সচেতন। অনেকে করোনার লক্ষণ নিয়ে আসে, বাইরে থেকে পরীক্ষার কথা বললে করে না। তাদের দাবি, এমনি এমনি ভালো হয়ে যাবে। এখানকার লিডারদের মধ্যেও সচেতনতার অভাব দেখছি। সচেতনতার বিষয়ে তাঁদের বোঝাতে চাইলে তাঁরা জানান, কাম-কাজ করে আগে তো পেট বাঁচাতে হবে। তাঁদের ধারণা, করোনা গরিব কর্মজীবী মানুষের হয় না।’

এ ব্যাপারে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শফিউল্লাহ শফি বলেন, ‘ভ্যাকসিন পাওয়ার ক্ষেত্রে বস্তি এলাকা বা নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা এখনো নেওয়া হয়নি। সরকার যেভাবে নির্দেশনা দেবে, সেভাবেই তাদের ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়া হবে। আমরা এখনো কোনো নির্দেশনা পাইনি।’

কালের কণ্ঠ। ২০ পৌষ ১৪২৭। ৪ জানুয়ারি ২০২১

alerkantho.com

গত বছর সড়কে ৩৫৫৮ প্রাণহানি

সজিব ঘোষ ▷

করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে বিগত ২০২০ সালে বছরের দীর্ঘ সময় ধরে সড়ক-মহাসড়কে যান চলাচলে ছিল স্থবিরতা। এর পরও সদ্য বিদায় নেওয়া বছরটিতে সড়কে তিন হাজার ৬৪টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর এসব দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে তিন হাজার ৫৫৮ জনের। আহত হয়েছে চার হাজার ৪৫০ জন। সার্বিক হিসাবে এর ফলে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১৯ হাজার ৬০২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এআরআই) গবেষণা তথ্য এমন চিত্র উঠে এসেছে। গবেষণা প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তবে গতকাল রবিবার সংশ্লিষ্ট সূত্র কালের কণ্ঠকে এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, গেল বছরের জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশি ৩৮৩টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে সাধারণ ছুটি থাকায় এপ্রিল, মে ও জুন মাসে সড়কে গাড়ি চলেছে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম। ফলে দুর্ঘটনাও কম ছিল। এর পরও এই তিন মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৫৭৬ জন। এরপর স্থবিরতা কাটতে শুরু করলে দুর্ঘটনাও বাড়তে থাকে। সর্বশেষ ডিসেম্বর মাসে ৩০৪টি দুর্ঘটনা ঘটে।

সড়ক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে জানুয়ারিতে, ৪২৪ জন। এ ছাড়া ফেব্রুয়ারিতে ৩৯৪, মার্চে ৪০৩, জুলাইয়ে ২৯৬, আগস্টে ৩২০, সেপ্টেম্বরে ২২৯, অক্টোবরে ২৫৯, নভেম্বরে ৩০০ ও ডিসেম্বর মাসে ৩৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বিগত বছরে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে, ৭৫৭টি। সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম ১৭৩টি দুর্ঘটনা ঘটে। জেলার হিসাবেও সড়ক দুর্ঘটনায় এগিয়ে ঢাকা। আর সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা ঘটেছে পার্বত্য দুই জেলা বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে।

গবেষণার তথ্য বলছে, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে বরাবরের মতোই এবারও পথচারীর সংখ্যা বেশি। এক হাজার ৩৮টি দুর্ঘটনায় এক হাজার ৬৭ জন পথচারী নিহত হয়েছে। এ ছাড়া পেছন থেকে অন্য গাড়ির ধাক্কায় মারা গেছে ৮৩৪ জন যাত্রী। আর যানবাহন খাদে পড়ে ৪৫৯টি দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটেছে ৫০১ জনের। বিভাগওয়ারি সড়ক দুর্ঘটনায় বেশি মৃত্যু হয়েছে ঢাকায়, ৮৯৪ জন। আর সবচেয়ে কম মৃত্যু হয়েছে বরিশালে, ১৯৪ জন। এ ছাড়া চট্টগ্রামে ৫৯৫, ময়মনসিংহে ৩০৭, খুলনায় ৩৯৩, রাজশাহীতে ৫৭২, রংপুরে ৩৬৩ ও সিলেটে ২৪০ জন প্রাণ হারিয়েছে।

সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও মৃত্যু জানুয়ারিতে

এআরআইয়ের গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে সড়কে দুর্ঘটনা, মৃত্যু ও এর ফলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ এর আগের বছরের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। এর কারণ হিসাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণে সৃষ্ট স্থবিরতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

এআরআইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. হাদিউজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘২০১৯-এর তুলনায় ২০২০ সালে সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি কমে আসা নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগ নেই। কারণ এটা কমেছে শুধুই প্রাকৃতিক কারণে। আমাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। করোনা স্থবিরতা কাটিয়ে সড়কে যানবাহন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়া সেটাই প্রমাণ করে।’

The Daily Star
JANUARY 4, 2021, POUSH 20, 1427 BS

Knitwear makers want 2-yr suspension of raise

Workers threaten movement

REFAYET ULLAH MIRDHA

Union leaders want the continuation of a 5 per cent annual increment of wages for garment workers while knitters demand that the government let them suspend it for the next two years for mitigating the Covid-19 fallout.

Factories cannot bypass this legal requirement and should instead provide additional facilities to tide workers over through such tough times, the union leaders said.

The increment is a legitimate right of workers, said Nazma Akter, president of workers' rights platform Samilito Garment Sramik Federation in a letter to the labour secretary yesterday.

She said many workers have become jobless since some factories had to shut down production since March 27 last year.

Meanwhile, workers are getting less overtime for a decline in work orders from international retailers and brands and this reduction of additional income is making it harder for them to make ends meet, she added.

Akter also demanded a risk allowance for workers, reasoning that it was for having to work during this time of pandemic.

Mohammad Hatem, senior vice-president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said they sent a letter to the labour ministry last week seeking the suspension, citing the severe effects on exports.

"We have submitted our demand and the government will take the decision as a neutral body, reviewing the export situation of the garment sector," Hatem told The Daily Star over the phone.

He said these were extraordinary times and different countries have been accordingly reducing salaries of workers.

"It is the toughest time in the hundreds of years of history. Our orders are fewer and our buyers are making abnormal delays in payments but at the same time order cancellations have been taking place in the garment sector," Hatem said.

Many factory owners could not even ship the goods they had made over the past seven to eight months. "We are under pressure. It is a temporary measure," he added.

The increment provision was incorporated in the labour law through a 2013 amendment. Currently, nearly Tk 5,000 crore is disbursed as salary to the garment workers in a month, he said.

However, the government could come up with an alternative solution, he said, adding that the labour secretary had not yet asked for holding a meeting.

Jafrul Hasan Sharif, an expert on labour law, said any such suspension would put workers in trouble in such challenging times. The labour ministry does not have the jurisdiction to suspend the increment. Only the minimum wage board for garment workers can do it, he said.

However, the board has turned defunct as it had already recommended a minimum wage which was implemented earlier, he added. Moreover, once any benefit is given, it cannot be taken away or curtailed under section 336 of the labour law, Sharif said.

Amirul Haque Amin, president of the National Garment Workers Federation, said during this time of Covid-19, workers' income has dropped.

The government, buyers and factory owners should rather provide some additional facilities, for instance, rice rations and transportation, he said.

The buyers should even tag a very small amount of money with the price they pay for garment items for the welfare of workers, he said.

"Instead of taking such initiatives, the owners are proposing something illogical, unacceptable, illegal and shameful," Amin told The Daily Star over the phone.

He threatened tough movements if any such increment suspension finally comes about.

যুগান্তর | শুক্রবার ১ জানুয়ারি ২০২১
১৭ পৌষ ১৪২৭

ভুল, নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত?

বেকার শ্রমিকদের ভুয়া তালিকা হল কীভাবে?

করোনাকালে আমরা দুর্নীতির যেসব চিত্র দেখতে পেয়েছি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেক ধরনের দুর্নীতি অথবা অনিয়ম। গত মার্চ থেকে শুরু হওয়া করোনার প্রভাবে রফতানিমুখী শিল্পের অনেক শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। এসব বেকার শ্রমিক রাজধানীতে টিকতে না পেরে গ্রামে চলে গেছেন। শ্রমিকদের সহায়তা প্রদান করতে এগিয়ে এসেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। রফতানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন ও দুস্থ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে মোট ১১৭০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সাপোর্ট টু ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি রিফর্ম ইন বাংলাদেশ নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী রফতানিমুখী পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের ১০ হাজার কর্মহীন শ্রমিকের জন্য মাসিক ৩ হাজার টাকা দেয়া হবে এবং উপকারভোগী একজন শ্রমিক সর্বোচ্চ তিন মাস এই আর্থিক সহায়তা পাবেন। চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছ থেকে কর্মহীন বেকার শ্রমিকদের নামের একটি তালিকা চাওয়া হয়। দুর্নীতিটা হয়েছে এই তালিকা তৈরিতেই। অংশীজনরা ৭ হাজার ৩৯০ জন শ্রমিকের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রম অধিদফতরে পাঠিয়েছে। সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে তালিকায় প্রকৃত শ্রমিকের সংখ্যা ৩ হাজার ২৬৬, বাকি ৪ হাজার ১২৪ অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পুনরায় তালিকা করার নির্দেশ দিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ৪, ২০২১

আলোচনা সভায় বক্তারা

হালকা প্রকৌশলের উন্নয়নে দ্রুত নীতি প্রণয়ন হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জাতীয় অর্থনীতিতে দেশীয় হালকা প্রকৌশল শিল্পের অবদান আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ডেভেলপমেন্ট পলিসি প্রণয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। শিগগিরই এ খাতের সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হবে। গতকাল শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় এ কথা জানানো হয়।

শিল্প সচিব কেএম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. জাফর উল্লাহ, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) মহাপরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, টুলস অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের প্রকল্প পরিচালক ড. সৈয়দ মো. ইহসানুল করিম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জিনাত আরা, ইআরডির উপসচিব আব্দুল কাদের, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (ভ্যাট পলিসি) কাজী ফরিদ উদ্দীন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ এনামুল হক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাল্টি-ল্যাটারাল ইকোনমিক অ্যাফায়ার্সের পরিচালক ফরিদা ইয়াসমিন, বাংলাদেশ ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক শরাফত উল্লাহ খান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার-উল আলম পারভেজ, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আবদুর রাজ্জাক অংশগ্রহণ করেন।

সভায় দেশীয় হালকা প্রকৌশল শিল্পের স্বার্থে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিটাক, এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিকসহ এ শিল্পের সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলো দ্রুত তৈরির নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় জানানো হয়, করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হালকা প্রকৌশল শিল্পসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য প্রণোদনা নিশ্চিত করতে এ-সংক্রান্ত একটি তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সময় শিল্প সচিব কেএম আলী আজম হালকা প্রকৌশল শিল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিসিকে নতুন সেল গঠন ও পুরান ঢাকার ধোলাইরপাড়ে হালকা প্রকৌশল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোয় কর্মরত প্রকৌশলী ও শ্রমিকদের জন্য বিটাকের উদ্যোগে মাস্টার ট্রেইনার তৈরির কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশনা দেন।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আবদুর রাজ্জাক বাংলাদেশ ব্যাংকের লো কস্ট ফান্ডের সুবিধা পেতে ইকুইটি অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ফান্ডে (ইইএফ) হালকা প্রকৌশল শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব কাজী ফরিদ উদ্দীন বলেন, দেশীয় হালকা প্রকৌশল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো যেন সহজে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট এসআরওতে কোনো জটিলতা থাকলে সেটি নিরসনের উদ্যোগ নেয়া হবে। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান বলেন, হালকা প্রকৌশল শিল্পপণ্যে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্য সংযোজন করা সম্ভব। এ শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

The Financial Express Tuesday | Januray 5, 2021

Govt to pay all dues to sugar mill workers soon, says minister

FE REPORT

The government will soon pay all the dues to the employees and workers of the state-run sugar mills, said Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun on Monday.

He said this while addressing a virtual meeting on the review of the overall activities of the Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation (BSFIC).

The government is seriously considering diversification of products of the state-run sugar mills, he said.

> Govt considering diversification of products of the state-run sugar mills

The government is also thinking about welcoming foreign investments to increase the productivity of the sugar mills by adopting state-of-the-art technology, the minister told the meeting.

He directed the managing directors (MDs) of the state-run sugar mills to oversee the sugarcane procurement.

A high official of the industries ministry told the FE that the ministry had intensified the sugarcane crushing activities and sugar production in the current season.

The meeting stressed the need for best utilisation of BSFIC properties for setting up agro-processing industries and production of new varieties of agriculture products.

It also directed the sugar mills' authorities to intensify the sugarcane purchase and keep the recovery rate at eight per cent for sugar production.

Earlier, the BSFIC directed the authorities of nine sugar mills, out of 15, to start sugarcane crushing for the current season.

Therefore, the industries ministry decided to purchase sugarcane produced in the catchment areas of six sugar mills (that are not allowed to crush sugarcane this season) directly from the farmers, said the govt high-up.

The mills that are crushing sugarcane this year are: Carew and Company (BD) Ltd, Mobarakganj Sugar Mills Ltd, Faridpur Sugar Mills, Rajshahi Sugar Mills, North Bengal Sugar Mills Ltd, Natore Sugar Mills Ltd, Thakurgaon Sugar Mills Ltd, Joypurhat Sugar Mills Ltd and Jill Bangla Sugar Mills Ltd.

The virtual meeting also discussed not to axe jobs of the officials and employees of Kushtia Sugar Mills, Pabna Sugar Mills, Panchagarh Sugar Mills, Shyampur Sugar Mills Ltd, Rangpur Sugar Mills and Setabganj Sugar Mills, the official added.

Industries Secretary K M Ali Azam presided over the virtual meeting, attended by State Minister for Industries Kamal Ahmed Majumder, Principal Secretary of the Prime Minister's Office Dr Ahmad Kaikaus, Chairman of BSFIC Md Arifur Rahman Apu, and the MDs of the sugar mills.

talhabinhabib@yahoo.com

The Financial Express Tuesday | January 5, 2021

Agrani Bank Training Institute organised a training workshop on "Govt employees credit under Govt HBL Policy-2019" virtually on Sunday, with Agrani Bank Managing Director and CEO Md Shams-Ul Islam in the chair and Additional Secretary Md Ekhlasur Rahman as the chief guest

Reopen jute mills to tap export potential, workers demand

FE REPORT

Jute and textile mill workers on Monday called upon the government to immediately reopen the state-owned jute mills after modernising them to tap the country's export potential of jute and jute-made products and meet the growing demand of the international market.

They also demanded immediate payment of dues to state-owned jute and yarn mill workers.

The workers made the demands at a press conference under the banner of 'Jute-Yarn and Textile Workers-Employees Action Council' at the Dhaka Reporters' Unity.

Sahidullah Chowdhury, convener of the workers' council, said the state-owned jute mills need to be modernised to meet the growing demands for jute products at home and abroad.

He also said that it would be suicidal for the industry, economy and the nation as a whole if the export opportunities are missed.

The situation created across the globe as a result of the Covid-19 pandemic has increased the importance of using environment-friendly products, observed Sahidullah.

So the use of jute and cotton products will increase manifold in developed countries in the days to come, he said.

Despite the demand for jute products all over the world, Bangladesh and India are the two major producers of jute and jute products, said Sahidullah.

It may be mentioned that the production of jute products in India has come down from 1.6 million tonnes to 1.1 million tonnes, he said, adding that now India cannot afford to export after meeting its own demands.

"So it is important for Bangladesh to take quick and practical steps to harness this potential," said the workers' council convener.

Instead, the government closed the state-owned jute mills at this crucial juncture, he vented his frustration, adding that the decision to close the jute mills abruptly without prior thinking, research and survey is simply not acceptable.

sajibur@gmail.com

The Daily Star

SDAY JANUARY 5, 2021,

WORKERS' DEATH

Probe report blames shipyard owners

MOSTAFA YOUSUF, Ctg

After 2020 saw several worker's death in multiple shipbreaking yards in Sitakunda upazila, a Ministry of Industry letter has put the blame on yard owners' apathy in ensuring a safe workplace for their employees.

Issued on December 30, the letter came up with the observation following a probe body investigation of the death of three workers in Khawaja Shipbreaking Yard on 25 December.

In 2020 alone, the three workers died in the yard owned by KSRM in 2020 alone.

The two member probe-body, led by deputy secretary of Ministry of Industry Kazi Faruk Ahmed, inspected the yard at Sitakunda upazila on January 2.

The letter says the accidents continue to take place at a time when the ministry is trying hard to ensure the safety of workers in the yard.

"Accidents like this give a negative impression about the yards in the international arena," the letter read. It blamed the yard owners for their apathy in ensuring workers safety, despite repeated requests.

Contacted, Kazi Faruk Ahmed, member of probe body, told The Daily Star that after the accident, the yard authority sent an explanation to Ministry of Industry. "We will verify their description of the accident," he said.

"Action will be taken against them as per the law. We can't let this happen anymore," he added.

Tapan Dutta, president of Shipbreaking Trade Union Forum, told The Daily Star that three workers died in three separate incidents in the yard in December 2020.

Of them, two died working night shifts, something that is strictly prohibited for shipbreaking yards, he said.

"The combined apathy of yard owners and inaction of industry ministry have given rise to the number of workers' death. However, not a single case has been filed against any yard owner in the history of the industry," he added. In 2020, Ministry of Industry shut down five shipbreaking yards for failing to ensure workers safety.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার
৬ জানুয়ারি ২০২১ । ২২ পৌষ ১৪২৭

আবাসন সংকটে ভোগান্তিতে কর্মজীবী নারী ও শিক্ষার্থী

জিন্নাতুন নূর

করোনার কারণে গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাস। ঢাবির আবাসিক হলও বন্ধ। ফলে ঢাকার বাইরের শিক্ষার্থীরা অনেকেই এখন নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন। কিন্তু নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা খন্ডকালীন চাকরি এবং টিউশনি করে নিজের হাতখরচ চালান হল বন্ধ থাকায় তাদের অনেকেই বিপাকে পড়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জানান, তিনি ঢাকায় তিনটি টিউশনি করান। করোনার কারণে জুলাই মাস পর্যন্ত বাড়িতে থাকলেও গত সেপ্টেম্বর থেকে আবার টিউশনি শুরু করেছেন। কিন্তু হল বন্ধ থাকায় তিনি তার আরেক সহপাঠীর সঙ্গে রায়েরবাজারের এক গার্লস হোস্টেলে সিট নিয়েছেন। তবে নতুন এই আবাসন ব্যবস্থা তার পছন্দ নয়। বিশেষ করে হোস্টেল কর্তৃপক্ষের আচরণ ও খাবার তার ভালো লাগছে না। শুধু নারী শিক্ষার্থীই নয়, করোনাকালে আবাসন সংকটের কারণে বিপাকে পড়েছেন কর্মজীবী নারীরাও। চাকরি হারানো অনেক কর্মজীবী নারী পুনরায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পেরে নিজ এলাকায় পরিবারের কাছে ফিরে গেছেন। ঢাকার একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কমিউনিকেশন অফিসার হিসেবে কাজ করতেন হুসনে আরা বেগম। ঢাকার একটি অভিজাত এলাকায় তিন রুমের ফ্ল্যাটে আরেক কর্মজীবী নারীর সঙ্গে ২০ হাজার টাকায় ভাড়া থাকতেন। গত জুলাইয়ে চাকরি চলে গেলে দুই মাস চাকরি খোঁজার পর নিজ জেলা বগুড়ায় চলে যান তিনি। রাজধানীর বাড্ডা লিংক রোডে শাহানা মাহমুদ নামের আরেক বেসরকারি এনজিওকর্মী তার বড় বোনকে নিয়ে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো পুরুষ অভিভাবক না থাকায় ১৫ হাজার টাকার ফ্ল্যাট ভাড়া দুই বোনের কাছ থেকে বাড়ির মালিক ৩০ হাজার টাকা রাখছেন। উপায় না থাকায় বাধ্য হয়েই অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে থাকছেন শাহানা ও তার বোন।

হল বন্ধ থাকায় বিপাকে নারী শিক্ষার্থীরা, চাকরি হারিয়ে গ্রামে যাচ্ছেন কর্মজীবী নারী

জনশক্তি জরিপ ২০১৭-১৮ অনুযায়ী শহরাঞ্চলে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ৫০ লাখেরও বেশি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাজধানীতে কর্মজীবী নারীদের জন্য নীলক্ষেত, মিরপুর, খিলগাঁও এবং বেইলি রোডের চারটি হোস্টেলে মাত্র ১ হাজার ৮৬ জন নারীর থাকার ব্যবস্থা আছে। সরকারি ব্যবস্থাপনার এসব মহিলা হোস্টেলে সহজে সিট পাওয়া যায় না। এসব হোস্টেলের কোনো কোনোটিতে একটি সিটের বিপরীতে কয়েক গুণ আবেদন জমা পড়ে। মেয়াদ শেষ হলেও পুরনো বোর্ডাররা সিট খালি করতে চান না। এতে সিটপ্রত্যাশী আবেদনকারীরা সহজে এসব হোস্টেলে থাকার সুযোগ পান না। ঢাকায় বর্তমানে ৭০০ থেকে ৮০০ বেসরকারি হোস্টেল আছে। এর সিংহভাগই নারীদের জন্য। তবে বেসরকারি হোস্টেলে খরচ কয়েক গুণ বেশি। সরকারি-বেসরকারি হোস্টেলের কোনোটিতেই আবার সন্তান রাখার ব্যবস্থা নেই। বেসরকারি হোস্টেলগুলোর পরিবেশ ও খাওয়ার মান নিয়ে অধিকাংশ ছাত্রীই অভিযোগ করেন। ঢাকার ফার্মগেট, রায়েরবাজার, ধানমন্ডি, লালমাটিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রী হোস্টেল আছে। তবে এসব হোস্টেল পরিচালনায় নেই কোনো নীতিমালা। কার্যকর নজরদারি না থাকায় যে যার মতো হোস্টেল খুলে এখন ব্যবসা করছেন। এর বাইরে কর্মজীবী নারী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য এখন রাজধানীর বিভিন্ন আবাসিক এলাকার ফ্ল্যাটে রুম বা গোটা ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য ভাড়া বাবদ নির্দিষ্ট ভাড়ার চেয়ে দ্বিগুণ বা তিন গুণ ভাড়া আদায় করা হচ্ছে।

সমকাল
বুধবার । ৬ জানুয়ারি ২০২১ । ২২

পোশাক শিল্পে ৪৩ ভাগ নারীই অপুষ্টির শিকার

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের বড় অংশ অপুষ্টির শিকার। শুধু তৈরি পোশাক শিল্পেই কর্মরতদের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন নারী অপুষ্টিতে ভুগছেন। অপুষ্টির কারণে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা ২০ ভাগ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শ্রমিকের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

মঙ্গলবার খুলনার সিটি ইন হোটেলে 'শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ প্রকল্প' বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। এতে সহায়তা করে সুইজারল্যান্ডের গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন খুলনা সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক এ. কে. এম. মিজানুর রহমান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক ড. মো. মুস্তাফিজুর রহমান, গেইন-বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. রুদাবা খন্দকার, খুলনার ডিভিশনাল কমিশনার ইসমাঈল হোসেন প্রমুখ। পুষ্টির গুরুত্ববিষয়ক উপস্থাপনা তুলে ধরেন গেইন বাংলাদেশের পোর্টপোলিও লিড মনিরুজ্জামান বিপুল।

The Daily Star
SDAY JANUARY 5, 2021,

WORKERS' DEATH

Probe report blames shipyard owners

MOSTAFA YOUSUF, Ctg

After 2020 saw several worker's death in multiple shipbreaking yards in Sitakunda upazila, a Ministry of Industry letter has put the blame on yard owners' apathy in ensuring a safe workplace for their employees.

Issued on December 30, the letter came up with the observation following a probe body investigation of the death of three workers in Khawaja Shipbreaking Yard on 25 December.

In 2020 alone, the three workers died in the yard owned by KSRM in 2020 alone.

The two member probe-body, led by deputy secretary of Ministry of Industry Kazi Faruk Ahmed, inspected the yard at Sitakunda upazila on January 2.

The letter says the accidents continue to take place at a time when the ministry is trying hard to ensure the safety of workers in the yard.

"Accidents like this give a negative impression about the yards in the international arena," the letter read. It blamed the yard owners for their apathy in ensuring workers safety, despite repeated requests.

Contacted, Kazi Faruk Ahmed, member of probe body, told The Daily Star that after the accident, the yard authority sent an explanation to Ministry of Industry. "We will verify their description of the accident," he said.

"Action will be taken against them as per the law. We can't let this happen anymore," he added.

Tapan Dutta, president of Shipbreaking Trade Union Forum, told The Daily Star that three workers died in three separate incidents in the yard in December 2020.

Of them, two died working night shifts, something that is strictly prohibited for shipbreaking yards, he said.

"The combined apathy of yard owners and inaction of industry ministry have given rise to the number of workers' death. However, not a single case has been filed against any yard owner in the history of the industry," he added. In 2020, Ministry of Industry shut down five shipbreaking yards for failing to ensure workers safety.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার
৬ জানুয়ারি ২০২১ । ২২ পৌষ ১৪২৭

আবাসন সংকটে ভোগান্তিতে কর্মজীবী নারী ও শিক্ষার্থী

জিন্নাতুন নূর

করোনার কারণে গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাস। ঢাবির আবাসিক হলও বন্ধ। ফলে ঢাকার বাইরের শিক্ষার্থীরা অনেকেই এখন নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন। কিন্তু নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা খন্ডকালীন চাকরি এবং টিউশনি করে নিজের হাতখরচ চালান হল বন্ধ থাকায় তাদের অনেকেই বিপাকে পড়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জানান, তিনি ঢাকায় তিনটি টিউশনি করান। করোনার কারণে জুলাই মাস পর্যন্ত বাড়িতে থাকলেও গত সেপ্টেম্বর থেকে আবার টিউশনি শুরু করেছেন। কিন্তু হল বন্ধ থাকায় তিনি তার আরেক সহপাঠীর সঙ্গে রায়েরবাজারের এক গার্লস হোস্টেলে সিট নিয়েছেন। তবে নতুন এই আবাসন ব্যবস্থা তার পছন্দ নয়। বিশেষ করে হোস্টেল কর্তৃপক্ষের আচরণ ও খাবার তার ভালো লাগছে না। শুধু নারী শিক্ষার্থীই নয়, করোনাকালে আবাসন সংকটের কারণে বিপাকে পড়েছেন কর্মজীবী নারীরাও। চাকরি হারানো অনেক কর্মজীবী নারী পুনরায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পেরে নিজ এলাকায় পরিবারের কাছে ফিরে গেছেন। ঢাকার একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কমিউনিকেশন অফিসার হিসেবে কাজ করতেন হুসনে আরা বেগম। ঢাকার একটি অভিজাত এলাকায় তিন রুমের ফ্ল্যাটে আরেক কর্মজীবী নারীর সঙ্গে ২০ হাজার টাকায় ভাড়া থাকতেন। গত জুলাইয়ে চাকরি চলে গেলে দুই মাস চাকরি খোঁজার পর নিজ জেলা বগুড়ায় চলে যান তিনি। রাজধানীর বাড্ডা লিংক রোডে শাহানা মাহমুদ নামের আরেক বেসরকারি এনজিওকর্মী তার বড় বোনকে নিয়ে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো পুরুষ অভিভাবক না থাকায় ১৫ হাজার টাকার ফ্ল্যাট ভাড়া দুই বোনের কাছ থেকে বাড়ির মালিক ৩০ হাজার টাকা রাখছেন। উপায় না থাকায় বাধ্য হয়েই অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে থাকছেন শাহানা ও তার বোন।

হল বন্ধ থাকায় বিপাকে নারী শিক্ষার্থীরা, চাকরি হারিয়ে গ্রামে যাচ্ছেন কর্মজীবী নারী

জনশক্তি জরিপ ২০১৭-১৮ অনুযায়ী শহরাঞ্চলে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ৫০ লাখেরও বেশি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাজধানীতে কর্মজীবী নারীদের জন্য নীলক্ষেত, মিরপুর, খিলগাঁও এবং বেইলি রোডের চারটি হোস্টেলে মাত্র ১ হাজার ৮৬ জন নারীর থাকার ব্যবস্থা আছে। সরকারি ব্যবস্থাপনার এসব মহিলা হোস্টেলে সহজে সিট পাওয়া যায় না। এসব হোস্টেলের কোনো কোনোটিতে একটি সিটের বিপরীতে কয়েক গুণ আবেদন জমা পড়ে। মেয়াদ শেষ হলেও পুরনো বোর্ডাররা সিট খালি করতে চান না। এতে সিটপ্রত্যাশী আবেদনকারীরা সহজে এসব হোস্টেলে থাকার সুযোগ পান না। ঢাকায় বর্তমানে ৭০০ থেকে ৮০০ বেসরকারি হোস্টেল আছে। এর সিংহভাগই নারীদের জন্য। তবে বেসরকারি হোস্টেলে খরচ কয়েক গুণ বেশি। সরকারি-বেসরকারি হোস্টেলের কোনোটিতেই আবার সন্তান রাখার ব্যবস্থা নেই। বেসরকারি হোস্টেলগুলোর পরিবেশ ও খাওয়ার মান নিয়ে অধিকাংশ ছাত্রীই অভিযোগ করেন। ঢাকার ফার্মগেট, রায়েরবাজার, ধানমন্ডি, লালমাটিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রী হোস্টেল আছে। তবে এসব হোস্টেল পরিচালনায় নেই কোনো নীতিমালা। কার্যকর নজরদারি না থাকায় যে যার মতো হোস্টেল খুলে এখন ব্যবসা করছেন। এর বাইরে কর্মজীবী নারী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য এখন রাজধানীর বিভিন্ন আবাসিক এলাকার ফ্ল্যাটে রুম বা গোটা ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য ভাড়া বাবদ নির্দিষ্ট ভাড়ার চেয়ে দ্বিগুণ বা তিন গুণ ভাড়া আদায় করা হচ্ছে।

সমকাল
বুধবার । ৬ জানুয়ারি ২০২১ । ২২

পোশাক শিল্পে ৪৩ ভাগ নারীই অপুষ্টির শিকার

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের বড় অংশ অপুষ্টির শিকার। শুধু তৈরি পোশাক শিল্পেই কর্মরতদের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন নারী অপুষ্টিতে ভুগছেন। অপুষ্টির কারণে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা ২০ ভাগ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শ্রমিকের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

মঙ্গলবার খুলনার সিটি ইন হোটেলে 'শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ প্রকল্প' বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। এতে সহায়তা করে সুইজারল্যান্ডের গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন খুলনা সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক এ. কে. এম. মিজানুর রহমান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক ড. মো. মুস্তাফিজুর রহমান, গেইন-বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. রুদাবা খন্দকার, খুলনার ডিভিশনাল কমিশনার ইসমাঈল হোসেন প্রমুখ। পুষ্টির গুরুত্ববিষয়ক উপস্থাপনা তুলে ধরেন গেইন বাংলাদেশের পোর্টপোলিও লিড মনিরুজ্জামান বিপুল।

The Daily Star
DHAKA WEDNESDAY JANUARY 6, 2021

Migrants need social, legal protection

Foreign Minister Momen on their vulnerabilities abroad during emergencies

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

Bangladesh wants social and legal protection of migrant workers in destination countries during emergency situations like the Covid-19 pandemic that has exposed their sheer vulnerability abroad.

"Migrant workers need to be included in the social and judicial protection system of the countries of destination to address the gap. We need to ensure migrants' rights from the early stage of ethical recruitment to wage, health and job protection," said Foreign Minister AK Abdul Momen.

The comment comes ahead of the Global Forum on Migration and Development (GFMD) to be hosted by the UAE on January 18-24. The UN-led forum is going to be held at a time when restrictions on migrants have been increasing due to the pandemic.

About 400,000 Bangladeshi migrants returned home, mostly empty-handed, since the pandemic began in March last year, while scopes for overseas jobs have declined significantly. Many of those who had come home on leave remained stranded.

There are some one crore Bangladeshi migrants who annually send home about $20 billion, which is the lifeline of Bangladesh's economy.

"During the trying times of Covid-19, we have seen many of the migrant workers lost their jobs and were in great difficulty as they were not covered by the social safety nets of the countries of destination," Momen said at a virtual pre-GFMD national consultation organised by the Parliamentary Caucus on Migration and Development with support from WARBE Development Foundation and PROKAS project of British Council.

"Moreover, a large number of migrant workers were living or forced to live in a crowded environment which was risky for transmission of the virus.

"We need to ensure migrants' rights from the early stage of ethical recruitment to wage, health and job protection. For that to happen, the international community should play a key role through platforms like GFMD so that that migrant workers are well covered by legal mechanisms in the host countries."

Noting that Bangladesh is a climate vulnerable country, he said about 30 million people may be displaced with one-metre sea level rise.

"Bangladesh cannot handle such a huge uprooted population alone, we need effective and proactive support from the international community," he added.

Foreign Secretary Masud Bin Momen said unpaid wages and job losses of migrants during the pandemic suggest that migration policies need to be revised for sustainable migration management.

He said irregular migration is increasing with the normal channels of migration being disrupted, and opined that unscrupulous agents and the migrants who take the irregular path of migration should come under law.

Former foreign secretary Shahidul Haque said with the global economies being disrupted by Covid-19, many of the countries are taking nationalistic policies, which may hamper the SDG targets of inclusion of vulnerable populations, including migrants and refugees.

However, one should not forget that migration is essential to tackle a pandemic like Covid-19, he said, mentioning that 24 percent of the health workers globally are migrants.

Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira) President Benjir Ahmed MP said recruiting agencies play a crucial role in overseas employment sector, but their contributions are not recognised.

"Much of the visa trading happens in the destination countries, but the recruiting agents are blamed for this unfairly. Destination countries need to come up to prevent such visa trading that increases migration costs," he said.

He suggested that governments and employers of destination countries and the Bangladesh government have a big role in stopping the unethical recruitment.

Parliamentary Caucus on Migration and Development Chair barrister Shamim Haider Patwary moderated the discussion.

WARBE Development Foundation Chair Syed Saiful Haque and Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) Executive Director Prof CR Abrar and PROKAS Team Leader Gerry Fox also spoke on the occasion.

The Financial Express January 6, 2021

RMG workers seek PM's intervention to realise arrears

FE REPORT

Employees and workers of a foreign-owned garment factory at Savar Export Processing Zone on Tuesday sought the prime minister's intervention to realise one year's arrears.

The apparel workers under the banner of 'National Garments Workers Federation (NGWF)' made the appeal during a press conference at the National Press Club.

"I'm seeking Prime Minister Sheikh Hasina's intervention to realise our arrears and allowances for the last one year from the factory," said NGWF president Amirul Haque Amin.

On April 17, 2020, A One BD Limited, an Italian apparel factory at Savar EPZ, shut down its factory without paying the salaries and allowances of about 1,100 workers without issuing any prior notice.

In a written statement, Mr Amin said the closure of the factory without notice amounts to misconduct under the Bangladesh Labour Act.

The NGWF informed Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA), Department of Factories and Establishment and stakeholders concerned of the issue, but nobody took any action to this end, he alleged.

If their demands remain unmet, Mr Amin said, the workers will march towards the Prime Minister's Office on January 18.

sajibur@gmail.com

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ৬, ২০২১

শ্রমিক ইউনিয়ন হচ্ছে গুগলে

বণিক বার্তা ডেস্ক ▪

বৈশ্বিক সার্চ জায়ান্ট গুগলের প্যারেন্ট কোম্পানি অ্যালফাবেট ইনকরপোরেশনের দুই শতাধিক কর্মী প্রথমবারের মতো অভ্যন্তরীণ শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের পদক্ষেপ নিয়েছে, যা মার্কিন কোনো প্রযুক্তি জায়ান্টে বিরল ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। খবর বিবিসি।

গুগল কর্মীদের দাবি, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক অনুশীলন এবং অনলাইনে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের মতো ইস্যুগুলো কীভাবে পরিচালনা করা হবে, সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশে কর্মীদের আরো বেশি ক্ষমতা দিতে হবে। যে কারণে তারা অভ্যন্তরীণ শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে, যা কর্মীদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবে। টানা কয়েক বছর ধরে নানা ইস্যুতে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে তীব্র সমালোচনার মুখে রয়েছে গুগল। কর্মী বাহিনীতে বৈচিত্র্যহীনতা এবং মানবাধিকার ও নীতি-নৈতিকতা বর্জন করে একের পর এক প্রকল্প হাতে নেয়ায় খোদ কর্মীদের দ্বারাই সমালোচিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুগলের বৈশ্বিক কর্মীবাহিনী ধর্মঘটও পালন করেছে। এবার শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের পথে এগোচ্ছে।

গুগলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিজেদের সব কর্মীর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করতে তাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে গুগলের পিপল অপারেশন বিভাগের পরিচালক কারা সিলভারস্টেইন বলেন, আমরা কর্মীবাহিনীর জন্য বরাবরই একটি সহায়ক এবং ফলপ্রসূ কর্মপরিবেশ তৈরিতে কঠোর পরিশ্রম করে আসছি। গুগল কর্মীদের শ্রমিক অধিকার রক্ষায় যে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার রয়েছে। আমরা কর্মীদের উদ্যোগটিকে সমর্থন জানাই।

টিমিট গেব্রু নামে সম্প্রতি কৃষ্ণাঙ্গ এক নারী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) গবেষককে চাকরিচ্যুত করে তোপের মুখে পড়েছিল গুগল। ওই গবেষককে চাকরিচ্যুত করার কারণ জানতে চেয়ে সার্চ জায়ান্টটির কাছে ১২ শতাধিক কর্মী এবং ১৫ শতাধিক গবেষক প্রতিবাদে নেমেছিল। ওই ঘটনার পর এবার গুগল কর্মীদের ইউনিয়নের ঘোষণা সামনে এল।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৭ জানুয়ারি ২০২১,

অভিবাসী কর্মীদের বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে হবে

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

বাসস, ঢাকা

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল গণভবনে। ছবি : পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিবাসী কর্মীদের নিবন্ধন এবং প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে এসব বিষয়ে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিদেশ গমনেচ্ছুরা নিবন্ধন করে নিয়মমাফিক যান, সেটাই আমরা চাই। কেননা, প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন। তিনি গতকাল বুধবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের সাহায্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মূল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

গত মে মাসে লিবিয়ায় পাচারকারী চক্রের নির্যাতন ও হত্যার শিকার বাংলাদেশিদের হৃদয়বিদারক ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কিছুদিন আগে লিবিয়াতে কতজনকে জীবন দিতে হলো। এই পরিস্থিতির শিকার যেন আমাদের দেশের মানুষকে আর হতে না হয়।' তিনি সেখানে আটকে পড়াদের আর্থিক সহায়তা প্রদান থেকে শুরু করে উদ্ধারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ গ্রহণেরও উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের দেশে এখন কাজের যেমন অভাব নেই, তেমনি আল্লাহর রহমতে খাবারেরও অভাব নেই। কাজেই এখন সেই সোনার হরিণ ধরার পেছনে কেউ আর দয়া করে অন্ধের মতো ছুটবেন না।'

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'অনেকেই এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না নিয়ে কোনোভাবে একটি সার্টিফিকেট নিয়ে নেন এবং বিদেশে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। কাজেই, এই কাজটি না করে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিয়ে গেলে কেউ আর বিদেশ গিয়ে হেনস্তার শিকার হবেন না।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা যে সমস্ত ডিজিটাল সেন্টার করেছি, তার মাধ্যমে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধন করার যে সুযোগ রয়েছে, তাকে কাজে লাগান। যেখানেই কাজের সুযোগ হয়, সেখানে নিবন্ধিতদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করা হয়। কাজেই ধৈর্য ধরতে হবে। নিজেদের নিরাপত্তার কথাটা সব সময় চিন্তা করতে হবে।'

প্রবাসীকল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ইমরান আহমেদ। মন্ত্রণালয়ের সচিব মুনীরুছ সালেহীন স্বাগত বক্তব্য দেন। প্রবাসীকল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, রিক্রুটিং এজেন্টদের সংগঠন বায়রার সাবেক সভাপতি বেনজির আহমেদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া গণভবন প্রান্তে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউসসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রী ইমরান আহমেদ প্রবাসী বাংলাদেশিদের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তির চেক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সিআইপি ক্রেস্ট ও সনদ বিতরণ করেন। বৈধ চ্যানেলে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রদানকারী হিসেবে মাহতাবুর রহমান এবং জেসমিন আক্তারকে পুরস্কৃত করা হয় এবং অনিবাসী বাংলাদেশি হিসেবে দেশে সরাসরি বিনিয়োগের জন্য কল্লোল আহমেদ সিআইপি ক্রেস্ট লাভ করেন। ২০০৯ থেকে মোট ১৫৫ জনকে সিআইপি মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

বার, ২৩ পৌষ ১৪২৭
৭ জানুয়ারি ২০২১
দৈনিক ইত্তেফাক

আটকে পড়া ১২ হাজার কাতার প্রবাসীর ফেরা অনিশ্চিত

নতুন করে এন্ট্রি পারমিট ভিসা দিচ্ছে না দেশটি

▪ আনোয়ার আলদীন

করোনা ভাইরাসের কারণে দেশে ফিরে আটকে পড়া ১২ সহস্রাধিক কাতার প্রবাসী শ্রমিকের ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ৯৫ শতাংশের কাতারে আকামা বা কাজের অনুমতির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। চার মাস আগে রি-এন্ট্রি পারমিটের আবেদন করেও কোনো সদুত্তর পাচ্ছে না। এখন আর আবেদন নেওয়া হচ্ছে না। কাতার ফেরত যাওয়ার দাবিতে এখন পর্যন্ত পাঁচবার জাতীয় প্রেসক্লাব ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ করলেও কাটেনি অনিশ্চয়তা। ছুটিতে দেশে এসেছিলেন তারা।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৩ পৌষ ১৪২৭
৭ জানুয়ারি ২০২১

সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ অব্যবস্থাপনা

নিরাপদ সড়ক চাই-এর সংবাদ সম্মেলন

■ বিশেষ প্রতিনিধি

মহামারি করোনার কিছু দিন লকডাউন থাকায় কয়েক মাস দুর্ঘটনা কম ছিল। সব মিলিয়ে ২০২০ সালে দেশে ৪ হাজার ৯২টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। সড়ক, রেল ও নৌপথের এসব দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪ হাজার ৯৬৯ জন। আহত হয়েছেন ৫ হাজার ৮৫ জন। শুধু সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ৪ হাজার ৬২৮ জন। নিরাপদ সড়কের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সোচ্চার নিরাপদ সড়ক চাইয়ের (নিসচা) পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সড়ক দুর্ঘটনার এ পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন নিসচার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন। এ সময় জানানো হয়, ২০২০ সালে রেলপথের দুর্ঘটনায় ১২৯ জন নিহত ও ৩১ জন আহত হন। নৌ দুর্ঘটনায় ২১২ জন নিহত ও ১০০ জন আহত বা নিখোঁজ হন।

নিসচার প্রকাশিত তথ্যে উঠে এসেছে, গত বছরের জানুয়ারি মাসে বেশি ৪৪৭টি দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ৪৯৫ জন নিহত ও ৮২৩ জন আহত হন। আর এপ্রিল ও মে মাসে সবচেয়ে কম যথাক্রমে ১৩২ ও ১৯৬টি দুর্ঘটনা ঘটে। এর পেছনের কারণ হিসেবে বলা হয়, করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে দেশে লকডাউন থাকায় দুর্ঘটনা কম হয়েছে।

ইলিয়াস কাঞ্চন লিখিত বক্তব্যে জানান, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ এলাকায় বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) এলাকায় কম দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি দাবি করেন, এসব এলাকায় চালকরা তুলনামূলক কম গতিতে নিয়ন্ত্রণে রেখে যানবাহন চালানোর কারণে দুর্ঘটনা কম হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার পেছনের কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, সড়কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিংয়ের অভাব, টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রদত্ত ১১১টি সুপারিশনামা বাস্তবায়ন না হওয়া, চালকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বেপরোয়া গাড়ি চালানোর প্রবণতা, দৈনিক চুক্তিভিত্তিক গাড়ি চালানো, লাইসেন্স ছাড়া চালক নিয়োগ, পথচারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে ওভারটেকিং করা, বিরতি ছাড়াই দীর্ঘসময় ধরে গাড়ি চালানো, ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালানো বন্ধে আইনের প্রয়োগ না থাকা, সড়ক ও মহাসড়কে মোটরসাইকেল ও তিন চাকার গাড়ি বৃদ্ধি, মহাসড়কের নির্মাণ ত্রুটি, একই রাস্তায় বৈধ ও অবৈধ এবং দ্রুত ও শ্লথ যানবাহন চলাচল এবং রাস্তার পাশে হাটবাজার ও দোকানপাট থাকা। সড়ক আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হলে সড়ক নিরাপদ হয়ে উঠবে বলেও মন্তব্য করেন ইলিয়াস কাঞ্চন।

এছাড়া অপ্রকাশিত তথ্য ও হাসপাতালে ভর্তির পর এবং হাসপাতাল থেকে রিলিজের পর মৃত্যুর হিসেবে পুরো বছরে আনুমানিক ৬৮২ দুর্ঘটনায় ৮২৮ জন নিহত হন।

উল্লেখ্য, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ বাস্তবায়নে জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ করা, প্রধানমন্ত্রীর ৬ দফা নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়ন করা ও টাস্কফোর্সের দাখিল করা ১১১টি সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়ন করাসহ বেশ কিছু সুপারিশ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে। সংগঠনটির যুগ্মমহাসচিব লিটন এরশাদের সঞ্চালনায় এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহাসচিব সৈয়দ এহসানুল হক কামাল, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ ও সদস্য আজাদ প্রমুখ।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৭ জানুয়ারি ২০২১,

করোনায় ঘরে আটকে রাখায় নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে মামলা

এএফপি, *সিঙ্গাপুর*

সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান মিথ্যা অভিযোগে তাঁকেসহ ২০ সহকর্মীকে একটি ঘরে আটকে রাখার জন্য সাবেক নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠান ও ডরমিটরির পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। আদালতে দাখিল করা নথিপত্র অনুযায়ী, তিনি ১ কোটি ৩৮ লাখ টাকার মতো ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

জয়লিসাস ম্যানেজমেন্ট পরিচালিত ডরমিটরির একজন কর্মী গত ১৯ এপ্রিল হাসিবুরসহ ২০ জনের বেশি কর্মীকে তাঁদের ঘরে তালা দিয়ে রাখেন। তাঁদের ডরমিটরিতে থাকা একজন করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছেন, এ সন্দেহ থেকে তাঁদের ঘরে আটকে রাখা হয়। ওই সময় তাঁরা কেবল ঘরের বাইরে টয়লেটে যাওয়ার সুযোগ পেতেন। কিন্তু এ জন্য নিরাপত্তারক্ষীকে ডেকে তাঁদের পাহারার মধ্যে যেতে হতো। তাঁদের যে ঘরে আটকে রাখা হয়, তা ছিল অত্যন্ত গরম ও সেখানে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ছিল না। কারও কারও তখন জ্বরও ছিল। ওই সময় হাসিবুর অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান টিডব্লিউসিটুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হলে তাঁদের টয়লেট সংযুক্ত আরেকটি ঘরে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেও তাঁদের তালা দিয়ে রাখা হয়। তাঁরা ৪৩ ঘণ্টার মতো বন্দী সময় কাটান।

আটকে পড়া ১২ হাজার

বেশির ভাগেরই কাতারের আইডির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তাদের দাবি কাতার সরকার রি-এন্ট্রি পারমিট দ্রুততর করুক । তারা চান, কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় এ সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি হোক। তাদের কাতারি আইডি আছে এবং রিটার্ন টিকিটও আছে। কিন্তু রি-এন্ট্রি পারমিট মিলছে না। অন্যান্য দেশের প্রবাসীরা ইতিমধ্যে কাতারে যেতে পারলেও বাংলাদেশিরা সে সুযোগ পাচ্ছে না। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কর্মী মো. মানিক বলেন, সরকারের প্রতি আমাদের অনুরোধ কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেভাবে সৌদি প্রবাসীদের পাঠানো হয়েছে, তেমনিভাবে আমাদেরও কাতার পাঠানো হোক। মো রুবেল জানান, ভারত ও নেপালিদেরকে রি-এন্ট্রি পারমিট হয়ে গেছে, আমাদের হয়নি। আমাদের ভিসার মেয়াদ নেই। কাতার থেকে আসা ইসমাইল হোসেন রনি বলেন, আমাদের আকুল আবেদন, আমাদের না পাঠাতে পারলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন। কাতার থেকে ফেরা আবদুল করীম বলেন, ফেব্রুয়ারিতে না যেতে পারলে চাকরি থাকবে না। ফরেন মিনিস্ট্রিতে দুই বার কাগজ দিয়েছি। কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. জসীম উদ্দিন টেলিফোনে জানান, কাতারের সঙ্গে বিমান চালু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার বাংলাদেশি কর্মী কাতারে ফেরত গেছেন। বাকিদের ফেরত আনতে কাতার সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। মূলত তারা ধাপে ধাপে কর্মীদের ফিরিয়ে নেবে বলে জানিয়েছে। শুরুতে টেকনিক্যাল কাজে দক্ষদের নিয়ে এসেছে। বয়স্কদের করোনা ঝুঁকি বেশি বলে কর্মীর বয়সটাও বিবেচনা করছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। কর্মীদের বাধ্যতামূলকভাবে ১৫ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলেছে। কিন্তু সেখানে হোটেল স্বল্পতাও রয়েছে। জানুয়ারির মধ্যে সব কর্মীকে ফেরত নেওয়ার কথা জানিয়েছে তারা। তারা ওখানে প্রত্যেকটা কোম্পানিতে খোঁজ করে জানছে কাদের কাদের কাজ এখনই হবে। যারা যেতে পারছেন না, হয়তো আস্তে আস্তে যাচ্ছে বা যাওয়া শুরু হয়েছে।

সংবাদ
রোববার ২৬ পৌষ ১৪২৭
Sunday 10 January 2021

গৃহকর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে

মো. আরাফাত রহমান

রাজধানী ঢাকাসহ প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে এবং শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশের অনুষঙ্গ হিসেবে গড়ে ওঠা শহরে বসবাসরত নাগরিকদের চাহিদা ও অধিকতর আর্থিক সুবিধা বিবেচনায় প্রান্তিক জনপদের দরিদ্র পরিবারের প্রধানত: নারী গৃহকর্মী যাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কিশোরী বা শিশু গ্রাম থেকে এসে এ সব শহরের বাসা, মেস বা ডরমিটরিতে গৃহকর্মে নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা চলমান রয়েছে।

দারিদ্র্যপীড়িত বিশেষ বিশেষ এলাকা থেকে শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োজিত হওয়ার লক্ষ্যে শহরে আসার প্রবণতা অব্যাহত আছে। অন্যদিকে, সাধারণত নগরবাসী মানুষের গৃহের সার্বিক নিরাপত্তা এবং গৃহকর্তা ও গৃহের সদস্যদের প্রতি ইপ্সিত আনুগত্যের বিবেচনায় নারী গৃহকর্মীদের অধিকতর সুবিধাজনক বিবেচনা করার ফলে সার্বক্ষণিক গৃহকর্মী হিসেবে নারী গৃহকর্মী বিশেষত কিশোরী বা শিশু গৃহকর্মী নিয়োগের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদানের প্রবণতাও লক্ষণীয়।

আনুগত্য প্রাপ্তির এ মানসিকতার মাঝে বিকৃতিও লক্ষ্য করা যায় যা গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। নির্যাতনের ফলে মৃত্যু বা হত্যা কিংবা আত্মহত্যার মতো কোন কোন ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে সংবেদনশীল মানব সমাজকে চরমভাবে বেদনাবিদ্ধ করে। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার গৃহকর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আইনি কাঠামো তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে গৃহকর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও কল্যাণার্থে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মক্ষম প্রতিটি নাগরিকের জন্য কর্মের অধিকার হচ্ছে তার অধিকার, কর্তব্য এবং মর্যাদার বিষয় এবং শ্রমিকের প্রাপ্য পরিশোধের মূলনীতি হলো-'শ্রমিকের সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মসম্পাদন এবং সম্পাদিত কাজ অনুযায়ী শ্রমের মূল্য পরিশোধ'। অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয়লাভে সমঅধিকারী। অনুচ্ছেদ ৩৪ এ সব ধরনের জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিক জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্ম, গোত্র, গাত্রবর্ণ, জেন্ডার, ভাষা, রাজনৈতিক বা ভিন্নমত, জাতীয় অথবা সামাজিক উৎস, সম্পদ, জন্ম বা অন্যান্য স্ট্যাটাস-নিরপেক্ষভাবে সমান।

অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির পরিবার, গৃহ ও পত্র যোগাযোগ-এ সব ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতামূলক হস্তক্ষেপ বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা এবং তার সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত করা যাবে না। অনুচ্ছেদ ২৩, ২৪ ও ২৫-এ সব শ্রমিকের সমান কাজের জন্য সমান মজুরি নীতির ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত মজুরির বিনিময়ে স্বাধীনভাবে কর্ম নির্বাচন, নির্ধারিত কর্মঘণ্টা, সাময়িক ছুটিসহ বিশ্রাম ও বিনোদন, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাস, পরিবারসহ মানবিক মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। দেশের চলমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে পরিবার বা গৃহের আবশ্যকীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে গৃহকর্তার অপেক্ষাকৃত উন্নততর পেশাগত দায়িত্ব নির্বিঘ্নে সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গৃহকর্মীরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

এজন্যই সরকার গৃহকর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় ও কল্যাণার্থে একটি নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাছাড়াও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক গৃহীত গৃহকর্ম সম্পর্কিত, কনভেনশন-১৮৯ অনুসমর্থনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে গৃহকর্মীদের সুরক্ষাও কল্যাণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ নীতি গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের শর্ত ও নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, পরিবারসহ মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের উপযোগী মজুরি ও কল্যাণ, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসন প্রভৃতি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। একই সঙ্গে এ নীতি সংবিধানে ঘোষিত সমঅধিকার এবং সব নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মূলনীতি হিসেবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক।

[লেখক : সহকারী কর্মকর্তা,
ক্যারিয়ার অ্যান্ড প্রফেশনাল
ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস বিভাগ,
সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়]
arafat.bcpr@seu.edu.bd

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৮ জানুয়ারি ২০২১,

বিদেশফেরত শ্রমিক

ঋণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ জরুরি

বিশ্বব্যাপী করোনার কারণে আমাদের প্রবাসী শ্রমিকেরা নানামুখী সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। আমাদের যেসব শ্রমিক প্রবাসে ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগ সেখানকার অবকাঠামো নির্মাণসহ নানা রকম কাজে যুক্ত আছেন। করোনার কারণে অনেক দেশে এসব কাজের চাহিদা কমে গেছে। এ কারণে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী শ্রমিককে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। তাঁদের অনেকেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এ অবস্থায় কেবল দেশে ফেরত শ্রমিকেরা নন, তাঁদের পুরো পরিবারই ঝুঁকিতে আছে।

প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ যেমন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার স্ফীত করছে, তেমনি অর্থনীতিকেও করছে গতিশীল। বৃহস্পতিবারের *প্রথম আলোর* প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর দেশে ফিরেছেন ৪ লাখ ৮ হাজার প্রবাসী শ্রমিক। বিদেশে শ্রমিকদের আসা-যাওয়া স্বাভাবিক রীতি হলেও গত বছর যে সংখ্যক শ্রমিক বিদেশে গেছেন, ফিরে এসেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। এটা উদ্বেগের অন্যতম কারণ।

প্রবাসী ও বিদেশফেরত শ্রমিকদের আরও অনেক সমস্যা আছে, যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অনেকে এখানে এসে আটকা পড়েছেন, ফ্লাইট বন্ধের কারণে যেতে পারছেন না। প্রবাসীকল্যাণসচিব বলেছেন, দেশে ফিরে বিমানবন্দর থেকে ওয়েজ আর্নার্স বোর্ডের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা নিতে বিদেশফেরত শ্রমিকেরা বেশ আগ্রহ দেখান, কিন্তু প্রবাসী ঋণ নিতে তাঁদের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। কেন আগ্রহ নেই, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে।

সরকার দেশে ফেরত আসা প্রবাসী শ্রমিকদের পুনর্বাসনে ২০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার যে বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে, তার ১ শতাংশের কম বিতরণ হওয়া অত্যন্ত হতাশাজনক। এ ঋণ নিয়েছেন মাত্র ৬১৬ জন, শতাংশের হিসাবে ঋণ বিতরণ হয়েছে শূন্য দশমিক ১৫ ভাগ। ঋণ বিতরণের এ বেহাল অবস্থার কারণ কী? প্রথমত, প্রবাসী শ্রমিকদের বড় অংশ ঋণসুবিধা সম্পর্কে জানেন না। প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে এ ঋণ দেওয়া হলেও সারা দেশে এর শাখা মাত্র ৬৬টি। বিদেশফেরত শ্রমিকদের কাছে ঋণসুবিধা দিতে হলে অন্যান্য ব্যাংকের সহায়তা নিতে হবে। প্রয়োজনে সুদের হার আরও কমাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, অনেকের পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঋণ নিতে পাসপোর্ট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু যেসব শ্রমিক পাসপোর্ট বিদেশে রেখে কেবল ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে দেশে এসেছেন, তাঁরা কীভাবে আবেদন করবেন? পরে ঋণের শর্ত কিছুটা শিথিল করা হলে ঋণ বিতরণের পরিমাণও কিছুটা বেড়েছে।

আরেকটি সমস্যা হলো প্রবাসী শ্রমিকেরা ঋণ নিয়ে কী করবেন? তাঁরা দীর্ঘদিন চাকরি করে এসেছেন; ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাই ঋণ দেওয়ার আগে বিদেশফেরত শ্রমিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ সমবায় পদ্ধতিতে সামাজিক ব্যবসায় ঋণ দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। প্রশিক্ষণ না দিয়ে শ্রমিকদের ঋণ দিয়ে সরকার বা প্রবাসী মন্ত্রণালয় দায়িত্ব শেষ করলে বিদেশফেরত শ্রমিকেরা লাভবান হবেন না। নারী শ্রমিকদের আলাদা প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে তাঁরা নিজেরাই ব্যবসা করতে পারেন।

যুগান্তর | শনিবার ৯ জানুয়ারি ২০২১
২৫ পৌষ ১৪২৭

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি

শ্রমিক-কর্মকর্তাদের মধ্যে চাপাক্ষোভ

দিনাজপুর প্রতিনিধি

চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিএমসি-এক্সএমসি কর্মকর্তাদের আচরণ এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ক্ষোভ বিরাজ করছে দিনাজপুর বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির শ্রমিক-কর্মকর্তাদের মধ্যে। এ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বৃহস্পতিবার দুই শিফটে কাজে যোগ দেননি বাংলাদেশি শ্রমিকরা। ফলে ব্যাহত হচ্ছে কয়লা উত্তোলন। পরে শুক্রবার দু'পক্ষকে নিয়ে বৈঠকের পর দুপুর ২টায় কাজে যোগ দেন শ্রমিকরা।

খনি সূত্রে জানা যায়, করোনা পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশি এক হাজার শ্রমিকের কাজ বন্ধ রেখে চীনা ২৭৭ শ্রমিক দিয়ে খনির উৎপাদন অব্যাহত রাখে খনির চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিএমসি-এক্সএমসি কনসোর্টিয়াম। ১১ সেপ্টেম্বর থেকে কোভিড-১৯ পরীক্ষার পর বাংলাদেশি শ্রমিকদের ক্রমান্বয়ে খনিতে প্রবেশ করতে দেয়া হয়।

শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাদের আর বাইরে আসতে দেয়া হচ্ছে না এবং পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সেপ্টেম্বর থেকেই তারা যোগাযোগ করতে পারছেন না। এছাড়া খনিতে এক শ্রমিকের সঙ্গে আরেক শ্রমিককে কথা বলতে দিচ্ছেন না ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিএমসি-এক্সএমসির লোকজন। তারা জানান, চীনা কর্মকর্তা ও শ্রমিকরা একরকম নির্যাতন চালাচ্ছেন তাদের ওপর।

চাকরির স্বার্থে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, কর্তৃপক্ষের মনঃপূত বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে বাইরে যাওয়া-আসার ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ নেই। অন্যদের ব্যাপারে চলছে কড়া বিধি-নিষেধ। কর্তৃপক্ষের মনঃপূত কয়েকজন কর্মকর্তা অবাধে যাওয়া-আসা করায় ইতোমধ্যেই দুই কর্মকর্তা করোনা আক্রান্ত হয়েও ভেতরে প্রবেশ করেছেন এবং তাদের দ্বারা বেশ কয়েকজন করোনা আক্রান্তও হয়েছেন। কর্তৃপক্ষের এ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

এ ব্যাপারে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান খান বলেন, এখানে পক্ষপাতের কিছু নেই। খনির বাইরে যাদের অফিসিয়াল কাজ থাকছে, শুধু তাদেরকেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাইরে পাঠানো হচ্ছে। অফিসিয়াল কাজের বাইরে কাউকে বাইরে যেতে দেয়া হচ্ছে না।

আর ক্ষোভের ব্যাপারে তিনি বলেন, করোনার ব্যাপারে চীনারা বেশ সচেতন। তাই কোভিড-১৯ পরীক্ষার রিপোর্ট ছাড়া বাংলাদেশি কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে চান না তারা। খনিতে কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রাখার স্বার্থেই এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করার ফলে কারও মধ্যে ক্ষোভ থাকতেই পারে। কিন্তু খনির কয়লা উত্তোলনের স্বার্থেই এ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।

বণিকবার্তা সোমবার, জানুয়ারি ১১, ২০২১

প্রবাসীদের জন্য উদ্যোক্তাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন ডিসিসিআইয়ের

প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিজ দেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু ও বিনিয়োগবিষয়ক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস যৌথভাবে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী উদ্যোক্তাসংক্রান্ত অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে।

গতকাল আয়োজিত এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল হাসান বাদল এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (কনস্যুলার এবং ওয়েলফেয়ার উইং) এফএম বোরহান উদ্দিন যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান আশা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের অব্যাহত প্রবৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক হলো প্রবাসী আয় এবং আমাদের প্রবাসীরা কভিড মহামারীর সময় রেমিট্যান্সপ্রবাহ অব্যাহত রেখেছেন, যা আমাদের অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড়াতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, আজকের এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশী, যারা দেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও বিনিয়োগে আগ্রহী, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন লাইসেন্স সংগ্রহ, কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন, ব্যবসার কৌশলগত পরিকল্পনা, কারখানার স্থান নির্বাচন, সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ এবং ব্যবসা সম্প্রসারণ ও ব্যবসা বন্ধকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাবেন। তিনি এ কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের সিউল দূতাবাসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. সাইফুল হাসান বাদল বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীরা ইতোমধ্যে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, ফলে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তিনি দক্ষতা অর্জন না করে, বাংলাদেশীদের প্রবাসে না যাওয়ার আহ্বান জানান এবং প্রবাসীদের দক্ষতা উন্নয়নে নিজেদের আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ আরো বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

এফএম বোরহান উদ্দিন বলেন, রেমিট্যান্স আহরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে অষ্টম স্থানে রয়েছে। তবে আরো দক্ষ মানবসম্পদ বিদেশে পাঠানো সম্ভব হলে, আমরা বেশি হারে রেমিট্যান্স আহরণে সক্ষম হব। এজন্য তিনি প্রবাসীদের দেশে ফেরত এলে প্রবাস জীবনের দক্ষতা কাজে লাগানোর ওপর জোরারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর ড. মো. মিজানুর রহমান বক্তব্য রাখেন। —বিজ্ঞপ্তি

The Daily Star
DHAKA SUNDAY JANUARY 10, 2021,

626 children raped last year: MJF report

2020 saw 60pc increase in child marriage

STAFF CORRESPONDENT

Despite the closure of educational institutions and absence of public gatherings amid the pandemic, 626 children were reportedly raped between January and December last year, revealed Manusher Jonno Foundation (MJF) at an online press conference yesterday.

The number of child marriages also increased by some 60 percent during this period, it said.

During the period under review, 145 children died as a result of rape, attempted rape, murder, abduction, disappearance and torture. Eight girls were tortured while working as housemaids while three of them died.

In addition, 192 children were killed in various incidents, out of which, 156 were killed in road accidents and 165 children were drowned. A total of 29 children went missing and were abducted.

The data was found after analysing related news of five national Bangla dailies -- Prothom Alo, Jugantar, Samakal, Ittefaq, Kaler Kantha -- and three national English dailies – The Daily Star, New Age and Dhaka Tribune.

According to MJF's review of the deteriorating child rights situation, it was found that children in Bangladesh are not safe at home, as most rapes are perpetrated by acquaintances' within the family and their neighbours.

There have been incidents of rape during the collection of pandemic-related relief.

Besides, at least 145 children faced murder attempt in 2020 and according to news reports. The reasons included family disputes, complications over property, rejection of romantic proposals, protesting injustice, rape and many more.

প্রথম আলো • সোমবার, ১১ জানুয়ারি ২০২১

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশির ৪৬ মাসের জেল

মানব পাচার

যুক্তরাষ্ট্র যেতে আগ্রহী ব্যক্তিদের মেক্সিকো সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া এবং রিও গ্র্যান্ডে নদী পার হওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দিতেন মোক্তার।

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচারে ভূমিকা রাখার অভিযোগে মোক্তার হোসেন নামের এক বাংলাদেশি নাগরিককে ৪৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের আদালত। কারাদণ্ড শেষে পরের তিন বছরের জন্য তাঁকে নজরদারিতে রাখা হবে। মোক্তার হোসেন অতীতে মেক্সিকোর মন্টেরিতে বসবাস করতেন।

গতকাল রোববার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, মোক্তার হোসেন স্বীকার করেছেন তিনি ২০১৭ সালের মার্চ থেকে ২০১৮-এর আগস্ট পর্যন্ত অর্থের বিনিময়ে টেক্সাস সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যান। তিনি মেক্সিকোর মন্টেরিতে থেকে পাচারকাজ চালাতেন। সেখানে তিনি একটি হোটেলের ব্যবস্থা রেখেছিলেন, যেখানে বহিরাগত ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে আশ্রয় নিতেন। যুক্তরাষ্ট্র যেতে আগ্রহী ব্যক্তিদের সীমান্তে পৌঁছে দিতে মোক্তার হোসেন গাড়িচালকদের টাকা দিতেন এবং কীভাবে রিও গ্র্যান্ডে নদী পার হতে হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।

- তিন বছরের জন্য মোক্তারকে নজরদারিতে রাখা হবে।
- তিনি অর্থের বিনিময়ে পাচারকাজ চালানোর কথা স্বীকার করেছেন।

মার্কিন বিচার বিভাগের অপরাধ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ডেভিড পি বার্নস বলেন, মামলার আসামি একটি সংগঠিত চোরাচালান নেটওয়ার্কের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। যিনি মুনাফার জন্য কাজ করতেন এবং যেসব বাংলাদেশি নাগরিক অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে চাইতেন, তাঁদের শিকারে পরিণত করতেন। এই দণ্ডাদেশ এ ধরনের আন্তসীমান্ত অপরাধ সংগঠনে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নিরোধক হিসেবে কাজ করবে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৮ পৌষ ১৪২৭
Dhaka : Tuesday 12 January 2021

মানবপাচারকারী চক্র ভাঙতে হবে

অবৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি খুলে গত ৮ বছর ধরে দেশ থেকে মানবপাচার করা একটি চক্র সম্প্রতি ধরা পড়েছে। এ চক্রের সদস্যরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উচ্চ বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে অসহায় মানুষের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এ নিয়ে গত শুক্রবার সংবাদে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

জানা গেছে, ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে নেয়ার পর নৌকায় করে শ্রীলঙ্কার গভীর জঙ্গলে নিয়ে চাকরি-প্রত্যাশীদের আটকে রেখে দেশে থাকা স্বজনদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিত চক্র।

মানবপাচার আমাদের বড় সমস্যাগুলোর একটি। অথচ প্রশাসনের এ ব্যাপারে যতটা নজর দেয়া দরকার, ততটা দেয়া হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। বিদেশে প্রায় এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এ ব্যাপারে জনশক্তি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি এদের ব্যাপারী নামের প্রতারকদের প্রতারণাও অনেক বিয়োগান্ত ঘটনার জন্ম দিয়েছে। বিদেশে চাকরি দেয়ার নাম করে লাখ লাখ টাকা নিয়ে উধাও হওয়া, চাকরি না দিয়ে প্রতারণা করা, জীবন কেড়ে নেয়ার মতো ঘটনাও অনেক ঘটেছে।

জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে দুর্নীতি তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেলেও থেমে নেই মানবপাচার। বাংলাদেশ থেকে মানবপাচারের এ ভয়ঙ্কর প্রবণতা বন্ধ করতে হলে রাষ্ট্রকে আরও কার্যকর ও টেকসই পদক্ষেপ নিতে হবে। মানবপাচারকারী চক্রটি ভাঙতে হবে। দেশের ভেতরেই কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে; যাতে পাচারকারী চক্র মানুষকে প্রলুব্ধ করার সুযোগ না পায়। সবচেয়ে জরুরি যে কাজ সেটি হলো– পাচারকারীদের দ্রুতবিচারের মুখোমুখি করা। যারা মানবপাচারে সহায়তা করবে তাদেরও আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

বণিকবার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ৮, ২০২১

প্রবাসী কর্মীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

পরিপালনে যথাযথ পদক্ষেপ নিক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

নভেল করোনাভাইরাসের কারণে সারা বিশ্বেই ব্যবসা-কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়েছে। চাকরি হারিয়েছে বিপুলসংখ্যক মানুষ। এর মধ্যেও প্রবাসী বাংলাদেশীরা রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠিয়েছেন। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বেড়ে রেকর্ড গড়েছে। কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টি আজও উপেক্ষিত। বিদেশে কর্মরতরা প্রায়ই নানা ধরনের অনিয়মের শিকার হচ্ছেন। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী কর্মীদের যথাযথ মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংগঠনগুলোর প্রতি। তিনি বলেছেন, 'শ্রমিকদের যথাযথ মর্যাদা দিন এবং তাদের যেন কোনো রকম সমস্যা না হয়, সেটা নিশ্চিত করুন।'

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষ ১০ দেশের একটি। এক যুগ ধরে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন গড়ে ছয় থেকে সাত লাখ মানুষ। এ হিসাবে প্রতি মাসে ৫০ থেকে ৬০ হাজার কর্মী বিদেশ যাওয়ার কথা। কিন্তু করোনার কারণে এপ্রিল থেকে বিদেশে লোক পাঠানো প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সামান্য কিছু কর্মী যেতে পারলেও অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে লাখো কর্মীর ভবিষ্যৎ। তাছাড়া টিকা এলেও এর প্রয়োগসহ নানা জটিলতায় অনেক দেশই কর্মী নেয়ার ক্ষেত্রে আপাতত উৎসাহী হচ্ছে না। তাই শিগগিরই পরিস্থিতি ঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। একদিকে যেমন কর্মসংস্থান বন্ধ, অন্যদিকে প্রায় প্রতিদিনই চাকরি হারিয়ে বিদেশ থেকে ফিরছেন কর্মীরা। সবচেয়ে বেশি কর্মী ফিরেছেন সৌদি আরব থেকে। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাড়ে তিন লাখের বেশি কর্মী ফিরতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৪৪ হাজারই নারী কর্মী। সংখ্যা বেড়েছে সৌদি আরব থেকে নিপীড়িত নির্যাতিত হয়ে ফেরা নারী শ্রমিকদের, যা আমাদের শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আমরা দেখতে চাই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। অর্থের বিনিময়ে প্রবাসে কর্মী পাঠিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বিদেশে আমাদের কর্মীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি তাদের কাঁধেও বর্তায়।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ থেকে যত লোক বিদেশে যায়, তাদের মধ্যে চিকিৎসক, প্রকৌশলী বা পেশাদার লোকের সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ। বাকি যারা আছেন, তারা অদক্ষ বা আধা দক্ষ। বেশির ভাগই নির্মাণ শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বা ছোটখাটো প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। মধ্যপ্রাচ্যে কয়েক লাখ বাংলাদেশী আছেন, যারা তথাকথিত ফ্রি ভিসায় গেছেন। এর মানে তাদের কাগজে-কলমে মালিক থাকলেও বাস্তবে নেই। করোনা পরিস্থিতি শুরু হলে শূন্য হাতেই এসব শ্রমিক দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। অদক্ষ বা আধা দক্ষ হওয়ায় স্বল্প মজুরির কাজ নিয়ে বিদেশ গমন করায় একদিকে যেমন কর্মক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হয় না, তেমনি নির্যাতনের বিরুদ্ধেও কথা বলতে পারে না। অথচ আমাদের কর্মীরা যদি শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ হতেন, তাহলে নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনাগুলো এড়ানো সম্ভব হতো। দেশে ফিরেও তারা নানা সংকটের মুখোমুখি। সরকারের পক্ষ থেকে আর্থসামাজিকভাবে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হলেও সেখানে নানা জটিলতা দৃশ্যমান। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের কথা বলা হলেও খুব বেশি সহায়তা তারা পাচ্ছেন না। কার্যত কর্মহীন হয়ে অসহায় ও মর্যাদাহীনভাবেই দিনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন। এক্ষেত্রে টেকসই পুনরেকত্রীকরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিদেশফেরতদের দক্ষতার তালিকা করে দেশের ভেতরেই চাকরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় দক্ষতা অনুযায়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোয় কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। পাশাপাশি এ কর্মীদের ঘিরে আমাদের মানসিকতা পরিবর্তনও প্রয়োজন।

করোনা-পরবর্তী আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা পরিবর্তিত হবে। পোস্ট-কভিড বাস্তবতায় বদলে যাবে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরনও। নতুন এ রূপান্তরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষতা অর্জন জরুরি। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আমরা আমাদের শ্রমিকদের যতটা কারিগরি ও প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ করে তুলতে পারব, প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় তত বেশি এগিয়ে থাকব। বৈশ্বিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন ঘটিয়ে পুনরায় বিদেশ প্রেরণের উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে এগিয়ে আসতে হবে। ভারত, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া তাদের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কী ধরনের কর্মসূচি নিয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এর সঙ্গে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানও জরুরি।

আশার কথা, সারা বিশ্বেই কৃষি, ইমারত নির্মাণ, হসপিটালিটি/কেয়ারগিভার খাতে কর্মীদের চাহিদা বাড়ছে। করোনার কারণে যেসব পেশার চাহিদা বেড়েছে, সেসব পেশায় দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। ভবিষ্যতে কোন খাতের কর্মী পাঠানো যেতে পারে এবং তাদের দক্ষতা কী হবে, সে অনুযায়ী আগাম প্রস্তুতি নেয়াটা হবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিকে (বায়রা) উদ্যোগী হয়ে সরকারের সঙ্গে কাজে নামতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকেও। আমরা যদি বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী আমাদের শ্রমিকদের দক্ষ করতে পারি, তাহলে বিশ্বের শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় আমাদের কর্মীরাই এগিয়ে থাকবেন।

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩০ পৌষ ১৪২৭
Dhaka : Thursday 14 January 2021

কুয়াকাটা (পটুয়াখালী) : তাঁত বুনছেন রাখাইন নারী –সংবাদ

নানা সংকটে রাখাইনদের ঐতিহ্যের তাঁতশিল্প বিপন্ন

কাজী সাঈদ, কুয়াকাটা (পটুয়াখালী)

নানাবিধ সংকটে পড়েছে কুয়াকাটার অলংকার খ্যাত রাখাইনদের হস্তচালিত তাঁতশিল্প। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, কাঁচামাল ও উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, দেশি কাপড়ের বাজার তৈরিতে সংকট, নতুন প্রযুক্তির যন্ত্রচালিত তাঁতের সঙ্গে সক্ষমতার ঘাটতি, বিপণন ব্যর্থতা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব ও পুঁজি সংকটে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সম্ভাবনার আশা জাগানো হস্তচালিত তাঁতশিল্পটি। আধিবাসী রাখাইন পল্লীর নারীরাই মূলত এ পেশায় নিযুক্ত থাকেন। এখন পেশা বদল করার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। কেউ কেউ আবার পরিবারের অন্য ব্যক্তির আয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চরম দুঃসময় পার করছে এক সময়ের জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা রাখাইন রমণীদের হাতের নিপুণ শৈলিতে তৈরি তাঁতের বস্ত্র। এক সময়ে দম ফেলানোর ফুরসত ছিল না রাখাইন পল্লীতে। দিন-রাত তাঁতের খটখট শব্দে মুখর ছিল উপকূলীয় অঞ্চলের কেরানিপাড়া, মিশ্রিপাড়া, কালাচানপাড়া, আমখোলাপাড়া, দিয়ারআমখোলা পাড়া, বৌলতলীপাড়া, থঞ্জুপাড়া, লক্ষীপাড়া, মেলাপাড়া, মংথয়পাড়া, নাইউরীপাড়াসহ রাখাইনদের বসবাস করা প্রত্যেকটি পাড়ায়। এখন আর ব্যস্ততা নেই পাড়াগুলোতে। এখন এগুলো কেবলই স্মৃতি। অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছেন বিভিন্নপাড়ার তাঁতশিল্পীরা।

সরেজমিনে থঞ্জুপাড়ায় গিয়ে দেখা যায়, কারখানায় কাজ করছেন মাত্র একজন রাখাইন নারী। একটি তাঁতে কাজ করছেন তিনি। অলস পড়ে আছে আরও কয়েকটি। সেখানে কথা হয় মাচান রাখাইন নামের নারীর সাথে। তিনি জানান, অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়া, কাঁচা মালের দাম বেড়ে যাওয়া, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটকরাও আগের মতো তাঁতের কাপড় ক্রয় করেন না। ফলে আস্তে আস্তে অনীহা দেখা দিয়েছে তাঁত কারিগরদের মাঝে।

ঐ পাড়ার আরেক বয়স্ক নারী মামা রাখাইন বলেন, আগে এক বান্ডিল সুতা ক্রয় করতাম ৩০০ টাকায় সেই সুতা এখন ৫০০ টাকা। নিত্য নতুন ডিজাইনও করতে পারি না প্রশিক্ষণের অভাবে। কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় আগের মত বস্ত্র তৈরি করেন না। এভাবে চলতে থাকলে তাঁত শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে।

মিশ্রিপাড়ার তেনোশে রাখাইন বলেন, এক কেজি সুতায় দুটি গায়ের চাদর বা ছয়টি মাফলার অথবা চারটি তোয়ালে কিংবা দুইটি শার্ট পিস তৈরি করা যায়। একটি চাদর তৈরিতে সময় লাগে ২ দিন। আর জালি চাদর তৈরিতে সময় লাগে ১ দিন। নকশী করা একটি মাফলার তৈরিতে দুই দিন আর নকশী ছাড়া করলে একদিন সময় লাগে। একটি তোয়ালে তৈরিতে প্রায় দুই দিন লাগে। কিন্তু এসব বিক্রিতে লাভের পরিমাণ ৫০-৮০ টাকা।

থঞ্জুপাড়ার মাতাও ক্রু রাখাইন বলেন, আমাদের সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা ছিল কৃষিকাজ। সময়ের বিবর্তনে আবাদি জমি হারিয়ে প্রধান পেশা হয়েছিলো তাঁত বস্ত্র উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ। আমাদের পূর্ব পুরুষরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতেই তাঁতে বস্ত্র বুনতেন। সে ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন বংশ পরম্পরায়। এটি আমাদের ঐতিহ্য হলেও বর্তমানে চলছে দুর্দিন। সুতার দাম বাড়লেও তাদের পণ্যের দাম বাড়েনি। দিয়ারআমখোলা পাড়ার থ্যাংশে রাখাইন জানান, চাহিদা অনুযায়ী সুতা না পাওয়া, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া, আর্থিক সংকট, আধুনিক মেশিন সংকট, সর্বোপরি সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহায়তা না পাওয়ার কারণে তাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প সংকটের মুখোমুখি।

বাংলাদেশ কুটির শিল্প পটুয়াখালীর সহকারী মহাব্যবস্থাপক কাজী তোফাজ্জেল হোসেন বলেন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন থেকে রাখাইন তাঁতশিল্পে জড়িত কারিগরদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ডিজাইনসহ ঋণসুবিধা দেয়া হচ্ছে। আধুনিক যন্ত্র প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১৪, ২০২১ ■ পৌষ ৩০, ১৪২৭

আইএলওর প্রতিবেদন

পোশাক ও পাদুকা শিল্পে ঘরে থেকে কাজের প্রবণতা বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের পোশাক ও পাদুকা শিল্পে ঘরে থেকে কাজ করার প্রবণতা বেড়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উন্নত দেশগুলো থেকে স্থানান্তরের ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে পোশাক ও পাদুকা শিল্পের আকার বেড়েছে বাংলাদেশে। এর সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে ঘরে থেকে কাজ করার মতো উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহারও।

'ওয়ার্কিং ফ্রম হোম: ফ্রম ইনভিজিবিলিটি টু ডিসেন্ট ওয়ার্ক' শীর্ষক এ প্রতিবেদন গতকালই প্রকাশ করেছে আইএলও। এতে বলা হয়েছে, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা থেকে পর্যায়ক্রমে সরে আসার ধারাবাহিকতায় যেসব দেশে পোশাক ও পাদুকা শিল্পের আকার বেড়েছে, সেসব দেশে ঘরে বসে কাজের প্রবণতাও বেড়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাড়াও যেসব দেশে ঘরে বসে কাজের প্রবণতা বেড়েছে; সেগুলোর মধ্যে কম্বোডিয়া, ভারত, তুরস্ক, ভিয়েতনাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবেদনের ঘরে বসে কাজ বা হোম ওয়ার্কিংয়ের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে পণ্যের চাহিদার ওঠানামা ও ব্যয় সংকোচনের মতো বিষয়গুলো সমন্বয় করে নেয়ার সুযোগ করে দেয়। তবে এক্ষেত্রে হোম ওয়ার্কারদেরই (যারা ঘরে বসে কাজ করছেন) ওপরেই প্রভাব পড়ে বেশি। নিয়োগকর্তাদের ব্যয় সংকোচনের জন্য উৎপাদন স্থগিত করে দেয়ার মতো সিদ্ধান্তের প্রভাব সরাসরি তাদের ওপরেই এসে পড়ে। এতে আরো বলা হয়, কভিড-১৯-এর লকডাউন বা অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলো সাময়িকভাবে কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এ কারণে বাংলাদেশেরও অনেক ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে হোম ওয়ার্কারদের কাজ পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি অনেক হোম ওয়ার্কার কাজ করেও মজুরি পাননি।

প্রতিবেদনে পোশাক শিল্পে হোম ওয়ার্ক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ইতালির মতো দেশগুলোয় এখনো উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে ঠিকই। যদিও বৈশ্বিক পোশাক উৎপাদন কার্যক্রমের প্রধান অংশটিই উন্নয়নশীল দেশগুলোয় ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার অংশবিশেষ, পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়া বৈশ্বিক উৎপাদন অঞ্চল হয়ে উঠেছে, যার নেতৃত্বে রয়েছে চীন, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান।

আইএলওর অভিমত, বাংলাদেশী পরিবারগুলোয় এখন সম্পদের পরিমাণ বাড়ছে। এ কারণে নারীদের মধ্যেও বের হওয়ার বদলে বাড়িতে থেকেই কাজ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। দেশের পরিবারগুলো যত ধনী হচ্ছে, ততই পর্দাপ্রথার মতো পুরনো ঐতিহ্যগত রীতিগুলো সমাজে ফিরে আসছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিল্প খাতে ঘরে থেকে কাজ করার বিষয়টি বেশির ভাগ সময়ই পোশাক উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ কারণে ঘরে থেকে কাজ করাসংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিষয়গুলোও পোশাক শিল্পকে ঘিরেই দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে বৈশ্বিক পোশাক শিল্পের আকার ছিল ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এর মধ্যে বৈশ্বিক রফতানি বাজারের আকার ছিল দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও ভিয়েতনাম এ খাতে বিশ্বের শীর্ষ রফতানিকারক দেশ। এসব দেশে পোশাক খাতে সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে মোট দেড় কোটি মানুষের। পোশাক শিল্পে শ্রমঘন উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকেই ঘরে থেকে কাজের গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। এর ফলে উৎপাদনে অটোমেশনের সুযোগও সীমিত হয়ে পড়েছে।

হোম ওয়ার্কারদের জন্য ভালো সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে আইএলও বলেছে, কভিড-১৯-এর প্রভাবে বাড়ি থেকে কাজ করার প্রবণতা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। এতে করে হোম ওয়ার্কারদের কর্মক্ষেত্রের দুর্বল অভিজ্ঞতাই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী নানা সংকটের মধ্যে থেকে এভাবে ঘরে বসে কাজ করা শ্রমিকের সংখ্যা ২৬ কোটি।

মূলত বেসরকারি পর্যায়েই ঘরে থেকে কাজ করার প্রবণতাটি বেশি। এ কারণে হোম ওয়ার্কিং অদৃশ্য শ্রম খাত হিসেবে আখ্যায়িত দিয়েছে আইএলও। সংস্থাটি জানিয়েছে, নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোয় হোম ওয়ার্কারদের ৯০ শতাংশেরই কর্মসংস্থান মূলত অনানুষ্ঠানিক।

এসব শ্রমিককে ঘরের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে বাড়ির বাইরের চেয়েও বেশি খারাপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় জানিয়ে আইএলও বলছে, যুক্তরাজ্যে উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন হোম ওয়ার্কিং পেশাজীবীদের আয় বাড়ির বাইরে কাজ করাদের তুলনায় ১৩ শতাংশ কম। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে এ হার ২২ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৫ শতাংশ এবং আর্জেন্টিনা, ভারত ও মেক্সিকোয় ৫০ শতাংশ।

এছাড়া হোম ওয়ার্কারদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যঝুঁকিও বেশি মোকাবেলা করতে হয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো বলা হয়, এ ধরনের কর্মীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ অনেক কম। এছাড়া হোম ওয়ার্কারদের সামাজিক সুরক্ষার ঘাটতির পাশাপাশি সংগঠিত হওয়া এবং দরকষাকষির শক্তিও অনেক বেশি সীমিত।

আইএলওর হিসাব বলছে, বৈশ্বিক মোট কর্মসংস্থানে হোম ওয়ার্কারদের অংশ রয়েছে ৭ দশমিক ৯ শতাংশ। এ হোম ওয়ার্কারদের মধ্যে অধিকাংশই (৫৬ শতাংশ) নারী, যারা সংখ্যায় ১৪ কোটি ৭০ লাখ। ২০২০ সালে কভিডের সংক্রমণ শুরুর কালে প্রতি পাঁচজন শ্রমিকের একজন বাড়ি থেকে কাজ করেছেন।

> উন্নত দেশগুলো থেকে স্থানান্তরের ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে পোশাক ও পাদুকা শিল্পের আকার বেড়েছে বাংলাদেশে। এর সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে ঘরে থেকে কাজ করার মতো উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহারও

প্রচলিত কর্মক্ষেত্রের বাইরের এ শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে বেশকিছু সুপারিশও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে শিল্প খাতের হোম ওয়ার্কারদের জন্য আইনি সুরক্ষার পরিধি বৃদ্ধি, কমপ্লায়েন্স উন্নত করা, লিখিত চুক্তি, সামাজিক সুরক্ষার আওতাভুক্ত করা এবং হোম ওয়ার্কারদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। এ বিষয়গুলোয় গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেদনে সরকার, শ্রমিক, নিয়োগকর্তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে তাগিদ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশী শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা খাতে পিছিয়ে থাকার বিষয়টি এর আগেও নানা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে আইএলও। গত অক্টোবরে 'দ্য প্রটেকশন উই ওয়ান্ট: সোস্যাল আউটলুক ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় বিবেচনায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দেশগুলোর মধ্যে তলানিতে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ওপরে অবস্থান করা দেশগুলোর মধ্যে আছে মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ভুটান। জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএনএসক্যাপ) সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে আইএলও।

ঢাকা : বুধবার ২৯ পৌষ ১৪২৭
Wednesday 13 January 2021

মহাসড়কে দুর্ঘটনা বাড়ছে চার কারণে

ঠেকাতে হাইওয়ে পুলিশের নানা উদ্যোগ

দুর্ঘটনায় জড়িত যানবাহন

ট্রাক/ কাভার্ড ভ্যান	৭৩৮
অবৈধ/ নিষিদ্ধ যান	৬৪০
মোটরসাইকেল	৪৯৪
পিকআপ/ মাইক্রোবাস/ গাড়ি	৪৫২
বাস	৪৫৬

২০২০ দুর্ঘটনা ১৭৯১টি
মৃত্যু ১৫৭৮

২০১৯ দুর্ঘটনা ১৪৩০টি
মৃত্যু ১৪৩৮

বাকী বিল্লাহ

জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে দুর্ঘটনা ঠেকাতে নানা উদ্যোগ নেয়ার পরও গত বছর (২০২০) সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েছে। বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এক তথ্যে জানা গেছে, ২০১৯ সালে জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মহাসড়কে মোট সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ১৪৩০টি। এসব দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ১৪৩৮ জন। আর আহত হয়েছে ১৮১৮ জন। দুর্ঘটনার মধ্যে বাস ও ট্রাক বেশি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে।

২০২০ সালে জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মহাসড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ১৭৯১টি। এতে মারা গেছেন ১৫৮৭ জন। আর আহত হয়েছে ২০০৭ জন। এরমধ্যে ট্রাক দুর্ঘটনার সংখ্যা ৫৬১টি। আর বাস দুর্ঘটনার সংখ্যা ৪৩৬টি। মাইক্রোবাস ১১৯টি, প্রাইভেটকার ও জিপ ১১২টি, মোটরসাইকেল ৪৫৮টি, কাভার্ডভ্যান ও পিকআপ ৩৫৪টি, বেবি টেক্সি ১৯টি, রিকশাভ্যান ৬৮টি।

গত বছর ৪টি কারণে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েছে। কারণগুলোর মধ্যে ১. পেছন থেকে যানবাহনকে ধাক্কা, ২. বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চালানো, ৩. দুটি যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ ও ৪. নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাকবলে পড়া।

হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে দুর্ঘটনা ঠেকাতে বছরের শুরুতে নতুন করে পরিকল্পনা করেছেন। এজন্য বেপরোয়া গতির যানবাহন চিহ্নিত, ড্রাইভার ও হেলপারকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও মদ্যপানরত অবস্থায় যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ, সড়কে ব্ল্যাক স্পটগুলো শনাক্ত, খানাখন্দ চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিকভাবে মেরামতের পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে হাইওয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০২০ সালে মহাসড়কে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে যানবাহনের পেছন থেকে ধাক্কা দেয়ার কারণে। আর অবৈধ ও নিষিদ্ধ যানবাহন মহাসড়কে চলাচলের কারণে দুর্ঘটনা বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে ট্রাক ও কাভার্ডভ্যানে। এ দুর্ঘটনার সংখ্যা ৭৩৮টি।

জানা গেছে, পেছন থেকে ধাক্কা দেয়ার কারণে গত বছর ৭৯৪টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চালানোর কারণে ৪৯০টি দুর্ঘটনা ঘটছে। ২৮৫টি দুর্ঘটনা ঘটেছে যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষে। এছাড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে ২২৪টি।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটছে। আর গভীর রাতে মহাসড়কে এবং ঘন কুয়াশার মধ্যে মহাসড়কে দুর্ঘটনা ঘটছে। মহাসড়কের ব্ল্যাকস্পট চিহ্নিত করে সেখানে সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড দেয়ার পর অনেক সময় চালকরা দুর্ঘটনাকবলিত স্থানগুলোতে ঘন কুয়াশার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

মহাসড়কে অবৈধ বা নিষিদ্ধ যানবাহন, নসিমন, করিমন, ভটভটি, থ্রি হুইলার, অটোরিকশা নিষিদ্ধ করার পরও এখনও চলাচল করছে। এসব যানবাহনের বিরুদ্ধে মোটরযান আইনে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার পর অনেকেই আইন অমান্য করে মহাসড়কে চালাতে গেলে বেপরোয়া গতির যানবাহনের সামনে পড়ে পেছন থেকে ধাক্কা বা মুখোমুখি সংঘর্ষে যাত্রী মারা যাচ্ছে।

হাইওয়ে পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, দেশে জাতীয় মহাসড়ক ৩ হাজার ৮১৩ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪ হাজার ২শ' ৪৭ কিলোমিটার। অন্যান্য সড়ক ১৩ হাজার ২৪২ কিলোমিটার। সব মিলিয়ে সারাদেশে প্রায় ২১ হাজার ৫শ' কিলোমিটার সড়ক ও মহাসড়ক রয়েছে।

সচেতনতামূলক উদ্যোগগুলোর মধ্যে যানবাহনের ড্রাইভার, হেলপার এমনকি বাসের মালিকদের উপস্থিতিতে আচরণগত শিক্ষাসহ নানা ধরনের সচেতনতামূলত গাইডলাইন দেয়া হচ্ছে। এছাড়া সড়ক-মহাসড়কে ১২০টির বেশি ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করে সেখানে সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড দেয়া হয়েছে। রাস্তায় খানাখন্দ দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

আর বেপরোয়া গতির যানবাহন চলাচল ঠেকাতে হাইওয়ে পুলিশ নিরাপদ ডিটেক্টর মেশিন নিয়ে তা চিহ্নিত করে প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। রাতে যানবাহন চালাতে গিয়ে কেউ মদ্যপান করছে কিনা তাও চিহ্নিত করার জন্য চেকপোস্ট স্থাপন করে তল্লাশি করা হচ্ছে। চালক ও হেলপাররা যাত্রীদের সঙ্গে যাতে খারাপ আচরণ না করে সেজন্য চালক ও হেলপারকে হাইওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে সচেতনতামূলক গাইডলাইন দেয়া হচ্ছে।

মানবিক হাইওয়ে পুলিশ হিসেবে দুর্ঘটনার পর আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য হাইওয়ে পুলিশের সদস্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। যারা মহাসড়কে পেট্রোল ডিউটি করে তাদের এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষে মানবিক পুলিশিং কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে হাইওয়ে পুলিশ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

হাইওয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের একাধিক কর্মকতা সংবাদ প্রতিবেদককে জানান, মহাসড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সড়কের দুই পার্শ্বে অবৈধ ৪৪১টি হাট-বাজর অপসারণ, মহাসড়কের ১৯১টি খানাখন্দ চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি ও ব্যবস্থা নেয়ার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আর অধিক দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা নির্ধারণ করে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আর ইতোমধ্যে ড্রাইভার ও হেলপারদের নিয়ে ৭৮৮টি সচেতনতামূলক মিটিং করা হয়েছে।

সমকাল
১৩ জানুয়ারি ২০২১ | ২৯ পৌষ ১৪২৭

পোশাক শিল্পে ঝুঁকি এড়ানোর সেবা আনল সেরাই

■ শিল্প ও বাণিজ্য ডেস্ক

দেশের তৈরি পোশাক খাতে বাণিজ্য-সংক্রান্ত সব ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, পর্যবেক্ষণ ও ঝুঁকি কমাতে এ খাতের উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী ও ক্রেতাদের সহায়তায় বেশ কিছু সল্যুশন নিয়ে এসেছে এইচএসবিসির সেরাই লিমিটেড।

সেরাই আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও ব্র্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশি পোশাক উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারীদের সংযোগ তৈরিতে কাজ করে যাওয়া একটি ডিজিটাল বিটুবি প্ল্যাটফর্ম। বাণিজ্য বীমা যোগ্যতা ও তথ্য বিশ্লেষণে নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ইউলার হারমেস, ডান অ্যান্ড ব্র্যাডস্ট্রিট এবং কোফেইসের সঙ্গে হওয়া অংশীদারিত্বের ফলে সেরাই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের ক্রেতা কিংবা সরবরাহকারীদের আর্থিক অবস্থা ও ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা যাচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাবে। এসব তথ্য বাজারে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের পর্যবেক্ষণ এবং দ্রুত ঝুঁকি চিহ্নিত করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সময় ও খরচ বাঁচাবে।

সেরাই-এর সিইও বিবেক রামাচন্দ্র বলেন, কভিডের কারণে পণ্যের ক্রয়াদেশ বাতিল, ক্রয়াদেশে পরিমাণ হ্রাস, মূল্য পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি, পণ্য আনা-নেওয়ায় ধীরগতিসহ নানাবিধ কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত হওয়ায় ক্রয়াদেশ বাতিলের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে সরবরাহকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেরাই তার গ্রাহকদের ঝুঁকি অনুমান করে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, বাজার চাহিদা ও জমা হিসাব বিশ্লেষণপূর্বক ঝুঁকি এড়ানো সুযোগ করে দিয়েছে।

NEW AGE
WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021,

BGMEA to start automation of UD issuance Jan 16

A file photo shows a crane loading containers at Kamalapur in Dhaka. The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association is going to start automation of Utilisation Declaration issuance on January 16 to bring efficiency and transparency in the process.
— New Age photo

Staff Correspondent

THE Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association is going to start automation of Utilisation Declaration issuance on January 16 to bring efficiency and transparency in the process.

There were allegations against many apparel exporters of misusing the bonded warehouse facility through tempering the UDs issued manually and allegations of corruption against BGMEA officials in issuing the UDs.

Against the backdrop of the allegations, the trade body took the initiative to automate the issuance of UDs to its member factories.

The BGMEA on Sunday issued a circular informing its members that the online submission process of UD applications, including those related to corrections and fees submission, would start on January 16.

'The BGMEA will not accept any manual submission of UDs from the date,' it said.

The circular said that the trade body had already trained representatives of factories on online submission of UDs.

'The idea behind the UD automation is to bring more efficiency and transparency. Commercial staff of the factories will not have to come to the BGMEA office as e-signature is effective for the online UD submission,' BGMEA president Rubana Huq told New Age.

Rubana said that the BGMEA began the UD automation process in 2015 but submissions could not be done online then.

'The incumbent board in 2020 took the initiative first for online UD submission and now the system has been fully digitalised,' she said.

She said that a transparent digital UD automation system would also help to take the industry to another level.

According to the BGMEA sources, the trade body processes an average of 1,000 applications for UDs per day and is now providing the service manually which involves a lot of paper work and physical activities to ensure the service is given properly.

Under the automated service system, the RMG exporters would be able to process UDs through uploading relevant documents from anywhere and applicants would be able to pay the service fees through a trusted online payment system, BGMEA officials said.

They said that the implementation of the automated system would help the BGMEA to make the process paperless while the system would automatically calculate the consumption amount through artificial intelligence.

Generally, government agencies issue UDs to the exporters all over the world but in Bangladesh, the government has charged the BGMEA and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association with the issuance of the certificate to their members.

The trade bodies issue UDs to their members for the stated raw materials for import storage and export of ready garments as per the master letter of credit or contract.

The automation of UD issuance would expedite the exportimport process and also check forgery of documents and abuse of duty-free import facility by the exporters, people in the sector said.

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১২ জানুয়ারি ২০২১,

জাহাজভাঙাশ্রমিকদের সুরক্ষা অপ্রতুল

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

চট্টগ্রামের জাহাজভাঙা কারখানাগুলোতে ২০২০ সালে ১১টি দুর্ঘটনায় ১২ জন শ্রমিক হতাহত হয়েছেন। বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশনের (ওএসএইচই) এক সমীক্ষায় এই তথ্য পাওয়া গেছে।

সমীক্ষায় আরও জানা গেছে, কারখানায় কাজ করার সময় জাহাজ থেকে পড়ে গিয়ে চারজন শ্রমিক মারা গেছেন এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। লোহার বার পড়ে মারা গেছেন একজন, দুজন মারা গেছেন গ্যাসের বিষক্রিয়ায়। এ ছাড়া আঘাত পেয়ে মারা গেছেন দুজন এবং আহত হয়েছেন আরও দুজন।

বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে জাহাজভাঙা। কিন্তু দেশের জাহাজভাঙাশিল্পে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা যথাযথ ব্যক্তিগত সুরক্ষা ছাড়াই এই কাজ করছেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ওএসএইচই।

২০১৯ সালে বিশ্বে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক জাহাজ ভাঙা হয়েছে বাংলাদেশে। সীতাকুণ্ডের উপকূলে জাহাজভাঙা কারখানায় এসব জাহাজ ভাঙা হয়। বেলজিয়ামভিত্তিক সংস্থা 'এনজিও শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম' প্রকাশিত তালিকায় জাহাজভাঙায় শীর্ষে উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৯ পৌষ ১৪২৭
১৩ জানুয়ারি ২০২১

করোনা সংকটে নারী শ্রম রপ্তানিতে ধস

প্রতি বছর যায় লক্ষাধিক, গত বছর মাত্র ১৯ হাজার

■ রাবেয়া বেবী

করোনা মহামারির কারণে নারী অভিবাসী শ্রমিকদের বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে রীতিমতো ধস নেমেছে। যেখানে প্রতি বছর গড়ে ১ লাখের বেশি নারী শ্রমিক বিদেশে যান, সেখানে ২০২০ সালে গেছেন মাত্র ১৯ হাজার। জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসেই এই সংখ্যক নারী শ্রমিক বিদেশে গেছেন। বছরের বাকি ৯ মাসে কোনো নারী শ্রমিক বিদেশে যাননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণার্থী ও অভিবাসনবিষয়ক গবেষণা সংস্থা রামরুর সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরেছে। রামরুর জানিয়েছে, গত বছর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত যে হারে জনশক্তি বিদেশে গেছে, তা অব্যাহত থাকলে গত বছর ৮ লাখের মতো নারী-পুরুষ শ্রমিক বিদেশে যেতেন। কিন্তু করোনা সংকটের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি।

প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৯ সালে বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ ৪ হাজার ৭৮৬ নারী শ্রমিক বিদেশে যান। আর ২০১৮ সালে তা ছিল ১ লাখ ২০ হাজার। তবে এ সময় রেমিট্যান্স অন্য বছরগুলোর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে বিশ্ব ব্যাংক বলেছিল রেমিট্যান্স ২২ শতাংশ কমতে পারে। কিন্তু এ সময় প্রায় ১৭ শতাংশ রেমিট্যান্স বেড়ে যায়।

এ সম্পর্কে গবেষণা সংস্থা রামরুর প্রধান অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী ইত্তেফাককে বলেন, আমাদের পর্যবেক্ষণ জানাচ্ছে, করোনাকালে ৩ লাখ ৮০ হাজার কর্মী দেশে ফিরে আসেন। তখন তারা তাদের পুরো সঞ্চয় নিয়ে আসেন। দেশের বাইরে থেকে রেমিট্যান্স এলে সরকারের প্রণোদনা থেকে ২ শতাংশ বেশি দেওয়া হবে। যার ফলে এইভাবে টাকা পাঠানো বৃদ্ধি পায়। আবার ভিসা কিনতে যে টাকা খরচ হওয়ার কথা থাকে তাও খরচ হয়নি। অধ্যাপক তাসনিমের মতে এ বছর অভিবাসন কম হওয়ার প্রভাবে রেমিট্যান্স আগামী বছরগুলোতে কমতে পারে। কার্যত প্রভাবটা এই বছর (২০২১) পড়বে। নারী শ্রমিকদের রেমিট্যান্স পুরোদেশে আসে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা গৃহশ্রমিকের কাজ করেন। তাদের থাকা-খাওয়ার খরচ নেই। তাই তারা পুরো আয়টাই পরিবারে পাঠায় আবার তাদের যাতায়াত ব্যয় পুরুষের তুলনায় অনেক কম।

নারী শ্রমিকের বিদেশে অবস্থানকালে নানা সমস্যায় পড়ে এমন প্রশ্ন করলে অধ্যাপক তাসনিম বলেন, এখন সব নারী শ্রমিক বৈধভাবে যান। সরকার নারীর যৌক্তিক সমস্যা হলে তিন বার কাফালা পরিবর্তনের বিধান রেখেছে। বাড়িতে থেকে কাজ করলে সমস্যা হয়। তাই হোস্টেল ভাড়া করেও নারী শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে করোনাকালে হোটেলের শ্রমিকদের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে তারা না খেয়ে থেকে অনেক দুর্ভোগের শিকার হন বলে তিনি উল্লেখ করেন। নারী শ্রমিকের কোনো সমস্যা হলে তাদের অর্জিত কল্যাণ ফান্ড দিয়ে মামলা করে ক্ষতিপূরণের ওপর জোর দেন এই বিশেষজ্ঞ। কারণ ঐ সব দেশে আইন কঠোর। দোষী প্রমাণিত হলে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু নারী শ্রমিকরা কোথায় থাকবে? কে তার দায়িত্ব নিবে—এমন কারণে মামলা করা হয় না বলেও তিনি জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৯ পৌষ ১৪২৭
১৩ জানুয়ারি ২০২১

গার্মেন্টসে ইনক্রিমেন্ট ইস্যুতে মালিক শ্রমিক বিপরীতমুখী অবস্থানে

মালিকপক্ষ দুই বছরের জন্য ৫ শতাংশ স্থগিত চাইলেও ঝুঁকিভাতা হিসেবে ১৫ শতাংশ দাবি করে মন্ত্রণালয়ে চিঠি ইন্ডাস্ট্রিঅলের। অন্যথায় শ্রম অসন্তোষ!

■ রিয়াদ হোসেন

তৈরি পোশাক খাতে মজুরি কাঠামো অনুযায়ী প্রতি বছর ৫ শতাংশ হিসেবে ইনক্রিমেন্ট বাস্তবায়ন হয়ে আসছে। তবে করোনা ভাইরাসের ফলে বিদ্যমান আর্থিক ক্ষতির পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই ইনক্রিমেন্ট দুই বছরের জন্য স্থগিত চেয়ে মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ। অপর সংগঠন বিজিএমইএ এমন অবস্থানের সঙ্গে একমত হলেও তারা এখনো চিঠি দেয়নি। তবে এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে শ্রমিকপক্ষ। তারা এমন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে উলটো করোনাকালে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার জন্য বেতনের বাইরে বাড়তি ১৫ শতাংশ ঝুঁকিভাতা দাবি করেছে। এই দাবিতে গত সপ্তাহে শ্রমসচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। একই সঙ্গে মালিকপক্ষের দাবি কার্যকর করা হলে, গার্মেন্টস খাতে শ্রম অসন্তোষের প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়ে রেখেছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় মন্ত্রণালয় এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না। তারা চাইছে, মালিকপক্ষ বিষয়টি 'ম্যানেজ' করুক।

যোগাযোগ করা হলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম ইত্তেফাককে বলেন, যেহেতু এটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, মন্ত্রণালয় এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না। কারখানার মালিক, শ্রমিকপক্ষ ও সরকারের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তবে মন্ত্রণালয়ের অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, ইনক্রিমেন্টের বিষয়টি গেজেটে রয়েছে। মালিকপক্ষের দাবি মানতে গেলে শ্রম অসন্তোষের আশঙ্কাও রয়েছে। ফলে মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার পক্ষে নয়। বরং মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সমঝোতার মাধ্যমে এটির সুরাহা করুক।

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানকে বিকেএমইএ সভাপতি এ কে এম সেলিম ওসমানের পাঠানো চিঠিতে করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী শিল্পের কঠিন অবস্থা তুলে ধরে বলা হয়, বর্তমানে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন খাতে বেতন-ভাতা কমানো হয়েছে। এজন্য ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার বিধানটি দুই বছরের জন্য স্থগিত রাখার অনুরোধ জানানো হয়।

২০১৩ সালের মজুরি বোর্ড প্রথম গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের মূল বেতনের ওপর বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট চালু করে। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের মজুরি বোর্ডও তা বহাল রাখে।

এদিকে মালিকপক্ষের এমন চিঠিতে ক্ষুব্ধ শ্রমিক প্রতিনিধিরা। দেশে শ্রমিক ফেডারেশনগুলোর প্রভাবশালী প্ল্যাটফরম ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি) শ্রমসচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ইনক্রিমেন্ট বন্ধ নয়, বরং করোনার সময়ে যে ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকরা কাজ চালিয়ে গেছে, সেজন্য তাদের সুপার ইনক্রিমেন্ট দেওয়া দরকার।

আইবিসির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান স্বাক্ষরিত ঐ চিঠিতে বলা হয়, মালিকদের এই চিঠি প্রমাণ করে, করোনার অজুহাতে সরকারকে চাপ দিয়ে প্রণোদনাসুবিধার নামে জনগণের টাকা পকেটে ঢোকাচ্ছে। তারা যে শুধু মুনাফা বোঝেন, ইনক্রিমেন্ট বন্ধের দাবি তা প্রমাণ করে। মালিকপক্ষের দাবি কার্যকর হলে শ্রম অসন্তোষ দেখা দিলে এ দায় বিজিএমইএ ও বিকেএমইএকে নিতে হবে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১২ জানুয়ারি ২০২১,

ধর্ষণের শিকার হওয়া ৬৪% শিশু-কিশোরী

চট্টগ্রামে অপরাধ

৫ বছরে ধর্ষণ বেড়েছে ৩ গুণ। আসামি ও ভুক্তভোগীদের বেশির ভাগই ছিন্নমূল, নিম্নবিত্ত পরিবারের।

গাজী ফিরোজ, *চট্টগ্রাম*

কন্যাশিশুটির বয়স পাঁচ বছর। বাবা রিকশাচালক। মা মানুষের বাসায় কাজ করেন। ঘরে একাই থাকে শিশুটি। প্রতিবেশী এক নারী শিশুটিকে দেখাশোনা করেন। সারা দিন বাসায় একা থাকা শিশুটির মন চায় খেলতে। বাসার পাশের মাঠে খেলতে গিয়ে শিকার হয় ধর্ষণের। স্থানীয় লোকজন ধর্ষণের অভিযোগে নির্মল চন্দ্র নামের স্থানীয় এক ব্যক্তিকে ধরে পুলিশে দেন। কিন্তু 'দায়সারা' তদন্ত শেষে আসামিকে অব্যাহতি দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয় পুলিশ।

গত বছরের ৪ মে বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের আকবর শাহ থানার বেলতলী ঘোনা এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছিল। দুই দিন পর ৭ মে শিশুটি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জবানবন্দি দেয়। সেখানে পুরো ঘটনার বর্ণনা দেয় সে। এ ছাড়া শিশুটির বাবা বাদী হয়ে আকবর শাহ থানায় নির্মলকে আসামি করে মামলা করেন। শারীরিক পরীক্ষা শেষে চিকিৎসকেরা প্রতিবেদন দিয়েছেন, শিশুটি ধর্ষিত হয়েছে। শিশুটির ডিএনএ নমুনাও সংগ্রহ করে পুলিশ। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ওই ব্যক্তির সঙ্গে নমুনা মিলিয়ে দেখেননি তদন্ত কর্মকর্তা।

আসামিকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, 'শিশুটি ধর্ষিত হয়েছে সত্য, তবে নির্মল চন্দ্র জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়নি। গত ২২ জুলাই নগরের বায়েজিদ বোস্তামীতে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন বেলাল হোসেন নামের এক অটোরিকশাচালক। তিনি ক্রমিক ধর্ষক হিসেবে পরিচিত। শিশুটিকে ধর্ষণে বেলালই জড়িত। তিনি মারা যাওয়ায় মামলায় আসামি করা যাচ্ছে না।'

প্রতিবেদনটির বিরুদ্ধে শিশুটির বাবা নারাজি আবেদন করলে আদালত গত নভেম্বর মাসে নগর গোয়েন্দা পুলিশকে (ডিবি) মামলাটি অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন। মামলার বাদী শিশুটির বাবা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মামলার পর পুলিশ কোনো যোগাযোগ করেনি, উল্টো ধমক দিত। না জানিয়ে প্রতিবেদন দিয়ে দেয়। গরিব বলে বিচার কি পাব না?'

ধর্ষণের এ ঘটনাসহ গত বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত গত ১১ মাসে চট্টগ্রাম নগরের ১৬ থানায় ধর্ষণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে ২২৭টি। অথচ চার বছর আগে ২০১৫ সালে ১৬ থানায় মামলা হয়েছিল মাত্র ৭৮টি। চলতি বছরের ১১ মাসে ২২৭ মামলার মধ্যে শিশু-কিশোরী ধর্ষণের মামলা অর্ধেকের বেশি।

ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন করেছে সরকার। গত ১৩ অক্টোবর থেকে আইনটি কার্যকর হয়েছে। তবে ধর্ষণের ঘটনা কমেনি। পুলিশ সূত্র জানায়, সেপ্টেম্বর মাসে নগরের ১৬ থানায় ২৪টি আর অক্টোবর মাসে হয় ধর্ষণের ৩৮টি মামলা।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ভুক্তভোগীদের প্রায় ৬৪ শতাংশই শিশু-কিশোরী, যাদের বয়স ৪ থেকে ১৮ বছর। ২২৭টি মামলার মধ্যে ১৭৩টি মামলার নথি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রেম, বিয়ে ও ফাঁদে ফেলে কিশোরী ও তরুণীদের প্রতারণার মাধ্যমে ধর্ষণ করা হচ্ছে। ধর্ষণের মামলার ৮৬ শতাংশই এই অভিযোগে করা।

চট্টগ্রামে বাড়ছে ধর্ষণের ঘটনা

নগরের ১৬ থানার মামলার তথ্য

আসামি ও ভুক্তভোগীদের বেশির ভাগই ছিন্নমূল, নিম্নবিত্ত পরিবারের। পরস্পর আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশী।

প্রেম ও বিয়ের ফাঁদে ফেলে ধর্ষণের অভিযোগে করা বেশির ভাগ মামলাই চট্টগ্রামের সাতটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন বলে জানান সরকারি কৌঁসুলিরা। *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেন ট্রাইব্যুনালের চার কৌঁসুলি। তাঁরা জানান, মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘটনা কম। তবে উচ্চবিত্ত পরিবারের কোনো ঘটনা বিচারাধীন নেই। ঘটনা ঘটে না তা কিন্তু নয়। সামাজিক মর্যাদার ভয়ে তাঁরা নিজেরা মিটিয়ে ফেলেন।

আপসের ফলে ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় ধর্ষণে অন্যরা উৎসাহিত হয় বলে মন্তব্য করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এস এম মনিরুল হাসান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, অনেক ক্ষেত্রে আসামির শাস্তির চেয়ে মামলার পরও মেয়ের বিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি চিন্তিত থাকে গরিব মানুষেরা। ফলে ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না। সমাজে তার প্রভাব পড়ে। বাড়তে থাকে ধর্ষণের ঘটনা।

ফাঁদে ফেলে ধর্ষণ

১৪ বছরের কিশোরীটির মা নেই। বাবা অসুস্থ। চিকিৎসার খরচ জোগাতে কিশোরী ভিক্ষা করে। এটি করতে গিয়ে নাজিম উদ্দিন নামের এক মাইক্রোবাসচালকের সঙ্গে পরিচয় হয়। দুজনের প্রেম হয়। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি নগরের লালখান বাজার থেকে ওই কিশোরীকে মাইক্রোবাসে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় সার্সন রোড এলাকায়। সেখানে গাড়িটির ভেতর তাকে ধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনায় কিশোরী বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় মামলা করে। একই ধরনের মামলা হয়েছে নগরের চান্দগাঁও থানায়। সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে প্রেমের সম্পর্কের জেরে গত ১৯ অক্টোবর হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনায় ছাত্রীটির বাবা বাদী হয়ে মো. ফাহিম উদ্দিন নামের এক যুবককে আসামি করে চান্দগাঁও থানায় মামলা করেন। এ ছাড়া নগরের সদরঘাট এলাকায় ১৬ সেপ্টেম্বর দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ফুসলিয়ে ধর্ষণ করা হয়।

থানায় ধর্ষণের ঘটনায় হওয়া বেশির ভাগ মামলা বিয়ের আশ্বাসে কিংবা প্রেমের ফাঁদে ফেলে হয় বলে জানান নগর পুলিশ কমিশনার সালেহ মোহাম্মদ তানভীর। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, মামলা নেওয়া হচ্ছে। আসামিও গ্রেপ্তার হচ্ছে। সঠিক তদন্ত করে প্রতিবেদন দিচ্ছে পুলিশ।

বেড়ানোর কথা বলে বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে প্রেমিকাকে ধর্ষণের ঘটনাও রয়েছে। ১৮ বছর বয়সী এক পোশাকশ্রমিক নগরের বন্দর আউটার রিং রোড এলাকায় তাঁর প্রেমিক শহিদুল ইসলামের সঙ্গে বেড়াতে যান। গত ১ নভেম্বর সড়কের পাশে একটি টংঘরে নিয়ে শহীদ ও তাঁর বন্ধুরা ওই তরুণীকে দল বেঁধে ধর্ষণ করেন। এই ঘটনায় করা মামলায় পুলিশ মো. হোসাইন, মো. শাহিন ও মো. জোবায়ের নামের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩-এর সরকারি কৌঁসুলি মো. নজরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, ভুক্তভোগীকে জিম্মি করতে ধর্ষণের ঘটনা মুঠোফোনে ভিডিও করে রাখা হচ্ছে। জানাজানি হওয়ার ভয়ে বারবার ধর্ষণের শিকার হলেও ভুক্তভোগীরা মুখ খোলেন না।

ক্রমিক ধর্ষণ, 'বন্দুকযুদ্ধে' আসামির মৃত্যু

টাকা কিংবা চকলেটের লোভ দেখিয়ে কৌশলে তুলে নেওয়া হয় অটোরিকশায়। এরপর ভয়ভীতি দেখিয়ে নেওয়া হয় নির্জন স্থানে। ধর্ষণ শেষে পুনরায় আশপাশের এলাকায় নামিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তুলে নিয়ে নগরের বায়েজিদ বোস্তামী, আকবরশাহ ও খুলশী এলাকায় ৭ মাসে (জানুয়ারি-জুলাই) অন্তত ১০ শিশুকে একই কায়দায় ধর্ষণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ৫ জুলাই বায়েজিদে এক শিশুকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়। ভুক্তভোগী শিশুদের বয়স ১০ বছরের নিচে। এরপর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন 'ক্রমিক ধর্ষক' সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক মো. বেলাল।

বায়েজিদ বোস্তামী থানার ওসি প্রিটন সরকার *প্রথম আলোকে* বলেন, গত জুলাই মাসে 'ক্রমিক ধর্ষক' বেলাল পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে মারা যান। তাঁর বিরুদ্ধে ১৫টি মামলা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১০ [illegible] পা[illegible]টি শিশু ধর্ষণের। বেলালের লক্ষ্য ছিল দরিদ্র [illegible]রিবারের শিশুরা।

[illegible] ঘটনার শিকার দুই শিশুর অভিভাবক [illegible] নিয়েছেন, সিএনজিচালিত অটোরিকশা দেখলে [illegible]খনো ভয় পায় শিশুরা। নানাভাবে ভয় কাটানোর [illegible]ষ্টা চলছে। তবে বেলাল নিহত হওয়ায় এখন তাঁরা [illegible]ছুটা স্বস্তিতে আছেন।

করোনার ছুটিতে মামলা কম

করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় গত ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত দেশের সাধারণ ছুটি ছিল। ওই সময়ে (এপ্রিল ও মে মাসে) নগরের ১৬ থানায় ধর্ষণের মামলা হয়েছে ১৯টি। তবে ছুটি শেষে মামলার সংখ্যা বেড়ে যায়। জুন ও জুলাইয়ে মামলা হয় ৩০টি। গত অক্টোবর মাসে হয় ৩৮ মামলা।

আট বছর ধরে দায়িত্ব পালন করা চট্টগ্রাম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এর সরকারি কৌঁসুলি এম এ নাছের বলেন, করোনার সময় মামলা কম হলেও এখন আবার বাড়ছে। রাষ্ট্রপক্ষ সব সময়ই আসামিকে সাজা দিতে তৎপর।

রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ

এক আত্মীয়ের বাসায় দাওয়াত খেয়ে হেঁটে আধা কিলোমিটার দূরে বাসায় ফিরছিলেন এক দম্পতি। কথা বলতে বলতে দুজন কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁদের পথ আটকান মো. শফি নামের স্থানীয় এক 'বখাটে'। তিনি পুলিশের 'সোর্স' হিসেবে পরিচিত। ওই দম্পতি স্বামী-স্ত্রী নন দাবি করে তাঁদের পুলিশে দেওয়ার হুমকি দেন শফি। সালিসের নাম করে ওই দম্পতিকে সড়ক থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তুলে পার্শ্ববর্তী একটি কলোনিতে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেখানে একটি কক্ষে স্বামীকে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়। আর আরেকটি কক্ষে স্ত্রীকে দল বেঁধে চার ঘণ্টাব্যাপী করা হয় ধর্ষণ। বিষয়টি কিছুটা আঁচ করতে পেরে আশপাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক ব্যক্তি জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল দেন। পরে পুলিশ ওই নারীকে উদ্ধার করে।

The Daily Star
DHAKA WEDNESDAY JANUARY 13, 2021,

Longer home stays raise use of casual wear

Bring cheer to local knitwear exporters

REFAYET ULLAH MIRDHA

People limiting movements to their homes for social distancing needs apparently proved a boon for local knitwear manufacturers, as their shipments have fared relatively well in 2020 on the back of increased demand globally.

Knitted garments are those of the soft, comfortable and stretchable kind meant mostly for indoor use such as t-shirts, polo shirts, innerwear, sportswear, sweaters and hoodies.

Their use has risen significantly because people have increased the amount of time they spend at home and prefer to wear such comfortable clothing.

Its outdoor counterparts are the stiffer woven garments such as formal shirts, trousers, denim jeans, suits, chiffon and georgette dresses.

Both type of fabrics witnessed a slump in exports as a part of the pandemic's fallouts.

But knitwear shipments, which dropped 31 per cent year-on-year to $5.7 billion in the January-June period, scored a rebound in the year's second half.

In figures, this was nearly a 4 per cent year-on-year growth to $8.52 million, out of the total $15.54 billion garnered from garments, shows data from the Export Promotion Bureau (EPB).

On the other hand, export earnings from woven continues to linger in the negative, slumping 29 per cent year-on-year in the first half and 10.22 per cent in the second when it fetched $7.01 billion.

Summing up the whole year, both subsectors of the apparel industry, the biggest export earners, suffered from the pandemic, although on a lesser extent by knitwear.

The EPB data shows the 2020 earnings from knitwear to have declined 13 per cent year-on-year while that from woven by 20 per cent.

Bangladesh's major advantage in knitwear manufacture and shipment is a shorter lead time as the raw materials can be easily availed from local markets, which is not possible for woven.

Local spinners can supply nearly 90 per cent of the demand for raw materials such as yarn and knitted fabrics, which has drastically improved the lead time, saving as much as 20 days.

Maintaining a strict lead time, starting from the placement of orders to the shipping of goods within the time specified by buyers, is very important in the competitive world of garments.

In case of woven, a majority of the raw materials need to be imported from abroad, mainly China and India, as local weavers can meet just about 40 per cent of the demand.

Over the last four decades, local entrepreneurs invested more than $8 billion in the country's primary textile sector, mainly in spinning for the knitwear sector.

During the pandemic, the disruption to supply chains such as import of fabric from China, Bangladesh's single largest source for it, had a detrimental effect on woven garment production and shipment.

Besides, shipments of woven items such as formal shirts and trousers has fallen for a downturn in demand as people are increasingly opting to work from their homes and limiting movement outdoors.

Local manufacturers are cashing in on increasing orders being placed for knitwear items by western retailers and brands.

Some factories, especially the bigger units, are already completely booked till the next season.

The Daily Star spoke to some garment suppliers to get an insight of the success in knitwear shipment.

"We have done very well in July, August and September and we exported more than what our projection was," said Bakhtiar U Ahmed, chief operating officer of Fakir Apparels.

"Currently, the shipment of knitwear is not so well as the buyers are staying conservative in the wake of the second wave of the pandemic virus. It is like a go-slow approach," he said.

Usually, his company exports knitwear items worth $125 million a year but in 2020, they managed to reach $114 million.

"However, we have increased our target in 2021 to $133 million. I am very much hopeful that my company can achieve the target as work orders are coming in with the arrival of vaccines for Covid-19 in the markets," Ahmed told The Daily Star over the phone.

Moreover, he predicts that people would start spending more money on clothing items once they start going outdoors as before for the presence of vaccines, said Ahmed, adding that currently some 10,000 workers were employed in his factory.

He said Europe, his main export destination, was hit hard by the second wave and many countries had announced going into another bout of lockdowns.

As a result, the buyers now were a bit conservative in placing orders, he said.

On another note, Ahmed apprehends that price hikes of some 30 per cent of yarn and over 8 per cent of chemicals might end up acting as deterrents to increasing knitwear exports.

Although yarn prices have gone up in the local markets, the supply is still normal, said Ahmed, who mainly exports fleece jackets, trousers, sweat shirts, jackets, trousers and polo shirts.

During this pandemic, knitwear shipments increased to European markets, the single largest export bloc for Bangladesh's garment items, said Md Fazlul Hoque, managing director of Plummy Fashions.

He cited, among others, the factors of increased demand for longer stays at home and the lead time advantage.

Hoque said to have set a target for exporting knitwear items worth $27 million in fiscal 2020-21. "I am hopeful that I can achieve the target as we will do better from the second half of the year," he said.

Usually knitwear items are the

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

casual dresses, said Mohammad Hatem, senior vice-president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA).

Apart from the reasoning cited in this report, he attributed the increasing exports to Bangladesh's prices being lower than that of other countries.

As a result, buyers have continued doing business with Bangladesh even during this pandemic, Hatem said.

Yarn prices went up in local markets mainly because of a cotton price hike in international markets, said Abdul Hai Sarker, former president of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), a platform of spinners, weavers and the primary textile sector.

Cotton traded at 70 cents and 71 cents per pound between January and September last year but it jumped to 85 cents and 86 cents per pound over the last three months.

Sarker observed that international cotton prices might maintain the uptick in the coming months for higher demand.

The demand for knitwear items went up as people are able to use those as casual wear and do not need to wash those frequently like woven garment items, Sarker also said.

People can wear a knitwear item 15 times before it required washing but in case of woven, this could not happen, he said.

সংবাদ
বুধবার ২৯ পৌষ ১৪২৭
: Wednesday 13 January 2021

বোরো মৌসুমের শুরুতেই শ্রমিক সংকট : চাষাবাদ ব্যাহতের আশংকা

মো. হাবিবুর রহমান, চাটখিল (নোয়াখালী)

নোয়াখালী জেলার চাটখিলে কৃষক এখন বোরো ধান রোপণ করছে। এতে করে কৃষক এখন ব্যস্ত। তবে দিনমজুরের সংকট থাকায় এ কাজ কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। ১ পৌরসভা এবং ৯ ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত চাটখিলের জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এখানে বর্তমানে বছরে একবার বোরো ধান চাষ হয়ে থাকে। আউস এবং আমন ধান তেমন হয় না। এক ফসলি বোরো ধানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এখানকার কৃষক। বর্তমানে বোরো ধানের চারা রোপণ শুরু হয়েছে। এজন্য জমিতে পানি দেয়া, হাল চাষ করাসহ সব কাজ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৫০ ভাগ জমিতে বোরো ধান রোপণ শেষ হয়েছে। বর্তমানে শীতের তীব্রতা একটু কম থাকায় কৃষকের বোরো ধান রোপণ করতে কষ্ট কম হচ্ছে। শংকরপুর গ্রামের কৃষক মনির হোসেন চৌকিদার বাড়ির আবুল হোসেন জানান, চাটখিলের লোকজনের মধ্যে অনেকে প্রবাসে চলে গেছে, আবার অনেকে বিভিন্ন পেশায় চলে যাওয়ায় এখানে দিনমজুরের সংখ্যা কমে গেছে। এতে কৃষিকাজে দিনমজুরের সংকট দেখা দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দিনমজুররা এসে এখানে কৃষিকাজ করছে, দিনমজুরের পারিশ্রমিকও বেশি দিতে হচ্ছে। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, বোরো ধানের মধ্যে হাইব্রিড হীরা-২ সবচেয়ে বেশি চাষ হয়। তাছাড়া হাইব্রিডের মধ্যে হীরা-১, বালিয়া-২, এসএল-৮, আগমনী, জনকরাজ, ময়নাগোল্ড, ঝলক, সোনার বাংলা-৬ এবং উফসীর মধ্যে ব্রিধান-৫৫, ৫৮, ৯২ চাষ হচ্ছে। এখানে বর্তমান বছরে ৬ হাজার ৭০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ হাজার ৫০০ হেক্টরে হাইব্রিড এবং ১ হাজার ২০০ হেক্টরে উফসী ধান চাষ করা হবে। ইতোমধ্যে চার হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান রোপণ করা শেষ হয়েছে। বর্তমান বছরে আবহাওয়াসহ সব কিছু অনুকূলে থাকায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৭ হাজার ৫০০ হেক্টর জমি ছাড়িয়ে যেতে পারে। চাটখিল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম জানান, বর্তমান মৌসুমে কৃষক যাতে সফলভাবে বোরো ধান চাষ করে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে সেজন্য তারা মনিটরিং করছেন। কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সব সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে আসছেন।

চাটখিল

The Financial Express
Saturday | January 16, 2021

Govt to create comprehensive database of overseas jobseekers

ARAFAT ARA

The government will create a comprehensive database of overseas jobseekers with a view to reducing interference of middlemen in the recruitment process, officials said.

To this end, Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) will launch a registration programme for aspirants soon.

Officials familiar with the development said all necessary works in this regard have already been completed. Now trial of registration is going on. Hopefully, it may start within next two months.

The databank is being prepared as per the provisions of Overseas Employment and Migrants Act-2013. As manpower recruiters will select workers from the database directly, dependency on intermediaries will reduce significantly, they hoped.

About the procedure for recruitment of workers from the databank, an official at BMET said as per the demand of workers from job destination countries, recruiting agencies will communicate with BMET. Then BMET will send a list of required workers to them from the databank.

The selected workers will get SMS on their mobile phones. After completing all procedures, workers will pay recruitment charge through a particular bank.

When asked, the official said the existing one is not a complete database. So, manpower recruiters found it difficult to select workers from this databank.

"But the new database will be prepared as per the recommendations of stakeholders. So hopefully, it will be useful for them."

The candidates should have valid passports to be enlisted in the databank. Besides, they will mention their area of skills in the registration forms, if they have.

The aspirants get registered at District Employment and Manpower Office (DEMO). The registration charge has been fixed at Tk 200 for each. The candidates will have to pay fees through mobile banking.

BMET runs 42 DEMOs across the country.

Every year 600,000 to 700,000 workers go abroad with jobs from Bangladesh.

Because of the coronavirus pandemic, about 200,000 workers could go abroad in 2020. More than 13 million Bangladeshis went abroad with jobs since 1976, according to the BMET data.

Migrant workers sent US$21.74 billion remittances home in the just-concluded calendar year 2020, the Bangladesh Bank statistics showed.

arafataradhaka@gmail.com

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Friday, January 15, 2021
Magh 1, 1427 BS: Jamadi-ul-Awwal 30, 1442 Hijri

Reintegration scheme for returnee migrant workers

LIKE many of the downsides of government policies aimed at calming the impact of the pandemic on life and livelihood, the reintegration plan for returnee migrant workers is far from adequate, and it is the lack of proactive and facilitating arrangements that have come up in the way of any meaningful outcome. Reports say a large majority of returnee migrant workers cannot apply for reintegration loan provided by the government.

The reintegration plan is no doubt an appreciable move. The objective is to engage the returnee workers, most of whom lost their jobs in overseas workplaces, in small income-generating ventures at home with soft loan till they are in a position to seek alternative means of livelihood, including availing opportunities of going back to their workplaces abroad. A recent study conducted by Ovibashi Karmi Unnayan Programme (OKUP) showed that about 80 per cent of the returnees have decided to engage themselves in activities like dairy and poultry farming, sewing, driving auto-rickshaws etc. But it is the client-unfriendly loan disbursement procedure that is found to deter the objective of the reintegration plan. The Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment introduced a loan scheme worth Tk 2.0 billion through Probashi Kallyan Bank (PKB) in July last year at a rate of 4.0 per cent interest. The money was provided by the Wage Earners' Welfare Fund (WEWF), created with the contribution of migrant workers. The scheme provides for loans ranging from Tk 100,000 to Tk 500,000 per person. The government created another fund worth Tk 5.0 billion as reintegration loan for returnee workers with higher rate of interest at 9.0 per cent for male and 7.0 per cent for female workers. While the latter is not encouraging enough to attract loan seekers, the problem with the PKB loan is its procedural needs that among others include collateral for upper ceiling beyond Tk 200,000. It has, however, been learnt that lately, because of very poor response, the collateral-free ceiling has been raised.

Besides raising the collateral-free loan ceiling, there is a need to simplify the loan procedures to bring an increased number of returnee workers under the fold of the reintegration scheme

A FE report quoting the aforementioned OKUP study said that about 74 per cent of the interviewed migrants can barely meet their basic requirements upon return to their hometowns or villages, and many of them are yet to find any livelihood opportunities. Besides, 77 per cent of returnees who did not apply for the loan yet, will be in great misery if they are not able to access the reintegration loan, the report adds.

With more than 300,000 migrant workers now stranded at home and having to rely on small savings, it is critically important that the authorities are more forthcoming so that the reintegration scheme makes sense. Concerned quarters believe that besides raising the collateral-free loan ceiling, there is a need to simplify the loan procedures to bring an increased number of returnees under the scheme. There is also a need to provide advisory services for firming up plans for whatever income generating plans the workers are up to.

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২১,

আইএলওর প্রতিবেদন

নারীদের ঘরে থেকে কাজের আগ্রহ বাড়ছে

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

কোভিডের কারণে ঘরে থেকে কাজের সংস্কৃতি নতুন মাত্রা পেয়েছে। বাস্তব জীবনের নানা জটিলতা এড়াতে অনেকেই ঘরে থেকে কাজের সুযোগ চান। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নারীদের ঘরে থেকে কাজ করার বিস্ময়কর কারণ খুঁজে পেয়েছেন বিশ্লেষকেরা। বলা হয়েছে, দেশে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কারণে বাংলাদেশের নারীদের মধ্যে ঘরে থেকে কাজের আগ্রহ বাড়ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) 'ওয়ার্কিং ফ্রম হোম : ফ্রম ইনভিজিবিলিটি টু ডিসেন্ট ওয়ার্ক' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের নারীদের ঘরে থেকে কাজ করার আগ্রহের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবৃত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের নারীদের এই প্রবণতার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে : বাংলাদেশের সমাজে পরিবারগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নতির কারণে নারীদের পর্দানশিন থাকার রীতি ফিরে এসেছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে ধর্ম স্রেফ একটিমাত্র কারণ। যে সময় ও পরিবেশে নারী ও পুরুষ জন্মগ্রহণ করছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বসবাসের স্থান, এমনকি রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা; এগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এমনও দেখা গেছে, অনেক কারখানায় বিবাহিত নারীদের কাজে নেওয়া হয় না। আবার সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের বাইরে গেলেও নানা রকম হেনস্তার শিকার হতে হয় নারীদের, ঘরে থেকে কাজ করার আগ্রহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেটিও আরেক কারণ।

এদিকে সামগ্রিকভাবে সারা বিশ্বেই যাঁরা ঘরে থেকে কাজ করেন, তাঁদের আরও সুরক্ষা দরকার বলে মনে করে আইএলও। সরাসরি কর্মস্থলে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের চেয়ে এই নারীরা কম আয় করেন বা তাঁদের সুরক্ষাও কম। এমনকি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কাজের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যে যাঁরা ঘরে থেকে কাজ করেন, তাঁদের আয় ১৩ শতাংশ কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা ২২ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৫ শতাংশ এবং আর্জেন্টিনা, ভারত ও মেক্সিকোর ক্ষেত্রে তা ৫০ শতাংশ। পাশাপাশি ঘরে থেকে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়নের সুযোগও কম।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১ মাঘ ১৪২৭
১৫ জানুয়ারি ২০২১

পরিবেশবান্ধব পাটশিল্প

রূপম চক্রবর্ত্তী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে এক অধিবেশনে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'বর্তমান পাট কারখানাগুলো সবচেয়ে পুরোনো, পঞ্চাশ-ষাটের দশকে তৈরি। এগুলো দিয়ে শিল্পে লাভ করা সম্ভব নয়। পাটের একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। সেজন্য আমরা চাইছি এটাকে নতুনভাবে তৈরি করতে।' বিগত সময়ে প্রত্যেক বছর সরকারি পাটকলগুলো অনেক লোকসান দিয়েছে। সরকারকে যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে, তার কিয়দংশ ব্যয় করে কারখানাগুলো আধুনিকায়ন করা সম্ভব। কলগুলোর পুরোনো সব যন্ত্রপাতি বদলে ফেলে সেখানে নতুন, উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে এই শিল্পকে উন্নত করা যাবে। তবে সেগুলো ব্যবহারের জন্য দক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। যার ফলে কম সময়ে ও কমসংখ্যক শ্রমিক দিয়ে কয়েক গুণ বেশি পণ্য উৎপাদন সম্ভব। মিলগুলো আধুনিকায়ন করা গেলে অনেক ধরনের পাটের পণ্য তৈরি করা যাবে। বৈশ্বিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ও জোগান দিতে আমাদের সক্ষমতা থাকলে প্রতি বছর অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হব। তবে সব প্রচেষ্টার সফলতা নির্ভর করছে সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার ওপর। বিজেএমসি এবং ট্রেড ইউনিয়নের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যারা ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা পারেন শ্রমিকদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যমতে, বাংলাদেশ চলতি অর্থবছর ২০২০-২১ সালের প্রথম মাস তথা জুলাইয়ে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে ৩৯১ কোটি ডলার আয় করেছে, যার মধ্যে ১০ কোটি ৩৫ লাখ ১০ হাজার ডলার এসেছে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে। এই ধারা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। পৃথিবীতে পাট দিয়ে তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ছে। আমাদের দেশীয় পাটকলগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে সেই চাহিদাকে পূরণ করতে পারে। সরকারি পাটকলসমূহের ব্যবস্থাপনায় যারা জড়িত আছেন, তাদের দিকে আমরা চেয়ে থাকি বিভিন্ন দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য। জানা গেছে, সময়মতো পাট কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাব ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতির কারণে মানুষের চাহিদা পূরণ করতে কষ্টকর হচ্ছে। নেতৃত্ব ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের অভাব, বৈশ্বিক বাজার দখলে কৌশলগত ত্রুটি, আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, অদক্ষ ও বেশিসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের ফলে বছরের পর বছর লোকসান গুনতে হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত এই পাটকলগুলোকে। ফলে কলগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় সরকার। পাটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা যদি আরো সচেতন থাকতেন, তাহলে এই শিল্প হয়তো উন্নতির পথে পরিচালিত হতো। তবে আমি আশাবাদী। বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সরকারি পাটকলগুলো নব উদ্যমে কাজ করবে এবং আমাদেরকে বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্য উপহার দেবে।

পলি ব্যাগের অতিমাত্রায় ব্যবহার পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাগের যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। পাট থেকে বস্তা, ফেব্রিক, হ্যান্ডব্যাগ, কার্পেট, শাড়ি, পর্দা, জুতা, সোফা, শো-পিসসহ শত শত রকমের পণ্য তৈরি করা সম্ভব। ইতিমধ্যেই পাটকাঠি পোড়ানো ছাই চীনে রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা আইনতভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে আমাদের দেশে বছরে অনেক টাকার পাটের বস্তার ব্যবহার বাড়বে। এখন সবার দরকার সম্মিলিতভাবে জাতীয় পাটনীতি-২০১৮' বাস্তবায়ন করা। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ ও দেশের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই নীতির বাস্তবায়ন হবে। পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির পাশাপাশি নিজেদের পাট জাতীয় পণ্যের ব্যবহারে আগ্রহী হতে হবে।

ছোটবেলা থেকে মুখস্থ করে আসছি পাটকে সোনালি আঁশ বলা হয়। পাট এই বাংলার ঐতিহ্য। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের এক সফল ইতিহাস এবং মিশে আছে আমাদের নিজস্বতা। এদেশের অর্থনীতিতে বহু বছর ধরে স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিল পাটশিল্প। সোনালি আঁশ ও রুপালি কাঠি উভয়ই বেশ সম্ভাবনাময় দিক। আমাদের আদমজী পাটকল ছিল বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল হিসেবে স্বীকৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন উৎপাদনকারী দেশের চেয়ে বাংলাদেশের পাট অনেক উন্নত ও অধিক সমাদৃত। তাই আমাদের পাটশিল্প ছিল অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। এমনকি স্বাধীনতার পরেও দুয়েক বছর আমাদের পাটশিল্পের গৌরব ছিল অক্ষত।

বাংলাদেশের ভূমি ও আবহাওয়া পাট চাষের জন্যে উন্নত হলেও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর চাষ কমতে শুরু করেছে। তবে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন আগের তুলনায় বেড়েছে। বাংলাদেশি কাঁচাপাট, পাটজাত পণ্য প্রধানত, চীন, ইউরোপ, আইভরিকোস্ট, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, ইরান, আমেরিকা, সিরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, জাপান, সুদান, ঘানা, ভারতসহ আরো কিছু দেশে রপ্তানি করা হয়। আমি মনে করি, বর্তমান সরকারের শুভদৃষ্টির কারণে এই পাট চাষাবাদে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে।

আমরা যেখানে পরিবেশ দূষণের কারণে নিজেদের অনেক সময় অনিরাপদ ভাবি, সেখানে পাটচাষ আমাদের পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ অক্সিজেন সরবরাহ করবে। অনেক সচেতন মানুষ এখন প্রকৃতি ও পরিবেশকে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং পাটশিল্পে যে সম্ভাবনা আমাদের রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আলো ছড়িয়ে পড়ুক সারা বিশ্বে। সময় এসেছে নিজেদের কাঁচামাল ব্যবহারে সমৃদ্ধি অর্জন করার, উন্নত দেশ গড়ার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার।

● লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

প্রথম আলো • রোববার, ১৭ জানুয়ারি ২০২১.

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে দেশজুড়ে পঞ্চাশ হাজার কর্মসংস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এজেন্ট ব্যাংকিং সেবায় প্রতিটি আউটলেটে গড়ে তিনজন সেবা প্রদান করছেন। তাঁদের সবাই স্থানীয়ভাবে নিয়োগ পাওয়া কর্মী। এর বাইরে ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা এজেন্টদের তদারকি করে থাকেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও বড় ভূমিকা রাখছে নতুন এই ব্যাংকিং সেবা।

দেশে গত সাত বছরে এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট ১৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিটি আউটলেটে তিনজন করে কর্মী কাজ করছেন। ফলে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবায় প্রায় ৫০ হাজার কর্মসংস্থান হয়েছে।

চাকরির বাজারে ব্যাংকিং পেশা এখনো বেশ আকর্ষণীয়। তবে ব্যাংকের চাকরি পেতে যে ধরনের যোগ্যতা প্রয়োজন, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে ততটা লাগে না। আর এসব কর্মীকে এজেন্টরাই বেতন দেয়, সেহেতু তা পরিমাণে অনেক কমই হয়ে থাকে। অবশ্য এসব কর্মীর সর্বনিম্ন বেতন কত হবে, তা অনেক ব্যাংক নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে। বাড়ির পাশের এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটই হচ্ছে এসব কর্মীর অফিস।

বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, এজেন্ট নিয়োগে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তখন এজেন্টরা সেবা দেওয়ার জন্য কর্মী নিয়োগ করে। তবে কাদের নিয়োগ দিচ্ছে, ব্যাংক তা তদারকি করে। এসব কর্মীকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাঁরা ব্যাংকের কর্মী না হলেও নিয়মিত যোগাযোগের ফলে স্থায়ী কর্মীর মতো দক্ষ হয়ে ওঠেন।

জানতে চাইলে ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরফান আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এজেন্ট ব্যাংকিং শুধু আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নয়, কর্মসংস্থানেও বড় ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে ২০১৪ সাল থেকে ব্যাংকগুলো এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা দেওয়া শুরু করে। এখন দেশের ২৪টি ব্যাংক এই সেবা দিচ্ছে। পাড়া-মহল্লা ও হাটে-বাজারে মিলছে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা। বিদায়ী ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে এজেন্টের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ হাজার ১৬৩, যা ডিসেম্বরের শেষে ১৫ হাজার ছাড়িয়ে যায়। মার্চে এই সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ২৬০। আর সেপ্টেম্বরে আউটলেট বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ১৬টিতে, যা মার্চে ছিল ১১ হাজার ৮৭৫টি। অর্থাৎ করোনার মধ্যে ছয় মাসে আউটলেট বেড়েছে ২ হাজার ১৪১টি।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৬ জানুয়ারি ২০২১

নগরে থাকেন, তাই ভাতা নেই

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

মহানগর এলাকায় বাস্তবায়িত হয় না বিধবা ভাতা, আর বয়স্ক ভাতার বাইরে প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষ। বঞ্চিত দরিদ্র মানুষ।

নাজনীন আখতার, *ঢাকা*

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে থাকেন ঝরনা বেগম। স্বামী আবদুর রহিম রোগে ভুগে বছর বিশেক আগে মারা গেছেন। পাঁচ ছেলের মা ঝরনা বেগম জানালেন, তিন ছেলে বিয়ে করে যার যার মতো থাকেন। দুই ছেলের 'মাথায় অসুখ'। তাঁকেই দেখতে হয় দুজনকে। সংসার চালাতে এই বয়সে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তিন বাসায় কাজ করেন তিনি। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিধবা হিসেবে ভাতা পাওয়ার উপযুক্ত হলেও মহানগর এলাকায় থাকার কারণে এ সুবিধা থেকে তিনি বঞ্চিত।

ঝরনা বেগম তাঁর বয়স ৬৭-৬৮ দাবি করলেও জাতীয় পরিচয়পত্র অনুসারে বয়স ৫৯ বছর। সরকারের বয়স্ক ভাতা পেতে হলে তাঁকে কমপক্ষে ৬২ বছর বয়সী হতে হবে।

দুটি ভাতার কোনোটাই না পাওয়ায় ক্ষোভের শেষ নেই ঝরনা বেগমের! কড়াইল বস্তিতে ঝরনা বেগমের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি হাতে নিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে প্রত্যাশিত মন্তব্যটি করলেন, 'সবাই এসে খালি নাম লিখে নিয়ে যায়। কই কোনো ভাতাই তো পাই না। বয়স্ক না দাও, বিধবা তো দাও।'

সমাজসেবা অধিদপ্তর ও অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা থেকে জানা গেছে, ২৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারের ১৪৩টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, বয়স্ক ভাতাসহ দারিদ্র্য দূরীকরণ, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে সমাজসেবা অধিদপ্তর। অধিদপ্তর সরাসরি ভাতা দেওয়ার ১৩টি কর্মসূচি পরিচালনা করে। এর মধ্যে 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা' শিরোনামের ভাতা কর্মসূচিটি মহানগর এলাকায় বাস্তবায়ন হয় না।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা শাখার পরিচালক মো. সাব্বির ইমাম *প্রথম আলোকে* বলেন, সারা দেশের সব জেলা-উপজেলায় ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে। তবে ভাতাগুলোর মধ্যে 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা' সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়।'

- সরাসরি ভাতা কর্মসূচি ১৩
- মহানগর এলাকা বাস্তবায়ন হয় ৩
- ভাতা পান ৯১ লাখ ৬৩ হাজার

সূত্র : সমাজসেবা অধিদপ্তর

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস ২০১৮' অনুসারে দেশে বিধবার সংখ্যা ৯ দশমিক ৪ শতাংশ এবং তালাকপ্রাপ্ত বা বিচ্ছিন্ন নারীর সংখ্যা ১ দশমিক ৪ শতাংশ। ৬৫ বছরের বেশি বয়সী নারীদের ৬৬ শতাংশের বেশি বিধবা। মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৪৬ লাখ। নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান।

মহানগর এলাকার বস্তিবাসী হওয়ায় আফিয়া খাতুনও বঞ্চিত ভাতা পাওয়া থেকে। কড়াইল বস্তির আফিয়া খাতুনের (৪৫) স্বামী আয়নুল মিয়া ১২ বছর আগে দুই মেয়েসন্তানের দায়িত্ব স্ত্রীর ওপর রেখে চলে যান। আর কখনো খোঁজ করেননি। আফিয়া বললেন, 'বহু কষ্টে খাইয়া না-খাইয়া দিন কাটাইছি। এখন মেয়েরা গার্মেন্টসে চাকরি করে। সেই টাকায় চলি।'

বেসরকারি সংগঠন কড়াইল কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশনের সভাপতি মোসাম্মৎ সেলিনা আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, বস্তিতে শুধু বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী, এ দুটি ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়। প্রতিবন্ধীদের ৮০ শতাংশ ভাতা পেলেও বয়স্কদের মধ্যে খুব সামান্য মাত্র ২০ শতাংশ ভাতা পান।

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা শাখাটি সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক-২ এম এম মাহমুদুল্লাহর অধীনে পরিচালিত হয়। মহানগর এলাকায় এই ভাতাটি চালু না থাকা প্রসঙ্গে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, মহানগর এলাকায় ভাসমান লোকের সংখ্যা বেশি এবং কাজের ক্ষেত্র তুলনামূলক বেশি থাকায় সরকার ভাতাটি এখানে কার্যকর রাখেনি। তিনি জানান, সরাসরি ভাতা দেওয়ার ১৩টি কর্মসূচির বাইরে ক্ষুদ্রঋণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের মতো ৫২টি কর্মসূচি অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত হয়।

নগরে বয়স্ক ভাতার বাইরে ৯৮ শতাংশ

গত বছরের জুলাই মাসে বিবিএস প্রকাশিত নগর আর্থসামাজিক আস্থা নিরূপণ জরিপে বলা হয়েছে, নগরাঞ্চল বাস্তবায়নাধীন বৃহৎ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় থাকলেও এ থেকে সুবিধাপ্রাপ্তির সংখ্যা ন্যূনতম। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর ক্ষেত্রে নগরাঞ্চলের নিম্ন আয়ের খানাগুলো ব্যাপকভাবে বাদ পড়ে যাচ্ছে। বয়স্ক ভাতার আওতায় আছে মাত্র ২ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি পায়, এমন খানা পাওয়া গেছে মাত্র ৩ শতাংশ। কর্মসূচিগুলো নিম্ন আয়ের খানাগুলোর প্রয়োজনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ২০১৯ সালের ৮ থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জরিপটি পরিচালনা করা হয়। জরিপে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহানগর এবং বাকি মহানগরগুলোর দুটি এলাকা ধরে মোট ৮৬টি এলাকা থেকে ২ হাজার ১৫০টি নগরাঞ্চলের খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের জ্যেষ্ঠ পরিচালক কে এ এম মোর্শেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারের সব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রামকেন্দ্রিক। সরকারি আলোচনায় দরিদ্র নিয়ে কথা উঠলেই তাঁরা গ্রাম নিয়ে ভাবেন। নগরে দরিদ্র বাড়ছে। এক দশক ধরে বিভিন্ন আলোচনায় শহরের দরিদ্রদের নিয়ে আলাদাভাবে ভাবার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে সরকারকে। তিনি বলেন, শহর অঞ্চলের ঝুঁকি গ্রামের চেয়ে আলাদা। শহরে ভাসমান মানুষও বেশি। নগরের দরিদ্রদের স্বাস্থ্যঝুঁকিকে প্রাধান্য দিয়ে ভিন্ন নকশায় ভাতার ব্যবস্থা করা উচিত।

বস্তিশুমারি ২০১৪ অনুসারে, ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১৪ সালে শহরাঞ্চলে বস্তির সংখ্যা ২ হাজার ৯৯১টি থেকে বেড়ে ১৩ হাজার ৯৯৫টি হয়েছে। জনসংখ্যা ২২ লাখ ৩২ হাজারের বেশি। নারীর সংখ্যা ১০ লাখ ৩২ হাজারের বেশি। তৃতীয় লিঙ্গ ১ হাজার ৮৫২ জন। বস্তিবাসীদের প্রায় ৫ শতাংশ বিধবা। শুমারি অনুসারে ভাসমান মানুষের সংখ্যা সাড়ে ১৬ হাজারের বেশি। এর মধ্যে প্রায় ৩৬ শতাংশ বিধবা এবং ১ শতাংশের বেশি নারী তালাকপ্রাপ্ত বা বিচ্ছিন্ন।

শহরে মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দরিদ্রের সংখ্যা বাড়লেও ভাতা বরাদ্দ হয় ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এম এম মাহমুদুল্লাহ বলেন, 'এলাকার জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভাতার অর্থ বরাদ্দ করি আমরা। এলাকার জনসংখ্যার হিসাব করা হয় ২০১১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক গোলাম রব্বানী ২০১৯ সালে তাঁর ভাতাভোগীদের ওপর কাজ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, টাকা কম হলেও ভাতার ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ভাতাভোগীরা এই টাকা দিয়ে ওষুধসহ প্রয়োজনীয় কিছু কেনাকাটা করতে পারেন বলে পরিবারে তাঁদের ক্ষমতায়ন হয়। তিনি ভাতার অর্থ ও ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়ানোর ওপরও জোর দেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার
১৬ জানুয়ারি ২০২১ । ২ মাঘ ১৪২৭

কর্মসংস্থানে হাহাকার কাটছে না

কমে গেছে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, কাজ ফিরে পাননি চাকরি হারানোরা লাখো মানুষের পেশা বদল, শক্ত অবস্থানে প্রযুক্তি খাত

শামীম আহমেদ

করোনা মহামারীর ১০ মাস পার হলেও সুখবর নেই কর্মসংস্থানে। ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙা না হওয়ায় বেসরকারি খাতের অবস্থা এখনো নাজুক। এখনো অনেক প্রতিষ্ঠান কর্মী ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে ব্যয় সংকোচনের চেষ্টা করছে। কাজ হারিয়ে অনেকেই পেশা বদলে যে কাজ পাচ্ছেন তা করেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। খরচ কমাতে পরিবার গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে মেসে উঠেছেন রাজধানীর অনেক মানুষ। জোড়াতালির সংসারের খরচ মেটাতে নিম্নআয়ের পরিবারের বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষ রাস্তায় নেমেছেন রোজগারের আশায়। বেড়েছে ভিক্ষুকের সংখ্যা। তবে এই দুঃসময়ের মধ্যেও মহামারীর ধাক্কা সামলে শক্ত অবস্থানে রয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিতরা। এই খাতটিতে বেড়েছে ব্যবসা ও কাজের পরিধি।

কেস স্টাডি-১ : লালবাগের বাসিন্দা সোহাগ হোসেন পড়াতেন ধানমন্ডির একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। করোনার কারণে গত সাত মাস ধরে স্কুলে বেতন বন্ধ। মার্চে দেশে করোনা সংক্রমণ শুরুর এক মাসের মাথায় হারান ২টা টিউশনি। শেষ টিউশনিটা চলে যায় গত নভেম্বরে। এরপর থেকে 'পাঠাও' চালিয়ে রাজধানীতে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করছেন। পাঠাওয়ের যাত্রী হওয়ার সুবাদে কথা হয়েছিল এই স্কুলশিক্ষকের সঙ্গে। বলেন, বাইকটা না থাকলে ঢাকা ছেড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু, বাড়িতে গিয়েই বা কী করতাম?

কেস স্টাডি-২ : ষাটোর্ধ্ব বয়সী হাঁপানি রোগী সুলায়মান পরিশ্রমের কাজ করতে পারেন না। তার পরও গত পাঁচ মাস ধরে রিকশা চালান রাজপথে। কিছুক্ষণ রিকশা চালানোর পরই হাঁপিয়ে ওঠেন। লুঙ্গিতে গুঁজে রাখা ২টা ইনহেলার মুখে স্প্রে করে ফের রিকশায় প্যাডেল মারেন। জানুয়ারির শুরুতে টিএসসি এলাকায় দেখা হয় এই বৃদ্ধের সঙ্গে। বলেন, গত মে মাসে দুই ছেলে-মেয়ে গার্মেন্টের চাকরি হারিয়ে এখন বেকার। ছেলেটি ঘুরে ঘুরে চা-পান বিক্রি করছে। মেয়েটি ঘরে বসা। ২টা ইনহেলারের দাম ৭৩৫ টাকা। ছেলের ওপর বাড়তি চাপ না দিতেই রিকশা চালানো শুরু করেছেন। সোহাগ হোসেনের মতো অনেক উচ্চশিক্ষিত যুবক বা সুলায়মানের মতো বৃদ্ধের জন্য বেঁচে থাকাটা এখন অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মী চাহিদা কমে যাওয়ায় কাজ মিলছে না শিক্ষিত যুবক-যুবতীর।

সরকারি-বেসরকারি নিয়োগও কমে গেছে। দেশের কয়েকটি চাকরির ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখা গেছে, অন্য বছরগুলোর তুলনায় কমে গেছে চাকরির বিজ্ঞপ্তি। যে বিজ্ঞপ্তিগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলোতে দায়িত্ব বিবেচনায় বেতন কম। অধিকাংশ চাকরির বিজ্ঞাপনে অভিজ্ঞ লোক চাওয়া হচ্ছে, ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদা একেবারেই কমে গেছে। করোনার ধাক্কায় গত এপ্রিল-মে-জুন মাসে যারা বেকার হয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশই এখনো ফিরে পাননি চাকরি। উল্টো এখনো চাকরি হারানোর শঙ্কায় রয়েছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা।

এদিকে এই প্রতিকূলতার মধ্যে বহাল তবিয়তে রয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি খাত ও এই খাতের কর্মীবাহিনী। বেড়েছে তথ্য-প্রযুক্তি সেবার চাহিদা। ই-কমার্সের বাজার ২০ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ২০১৯ সালের ডিসেম্বরেও ছিল ১৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা। বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান হয়েছে এই খাতে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, করোনায় তথ্য-প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিতরা ইন্টারনেটের সুবিধা নিয়ে গ্রামে বসেও আয় করছেন। এ কারণে করোনা শুরুর পর ৯ মাসে ইন্টারনেট ব্যবহার বেড়েছে প্রায় আড়াই গুণ। গ্রাহক বেড়েছে ১ কোটির বেশি। গত বছরের শুরুতে দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের ব্যবহার ছিল সর্বোচ্চ ৯০০ জিবিপিএস। বছর শেষে সেই ব্যান্ডউইথের ব্যবহার দাঁড়ায় ২ হাজার ২০০ জিবিপিএসে। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান সেইলর ইনফোটেকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী নাজমুল হাসান নাহিদ বলেন, 'করোনায় অনেকেই বেকার হয়েছেন। তবে আমাদের ব্যবসা চাঙা হয়েছে। ওয়েব সার্ভিস, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মতো প্রযুক্তি সেবাগুলোর চাহিদা বেড়েছে। সব জায়গায় ইন্টারনেট পৌঁছে যাওয়ায় এই সেবাগুলো যে কোনো জায়গায় বসে দেওয়া যাচ্ছে। তাই ঢাকার উত্তরার পুরনো অফিস ছেড়ে কয়েক মাস আগে কুমিল্লার দেবীদ্বারে গ্রামের বাড়িতে এসে অফিস নিয়েছি। পরিবারের সঙ্গে আছি। ৩২ জন কর্মী বিভিন্ন স্থানে থেকে আমার প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। দেশে বসে বিদেশি ক্লায়েন্টকেও সেবা দিচ্ছি। সেই সঙ্গে ২৫০-এর বেশি তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। প্রশিক্ষণ নিয়ে অধিকাংশই নিজের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে পারছেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও)' এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনায় বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার দ্বিগুণ হয়েছে। করোনার আগে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে প্রতি ১০০ জনে গড়ে ১২ জন বেকার ছিলেন। করোনায় তা বেড়ে প্রায় ২৫ জন হয়েছে। এর সঙ্গে আছে পুরনো ২৭ লাখ বেকার। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, 'করোনায় ১৩ ভাগ চাকরিজীবী চাকরি হারিয়েছেন। ২৫ শতাংশ চাকরিজীবীর বেতন কমেছে। আবার চাকরি আছে বেতন নেই এমন মানুষের সংখ্যাও অনেক।' এ ছাড়া বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ তরুণ-তরুণী চাকরির বাজারে যোগদান করেন। করোনায় বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন ১২ লক্ষাধিক প্রবাসী, যার মাত্র ২ লাখ ফিরে যেতে পেরেছেন। সব মিলে চাকরির বাজারে বিরাজ করছে অস্থির অবস্থা। তবে এর মধ্যেও আত্মকর্মসংস্থানে ভালো অবস্থানে আছে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতরা।

গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, করোনার পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও এর প্রভাব এখনো যায়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক হয়নি। নতুন বিনিয়োগ না আসলে কর্মসংস্থান বাড়বে না। অবকাঠামো উন্নয়নসহ সামাজিক খাতে সরকার বিনিয়োগ বাড়ালে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আবার সবার কর্মসংস্থান করলেও হবে না। অনেকের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

The Financial Express Monday | January 18, 2021

Workers-Employees Association of Sanofi gets new committee

FE REPORT

Sanofi Bangladesh Limited Workers-Employees Association gets its new committee to protect the interests of the employees at the French pharmaceuticals company.

Md Nuruzzaman Raju becomes the president while Sanjib Kumar Chakraborty will act as the general secretary of the union.

The members of new committee of the union were introduced through a press briefing at Economic Reporters Forum (ERF) in the capital on Saturday.

Expressing solidarity to the two-point demand of the multinational company's some 1,000 employees, the new committee said the employees have been making logical demands to its local and global management since the announcement of the sale of shares.

At the same time, all employees have been working tirelessly and sincerely to keep the company's business as usual, it said.

Though the trade union was approved on February 03 in 2020, the union has never discussed the logical demands of the employees to the management of the company on behalf of this trade union as the management assured of protecting interests of their staff.

"Please fulfill the demands of the employees within the stipulated time," Otherwise, Sanofi Bangladesh Limited Workers-Employees Association will start its activities to realise these demands," General Secretary of the union Sanjib Kumar Chakraborty said.

He said Sanofi, which is set to sell its shares here, has always been at the forefront of protecting the interests of its employees. "We firmly believe that Sanofi will be no exception in Bangladesh," he added.

The two-point demands of the employees are compensation and earned benefits of the employees.

jubairfe1980@gmail.com

বণিকবার্তা সোমবার, জানুয়ারি ১৮, ২০২১

ফেনীতে নৈশপ্রহরী হত্যা মামলায় একজনের ফাঁসি

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ফেনী

ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী সফিউল্যাহ (৬০) হত্যা মামলায় সোহেল হাওলাদার নামের এক আসামিকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল সকালে ফেনী জেলা ও দায়রা জজ ড. বেগম জেবুন্নেছা এ রায় ঘোষণা করেন। এ মামলার অন্য তিন আসামি রাব্বি, রনি ও সাকিবের বিচার শিশু আদালতে ন্যস্ত রয়েছে।

পুলিশ ও আদালতের বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২৯ মে রাতে শহরের বারাহীপুর গাজীক্রস রোডের হক ম্যানশন থেকে সফিউল্যাহর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার দিন দেড় ভরি স্বর্ণ ও নগদ ১ লাখ টাকা লুট করে আসামিরা। তার গ্রামের বাড়ি সোনাগাজী উপজেলার বগাদানা ইউনিয়নের আলমপুরে। এ ঘটনায় নিহত সফিউল্যাহর ছেলে আবদুল মোতালেব বাদী হয়ে অজ্ঞাতদের আসামি করে ফেনী মডেল থানায় মামলা করেন।

মামলার প্রাথমিক তদন্তকালে গ্রেফতারকৃত রাব্বি, রনি ও সাকিব আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। ২০২০ সালের ২৯ এপ্রিল ফেনী মডেল থানার এসআই হাবিবুর রহমান চৌধুরী চারজনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র প্রদান করেন। জেলা ও দায়রা জজ ড. বেগম জেবুন্নেছার আদালতে অভিযোগ গঠন শেষে ১৮ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আসামিদের বয়স বিবেচনায় এ মামলার অন্য তিন আসামি রাব্বি, রনি ও সাকিবের বিচার শিশু আদালতে স্থানান্তর করা হয়। তবে ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারক না থাকায় আটকে আছে বিচার প্রক্রিয়া। বুধবার জেলা জজ আদালতে যুক্তিতর্ক শেষে গতকাল রায়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

The Daily Star
DHAKA FRIDAY JANUARY 15, 2021,

LABOUR SENDING, RECEIVING COUNTRIES

Partnership vital to ensure migrants' wellbeing: speakers

STAFF CORRESPONDENT

Better partnership at different levels between the labour-receiving and -sending countries should be developed to benefit migrant workers in post-Covid situation, said speakers at a regional consultation yesterday.

Addressing a session, they said Bangladesh needs to raise the issue of partnership in the upcoming Global Forum on Migration and Development (GFMD) Summit as it gives an opportunity to discuss various migration issues among stakeholders.

Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), Bangladesh Civil Society for Migrants (BCSM), and Migrant Forum in Asia (MFA) jointly organised the online consultation on the themes of the 13th GFMD titled "The Future of Human Mobility: Innovative Partnerships for Sustainable Development and the Post Covid-19 Reality".

The GFMD is a voluntary, inter-governmental, non-binding and informal consultative process open to all state members and observers of the United Nations.

The 13th GFMD Summit will be held in the United Arab Emirates on January 18-26.

Shameem Ahmed Chowdhury Noman, owner of recruiting agency Sadia International, said ensuring responsible and regular migration is not possible without developing a partnership between stakeholders.

Though recruiting agencies act as the main source and make bridge between employer and employee, they alone cannot make the process transparent, he said, addressing the session "Fostering Partnerships to Realise Migration-Related Goals in the Sustainable Development Agenda and Managing the Future of Human Mobility".

"It is the civil society, destination country, the government, private sector and the aspirant migrants -- all have to be partnered," he added.

He said the GFMD platform should be utilised with utmost effort so that the country can establish its demands to protect migrant workers.

Shaheen Anam, executive director of Manusher Jonno Foundation, said a big constraint of the country is its weak partnership with the receiving countries.

She said strong agreements should be made to provide Bangladeshi migrant workers' legal protection in the receiving countries.

Besides, partnership with civil societies in ination countries is also important, she further said.

Anisul Islam Mahmud, chairman of the parliamentary committee on Expatriates' Welfare and Overseas Employment Ministry, said Bangladesh needs to raise and discuss the issue of legal protection of its migrant workers during the upcoming GFMD.

Addressing the thematic topic "Discussing Approaches to Address Irregular Migration-What Works?", RMMRU Founding Chair Prof Tasneem Siddiqui said irregular migration prevails since it "helps" certain quarter of different destination and sending countries.

MFA Regional Coordinator William Gois said sending and receiving countries were never been challenged like what the pandemic made them facing. He said host countries like Singapore, Malaysia and Saudi Arabia faced bigger challenges during the pandemic.

Addressing the consultation, Foreign Minister Masud Bin Momen said Bangladesh has been a frontrunner for safe, regular and orderly migration and that the country always welcomed the processes that lead to welfare of migrants.

"As we consider migration as an integral component of our development framework, we also pioneered the process of global compact for migration," he added.

BCSM Chair and RMMRU Executive Director Prof CR Abrar moderated the consultation.

লাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার
১৬ জানুয়ারি ২০২১। ২ মাঘ ১৪২৭

অবৈধ ইটভাটায় বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি, বিপন্ন পরিবেশ

নাজমুল হুদা, সাভার

ঢাকার উপকণ্ঠে সাভারের আশুলিয়াজুড়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে গড়ে উঠেছে শতাধিক ইটভাটা। এসব ইটভাটার কারণে আশপাশের পরিবেশ, জনবসতি, কৃষিজমি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ জনবহুল এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দিয়েছে। সরকারি হিসাবে ঢাকা জেলায় ৫৩৭টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ২৭১টি, লাইসেন্স বিহীন ২৬৬টি। জানা যায়, সাভারে ২০১৪ বৈধ ইটভাটা ছিল ২৭টি, লাইসেন্সবিহীন ৯৩টি। ২০১৫ সালে বৈধ ছিল ৪৩টি, অবৈধ ১০৫টি। ২০১৮ সালে লাইসেন্স ছিল ৩৯টি ইটভাটার। ওই সময় অবৈধ ছিল ১১৫টি। গত বছর আশুলিয়া রাজস্ব সার্কেলে ইটভাটা ছিল ৭০টি, যার মধ্যে ৬৯টির লাইসেন্স ছিল না। নিয়মানুযায়ী ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ অনুযায়ী লাইসেন্স ছাড়া এবং আবাসিক এলাকা ও তিন ফসলি জমিতে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ। অভিযোগ আছে, স্থানীয় ইটভাটা মালিকরা কৃষকদের ম্যানেজ করে জমি লিজ নিয়ে অবৈধভাবে ইটভাটা স্থাপন করছেন। এসব ভাটায় চিমনির উচ্চতা বাড়ানো হলেও তা থেকে বের হওয়া ধোঁয়া থেকে রেহাই পাচ্ছেন না এলাকাবাসী। চিমনিবাহিত ধোঁয়ায় চারপাশের জনস্বাস্থ্য পড়েছে ঝুঁকির মুখে। এ ছাড়া আশপাশের এলাকায় বিভিন্ন ফলগাছের ফলন কমে যাওয়া, উৎপাদিত সবজি খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে বলে জানা গেছে। সাদা ও কালো ধোঁয়ায় এলাকাবাসী আক্রান্ত হচ্ছেন নানা রোগব্যাধিতে। সাভারের আশুলিয়ার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ভাটাগুলোতে কয়লার পাশাপাশি পোড়ানো হচ্ছে কাঠ, প্লাস্টিক, টায়ার। শ্রমিকরা জানান, এসব ভাটায় কাঠ ব্যবহার হয় না। সারা বছর কয়লা পোড়ানো হয়। তবে আগুন ধরানোর সময় কাঠের প্রয়োজন হয়, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। স্থানীয় বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা বলেন, একসময় এসব এলাকায় সারা বছর চাষাবাদ হতো। কিন্তু প্রভাবশালীরা কাউকে অর্থের বিনিময়ে আবার কাউকে ভয় দেখিয়ে ওইসব জমি ইজারা নিয়ে বা কিনে ইটভাটা স্থাপন করেছেন। এ কারণে বেকার হয়ে গেছেন এলাকার অনেক কৃষক। এ ছাড়া জীবিকার প্রয়োজনে পেশা বদল করেছেন অনেকেই। আশুলিয়ার কৃষক ফরিদ দেওয়ান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, '৩৫ বছর ধরে আমি কৃষিকাজ করি।

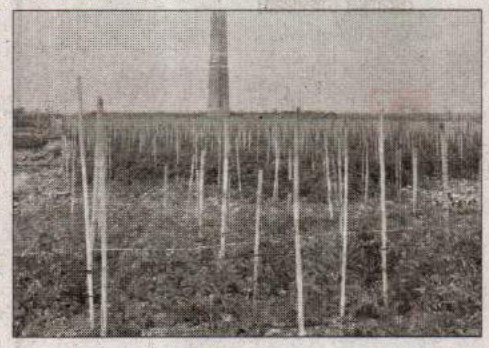

সমকাল
রোববার | ১৭ জানুয়ারি ২০২১ |

পোশাক খাতে নিরাপত্তা, প্রতিকার ও পরিবেশগত উন্নয়ন

আফসানা চৌধুরী, ফারিয়া আহমদ, ফাহিম এস. চৌধুরী, সাদরিল শাহজাহান

তৈরি পোশাক খাত কয়েক দশক ধরেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য কমানোর মাধ্যমে এই খাত দেশের উন্নয়নে ব্যাপক সহযোগিতা করে আসছে। বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে অন্যতম বৃহৎ রপ্তানিমুখী দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পোশাক খাতে দুটি বড় দুর্ঘটনা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। একটি হলো ২০১২ সালের নভেম্বরে তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডে অগ্নিকাণ্ড; অন্যটি ২০১৩ সালের এপ্রিলে সাভারের রানা প্লাজা ভবনধস।

বিশেষত রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর তৈরি পোশাক খাতের অগ্নি, স্থাপনা এবং বৈদ্যুতিক উন্নতিতে গুরুত্ব ও মনোযোগ দেওয়া হয়। পোশাক খাতকে নির্দিষ্ট কিছু নিরাপত্তা সংস্কার ও প্রতিকারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যদিও এর মাধ্যমে, এই খাতের উন্নতি এবং কারখানা মালিক ও বিশেষ করে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সুযোগ তৈরি হয়। মূলত, তখন থেকেই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত বৈশ্বিক অনুবর্তিতা (কমপ্লায়েন্স) ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অগ্নি, স্থাপনা ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা পরিদর্শনে তিনটি উদ্যোগ গৃহীত হয়– অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স এবং ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ। এই তিন উদ্যোগের পক্ষে পরিদর্শনের ফলস্বরূপ কারখানার নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সংস্কার পরিকল্পনা প্রণোদিত হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কারখানাগুলো এই সময়-আবদ্ধ প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এসব উদ্যোগ পোশাক কারখানাগুলোর জন্য কিছু প্রাথমিক নীতিমালা ও বিধিবিধান করেছে যেগুলো নিশ্চিত করা কারখানাগুলোর জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

যদিও এসব সংস্কার পরিকল্পনার উদ্যোগ থেকে পোশাক কারখানাগুলোর যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে; অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কারখানাগুলোর ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর অন্যতম অনুবর্তিতা বা কমপ্লায়েন্সের শর্ত পূরণে যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় তার অক্ষমতা বা তহবিল সংকট।

২০১৬ সালে আইএলও এবং আইএফসি যৌথভাবে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, কারখানা সংস্কারের কার্যক্রমগুলো আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের অনুরোধ এবং কারখানা ও ক্রেতাদের মাঝে সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত। আরেকটি উপাদান হলো কারখানার আকার (শ্রমিক সংখ্যা ও কারখানার আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ)। স্থানীয় ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকগুলো, কারখানার ঋণ আবেদন অনুমোদন বা ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও কারখানার আকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর কারখানাগুলোর জন্য সংস্কার অর্থায়নের ব্যবস্থা করা যথেষ্ট কষ্টকর। বিভিন্ন নিরাপত্তা উদ্যোগ ও পরিবেশ সংস্কার কর্মসূচির ক্ষেত্রে কারখানার সংস্কার পদ্ধতি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে আর্থিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এখন পর্যন্ত, কেবল তৈরি পোশাক খাতের সংস্কারের জন্য আলাদা কোনো আর্থিক অফার নেই, তাছাড়া ঋণ আবেদনের দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া, উচ্চ ও অনাকর্ষণীয় সুদের হার, ঋণ আনুমোদন ও ঋণ প্রদানের দীর্ঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, ঋণ গ্রহণে কারখানাগুলোকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে তাই বেশিরভাগ ঋণ কার্যক্রমই ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া, এ সকল ঋণ কার্যক্রমে আবেদনের জন্য কারখানাগুলো ভালোভাবে প্রস্তুত বা যথেষ্ট সক্ষম নয়। ব্যাংকের কাছে যথাযথ, নির্ভরযোগ্য ও নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও কারখানাগুলোর ভুল ধারণা রয়েছে। ফলে দেখা যায়, অল্প কিছু কারখানা নিজেদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ঋণ গ্রহণে সক্ষম হয়। এছাড়া স্থানীয়ভাবে সেবা প্রদানকারী কিছু সংস্থা রয়েছে, যারা কারখানার নিরাপত্তা সংস্কারের কার্যক্রমগুলোর শর্ত এবং পরিবেশ সম্পর্কিত সমর্থন উন্নয়নে নানা সেবা দিয়ে থাকে। কিন্তু এসব সেবা প্রায়োগিক বা প্রযুক্তিগত দিকেই সীমাবদ্ধ থাকে, ফলে আর্থিক ও হিসাবগত দিকগুলোতে কারখানাগুলো প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পেতে ব্যর্থ হয়।

এসব বাস্তবতা বিবেচনা করে, জিআইজেডের সহায়তায় 'বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাতে নিরাপত্তা সংস্কার, প্রতিকার ও পরিবেশগত উন্নতিতে সমর্থন' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন হয়। এর উদ্দেশ্য হলো– পোশাক খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও তা সম্পাদনে প্রাপ্য আর্থিক সেবা চিহ্নিতকরণের যে দূরত্ব তা ঘুচিয়ে দেওয়া। এ প্রকল্পের নেতৃত্বে রয়েছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নবিষয়ক জার্মান কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। দেশীয় সহযোগী অংশীদার হিসেবে রয়েছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট (সিইডি)।

এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশি টাকায় বার্ষিক ৭ শতাংশ সুদের হারে ঋণ বিতরণ করা হবে। ঋণের সর্বাধিক পরিমাণ ৩ থেকে ৫ বছর মেয়াদসহ ১০ কোটি টাকা হবে। যথাযথ দলিল এবং পরিবেশগত উন্নয়নের যৌক্তিকতা বা অন্য কোনো যৌক্তিক ও দালিলিক ঘটনাসাপেক্ষে ঋণের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ঋণের মেয়াদকাল ৭ বছর পর্যন্ত উন্নীত করা যাবে।

প্রকল্পের আওতায় তৈরি পোশাক কারখানাগুলো কর্মক্ষমতাভিত্তিক প্রণোদনাও পাবে, যার ফলে ঋণের মূল পরিমাণ কমে যাবে। এ প্রণোদনাগুলো হলো নিরাপত্তা সংস্কার বিনিয়োগ সম্পর্কিত মোট ঋণের পরিমাণের ১০ শতাংশ এবং পরিবেশ বা সামাজিক বিনিয়োগ সম্পর্কিত মোট পরিমাণের ২০ শতাংশ।

কারখানার নিরাপত্তা সংস্কার ও প্রতিকারে এবং সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে বিনিয়োগ সহজতর করার পরিকল্পনায় যে প্রায়োগিক সহায়তা এবং সক্ষমতা তৈরির ব্যবস্থা দরকার তা নির্ধারণের সক্রিয় পরিবেশকে সমর্থন জোগাতেই এই প্রকল্পের প্রবর্তন। বেসরকারি ও আর্থিক খাতের সক্ষমতার বৈসাদৃশ্য নির্ণয়েও এ প্রকল্পটি কাজ করবে। প্রকল্পের অংশ হিসেবে, প্রকল্পের পক্ষ থেকে সিইডি, তৈরি পোশাক খাতের স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ দেবে।

■ লেখকবৃন্দ সিইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৪ মাঘ ১৪২৭
১৮ জানুয়ারি ২০২১

'দেশে ফেরত প্রবাসীদের প্রণোদনা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়ে গেছে'

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

করোনা মহামারির কারণে দেশে ফেরা প্রবাসী কর্মীদের জন্য সরকার প্রণোদনার ব্যবস্থা করলেও তা প্রাপ্তিতে সমস্যা রয়ে যাচ্ছে। সঠিক কাগজপত্রের অভাবে প্রবাসীরা ব্যাংক ঋণের জন্যও আবেদন করতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের ঘাটতির জন্য ব্যাংকও ঋণ দিতে দ্বিধান্বিত থাকছে। এতে তাদের জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যদিও বৈদেশিক আয়ের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা যাচ্ছে। রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত ২ শতাংশ প্রণোদনার কারণে বৈধভাবে টাকা পাঠানোর হার বেড়েছে। গতকাল রবিবার এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফরম, বাংলাদেশ আয়োজিত 'সাম্প্রতিক রেমিট্যান্স প্রবাহ : এত টাকা আসছে কোথা থেকে?' শীর্ষক ভার্চুয়াল সংলাপে বক্তারা এ কথা বলেন।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফরম, বাংলাদেশের আহ্বায়ক ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সাংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি। তিনি বলেন, বিদেশ থেকে ফেরত আসা এই মানুষগুলোর পুনর্বাসনের সঠিক ব্যবস্থা করতে হবে। কোভিড টিকা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন বলেও তিনি জানান।

সংলাপে সিপিডির চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহান বলেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই প্রবাসীদের অবস্থার ক্ষেত্রে টেকসই কোনো অবস্থান তৈরি হয়নি। তাই নীতিনির্ধারকদের এ নিয়ে কাজ করতে হবে।

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) চেয়ারম্যান প্রফেসর তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, নারী প্রাবাসীরা অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। কারণ কোভিডের কারণে তাদের চাকরি হারানোর হার কম ছিল। ব্র্যাক অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল হাসান বলেন, যারা ফেরত এসেছেন তাদের কাজ প্রয়োজন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমানে দেশে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পেলেও ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখা কষ্টকর হবে। যারা দেশে ফেরত এসেছেন বা আসতে বাধ্য হয়েছেন, তারা অনেকেই সরকার-ঘোষিত প্রণোদনার আওতায় আসছেন না। এ বিষয়ে তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ফর রাইটস অব বাংলাদেশি ইমিগ্র্যান্টসের (ওয়ারবি) চেয়ারম্যান সৈয়দ সাইফুল হক বলেন, যে ক্ষেত্রে কোনো বিনিয়োগ ছাড়া অর্থ আসছে, সেখানে আরো বেশি নজর দেওয়া দরকার।

The Financial Express Saturday | January 16, 2021

Labour migration sector needs massive revamp: JS body chief

Bangladesh urgently needs to produce skilled migrant workers through re-skilling and up-skilling considering the long-term development of the country, reports UNB.

Chairman of the Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment Barrister Anisul Islam Mahmud said this on Thursday.

"The migrant workers sent more than $20 billion in remittance in the last six months of 2020 even amid the pandemic," the former foreign minister said.

"Now that Covid-19 has changed the demand side in the labour migration sector, we have to educate and train our workers in line with that. Language skill should be a priority."

Anisul also said major changes should be brought about in this sector. "We have to identify new markets for our migrant workers instead of only depending on the Middle Eastern countries.

Our workers have to be trained in the right way so that they can survive in the global market."

The former minister was addressing the virtual regional multi-stakeholder consultation on the "13th GFMD on the Future of Human Mobility: Innovative Partnerships for Sustainable Development" jointly organised by Refugee and Migratory Movements Research Unit, Bangladesh Civil Society for Migration and Migrant Forum in Asia.

"Around 0.6-0.7 million people of our country go abroad every year in search of work. We have to set up more training institutes for migrant workers where the teaching of foreign languages will be a priority," Anisul said.

Parliamentary Caucus on Migration and Development Chair Barrister Shamim Haider Patwary said freedom to bargain is crucial for migrant workers.

"But Bangladesh has fallen behind in this area."

"Also, migrant workers should be equipped with technological knowledge. We have to protect them at all levels as our economy depends on them. So, we need a partnership for reskilling and up-skilling."

"And workers should be sent abroad based on quota. The people of char and remote areas should get priority," Shamim said.

সমকাল রোববার । ১৭ জানুয়ারি ২০২১ ।

হুমকির মুখে তিন লাখ শ্রমিকের জীবিকা

■ অমরেশ রায়

আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ঢাকার কেরানীগঞ্জের বাসাবাড়ি থেকে ওয়াশিং কারখানাগুলোকে শিল্প পার্ক প্রকল্পে স্থানান্তরের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু নির্মাণাধীন শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ইটিপি ব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়ায় স্থানান্তর প্রক্রিয়া অনেকটাই মন্থর হয়ে পড়েছে। আবার আবাসিক এলাকার ওয়াশিং কারখানাগুলোও বন্ধ রয়েছে। এতে ওয়াশিং শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রায় তিন লাখ শ্রমিকের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে।

কেরানীগঞ্জ এলাকার বাসাবাড়িতে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে ওয়াশিং কারখানা তথা ছোট ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এই এলাকায় মোট ৮১টি ওয়াশিং কারখানায় ২৫ হাজার শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত ছিলেন। এ ছাড়া প্রায় ১০ হাজার স্থানীয় গার্মেন্ট, লন্ড্রি ও কম্পিউটার এমব্রয়ডারিসহ নানা ধরনের প্রয়োজনীয় শিল্পকারখানা থাকায় এই শিল্পের মাধ্যমে প্রায় তিন লাখ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। এসব ওয়াশিং কারখানায় স্থানীয় গার্মেন্ট পণ্য ধৌত করে সরবরাহ করা হয়। সারাদেশের গার্মেন্ট পণ্যের ৮০ ভাগ কেরানীগঞ্জ এলাকার ওয়াশিং কারখানাগুলো থেকে ধৌত করা হয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

তবে আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞা থাকায় কেরানীগঞ্জ ওয়াশিং ফ্যাক্টরি মালিক সমবায় সমিতির উদ্যোগে কারখানাগুলোকে একটি শিল্প জোনে স্থানান্তরের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে সমিতির নিজস্ব উদ্যোগে ২০১৮ সালে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার অধীনে 'কেরানীগঞ্জ শিল্প পার্ক' প্রজেক্টের জন্য বিসিক শিল্প এলাকার পাশে প্রায় ৫০০ কাঠা জমি কিনে সেখানে শিল্প পার্ক নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এবং ঢাকা-৩ (কেরানীগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য নসরুল হামিদ বিপু এই প্রকল্পে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন বলেও মালিক সমিতির নেতারা জানিয়েছেন।

কেরানীগঞ্জের ওয়াশিং কারখানাগুলো স্থানান্তরে মন্থরগতি

সংশ্লিষ্টরা আরও জানান, কারখানাগুলোকে শিল্প পার্কে স্থানান্তরের এই প্রক্রিয়া শুরুর পরপরই পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে সমিতিভুক্ত ৮১টি ওয়াশিং কারখানার মধ্যে ৩৭টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর আদালতের অনুমতি নিয়ে মালিকরা বাকি কারখানাগুলোকে চালিয়ে রাখছিলেন। কিন্তু গত বছরের মার্চে দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় ধীরে ধীরে সেগুলোও বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন মালিকরা। ফলে এসব ওয়াশিং কারখানার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ২৫ হাজার শ্রমিক সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েছেন। একে তো কারখানা বন্ধ, তার ওপর করোনার কারণে এসব শ্রমিকের রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তারা। যথাসময়ে ওয়াশিং কারখানাগুলো স্থানান্তর এবং এগুলোর কার্যক্রম শুরু করা না গেলে এর সঙ্গে জড়িত তিন লাখ শ্রমিক ও তাদের পরিবারগুলোকে মানবেতর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সরেজমিন দেখা গেছে, কেরানীগঞ্জ শিল্প পার্ক প্রকল্পের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। মাটি ভরাট করে প্লট করার কাজও দ্রুতগতিতে চলছে। লে-আউট প্ল্যান, ইটিপি নকশা এবং সিইটিপির প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অবস্থানগত ছাড়পত্রের ফাইল পরিবেশ অধিদপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২১

দেশে ক্যান্সার রোগীর পেশাভিত্তিক হার

কৃষক	৩৪.৩%
ব্যবসায়ী	৬.১%
দিনমজুর	১.৫%
শিল্প শ্রমিক	০.৬%

সূত্র : এনআইসিআরএইচ

কীটনাশক ও কৃষি রাসায়নিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার

কৃষকদের মধ্যে ক্যান্সারের প্রকোপ বাড়ছে

সাইফ বাপ্পী ও মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ ■

প্রতিদিন রাতে ঠিক ৯টা বাজলেই অন্যরকম এক চাঞ্চল্য তৈরি হয় পাঞ্জাবের ভাতিন্ডা রেলস্টেশনে। রোজকার মতোই ১২ কোচের যাত্রীবাহী একটি ট্রেন এসে দাঁড়ায় রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্লাটফর্মে। যাত্রীরা ছাড়াও ট্রেনটিকে এক নজর দেখতে আসা উৎসুক মানুষের সংখ্যাও কম থাকে না। ট্রেনটি প্লাটফর্ম ত্যাগ করে ঠিক ৯টা ২৫ মিনিটে। এরপর ৩২৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ভোর ৬টা নাগাদ পৌঁছায় রাজস্থানের বিকানিরে।

ট্রেনটিকে নিয়ে সবার আগ্রহের কারণ এর নামেই স্পষ্ট—'ক্যান্সার ট্রেন'। ট্রেনটির মোট যাত্রীর প্রায় ৬০ শতাংশ থাকে ক্যান্সারের রোগী। এর কারণ হলো, ভাতিন্ডা থেকে বিকানির পর্যন্ত ট্রেনটির যাত্রীভাড়া ২১০ রুপি হলেও ক্যান্সার রোগীদের জন্য ফ্রি। রোগীর সঙ্গে থাকা অ্যাটেনডেন্টদের জন্য ভাড়ায় ছাড় থাকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত। এ ট্রেনের যাত্রীদের বেশির ভাগেরই গন্তব্য থাকে বিকানিরের আচার্য তুলসি রিজিওনাল ক্যান্সার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার। ভাতিন্ডায় যাত্রা করে পথে ২৬টি স্টপেজ থেকে পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকার ক্যান্সার আক্রান্ত যাত্রীদের তুলে নেয় ট্রেনটি। এ রোগীদের মধ্যে বেশির ভাগই থাকেন আবার কৃষক।

ট্রেনটির যাত্রী সংখ্যা সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বেশ বেড়েছে। এর কারণ হলো 'ভারতের রুটি ঝুড়ি' খ্যাত পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্যে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাবও বেড়েছে। রাজ্যটির কৃষকদের মধ্যে প্রাণঘাতী ব্যাধিটির প্রকোপ বেশি হওয়ার পেছনে অনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার, দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি ও কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যকেই দায়ী করছেন স্থানীয়রা।

পাঞ্জাবের কৃষিজীবীদের জনস্বাস্থ্যে বিপর্যয়ের এ চিত্রের প্রতিফলন এখন বাংলাদেশী কৃষকদের মধ্যেও স্পষ্ট। এখানেও কৃষকদের মধ্যে ক্যান্সারের প্রকোপ বাড়ছে। এর কারণ হিসেবে দেশের জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পাঞ্জাবের কৃষকদের মতো বাংলাদেশী কৃষকদের মধ্যেও কীটনাশক ও কৃষি রাসায়নিকের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারের প্রবণতা অনেক বেশি।

দেশের একমাত্র বিশেষায়িত সরকারি ক্যান্সার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (এনআইসিআরএইচ)। হাসপাতালটির ক্যান্সার এপিডেমিওলজি বিভাগের সম্প্রতি প্রকাশিত 'ক্যান্সার রেজিস্ট্রি রিপোর্ট : ২০১৫-১৭' প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর হাসপাতালটিতে যত রোগী ক্যান্সার আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হচ্ছেন, তাদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশই কৃষক। এছাড়াও শনাক্তকৃতদের মধ্যে কৃষকের হারও এখন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে হাসপাতালটিতে ক্যান্সার আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয় ১০ হাজার ৩১০ জন। তাদের মধ্যে ৩০ দশমিক ২ শতাংশই কৃষক। ২০১৬ সালে শনাক্তকৃত ১১ হাজার ১৫ জনের মধ্যে কৃষক ছিলেন ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ। ২০১৭ সালে ১৪ হাজার ৪৪ জন ক্যান্সার আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়, তাদের মধ্যে ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ ছিলেন কৃষক।

দেশের কৃষকদের মধ্যে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বাড়ার পেছনে কীটনাশকসহ কৃষি রাসায়নিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকেই দায়ী করছেন জনস্বাস্থ্য খাতসংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) ও গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস (জিএপি) নীতিমালার পরামর্শ হলো, রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহারের সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার ও শরীরের অন্যান্য অংশে কীটনাশকের অনুপ্রবেশ রোধের প্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া বাতাসের উল্টো দিকে তা প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু সিংহভাগ কৃষকই এসব পরামর্শ মানছেন না। কোনো ধরনের সুরক্ষা উপকরণ বা ব্যবস্থা ছাড়াই কীটনাশক প্রয়োগ করছেন ৮৫ শতাংশের বেশি কৃষক। ফলে এসব রাসায়নিক ও কীটনাশকের মারাত্মক এবং ক্ষতিকারক সূক্ষ্ম উপাদানগুলো দেহে প্রবেশ করে মারণব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একই সঙ্গে তা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া অনিয়ন্ত্রিত ও অনিরাপদভাবে কীটনাশক প্রয়োগের কারণে ক্যান্সার ছাড়াও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি রোগে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কৃষকদের মধ্যে ক্যান্সারের

১ম পৃষ্ঠার পর

আক্রান্ত হচ্ছেন কৃষকরা। দীর্ঘমেয়াদে তা হয়ে উঠছে কিডনি, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের ক্ষতির কারণ। ফলে ফসলের রোগবালাই দমনের পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অবহেলা করছেন কৃষকরা। এভাবে কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকের যেমন বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে, তেমনি পরিবেশের ওপরও পড়ছে বিরূপ প্রভাব।

দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গত বছরের আগস্টে ফুসফুসের ক্যান্সার শনাক্ত হয় নোয়াখালীর বাসিন্দা আব্দুর রহমানের (৫৫)। এরপর রাজধানীতে জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নেন তিনি। চিকিৎসার জন্য নোয়াখালী থেকে ঢাকায় এসে কেমোথেরাপি নিতে হয় তাকে। মারাত্মক অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে তিনি গত ডিসেম্বরে বাথরুমে পড়ে মাথায় আঘাত পান। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিন সপ্তাহ কোমায় থাকার পর ১ জানুয়ারি তিনি মারা যান।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং রাজধানীর হেলথ অ্যান্ড হোপ স্পেশালাইজড হাসপাতালের পরিচালক ডা. লেলিন চৌধুরী মনে করছেন, যথাযথভাবে নিরাপত্তা উপকরণ ব্যবহার না করা এবং অতিমাত্রায় কীটনাশক ও রাসায়নিক ব্যবহারের কারণেই কৃষকদের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্তের হার বাড়ছে। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, এখন কৃষির সঙ্গে সবকিছুই হয়ে পড়েছে রাসায়নিকনির্ভর। বিশেষ করে কীটনাশক ব্যবহারের সময় কৃষি পেশায় জড়িতরা কোনো ধরনের সুরক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করছেন না। আমাদের দেশে কৃষকরা মাটি উর্বর করা, ফল পাকানো ও অধিক ফলনের জন্য কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন। এভাবে অনিয়ন্ত্রিত ও অরক্ষিতভাবে কীটনাশক প্রয়োগের কারণে তাদের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্তের হার বাড়ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ফসলের রোগবালাই ও কীটপতঙ্গ দমনের জন্য কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, পতঙ্গনাশক ও রোডেন্টিসাইড (ইঁদুর মারা বিষ) ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতি বছর এসব কীটনাশক ও বালাইনাশক ব্যবহার হচ্ছে গড়ে ৩৫-৩৭ হাজার টন। এছাড়া বার্ষিক রাসায়নিক সারের ব্যবহার হচ্ছে ৫০ লাখ টনেরও বেশি। কৃষকের মৃত্যুঝুঁকি বাড়ানোর পাশাপাশি এসব উপকরণের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে সার্বিক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ-প্রতিবেশেও দেখা যাচ্ছে বিরূপ প্রভাব।

পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্যে ক্যান্সারের প্রকোপ বৃদ্ধির উৎস নিয়ে ভারতীয় সাংবাদিক ধ্রুবি মহাজনের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেও উঠে এসেছিল একই কথা। ওই প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, ষাট-সত্তরের দশকে ওই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে সনাতনী কৃষি ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে কীটনাশক, সার ও উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার শুরু হয়। তবে এর নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত ব্যবহার নিয়ে কৃষকদের সচেতন করে তোলার বিষয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি কখনই। উপরন্তু স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। এর ধারাবাহিকতায় ভারত ক্ষুধা ও খাদ্যের জন্য পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পেলেও তার মূল্য চুকাতে হয়েছে স্থানীয় কৃষকদের।

জারনাইল সিং নামে স্থানীয় এক কৃষকের বরাত দিয়ে ধ্রুবি মহাজন জানাচ্ছেন, এলাকা থেকে ময়ূর উধাও হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কৃষকরা প্রথম টের পান, কোথাও কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। জারনাইল সিং যখন বিষয়টি পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেন, ততদিনে তার পরিবারের সাত সদস্য ক্যান্সারে আক্রান্ত। তাদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিজ গ্রাম ও আশপাশের অন্য অনেক গ্রামের বাসিন্দাদের ক্যান্সারের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব জারনাইল সিংকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

তিনি লক্ষ্য করলেন, তার এলাকার কৃষকদের মধ্যে ফসলে বারবার কীটনাশক স্প্রে করার প্রবণতা রয়েছে। এছাড়া তারা স্প্রে করার সময় কোনো ধরনের সুরক্ষা উপকরণ বা পোশাক ব্যবহার করেন না। বিষয়টি নিয়ে নানা মহলে যোগাযোগ শুরু করেন জারনাইল সিং। এক পর্যায়ে তার আবেদনে সাড়া দিয়ে পাঞ্জাবের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের গবেষকরা বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। তারা দেখতে পান, জারনাইল সিংয়ের ধারণাই সঠিক। যেসব এলাকায় কৃষকদের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের প্রবণতা রয়েছে, সেসব এলাকায় ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাবও অনেক বেশি।

পাঞ্জাবের মতো বাংলাদেশেও কৃষকদের মধ্যে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কীটনাশক ও কৃষি রাসায়নিকের অনিরাপদ ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকেই চিহ্নিত করেছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোস্যাল মেডিসিনের (নিপসম) সাবেক অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক খান। এ বিষয়ে তিনি বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক পরিসরেই বলা হয়, কৃষিতে জড়িতদের ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার পেছনে অন্যতম প্রধান দায়ী উপকরণ হলো কীটনাশক ও কৃষি রাসায়নিক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও বলা যায়, পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতির কারণেই কৃষকদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরো অনেক বেশি।

এছাড়া কীটনাশক কোম্পানিগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে কীটনাশক বিপণন ও প্ররোচনার মাধ্যমে কৃষককে বিভ্রান্ত করছে বলে অভিযোগ জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের। তাদের ভাষ্যমতে, এ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত বিপণন ও প্ররোচনার ফাঁদে পড়ে কৃষকরা যথেচ্ছভাবে কীটনাশক ও কৃষি রাসায়নিক ব্যবহার করছেন। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করেই ফসলের ক্ষেতে এসব রাসায়নিক প্রয়োগ করছেন তারা। এজন্য কৃষকের সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কীটনাশক ও কৃষি রাসায়নিকের দায়িত্বশীল ব্যবহার নিয়ে নিয়মিত প্রচার-প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. বাহানুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, কৃষকদের মধ্যে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বাড়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে একটি প্রধান কারণ হতে পারে কৃষিচর্চার ধরন। অর্থাৎ যখন একজন কৃষক কীটনাশক বা রাসায়নিক স্প্রে করছেন, তখন তিনি নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করছেন না। কৃষকরা কাজের অধিকাংশ সময় ডাস্টের সঙ্গেই থাকেন। ফসল ও জমির ডাস্ট তাদের ফুসফুসের জন্য অনেক ক্ষতিকর এবং ফুসফুসের ক্যান্সারেরও কারণ। মোটা দাগে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার তেমন কোনো ব্যবস্থা কৃষকরা ব্যবহার করেন না। পর্যাপ্ত ও সময়মতো সুরক্ষা ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে তাদের মধ্যে ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক বেশি। আমাদের দেশে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি আছে। এগুলো নিশ্চিত করতে পারলে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। কৃষকরা নিজেদের অজান্তে যাতে আক্রান্ত না হয় তা নিশ্চিত করতেই এ বিষয়গুলো জরুরি। কৃষকদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে অনেক কাজের সুযোগ রয়েছে।

তবে শুধু কৃষক নয়, দেশে সার্বিকভাবেই ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করছেন এনআইসিআরএইচের ক্যান্সার এপিডেমিওলজি বিভাগের প্রধান ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার। তার অভিমত, দেশে ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ে বড় পরিসরে গবেষণা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আরো গভীরে গিয়ে গবেষণা চালালে কোন পেশায় কী কারণে ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া যাবে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১ মাঘ ১৪২৭
Dhaka : Friday 15 January 2021

কনকনে শীতে কষ্টে শ্রমজীবী মানুষ

জেলা বার্তা পরিবেশক, মাদারীপুর

মাদারীপুর

দেশের মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলোতে গত কয়েকদিন ধরে জেঁকে বসেছে শীত। সেই সঙ্গে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বইতে থাকায় জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা। বোরো মৌসুমের ব্যস্ত সময় এখন থাকলেও কনকনে শীতে মাঠে কাজ করাও কৃষকদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। এদিকে হাসপাতালগুলোতেও বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগীর চাপ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের মধ্যাঞ্চলের মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলাগুলোতে কয়েকদিনের শীতে কাবু হয়ে পড়ছে শিশু ও বৃদ্ধরা। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার রামশীল ইউনিয়নের খাগবাড়ি গ্রামের লক্ষী রানী মল্লিক বলেন, কয়দিন ধইরা জম্মের ঠাণ্ডা পড়ছে; ভুইতে (জমি) ধান লাইগাইতে যাওয়া যায় না। গেলেও ঠাণ্ডার হাত পা অবশ হইয়া যায়। এদিকে মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার লখন্ডা গ্রামের বাসিন্দা তনু বালা বলেন, শীতে কোন কাম করা যায় না। আমাগো এদিকে তো শেখ হাসিনা কম্বলও পাঠায় না; হুনি খালি এদিকে ওদিকে কম্বল দিয়া বেড়ায়। ফরিদপুরের ভাঙ্গার ভ্যান চালক মজিবর বলেন, ভ্যান চালাইলেই বাতাসে ঠাণ্ডা হইয়া যাই। তাই কয়দিন ধইরা ভ্যান চালাইতে যাই না। এদিকে কোটালীপাড়ার ভ্যানচালক বাবলু জয়ধর বলেন, কয়দিন ধইরা অনেক শীত পড়ছে। তাই ঘর থেকে বের হই না। দিনের বেলা একটু বের হইলেও সন্ধ্যার আগেই বাড়ি আইসা পড়ি। এদিকে মাদারীপুর সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. অখিল সরকার জানিয়েছেন, বেশ কয়েকদিন ধরে শৈত্যপ্রবাহের সাথে ঠাণ্ডা পড়ায় হাসপাতালে আগের চেয়ে নিউমোনিয়া ও শীতজনিত রোগী সংখ্যা বেশ বেড়েছে। মাদারীপুর আবহাওয়া অধিদফতরের আবহাওয়া কর্মকর্তা আবদুর রহিম বলেন, মাদারীপুরসহ মধ্যাঞ্চলে শীতের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নিচে নেমে আসছে।

সংবাদ
সোমবার ১১ মাঘ ১৪২৭
Monday 25 January 2021

দৈনিক সংবাদে কোন সংবাদদাতা নিয়োগ করা হচ্ছে না

দেশের বিভিন্ন স্থানে কেউ কেউ ফেসবুকে 'দৈনিক সংবাদে জেলা- উপজেলা ভিত্তিক সংবাদদাতা নিয়োগ করা' হবে বলে ভূয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে প্রতারণা করছে।

বিষয়টি সংবাদ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন সংবাদে কোন সংবাদদাতা নিয়োগ করা হচ্ছে না। যে বা যারা এ ধরনের ভূয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে প্রতারণা করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ ধরনের অপকর্ম থেকে সতর্ক থাকতে সবার প্রতি অনুরোধ করা হয়েছে।

NEWAGE
TUESDAY, JANUARY 19, 2021

Asian apparel assocs join hands to push for better purchasing practices

Staff Correspondent

APPAREL and textiles manufacturers of six Asian countries, including Bangladesh, have taken an initiative to push for global buyers' purchasing practices to be better.

Representatives of the first inter-Asian platform, STAR Network, of producer associations of the textiles and garment industry made the move on January 12.

The platform was formed in 2016.

The STAR Network said that its initiative came as imbalance in power between the buyers and the manufacturers had increased amid the COVID-19 pandemic.

'We want to come together as associations and manufacturers in Asia, to agree on common positions regarding payment and delivery terms so that we have a stronger voice in individual and in collective discussions with brands and buyers on improving purchasing practices,' the platform's spokesperson, Miran Ali, said in a press release issued on Monday.

The textiles and garment industry is characterised by power imbalance between the brands and buyers on the one end and the textile and garment producers on the other, the STAR Network said.

It said that this imbalance had increased and made more visible during the COVID-19 pandemic, in which order cancellations, especially from European and US brands and buyers, left many Asian producers with their backs against the wall.

A file photo shows workers sewing clothes at a garment factory on the outskirts of Dhaka. Apparel and textiles manufacturers of six Asian countries, including Bangladesh, have taken an initiative to push for global buyers' purchasing practices to be better. — New Age photo

The situation had been difficult before, Miran said, but COVID-19 changed everything.

The nine member associations in six countries are Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, China National Textile and Apparel Council, Garment Manufacturers Association in Cambodia, Myanmar Garment Manufacturers Association, Pakistan Hosiery Manufacturers and Exporters Association, Pakistan Textile Exporters Association, Towel Manufacturers Association of Pakistan and Vietnam Textile and Garment Association.

The platform hoped that the common position would be powerful as the countries represent over 60 per cent of all global apparel exports by manufacturers.

According to the announcement, until March 2021, the platform would work in five working groups — defining the 'red lines', requests and recommendations on topics such as payment and delivery practices, planning and information exchange and third-party negotiations..

Based on the output of the working groups, the second phase of the initiative would drive the roll-out in the industry, the release said.

It said that many industry organisations and networks had already pledged support to the initiative and they would be involved as experts, supporting the working groups or as part of an industry advisory board.

'However, before brands, buyers and other stakeholders are joining the discussion table, manufacturers and associations will use the "safe space" of their new initiative to develop joint requirements and recommendations, to then communicate them with one voice,' the platform said.

The STAR Network serves as a platform for dialogue and trust-building to exchange on good practices to make textiles and garment production more sustainable and amidst the early phase of the COVID-19 pandemic, the platform had issued a joint statement, calling for responsible purchasing practices amid the COVID-19 crisis, which they published on their joint web site in April 2020.

The platform was established with the support of the German Development Cooperation Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

The Financial Express | January 19, 2021

Easing investment procedures

BEZA to add six more services to OSS platform this month

SAIF UDDIN

Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) is set to add six more services to its virtual One-Stop Service (OSS) platform this month, aiming to facilitate investment in the economic zones.

With the new ones, a total of 54 services related to operation of an industrial unit in the economic zone will be available online, officials familiar with the development said.

New services include no objection certificate (NOC) for establishment of power plant, NOC for construction of water treatment plant, NOC for construction of central effluent treatment plant, NOC for construction of sewage treatment plant, TIN certification and construction permit.

When contacted, BEZA Executive Chairman Paban Chowdhury on Monday said the investment promotion agency (IPA) is adding services as per its commitment to investors.

Unlike the IPAs in other countries such as India and Vietnam, BEZA is offering so many services from its physical and virtual OSS platforms, he added.

"IPAs in India and Vietnam provide only eight or nine online services for investors. But we are providing 48 services now and working continuously to add all required services."

Mr Chowdhury also said BEZA OSS platform is providing services on behalf of other government agencies in an effort to make the investment procedures hassle-free.

"Despite limitations, BEZA is delivering services related to taxation, company registration and environment clearance," he said, adding that OSS is saving time and money for service recipients.

Traditionally, an investor or an entrepreneur has to move to and from various government offices to start a business or set up an industry.

BEZA is offering 125 services related to making investment in the economic zones (EZs) from its brick-and-mortar OSS center located at its head office in the city's Kawran Bazar area.

Of the total, 48 types of services including project registration, project clearance, trade licence, import permit and export permit have also been made available on virtual OSS.

As of January 7 this year, BEZA OSS platform provided a total of 10,721 services including 58 project clearances, 7,910 import permits, 1,514 export permits, 788 visa recommendations and 342 work permits, according to the official data.

BEZA, an entity under the Prime Minister's Office (PMO), launched its OSS in October 2019. Since then, it has been adding more services to the platform.

The government enacted One-stop Service Act in February 2018 on the back of an initiative taken by BEZA in 2015.

This act ensures delivery of all services from a single point to investors from both physical and virtual platforms.

According to the law, if any government agency fails to provide certification or give approval within a stipulated time, the decision will be made in favour of investors.

In addition to BEZA, four other government agencies including Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), Bangladesh Hi-Tech Park Authority (BHTPA), Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) and Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation (BSCIC) have been brought under the purview of OSS Act.

saif.febd@gmail.com

Services provided thru OSS platform

Project Clearance	58
Import Permit	7910
Export Permit	1514
Visa Recommendation	788
Visa Assistance	45
Work permit	342
Trade License	47
Land Use Plan	8
Commercial Operation	1
Project Registration	8

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১৯, ২০২১

নান্দাইলে কর্মসৃজন প্রকল্প

শ্রমিকের পরিবর্তে ব্যবহার হচ্ছে যন্ত্র

মুহাম্মদ আলমগীর কবীর ■ ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলায় ৪০ দিনব্যাপী কর্মসৃজন প্রকল্পে শ্রমিকের পরিবর্তে খননযন্ত্র (এক্সক্যাভেটর) ব্যবহার করছেন জনপ্রতিনিধিরা। এতে কাজ না পেয়ে বঞ্চিত হচ্ছেন হতদরিদ্র মানুষ। অনেক ইউনিয়নে কাজ না করেও প্রকল্পের টাকা উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দিয়েও কোনো কাজ হয়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু করতে না পারায় জনপ্রতিনিধিরা কাজে গতি আনতে এখন এক্সক্যাভেটর দিয়ে মাটি কেটে রাস্তায় দিচ্ছেন। এতে যে উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তা পূরণ হবে না।

অন্যদিকে জনপ্রতিনিধিরা বলছেন, কর্মসৃজন প্রকল্পে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ধরা হয়েছে ২০০ টাকা। এ টাকার বিনিময়ে অনেক শ্রমিক এখন আর কাজ করতে চান না। তাই বাধ্য হয়েই এক্সক্যাভেটর দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তবে যেসব এলাকায় শ্রমিক পাওয়া গেছে, সেসব এলাকায় যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়নি।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২০-২১ অর্থবছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির আওতায় প্রথম পর্যায়ে নান্দাইল উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে ৯৭টি প্রকল্পে ৪ হাজার ৯৬৫ জন শ্রমিকের বিপরীতে ৩ কোটি ৯৭ লাখ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। কাগজে-কলমে ৩০ ডিসেম্বর প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও এখন পর্যন্ত সব ইউনিয়নেই কাজ চলমান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ওই উপজেলায় কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে কোনো নিয়মনীতি মানছেন না প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। কাগজ-কলমে কাজ শুরু হলেও মাঠপর্যায়ে দেখা গেছে বিপরীত চিত্র। সংশ্লিষ্ট একাধিক জনপ্রতিনিধি নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরুই করেননি। পরবর্তী সময় বাড়ানোর ফলে এরই মধ্যে নিজ নিজ প্রকল্পের সভাপতিরা দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে শ্রমিকের বদলে ভেকু দিয়ে তড়িঘড়ি করে কাজ শেষ করছেন। প্রতিদিন ২০০ টাকা মজুরি হিসাবে কাগজপত্রে শ্রমিকের নাম থাকলেও বাস্তবে শ্রমিকের বিপরীতে ভেকু দিয়ে প্রকল্পের কাজ করানো হচ্ছে। ৮-১২ জানুয়ারি পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা ঘুরে এমন অনিয়ম দেখা গেছে। অধিকাংশ প্রকল্পেই কোনো সাইনবোর্ড না টাঙিয়ে তথ্য গোপন করা হয়েছে। বেশির ভাগ প্রকল্পে শ্রমিকের দেখা পাওয়া যায়নি।

মুশুল্লী ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মো. ইকবাল ও ফারুক মিয়া প্রকল্পে খননযন্ত্র দিয়ে মাটি কাটার কথা স্বীকার করে বলেন, শ্রমিকের প্রয়োজন নেই, আমার প্রকল্পে মাটি পড়েছে; সেটিই বড় কথা। তবে শ্রমিকের বিপরীতে খননযন্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি চেয়ারম্যান সাহেবই বলতে পারবেন।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক কয়েকজন জনপ্রতিনিধি জানান, এ কর্মসূচি সরকার গরিব মানুষের জন্য চালু করেছে। গরিব মানুষের মজুরির টাকা আত্মসাৎ করা উচিত নয়।

স্থানীয় বাসিন্দা শাহজাহান কবীর জানান, অতিদরিদ্রদের এজন্য প্রকল্প চালু করেছে সরকার। অথচ সে প্রকল্পে দরিদ্ররা কোনো সুবিধা পাচ্ছেন না। বর্তমানে শ্রমিকদের হাতে কাজ নেই। অনেকেই বেকার বসে আছেন। তাই জনপ্রতিনিধিরা চাইলেই শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে কাজ করাতে পারতেন।

মুশুল্লী ইউনিয়নে চান্দা এলাকায় খননযন্ত্র দিয়ে কাটা হচ্ছে মাটি

মুশুল্লী ইউপি চেয়ারম্যান ইফতেকার উদ্দিন ভূইয়া বিপ্লব বলেন, শ্রমিক না পাওয়ায় কয়েকটি প্রকল্পে খননযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। বাকি প্রকল্পগুলোয় শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। আর দৈনন্দিন ২০০ টাকা রোজে আজকাল কোনো শ্রমিক পাওয়া যায় না।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আব্দুল আলীমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. এরশাদ উদ্দিন জানান, আমি প্রকল্পগুলো সরেজমিন দেখছি, অনিয়মের সত্যতা পেলে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে ময়মনসিংহের অন্যান্য উপজেলায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রকল্পগুলোর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও কাজ চলমান রয়েছে। যদিও কাগজপত্রে দেখানো হয়েছে কাজ শেষ, শ্রমিকরাও তাদের মজুরি পেয়েছেন। ত্রিশাল উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন *বণিক বার্তাকে* বলেন,আমরা ৩ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ পেয়েছিলাম। ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যেই কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পে অনিয়ম হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। একই সঙ্গে খননযন্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি অস্বীকার করেন।

ময়মনসিংহ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মো. সানোয়ার হোসেন *বণিক বার্তাকে* বলেন, শ্রমিকের পরিবর্তে ভেকু দিয়ে কাজ করানোর সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে আমার কাছে কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেব।

তিনি জানান, এ প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়নি।

The Financial Express Tuesday | January 19, 2021

RMG powerhouses push for better buying practice

Nine Asian apparel bodies team up

MONIRA MUNNI

Six major Asian garment producing countries have partnered to reach a common position over buyers' purchasing practices, especially payment and delivery terms, industry people said.

On January 12, nine trade bodies from Bangladesh, China, Cambodia, Myanmar, Vietnam and Pakistan, which represent over 60 per cent of the world's apparel exports agreed to start the new initiative, calling for better purchasing practices in the textile and garment industry.

The move also aims to reduce the imbalance between the global apparel buyers and the textile and garment producers.

The imbalance has increased and been made more visible during the Covid-19 pandemic.

The trade bodies are the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), the China National Textile and Apparel Council (CNTAC), the Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC), the Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA), the Pakistan Hosiery Manufacturers and Exporters Association (PHMA), the Pakistan Textile Exporters Association (PTEA), the Towel Manufacturers Association of Pakistan (TMA), and the Vietnam Textile and Garment Association (VITAS).

The move came under the STAR (Sustainable Textile of the Asian Region) Network, the first inter-Asian network of producer associations of the textile and garment industry formed in 2016.

"We want to come together as associations and manufacturers in Asia, to agree on common positions regarding payment and delivery terms so that we have a stronger voice in individual and collective discussions with brands and buyers on improving purchasing practices," spokesperson for the STAR Network Miran Ali said.

The unique aspect of this initiative, Mr Ali said, is raising questions around purchasing practices, such as payment and delivery terms, from the perspective of manufacturers and the associations representing them, making it a true bottom-up initiative that all nine member organizations support.

Quoting Mr Ali, a statement said that "This common position will be powerful as the network represents over 60 per cent of all global apparel exports by manufacturers."

The textile and garment industry has been characterised by a power imbalance between the brands and buyers on the one end and the textile and garment producers, on the other.

This imbalance has been increased and made more visible during the Covid-19 pandemic, in which order cancellations,

RMG powerhouses push

especially from the European and US-brands and buyers, left many Asian producers with their backs against the wall, it said.

"The situation has been difficult before," Mr Ali explained and added, "but Covid-19 changed everything. However, it does not end with COVID-19!"

Until March 2021, the associations will work together in five working groups, defining their "red lines", requests and recommendations on topics such as payment and delivery practices, planning and information exchange and third-party negotiations, according to the statement.

Based on the output of the working groups, the second phase of the initiative will drive the roll-out in the industry.

Many industry organisations and networks have already pledged support to the initiative, the network said, adding before brands, buyers and other stakeholders are joining the discussion table, manufacturers and associations will use the "safe space" of their new initiative to develop joint requirements and recommendations, to then communicate them with one voice.

The STAR network serves as a platform for dialogue and trust-building to exchange on good practices to make textile and garment production more sustainable.

munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১৯, ২০২১

মূল্য পরিশোধ করছে না আমদানিকারক

বাংলাদেশী পোশাক পড়ে রয়েছে ইতালির ওয়্যারহাউজে

বদরুল আলম ■

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশী পোশাক কারখানায় ক্রয়াদেশ দিয়েছিল ইতালিভিত্তিক এক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান। ক্রয়াদেশ অনুযায়ী পণ্য রফতানি করলেও এখন পর্যন্ত রফতানিকারক কারখানাকে মূল্য পরিশোধ করেনি ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান। পণ্যগুলো বর্তমানে ইতালির লিবোর্ন বন্দরে একটি ওয়্যারহাউজে পড়ে রয়েছে। এদিকে দাম পরিশোধ না হওয়ায় ব্যাংক থেকে আর্থিক সুবিধাও পাচ্ছে না রফতানিকারক পোশাক কারখানা।

গত বছরের ১ জুন খোলা এক ঋণপত্রের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩৭ হাজার ৯২০ পিস শার্ট ও প্যান্টের ক্রয়াদেশ পায় বাংলাদেশের দেশওয়ান অ্যাপারেলস লিমিটেড। ইতালিভিত্তিক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান ফ্যাশন ইতালিয়ান স্টাইলের দেয়া ওই ক্রয়াদেশ অনুযায়ী পণ্য রফতানি হয় গত বছরের অক্টোবরে, যার মূল্য ১ লাখ ৫৪ হাজার ১৬০ ডলার (বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশী মুদ্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ টাকারও বেশি)। পণ্যগুলো গত ৯ ডিসেম্বর থেকে ইতালির লিবোর্ন বন্দরের ওয়্যারহাউজেই পড়ে রয়েছে। এখনো এর মূল্য পরিশোধ করেনি ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান।

> ইতালিভিত্তিক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান ফ্যাশন ইতালিয়ান স্টাইলের ক্রয়াদেশ অনুযায়ী দেশওয়ান অ্যাপারেলস এ পণ্য রফতানি করে গত বছরের অক্টোবরে, যার মূল্য ১ লাখ ৫৪ হাজার ১৬০ ডলার। পণ্যগুলো গত ৯ ডিসেম্বর থেকে ইতালির লিবোর্ন বন্দরের ওয়্যারহাউজেই পড়ে রয়েছে। এখনো এর মূল্য পরিশোধ করেনি ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান

ফ্যাশন ইতালিয়ান স্টাইলের স্থানীয় এজেন্ট এ্যাজমা ফ্যাশনসের স্বত্বাধিকারী ফরিদ নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে ক্রয়াদেশটি পায় দেশওয়ান অ্যাপারেলস লিমিটেড। ব্যাংক লেউমি ইউএসএ নামের মার্কিন একটি ব্যাংকের মাধ্যমে রফতানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ হওয়ার কথা ছিল। সময়মতো পণ্য পাঠানো হলেও এর মূল্য পরিশোধ নিয়ে ক্রেতা, ক্রেতার ব্যাংক ও স্থানীয় এজেন্টসহ কোনো পক্ষই সাড়া দিচ্ছে না। অন্যদিকে রফতানি চালানের পণ্য এখন ইতালীয় বন্দরে ফরোয়ার্ডারের ওয়্যারহাউজেই পড়ে রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে।

এ বিষয়ে দেশওয়ান অ্যাপারেলসের কর্ণধার মোজাম্মেল হক জানিয়েছেন, রফতানি হওয়া পণ্যের দাম পরিশোধসংক্রান্ত কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এ নিয়ে যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় না। ইতালির লিবোর্ন বন্দরে সংশ্লিষ্ট ফরোয়ার্ডার বিল লজিস্টিকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ওয়্যারহাউজে পড়ে থাকা পণ্যের দাম পরিশোধ না হওয়ায় আমাদের ব্যাংকও চাহিদামতো আর্থিক সুবিধা দিতে পারছে না। ফলে কারখানা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

মূল্য পরিশোধ নিয়ে উদ্ভূত এ সংকট নিষ্পত্তির জন্য সম্প্রতি দেশওয়ান অ্যাপারেলস বাংলাদেশ গার্মেন্ট বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিবিএ) কাছে সহযোগিতা চেয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সংগঠনটির সভাপতি কাজী ইফতেখার হোসেন *বণিক বার্তাকে* বলেন, এখনো কোনো সমাধান হয়নি, কিন্তু দেশওয়ানের পেমেন্ট-সংক্রান্ত বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। কভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবে এ ধরনের ঘটনা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এর আগেও দাম পরিশোধ না হওয়া-সংক্রান্ত অভিযোগ আমরা পেয়েছি।

এ বিষয়ে দেশওয়ান অ্যাপারেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক *বণিক বার্তাকে* বলেন, ইতালীয় ক্রেতা ক্রয়াদেশটি পাঠানোর ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ মার্কিন একটি অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়েছে। সে অর্থায়নকারী আবার যুক্তরাষ্ট্রেরই ব্যাংক লেউমির মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্রেতার স্থানীয় এজেন্টের ব্যাংকে ঋণপত্র পাঠিয়েছে। স্থানীয় এজেন্টের ব্যাংক হলো ব্যাংক এশিয়া। ব্যাংক এশিয়ায় আসা ঋণপত্রটি আমরা পেয়েছি আমাদের অর্থায়নকারী ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। এখন অর্থ পরিশোধ না করায় আমরা বিপদে পড়ে গিয়েছি। ধারাবাহিকভাবে এমন দুটি ঘটনার কারণে ইসলামী ব্যাংকও এখন আমাদের অর্থায়নে খুব একটা আস্থা পাচ্ছে না। আজও ব্যাংকের ম্যানেজার আমাদের ডেকেছিলেন। কীভাবে এ পরিস্থিতির সমাধান হবে বুঝতে পারছি না।

খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, রফতানি করার পর ক্রেতাপক্ষ থেকে দাম অপরিশোধিত থাকার মতো বিরোধপূর্ণ ঘটনা স্বাভাবিক সময়েও ঘটে। তবে কভিড-১৯-এর প্রভাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে বেশি। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র দুই বড় গন্তব্যেই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্র থেকেই দাম অপরিশোধিত থাকার একাধিক ঘটনা জানা গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কভিডের প্রভাবে মার্কিন পোশাক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান কোন্ডওয়াটার ক্রিক (সিডব্লিউসি) ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। সিডব্লিউসির ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার ধারাবাহিকতায় পণ্য রফতানি করেও দাম পায়নি বাংলাদেশে স্থাপিত পোশাক কারখানা ক্রয়ডন কওলুন ডিজাইনস লিমিটেড (সিকেডিএল)। এ ঘটনা সমাধানে স্থানীয় পর্যায়ে আইনি পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পণ্যের দাম নিয়ে বিরোধ ঘটেই থাকে। কিন্তু কভিড প্রেক্ষাপটে এ ধরনের ঘটনার প্রভাব অনেক বেশি মাত্রায় নেতিবাচক। কারণ এমনিতেই কারখানায় ক্রয়াদেশ কম। এর মধ্যে আবার রফতানি করা পণ্যের দাম না পাওয়ায় রফতানিকারকদের বিপাকে পড়তে হচ্ছে বেশি। কারণ ধারাবাহিক ক্রয়াদেশ না থাকায় ব্যাংকও আর্থিক সুবিধা দিতে অপারগতা প্রকাশ করছে।

কভিড-১৯-এর প্রভাবে ক্রেতাদের ক্রয়চর্চার ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশসহ গোটা এশিয়ার পোশাক উৎপাদনকারীরা জোটবদ্ধ হয়েছেন। স্টার নেটওয়ার্ক শীর্ষক ওই জোট গতকাল এ-সংক্রান্ত একটি বিবৃতিও দিয়েছে।

স্টার নেটওয়ার্কের মুখপাত্র বিজিএমইএ পরিচালক মিরান আলী বলেন, এশিয়ার উৎপাদনকারী ও সংগঠন হিসেবে আমরা একযোগে এগিয়ে অভিন্ন অবস্থানে সমত হতে চাই। এ অভিন্ন অবস্থানের মাধ্যমে আমরা একক ও সামষ্টিকভাবে ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের সঙ্গে ক্রয়চর্চা উন্নয়নে আলোচনা করতে পারব।

শুরু থেকেই দেশের তৈরি পোশাক খাতে একের পর এক আঘাত হেনেছে মহামারী। করোনার প্রভাবে দেশের তৈরি পোশাক খাত শুরুতে কাঁচামালের সরবরাহ সংকটে পড়ে। দেশে তৈরি পোশাক খাতের ওভেন পণ্যের আনুমানিক ৬০ শতাংশ কাপড় আমদানি হয় চীন থেকে। আর নিট পণ্যের কাঁচামাল আমদানি হয় ১৫-২০ শতাংশ। নভেল করোনাভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণের কারণে সংক্রমণ পরিস্থিতির শুরুর দিকে চীন থেকে কাঁচামাল আমদানি ব্যাহত হয়। পরবর্তী সময়ে কাঁচামাল সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলেও রফতানি গন্তব্যগুলোয় মহামারীর ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের কারণে চাহিদার সংকট তৈরি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ক্রয়াদেশ বাতিল-স্থগিত করতে থাকে একের পর এক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান। সূত্রমতে, কভিডের প্রথম ঢেউয়ে ক্রয়াদেশ বাতিল বা স্থগিত করা ক্রেতাদের মধ্যে ছিল প্রাইমার্কের মতো বড় ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানও। আয়ারল্যান্ডভিত্তিক প্রাইমার্কের পাশাপাশি ছোট-মাঝারি-বড় সব ধরনের ক্রেতাই ওই সময় ক্রয়াদেশ বাতিল বা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিল। পরে আবার এইচঅ্যান্ডএম, ইন্ডিটেক্স, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার, কিয়াবি, টার্গেট, পিভিএইচসহ আরো কিছু ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান স্থগিত হয়ে পড়া ক্রয়াদেশ পুনরায় বহাল করে। বর্তমানে কভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে ক্রেতারা ক্রয়াদেশ সরবরাহের সময়ে বড় ধরনের পরিবর্তন শুরু করেছে।

বিজিএমইএর তথ্য বলছে, এপ্রিল শেষে ১ হাজার ১৫০ কারখানার মোট ৩১৮ কোটি ডলারের ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হয়। এসব ক্রয়াদেশের আওতায় ছিল ৯৮ কোটি ২০ লাখ পিস পোশাক। অন্যদিকে এসব কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ২২ লাখ ৮০ হাজার। এখন কভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে আবারো ক্রয়াদেশ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে এরই মধ্যে ক্রয়াদেশ ৩০ শতাংশ কমেছে বলেও জানিয়েছে বিজিএমইএ। এ পরিস্থিতিতে যে ক্রয়াদেশগুলো আসছে, তার বেশির ভাগই ঋণপত্র ছাড়া। এছাড়া পশ্চিমা খুচরা বাজারের অনিশ্চয়তায় পণ্যের দাম পরিশোধ নিয়েও ঝুঁকি বাড়ছে। এরই মধ্যে উপকরণ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পণ্যের মূল্য হিসেবে ক্রেতাদের কাছে ৮ বিলিয়ন ডলারের পাওনা সৃষ্টি হয়েছে। এ পাওনা আদায় নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন রফতানিকারকরা।

The Financial Express Tuesday | January 19, 2021

RMG is rebounding after a setback

A reversal in adverse work orders is also helping to revive the industry and the economy gradually. A combined effort of the government, central bank, commercial banks and other stakeholders are now paying off, writes Tapash Chandra Paul

THE economic growth of Bangladesh, to a certain extent, depends on the export of apparels which account for approximately 80.0 per cent of the country's total annual export earnings. It also constitutes about 11.17 per cent of the country's Gross Domestic Product (GDP). The sector employs around 4.0 million people, where some 85.0 per cent is women. The export of apparels increased persistently during the last three decades, from US$ 868 million in FY91 to $34.13 billion in FY19.

The export-oriented industry's journey started in 1978 with 10,000 men's shirts worth 13 million Francs to a French company from Reaz Garments Ltd. However, Desh Garments Ltd was the first fully export-oriented garment factory in the country. In 1983, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) was formed, which is now one of the country's largest trade associations representing the readymade garment industry. Today, the association collaborates with local and international stakeholders, including brands and development partners, to pave the way for developing the Bangladesh apparel industry. Currently, BGMEA has around four thousand registered garment factories.

The industry has grown quite rapidly and mostly in a structured way, and there were some setbacks also. The most devastating incident was the collapse of Rana Plaza in 2013, which caused the death of 1,150 garments workers. Following the 'Rana Plaza' collapse, international pressure to improve the factory's working conditions intensified. As a result, two international bodies, namely Accord (an initiative of European retailers) and Alliance (an initiative of North American buyers) emerged. These two bodies worked with Bangladesh to improve the working conditions and safety of the factory workers. As a result, many factories have improved the working conditions, health and workplace safety. Even some garments factories go green by setting up environment-friendly production units. A recent report by USGBC (LEED) showed that out of the top 27 environmental friendly establishments globally, 14 belong to Bangladeshi garments and textile factories. Better working condition and green factories enhance the image of the Bangladeshi clothing industry in the global market. BGMEA set a target of $50 billion export by 2021.

However, the outbreak of Covid-19 has already made the target quite uncertain, and it is necessary to revise it downward for the practical reason. On March 08, 2020, Bangladesh reported its' first positive case. After that, the government also declared public holidays which ended at the end of May 2020. As a result, the economic slowdown was quite apparent. Many Small garment factories were closed, and as the lockdown continued, some factory owners stopped making payment to their workers. To support the economic activities, the government allocated Tk 50 billion (approx. US$ 595.0 million) stimulus package for export-oriented industries including assistance towards salaries and funding of two-year loans to factory owners at 2.0 per cent interest. At the start of the pandemic, as China was not shipping its raw materials to the outside world, Bangladesh suffered as our country depends on China for backward linkage materials. This situation pushed smaller garments on the verge of extinction. Many small clothes did, and with these going down, workers working there have lost their jobs as well. Apart from this, leading buyers worldwide had banned shipments or cancelled a significant sum of orders.

Nevertheless, learning from past mistakes, more backward linkage garments manufacturers are now gradually coming up. It shows that there is a place for those units which manufacture chains, buttons etc. Banks are also coming forward in this endeavour. A reversal in adverse work orders is also helping to revive the industry and the economy gradually. A combined effort of the government, central bank, commercial banks and other stakeholders are now paying off. Besides disbursing the allocated stimulus money, the commercial banks have also offered a moratorium period to the borrowers to ease repayment pressure. Nevertheless, a long way is ahead to go before complete recovery.

Tapash Chandra Paul, PhD is Chief Financial Officer, Mercantile Bank Limited
tapchpaul@gmail.com

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৬ মাঘ ১৪২৭
২০ জানুয়ারি ২০২১

আটকে পড়া প্রবাসীদের ফিরিয়ে নিতে বাহরাইনকে আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

করোনা (কোভিড-১৯) মহামারির কারণে দেশে এসে আটকে পড়া বাহরাইন প্রবাসী বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে নিতে বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল লতিফ বিন রশিদ আল জায়ানিকে অনুরোধ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। গতকাল মঙ্গলবার বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে তিনি এ অনুরোধ করেন।

সাধারণ ক্ষমার আওতায় ৩০ হাজার অনিয়মিত প্রবাসী বাংলাদেশির ভিসা নিয়মিত করায় বাহরাইন সরকারকে ধন্যবাদ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন। এ সময় বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ বৃদ্ধিরও অনুরোধ করেন তিনি। বাংলাদেশ ও বাহরাইনের মধ্যে দ্বিতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি) শিগগির ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মতি প্রকাশ করেন। ড. মোমেন প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বাহরাইনে অবস্থানরত সবার জন্য বিনা মূল্যে টিকা বিতরণের জন্য সেদেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Wednesday, January 20, 2021
Magh 6, 1427 BS: Jamadius Sani 6, 1442 Hijri

Saving poultry and dairy industries

LIKE other industries of Bangladesh, the livestock sector, which includes the poultry and the dairy industries, has also been adversely impacted by the shutdowns enforced to combat the pandemic. Unfortunately, the sector has so far remained outside the purview of the government-provided stimulus packages for the small and medium enterprises (SMEs). This is despite the fact that the livestock industry is part of the SMEs. The damage sustained by the poultry and dairy enterprises during the shutdown months between March and May last year has been immense. The sector is yet to recover from it.

As the shutdowns have thrown millions out of jobs and income opportunities, it has reduced common people's purchasing power. So, it has negatively impacted the demand for poultry and dairy products in the market. As a result, prices of poultry and dairy products have fallen sharply forcing many small farms to close down business, while those still running are facing heavy losses as 50 per cent of their products are lying unsold and the rest is selling at a price far lower than normal. And due to a drastic fall in consumption of eggs and poultry meat, the poultry industry is experiencing a record slump unprecedented in the last 12 years, both in terms of production of and demand for its products. As reported by a poultry farmers' apex body, the industry that creates some 2.5 million jobs, has its demand market shrunken by some 30 per cent. Consequently, the loss to the poultry sub sector alone is estimated to be at Tk 70 billion.

The government needs to act fast. For, it is not just the survival of a sector of the economy that is in question. To be precise, it is the nation's food and nutritional security that is at real stake

Worse yet, as a knock-on effect, the demands for poultry feeds, drugs and other inputs and services related to the industry are also witnessing a historic low. In fact, the entire chain of activities linked to this industry worth Tk 350 billion and which contributes, according to the World Bank (WB), 1.7 per cent to the GDP, is facing an uncertain future. In the same breath, the other component of the livestock sector, the dairy, is also in similar straits. As 50 per cent of the milk produced by dairy farmers nationwide could not be sold during shutdowns, the amount of loss they have sustained since mid-March last year, is to the tune of USD 470 million.

What is especially concerning about the entire livestock sector is the situation of the women linked to it both directly and indirectly. In fact, of some 6.0 million workers the sector engages, 40 per cent are women. Simply put, the sector at the moment is in an existential crisis. To recover the huge loss it has been incurring and protect the livelihoods of hundreds of thousands of people employed and otherwise involved with this sector, it needs urgent government intervention. The support may be in the form of the stimulus the government has already extended to other members of the SMEs sector. More to the point, the sector is in need of immediate cash assistance. The government needs to act fast. For, it is not just the survival of a sector of the economy that is in question. To be precise, it is the nation's food and nutritional security that is at real stake.

শোভন কাজ

NEW AGE
WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021

COVID-19 OUTBREAK

Apparel exports to major markets fall in July-Dec

Staff Correspondent

A file photo shows workers sewing clothes at a readymade garment factory on the outskirts of Dhaka. Bangladesh's readymade garment exports to its major markets declined in the July-December period of the financial year 2020-21 as global demand remained slow amid the coronavirus outbreak. — New Age photo

BANGLADESH'S ready-made garment exports to its major markets declined in the July-December period of the financial year 2020-21 as global demand remained slow amid the coronavirus outbreak.

Among its top 10 destinations, Bangladesh's RMG exports witnessed negative growth in seven countries in the first half of FY21, according to data of the Export Promotion Bureau.

Apparel exports to Germany, the Netherlands and Poland, however, achieved moderate growth amid the outbreak in the period, the data showed.

Exporters said that RMG export to most of the major destinations, including the United States, the United Kingdom, Spain and France, witnessed negative growth in July-December of FY21 as the second wave of COVID-19 outbreak had once again brought economic activities close to a standstill in the countries.

They also said that exports to very few countries, including Germany which is the second largest destination for Bangladeshi exports, increased in the first half of the current fiscal year as they reshipped the goods to other countries.

Positive growth in some countries does not prove that consumption has increased in those countries but rather shows that they have shifted their sourcing from other countries to Bangladesh due to low price of the products, one of the exporters said.

The country's apparel exports to the US, the largest export market for Bangladesh, in July-December of FY21 declined by 2.56 per cent to $2.90 billion from $2.98 billion in the same period of FY20.

RMG exports to Germany in the first half of FY21 grew by 3.75 per cent to $2.75 billion from $2.65 billion in the same period of the previous fiscal year, the data showed.

'The export to Germany cannot be generalised as the consumption of Germany's local market only, since it is believed that a significant part of the goods exported to Germany is being transhipped to other EU countries,' Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Rubana Huq told New Age.

She said that Germany, being the second largest market for Bangladesh's apparels, contributed significantly to keep the countries woven sector alive and Bangladesh's export growth to the destination went negative only in October during the last six months.

According to the BGMEA president, Germany's imports have gone down from China, Cambodia, Vietnam, Sri Lanka and Indonesia in recent months while its imports have increased from Bangladesh, India and Pakistan and Turkey.

RMG exports to the UK, the third highest export destination for Bangladesh, fell by 4.15 per cent to $1.77 billion in July-December of FY21 from $1.85 billion in the same period of FY20.

Apparel exports to France in the first half of FY21 declined by 3.97 per cent to $875.54 million from $911.74 million while export to Spain in the period fell by 8.84 per cent to $1.11 billion, the data showed.

RMG exports to the Netherlands in the July-December period of FY21, however, increased by 8.34 per cent to $538.67 million from $497.20 million in the same period of FY20.

The country's RMG export earnings from Poland in the first half of FY21 grew by 11.05 per cent to $649.36 million from $584.74 million in the same period of the previous fiscal.

RMG exports to Italy in the period declined by 10.98 per cent to $608.95 million while exports to Canada fell by 2.23 per cent to $487.02 million, the EPB data showed.

Bangladesh's apparel exports to Japan in the July-December period of FY21 declined by 15.88 per cent to $445.18 million from $529.23 million in the same period of FY20.

শোভন কাজ

NEW AGE
WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021

How fashion industry abandoned workers

IN 2019, the fashion industry generated $2.5 trillion in global revenues, making it one of the largest industries in the world. But when COVID-19 struck in 2020, it virtually collapsed.

Exports of raw materials from China began to slow in January last year, and subsequent lockdowns around the world meant shoppers stayed at home, retailers shuttered stores, and billions of dollars of orders were cancelled. Thousands of factories faced ruin, and many closed either temporarily or permanently.

In countries such as Bangladesh, India, and Sri Lanka, tens of thousands of workers lost their jobs and thousands more were taken ill as COVID-19 spread through cramped production lines. Where people dared to speak up about unsafe or unfair conditions, they were often met with redundancy or brutality.

Many experts believe the pandemic has illuminated the exploitative nature of the world's garment supply chains, which have undergone a radical transformation in recent decades.

'The fashion industry is at root an exploitative system based on the exploitation of a low-paid and undervalued workforce in producing countries, according to Dominique Muller at Labour Behind the Label. 'The system is created in order to protect those at the top while allowing workers to take the biggest hit.'

'Empty promises'

FROM the 1970s onwards, globalisation shifted clothing production from western Europe and North America to the global south. Garment workers, who were previously direct employees of the major brands, became distant actors in complex global supply chains. In turn, major fashion brands no longer faced a legal obligation to pay fair wages or offer employment benefits.

With exploitatively low salaries, garment workers in the global south have for years struggled to survive. Saving for emergencies was near impossible, meaning they had nothing to fall back on when the COVID-19 pandemic hit.

'Consumers should never forget this era and what the brands have done with workers,' said Kalpona Akter, the executive director of the Bangladesh Centre for Workers Solidarity. 'When the time came for them to have our back they left us starving.'

'COVID-19 has shown us the reality of empty promises from businesses, from brands, retailers and manufacturers,' Kalpona continued. 'The workers made them profits for years, and gave them a lavish life, but when the pandemic started they just left the workers to starve.'

In a recent study, which interviewed 400 garment workers across nine countries, the Worker Rights Consortium found that even those employees who managed to hold onto their jobs reported a 21 per cent decrease in income between March and August 2020 — with monthly wages falling from $187 to $147.

It is a scenario that Kalpona Akter recognised: 'Workers are not getting overtime and in many factories they have been told "We are not paying the minimum wage, if you want to work, work, if not — leave".'

The families of garment workers in Bangladesh are now having to make impossible choices to survive. 'When they get full wages, 30 per cent goes on housing — it's not a dream house, it's a ten-by-ten concrete room, sometimes with no window,' Kalpona explains. 'Losing 20 per cent means they are substituting their food and their children's food because they still need to pay for where they live. Instead of having 70 per cent left, they have 50 per cent left and that means they are starving.'

Across the sea in Sri Lanka, labour rights advocates paint a similar picture of lost earnings. 'Workers live for those wages — it is their main source of income,' said Abiramy Sivaloganathan of the Asia Floor Wage Alliance. She explained that many workers in Sri Lanka's vast free trade zones are migrant workers who support not just themselves but their families in rural villages.

Most garment workers in Sri Lanka also lost their critical December bonus of an additional month's wage. 'The bonus is really important,' Abiramy explained. 'Workers usually have plans for that bonus even at the beginning of the year — like they will pay off their debts.'

'Super winners'

THE pandemic has also created difficulties for fashion retailers. In Europe and North America major retailers — including Philip Green's Arcadia, the group behind brands including Topshop, Burton and Miss Selfridge — have collapsed. In the United States alone, an estimated 20,000–25,000 physical shops have closed down. According to a recent report by the consulting firm McKinsey, fashion companies will post a 90 per cent decline in economic profit in 2020.

But not all companies are feeling the pain equally. The McKinsey report uses 2018 data to identify a set of industry 'super winners' — the top 20 fashion corporations based on total annual profits. These include Nike, H&M, Zara's parent company Inditex, Lululemon, and adidas. From the luxury sector the list includes Burberry, Kering (which owns Gucci), and Hermes.

When the stock market plunged in March 2020, the super winners managed to weather the COVID-19 storm while others in the industry battled for survival.

'Through the pandemic period, super winners performed better than their peers with 22 per cent higher indexed stock valuations', the Mckinsey report states. By October 2020, the share price of these corporations was 11 per cent higher than pre-crisis levels.

McKinsey credits the success of the super winners to two shared characteristics: a slick digital presence so people can easily shop online, and a strong focus on the Asia Pacific region where the pandemic has not ravaged society as much as in the US and Europe. The report states that 'the strong will get stronger in 2021 if stock valuations are a signal of future success.'

Building back better?

ACCORDING to experts at the International Labour Organisation, when the fashion industry rebuilds itself it must be sustainable and adopt a 'human-centred future of work', with fair salaries and working conditions for garment manufacturers in the global south.

'There is momentum to use this major disruption to the industry as a way to challenge the status quo and build back better toward a more resilient, inclusive, sustainable and equal garment industry,' Tara Rangarajan, head of brand engagement at the ILO's Better Work programme, said.

'The garment sector in some countries continues to be marked by low levels of collective bargaining and significant restrictions on freedom of association. In some cases, lockdown provisions have reportedly limited union activity. Social dialogue is key to moving forward.'

The Financial Express January 20, 2021

BD women get lowest wage in Oman: Study

FE REPORT

Bangladeshi women domestic workers receive the lowest wage in Oman, according to a study.

It has showed that Filipino women call the highest rate of pay as elsewhere in the gulf region.

The minimum monthly salary is fixed at 160 Omani Rial (OMR) compared with 120 OMR for Indian and Sri Lankan and 90 OMR for Bangladeshi maids.

The findings of the study titled 'The Invisible Workers: Bangladeshi Women in Oman' were unveiled at a webinar on Monday.

The research was conducted during the period between February and March 2020 under 'Work in Freedom', an ILO-DFID project.

Thirty-five Bangladeshi women migrant workers were interviewed. They were found in 11 types of occupations, including 13 live-in and 11 live-out domestic workers, two cleaners and one medical doctor.

Like most countries in the middle-east, Oman has the particularity of fixing salaries according to the nationality of its foreign workers and not according to individual qualifications.

Nationalities are thus typified and workers' earnings bracketed. Some governments have been more efficient than others in promoting their nationals and demanding corresponding salaries such as the Philippines, but Bangladesh is known to have often lagged behind in this respect.

Two years ago, the Bangladesh and Omani governments concluded an agreement, fixing the minimum monthly salary for Bangladeshi workers at 90 OMR, the same level adopted for women and men.

Referring to the Bangladesh ambassador in Oman, the study said the Omani government had pressed for a lower rate, but Bangladesh fought for this level.

Several maids also did not get minimum salary. Two women reported being paid 70 OMR and quite a few received 80 and 85 OMR.

Following the bilateral agreement signed in 2015 between Saudi Arabia and Bangladesh, which fixed domestic workers' monthly salary at 1,000 Rial, income generally increased for women domestic workers throughout the Middle East.

A wide application of the new regulations, noticeable from 2017, attracted women workers to Saudi Arabia and exerted pressure on Omani employers to augment salaries.

The study also showed that the agency fee for a Filipino maid ranged from 1,335 to 1,550 OMR compared with 1,200 OMR for an Indian or a Sri Lankan and 800 OMR for a Bangladeshi maid. These fees are exclusive of aqama (work permit) costing the employer 200 OMR.

Differences in costs between Sri Lankan and Bangladeshi maids were explained by the fact that, for the former, the employer paid a health insurance made compulsory by the Sri Lankan government whereas, for the employers of Bangladeshi maids, health insurance was left to the discretion of the employer, meaning they were not insured.

"We have seen Bangladeshi maids paying for health care from their own pocket unless fortunate enough to have kind and generous employers," a situation confirmed by the Bangladeshi doctors working in Salalah.

Women presently make up about 10 per cent of the Bangladeshi migrant population in Oman.

Bangladesh embassy officials in Muscat have estimated the number of Bangladeshis presently living in Oman at 750,000 including undocumented workers.

Thérèse Blanchet, social anthropologist and the researcher of the study, presented the key findings at the programme where Dr Atiur Rahman, former governor of Bangladesh Bank, and academicians were also present.

arafataradhaka@gmail.com

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৬ মাঘ ১৪২৭
২০ জানুয়ারি ২০২১

জীবিকার সংকটই বিশ্বে বড় সমস্যা

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্ট

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিগত বছরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন, ঋণসংকট ছাড়াও অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যা উঠে এলেও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রতিবেদনে এ বছর বড় হয়ে এসেছে জীবিকার সংকট। এবার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া এবং জীবিকার সংকটকেই বড় করে দেখছেন বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তারা।

গত বছর গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্ট বা বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রতিবেদন ২০২০-এ পরিবেশ ছাড়াও জলবায়ু সম্পর্কিত ইস্যু যেমন—তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং ইকোসিস্টেমের ক্ষতিকে তুলে ধরা হয়েছিল। বিশ্ব অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক চাপকে স্বল্পমেয়াদি উদ্বেগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

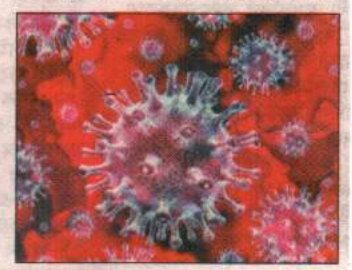

গতকাল প্রকাশিত গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্ট-২০২১-এ বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তারা স্বল্প মেয়াদে অর্থাৎ আগামী দুই বছরের জন্য সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া, জীবিকার সংকট, চরম আবহাওয়া, সাইবার সিকিউরিটিকে এবার বড় ঝুঁকি আকারে দেখছেন। দীর্ঘ মেয়াদে অর্থাৎ আগামী ১০ বছরে যেসব ঝুঁকি দেখছেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো মারণাস্ত্রের বিস্তার, রাষ্ট্রের ব্যর্থতা এবং জীববৈচিত্র্যের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের আলাদা বিশ্লেষণ থাকলেও এবার করোনা পরিস্থিতির কারণে সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

এতে উল্লেখ করা হয়েছে, করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী লকডাউনের ফলে গত বছর দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) ৪৯ কোটি ৫০ লাখ মানুষ বেকার হয়েছে। মাত্র ২৮টি দেশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখেছে ২০২০ সালে। এ বছর জরিপে অংশ নেওয়া ৬০ শতাংশই মনে করছেন স্বল্প মেয়াদে জীবিকার সংকট ছাড়াও সামাজিক সংঘাত বাড়বে। করোনার সময় ৮০ শতাংশ তরুণের মানসিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। প্রতিবেদনে ৮ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর মেয়াদে বিশ্বের অঞ্চলভিত্তিক স্বল্পপরিসরে ব্যাবসায়িক প্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মীদের মতামত নেওয়া হয়েছে।

আমাদের সময় | শনিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২১

অপব্যয়ে বন্ধের পথে শ্যামপুর চিনিকল

কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি

দেশের সরকারি চিনিকলগুলোকে বছরের পর বছর ভর্তুকি প্রদান করা হলেও ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতিতে ডুবতে বসেছে এসব প্রতিষ্ঠান। সরকার লোকসানের বোঝা কমাতে বেশ কয়েকটি চিনিকলে উৎপাদন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কার্যক্রম বন্ধ হওয়া চিনিকলগুলো হচ্ছে কুষ্টিয়া, পাবনা, পঞ্চগড়, শ্যামপুর, রংপুর ও সেতাবগঞ্জ চিনিকল। গতকাল আমাদের সময়ের এক প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, অপচয়-অপব্যয়ের কারণে প্রায় হাজার কোটি টাকার ঋণ ও লোকসানের বোঝা নিয়ে ডুবতে বসেছে ৫৫ বছরের পুরনো রংপুরের একমাত্র ভারী শিল্প শ্যামপুর চিনিকল। প্রতিবেদন সূত্রে আরও জানা যায়, ৫৫ বছরের পুরনো মিলটির আধুনিকায়নে কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। পুরনো মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি দিয়েই এত দিন চলছে মিলটি। অন্যদিকে পুরনো যন্ত্রপাতি মেরামতের নামেও লুটপাট চলেছে বলে অভিযোগ মিল শ্রমিকদের। চিনিকলের মেকানিক্যাল শাখার ইনচার্জ রশিদুল ইসলাম জানান, কিছুদিন আগে মূল মেশিনের একটি অংশ অকেজো হলে তা নিজেরাই মেরামতের উদ্যোগ নেন। সব মিলিয়ে এর প্রকৃত মেরামত ব্যয় ১৫ হাজার টাকা বলে ম্যানেজমেন্টকে অবগত করেন তিনি। কিন্তু পরে ঢাকা থেকে সেটি মেরামত করিয়ে এনে খরচ ৮০ লাখ টাকা তুলে নেওয়া হয়। মেরামতের নামে এভাবে যদি দুর্নীতি চলতে থাকে তা হলে চিনিকলের অপব্যয় হবেই। শর্ষের ভেতর ভূত তাড়াবে কে? যেখানে মাসের পর মাস শ্রমিকদের বেতন বন্ধ থাকে তারপরও কর্মকর্তাদের জন্য নতুন দামি গাড়ি কেনা হয়। নতুন করে প্রকল্প তৈরির মাধ্যমে লুটপাট করা হচ্ছে অর্থ। প্রতিষ্ঠানের বড় কর্মকর্তাদের অপব্যয়-অপচয় আর দুর্নীতির কারণে মিলটি ধ্বংসের পথে গেলেও এখন শ্রমিকদের টাকা দিতে হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে শ্রমিক আর চাষিদের। লোকসানের দায়ভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওপর বর্তায়, এ লোকসানের জন্য শ্রমিক বা আখচাষিরা দায়ী নন। দায়ী সরকারের ভুল নীতি ও প্রশাসনের কর্মকাণ্ড। নীতিনির্ধারকরা অনেক দিন ধরেই বলে আসছিলেন, চিনিকলগুলো আধুনিকায়ন করে বহুমুখী উৎপাদনে যাবে, যাতে সেখানে চিনির পাশাপাশি উপজাত পণ্যও উৎপাদিত হয়। চিনিকলগুলোর সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া না হলে বাকি চিনিকলগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা কঠিন হতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। দুর্নীতি ও লুটপাটের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

The Financial Express

Thursday | January 21, 2021

Migrant workers

BD talks to some African nations

2.0m vaccine doses from India today

FE REPORT

In the wake of turmoil in the Middle East market, Bangladesh is in talks with several African countries for sending Bangladeshi workers there.

Foreign minister Dr AK Abdul Momen made this disclosure on Wednesday.

Sudan and Kenya have already agreed to take Bangladeshi farm workers, he said.

As per the plan, Dr Momen said, Bangladeshis will be employed in agriculture farms of those countries under contract farming.

"Our people can take lease of farmlands in these countries and then they will be allowed to take workers from Bangladesh to employ there."

In the first phase, several thousand workers can be sent to the two countries, he told journalists after a meeting styled 'Contract farming and employ opportunity abroad' virtually hosted in Dhaka city.

Ambassador Golam Moshi made a key presentation.

Although the Middle East is the biggest destination of Bangladeshi workers, Dr Momen said, the scope for employment of foreign workers is shrinking there.

"In this context, we're exploring new opportunities."

The minister said a series of meetings and correspondence have been made between Bangladesh and some African countries recently.

They are also in acute shortage of farm workers and a vast tract of farmlands remains unutilised there.

Responding to a query, Dr Momen said Bangladesh will take due steps to ensure security of its workers in Africa where ethnic clashes are a common phenomenon.

Expatriates welfare minister Imran Ahmed and state minister for foreign affairs M Shariar Alam attended the meeting as the special guests.

২২ জানুয়ারি ২০২১

kantho.com

কালের কণ্ঠ

'সড়ক পরিবহন আইন সংশোধন না হলে কর্মবিরতি'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক হোসেন মো. মজুমদার বলেছেন, সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ সংশোধন না করা হলে সব পরিবহন শ্রমিক কর্মবিরতিতে যাবেন। এই আইনে একাধিক হাস্যকর ধারা রয়েছে, যেগুলো অবশ্যই সংশোধন করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার কালের কণ্ঠকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি সড়ক পরিবহন আইনের ৮৪, ৮৬, ৯০, ৯৯, ১০০, ১০৫ ও ১১০ ধারা নিয়ে আপত্তি জানান।

হোসেন মো. মজুমদার বলেন, 'আমাদের আন্দোলনের পর সরকার বলেছিল এগুলো কিছুটা হলেও বিবেচনা করবে। তবে টাস্কফোর্সের ১১১ সুপারিশনামা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে এই আইনের কোনো দরকারই হবে না। তবু এটি সংশোধনের জন্য দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে। তার কতটুকু আলোর মুখ দেখে আল্লাহই জানেন। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সরকার যদি এই আইন শতভাগ কার্যকর করতে যায় তাহলে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।'

তাঁর মতে, এসব ধারা কার্যকর করার আগে অবকাঠামো তৈরি করা দরকার। যেখানে পার্কিংয়ের কোনো ব্যবস্থাই নেই, সেখানে অবৈধ পার্কিং বলতে কোনো কিছু হতে পারে না। সরকার সহনশীল না হলে গণপরিবহন ও পণ্য পরিবহন কর্মবিরতিতে যেতে বাধ্য হবে।

তবে সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য কত দিন অপেক্ষা করবেন, তা খোলাসা করেননি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক। তবে তিনি ইঙ্গিত দেন, সংসদের চলতি অধিবেশনে এই আইন সংশোধন করা না হলে অধিবেশন শেষে দেশের সব পরিবহন শ্রমিক মালিক নেতাদের মিটিং হবে। সেখান থেকেই কর্মবিরতির ঘোষণা আসতে পারে।

ধারাগুলোর আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করে মো. মজুমদার বলেন, 'যে সাত ধারায় আপত্তি জানানো হচ্ছে, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাঠামোগতভাবে প্রস্তুত নই। আমাদের পুরো ঢাকা শহরে পার্কিং করারই কোনো জায়গা নেই। যে পরিমাণ গাড়ি আছে, টার্মিনালে সে পরিমাণ জায়গা নেই। গাড়ির চালকদের বিশ্রামাগার নেই।'

তিনি বলেন, '১০৫ নম্বর ধারায় আছে, অবহেলাজনিত মোটরযান চালনার কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনায় কোনো ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হলে বা তার প্রাণহানি হলে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। কিন্তু দুর্ঘটনাটি যে অবহেলাজনিত কারণে হয়েছে, তা কে ঠিক করবে?'

এ ছাড়া সড়ক পরিবহন আইনের ১০০ নম্বর ধারায় বলা হচ্ছে, 'এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডভোগকারী একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে ওই ব্যক্তিকে সংঘটিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে এবং তা কোনোক্রমে আগের দণ্ডের দ্বিগুণের কম হবে না।' এই ধারাকে 'হাস্যকর' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'কোনো চালকই চায় না দুর্ঘটনা ঘটুক। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। এটা কেউ ইচ্ছা করে করে না। তাহলে দ্বিতীয়বারের ক্ষেত্রে কেন দ্বিগুণ শাস্তি?'

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২১ জানুয়ারি ২০২১,

শ্রম পরিবেশের উন্নতি দরকার

সিপিডির আলোচনায় বক্তারা

জিএসপি প্লাস সুবিধার জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত হতে পারলে উত্তরণ-পরবর্তীকালে রপ্তানির ক্ষেত্রে নানা ধরনের সুরক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

- শ্রম আদালত ও ট্রাইব্যুনালে ৩০ হাজার মামলা ঝুলে আছে।
- সব শিল্পাঞ্চলে শ্রম আদালত দরকার।
- শুনানিতে অংশ নিলে শ্রমিকের সেই দিনের মজুরি অনিশ্চিত।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রম পরিবেশের উন্নতি দরকার। সব সময় ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ক্রেতাদের চাপে নয়, পরিবর্তন আনতে হবে নিজেদের গরজে বা সদিচ্ছায়। তবে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে চাপের দরকার আছে। গতকাল এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে আলোচকেরা আক্ষেপ নিয়ে এসব কথা বলেন।

শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি থাকলেও কারখানাগুলোতে তা এখনো অতটা সক্রিয় নয়। ছোটখাটো অনেক বিরোধ দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় কমিটিগুলো মেটাতে পারছে না। শ্রমিকদের রাস্তায় নামতে হচ্ছে। সেই বিক্ষোভ ঠেকাতে শেষমেশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ডাকতে হচ্ছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা লাগছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গতকাল সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ আয়োজিত এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে বেরিয়ে যাবে। তবে এ উত্তরণ মসৃণ ও ধারাবাহিক রাখতে শ্রম আইন ও অধিকারবিষয়ক অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। মসৃণ উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে শ্রমমান পরিস্থিতিসম্পর্কিত বিভিন্ন আইন, কাঠামোগত দুর্বলতা ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। অন্যদিকে এলডিসি থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ রপ্তানির ক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা পায়, তা সংকুচিত হবে। বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানি বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি প্লাস সুবিধার জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত হতে পারলে উত্তরণ-পরবর্তীকালে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাড়তি শুল্ক অব্যাহতি থেকে শুরু করে নানা ধরনের সুরক্ষা পাওয়া যেতে পারে। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশকে ২৭টি মানবাধিকার ও শ্রমমান-সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক রীতি মানতে হবে, যার মধ্যে ১৫টি আইএলওর শ্রমমানের সঙ্গে সম্পর্কিত। সে জন্যই এই আলোচনা আয়োজন করে সিপিডি।

উপস্থাপনায় সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি সুবিধা বস্তুত একধরনের বাণিজ্যিক কাঠামো। এটি পেতে হলে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়, শ্রম আইনের সংস্কার তার মধ্যে অন্যতম। মানবাধিকার ও শ্রম অধিকারের সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা—এগুলোও লাগবে। তিনি আরও বলেন, শিশুশ্রম, ট্রেড ইউনিয়ন আইন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিসহ শ্রম আইন ও অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আছে।

অনুষ্ঠানে শ্রমিকনেতারা শ্রম আইনের সুনির্দিষ্ট কিছু ধারা সংস্কারের কথা বলেন। শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, দেশে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নেই। খাতভিত্তিক মজুরিকাঠামো আছে, তাও আবার সব খাতে নেই। এতে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। শ্রম আদালত ও ট্রাইব্যুনালে ৩০ হাজার মামলা ঝুলে আছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, সব শিল্পাঞ্চলে শ্রম আদালত থাকা দরকার। তা না হলে শ্রমিকের পক্ষে মামলার শুনানিতে অংশ নেওয়া কঠিন। কারণ, এক দিন কারখানায় না গেলে তিনি মজুরি পাবেন কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। ফলে শুধু আইন করলেই হবে না, দরকার বাস্তবায়ন।

ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম মনে করেন, পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য শিল্পের বৈশ্বিক সংযুক্তি থাকায় আইন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেই তৈরি করতে হবে। তবে নিজেদের শ্রম পরিবেশের উন্নতি ঘটানোর জন্য কেবল বাইরের চাপের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, নিজেদেরও উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন উৎপাদনের বিরোধী শক্তি নয়। বরং এরা একে অপরের পরিপূরক।

দেশের প্রায় ৮৯ শতাংশ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। তাঁদের সাধারণত নিয়োগপত্র থাকে না। ফলে অধিকার নিশ্চিত করার মতো অবস্থা তাঁদের নেই। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভূমিকা পালনের কথা বলেন বক্তারা।

পাশাপাশি শ্রম আদালতে কখন কোন মামলা চলছে, কী অবস্থায় আছে, তা জানার উপায় নেই। শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পরিচালক বেল্লাল হোসেন শেখ জানান, মন্ত্রণালয় ডেটাবেইস তৈরির কাজ শেষ করেছে। আগামী এক মাসের মধ্যে তা চালু হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এতে ট্রেড ইউনিয়ন ও বিরোধ নিষ্পত্তিসম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত দ্রুত পাওয়া যাবে। এই পর্যায়ে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ডেটাবেইসে শুধু মামলার খবরাখবর থাকলেই চলবে না, কোন মামলায় কী ছিল, কীভাবে ফয়সালা হলো, এসব তথ্যও থাকতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত রেন্সজে তেরিঙ্ক এবং আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর টুওমো পটিয়াইনন সংলাপে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন। রাষ্ট্রদূত রেন্সজে তেরিঙ্ক বলেন, বাংলাদেশকে শ্রমিকবান্ধব একটি দেশ হিসেবে পরিচিত করা প্রয়োজন। শুধু জিএসপি প্লাস সুবিধা নয়, শ্রমিকদের সামগ্রিক উন্নয়নে এটি জরুরি। টুওমো পটিয়াইনন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ জোর দেন এবং জানান, শ্রম আইন ও অধিকার বিষয়ে সংলাপ চলমান রাখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ক্রেতাদের আরও দায়িত্ববান ভূমিকা পালন করতে হবে। বৈশ্বিক পর্যায়ের শ্রমিক আইন মান্য করাতে ক্রেতাদের বৈশ্বিক পর্যায়ের দাম নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে এটি জরুরি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেসব শর্তের কথা বলছে, তার অনেক কিছুই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন। আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি কামরান টি আহমেদ, বিজিএমইএর সহসভাপতি আরশাদ জামিল প্রমুখ।

জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে সিপিডির পরামর্শ হচ্ছে, শ্রম পরিদর্শকদের শূন্য পদে নিয়োগ, আইএলওর ২৯ ও ১৩৮ নম্বর ধারা অনুসমর্থন, বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রে হয়রানির বিচার ইত্যাদি।

শোভন কাজ

The Daily Star
DHAKA THURSDAY JANUARY 21, 2021,

A case for improving labour conditions in Southeast Asia

Bangladeshi migrant workers deserve better policy attention

AN OPEN DIALOGUE

ABDULLAH SHIBLI

IT has been well-known for a long time that Bangladeshi migrant workers in the Middle East and South Asian countries are at the receiving end of all sorts of uncertainties one can think of. Some of them incur a debt burden from the recruitment process, face many hazards and health risks—and more so during the pandemic—and then are the subject of moderate to serious deprivations. International human rights advocates including Amnesty International and Human Rights Watch have tried from time to time to draw the attention of the host governments and Bangladesh to these violations, but it is not clear whether these have fallen on deaf ears.

A few weeks ago, this newspaper, citing a recent ESCAP study, reported that migrant workers in Southeast Asia "are more likely to be exposed to the virus, lack access to health care and other essential services, be stranded in countries without work or social protection and face rising xenophobia." As if to validate the study, a news item in South China Morning Post earlier this month reported that a Bangladeshi migrant worker, Hasibur Rahman, is suing his ex-employer and dormitory operator in Singapore accusing them of "false imprisonment" after he was locked in his room during the coronavirus outbreak. This news resonated with me since I have been following from time to time accounts of the poor working and living conditions migrant workers are subjected to in the construction industry in Singapore and Malaysia.

In Singapore, as of December 2019, low-skilled migrant workers account for 555,100 of its population of 5.6 million. News of the treatment generally meted out by employers in Singapore is nothing new. In 2014, The Guardian ran a feature under the title "Singapore needs to address its treatment of migrant workers" and warned that "unrest is spreading among Singapore's migrants over working conditions. How can a country of millionaires justify failing to act?"

I don't mean to single out Singapore as the only country that is treating its migrant workforce as second-class citizens. Migrants form the backbone of the labour force in other countries of Southeast Asia including Malaysia and Brunei, drawing workers from Bangladesh, Indonesia, India, Nepal, Sri Lanka, and Myanmar. They all have witnessed the harsh living conditions and lack of basic amenities in their dorms and "labour camps". As one of the biggest economies in Southeast Asia, Malaysia is an attractive destination for workers from neighbouring countries seeking better wages and employment. The country is thought to have at least five million migrant workers—including two million who are here illegally—which is more than a third of its workforce. Bangladeshis make up between 300,000 and 500,000 of them. The migrant labourers are mostly in concentrated industries that locals shun as 3-D, i.e. "dirty, dangerous and difficult".

Last year, from Southeast Asia to the Middle East, the Covid-19 pandemic exposed "the unique vulnerabilities of the world's estimated 164 million low-paid migrant workers, who toil at the jobs locals do not want, to save money and get a leg up back home." A new WHO study, published on December 18, 2020 on the International Migrants Day, reveals that the pandemic has had a highly negative impact on the living and working conditions of refugees and migrants. In Singapore, Bangladeshis constituted almost half of the migrants infected with Covid-19, and their situation has been compounded by poor living conditions, insufficient legal protection and limited access to healthcare. Overall, migrant workers' infections were three times higher during Covid-19. According to a report in Prothom Alo, more than seventy thousand Bangladeshis were infected in 186 countries by July 2020. By December 27, some 2,330 Bangladeshi migrants had succumbed to Covid-19 in 21 countries.

The Covid-19 crisis led Malaysians to take advantage of the Bangladeshis. Thousands of migrant workers reportedly lost their jobs. ILO said in a report that there were cases of migrant workers being unfairly terminated or not getting paid when Malaysia's nationwide coronavirus lockdown was first imposed in March. It was reported on May 26, 2020 that police rounded up 200 undocumented workers in one week alone in Petaling Jaya, outside Kuala Lumpur, even as officials gradually eased movement restrictions. CNBC warned last November that "neglect of migrant workers could hurt Malaysia's economic recovery."

Coming back to the story of Hasibur Rahman, a construction worker, who has filed a claim for USD 163,000 in damages, according to documents submitted in court and seen by AFP. Staff at his dormitory had locked Hasibur and up to 20 other workers in their room on April 19, after one of their roommates was thought to have contracted the virus and was transferred to a medical facility. During this time, they were only able to use the toilet by calling a guard to come and escort them. Some of the men were running fevers and the room was hot and poorly ventilated, the documents said.

In Malaysia, authorities arrested Mohamed Rayhan Kabir, a Bangladeshi, in retaliation for his criticism of government policies towards migrants in an Al Jazeera documentary. His work permit was cancelled and he was eventually deported. Malaysia does not recognise refugees and there are high levels of distrust of those who come from abroad, often working as low-paid labourers. Some accused migrant workers of spreading the coronavirus and being a burden on government resources. The government's public attacks on Kabir, at a time of rising xenophobia in Malaysia, serve to fan the flames of intolerance, Human Rights Watch said.

Last September, BBC ran a story titled "Covid-19 Singapore: A 'pandemic of inequality' exposed", which focussed on the harsh conditions migrant workers face. "Their right to live in Singapore is tied to their job and their employer must provide accommodation, at a cost. They commute from their dorms in packed vans to building sites where they work and take breaks alongside men from other crowded dorms—perfect conditions

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

for the virus to spread."

It was recently reported that Malaysia would allow, until June 2021, undocumented migrants to sign up to work in construction, plantations, agriculture and manufacturing, or they may choose to return to their home countries. This may be a mixed blessing for the migrant workers, according to Irene Xavier, co-founder of Sahabat Wanita Selangor, a local group assisting migrant workers. "It appears they are answering the call from some industries that want migrant workers—it's not crafted with the interest of the workers in mind, that's clear."

Even as migration for construction work provides an income opportunity to improve the standards of living back home for Bangladeshi migrants and their families, the rising costs of migration, high risks of accidents, and flexible hiring practices in the industry have made this venture particularly precarious. Apart from having to pay exorbitant agent fees to access skills training, testing, and job placement services, Bangladeshi migrants face additional challenges at their workplace, such as job insecurity, low wages, weak bargaining power, as well as various occupational hazards in the construction industry.

Social advocates have rightly urged Bangladesh government to engage in diplomacy with host countries to ensure Bangladeshi workers are not being deprived of their rights. With nearly 8 million of its 160 million residents living abroad, Bangladesh has one of the world's largest emigrant populations, ranking only behind India, Mexico, China, Russia, and Syria, according to estimates from the United Nations' Population Division.

On December 18, 2020, the International Migrants' Day, *The Daily Star* showcased a new report from ESCAP circulated in preparation for the first Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) scheduled to take place in March 2021. The report alerts all stakeholders that Covid-19 will continue to have an impact on people and communities on the move in the near future. As vaccines are approved, the report underlines that the inclusion of migrants in vaccination programmes, including migrants in irregular situations, will be critical.

Another way of looking at it: the host governments need to realise that migrant workers are akin to the proverbial "golden goose" and continued mistreatment of these workers will be like killing the goose that lays golden eggs. Improving labour conditions is in the interest of both migrant workers and their host countries.

Dr Abdullah Shibli is an economist and currently works in information technology. He is also Senior Research Fellow, International Sustainable Development Institute (ISDI), a think-tank in Boston, USA.

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২১, ২০২১

মালয়েশিয়ায় চার খাতের কর্মীদের বৈধ হওয়ার সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সোর্স কান্ট্রি হিসেবে তালিকাভুক্ত ১৫টি দেশের অনিয়মিত কর্মীদের বৈধ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে মালয়েশিয়া। এজন্য গত ১ জানুয়ারি রিক্যালিব্রেশন (পুনরুদ্ধার) কর্মসূচি চালু করেছে দেশটি, যা চলবে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত। বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে সোর্স দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠক করেছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ।

মালয়েশিয়া সরকারের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, চারটি খাতের শ্রমিকরা বৈধ হওয়ার সুযোগ পাবেন। খাতগুলো হলো নির্মাণ, ম্যানুফ্যাকচারিং, বাগান পরিচর্যা ও কৃষি। রিক্যালিব্রেশন কর্মসূচির জন্য কোনো এজেন্ট বা ভেন্ডর নিয়োগের প্রয়োজন নেই। শুধু নিয়োগকর্তা বা কোম্পানি অবৈধ কর্মীদের নামসহ সরাসরি ইমিগ্রেশনে আবেদন করবে। তবে নিজে নিজে ইমিগ্রেশনে গিয়ে বৈধ হওয়া যাবে না। বৈধ হওয়ার প্রক্রিয়ায় আবেদন করতে পারবে মালয়েশিয়ার সোর্স কান্ট্রি হিসেবে তালিকাভুক্ত বাংলাদেশসহ ১৫টি দেশের অনিয়মিত কর্মীরা।

রিক্যালিব্রেশন কর্মসূচির আওতায় বৈধ হতে নির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করে কিছু যোগ্যতা চেয়েছে দেশটির সংশ্লিষ্ট বিভাগ। তাদের নির্ধারিত যোগ্যতা অনুসারে যারা বৈধভাবে মালয়েশিয়ায় এসে ভিসায় উল্লেখিত নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ করছেন কিন্তু ভিসা রিনিউ করেননি বা ওভার স্টে হয়েছে তারা এ প্রক্রিয়ায় বৈধ হতে পারবেন। এছাড়া যারা নিজ কোম্পানিতে কাজ করেননি এবং নিয়োগ পাওয়া প্রতিষ্ঠান থেকে পালিয়ে গেছেন তারাও বৈধ হতে পারবেন। তবে ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে যারা এমন অনিয়ম করেছেন, তারাই এ সুযোগ পাবেন। এর পরবর্তী সময়ে কেউ এসব অপরাধ করলে তারা এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পাবেন না।

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক গবেষণার তথ্য বলছে, মালয়েশিয়ায় অবৈধ হয়ে পড়া বিদেশী কর্মীর ৪১ শতাংশই বাংলাদেশী। মালয়েশিয়ার প্রায় ৩০ লাখ বিদেশী কর্মীর ওপর পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। জরিপে অংশ নেয়া বিদেশী কর্মীর সাড়ে ১২ লাখ অবৈধভাবে সেখানে অবস্থান করছেন। সে হিসেবে মালয়েশিয়ায় প্রায় পাঁচ লাখ বাংলাদেশী কর্মী অবৈধভাবে রয়েছেন।

এর আগে ২০১৯ সালের ১ আগস্ট থেকে মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগ অবৈধ প্রবাসীদের ফেরাতে 'ব্যাক ফর গুড (বি-ফর-জি)' কর্মসূচির আওতায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার কার্যক্রম শুরু করে। এর মেয়াদ শেষ হয় ওই বছর ৩১ ডিসেম্বর। ওই সময় সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে অবৈধ হয়ে পড়া অনেক বাংলাদেশী দেশে ফেরেন। তবে এর পরও দেশটিতে রয়ে যান অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ায় যারা পরবর্তী সময়ে অবৈধ হয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ অবৈধ শ্রমিক মালয়েশিয়ার বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মার্কেটে কাজ করেন।

এদিকে গত বছর (২০২০) আগস্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জরিমানা দিয়ে এসব অবৈধ অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরার সুযোগ দেয় মালয়েশিয়া সরকার। জরিমানা দিয়ে নিজ দেশে ফেরার সুযোগ পেয়েছেন ছাত্র, পর্যটক ও ভ্রমণ ভিসায় গিয়ে অবৈধ হওয়া বিদেশীরা। তবে এ সুযোগ শুধু বাংলাদেশীদের জন্যই নয়, অন্যান্য দেশের অবৈধ হয়ে পড়া নাগরিকরাও এর আওতায় ছিলেন।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে দেশটিতে যান ৯৯ হাজার ৭৮৭ জন কর্মী। পরের বছর যান প্রায় ১ লাখ ৭৬ হাজার কর্মী। তবে কর্মী রফতানির নামে দুদেশের মধ্যে গড়ে ওঠে একটি চক্র। বাংলাদেশী ১০ রিক্রুটিং এজেন্সির গঠিত ওই চক্র হাতিয়ে নেয় কয়েক হাজার কোটি টাকা। এ অভিযোগে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশী কর্মী নেয়া বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৯ সালে দেশটিতে গেছেন মাত্র ৫৪৫ জন। পুনরায় কর্মী রফতানি শুরু করতে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে উচ্চপর্যায়ের একাধিক বৈঠকেও কোনো ফল আসেনি। যদিও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে রয়েছে কর্মীর চাহিদা, যা প্রতিনিয়তই দখলে নিচ্ছে ভারত, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এমনকি চীনের কর্মীরাও।

দেশ রূপান্তর
সোমবার
২৫ জানুয়ারি ২০২১, ১১ মাঘ ১৪২৭

করোনায় দারিদ্র্য ও বেকারত্ব

করোনাভাইরাস মহামারীতে দেশের অর্থনীতি আসলে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাতে সমাজে কতটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সেটা যথাযথভাবে নিরূপণে বিশদ গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে মহামারীর অভিঘাত থেকে অর্থনীতি বাঁচাতে বিভিন্ন খাতের উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সরকার যে সোয়া লাখ কোটিরও বেশি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বরাদ্দ ও বিতরণ করেছে সংশ্লিষ্ট খাতগুলোয় সেটা কতটুকু প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে সেটাও জানা জরুরি। কেননা, মহামারীর শুরুর দিকে লকডাউন পরিস্থিতির সময় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক নানা গবেষণা ও জরিপে বারবার দেশে ব্যাপকহারে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বৃদ্ধির নানা তথ্য-উপাত্ত সামনে আসছে। ইতিমধ্যেই দেশি-বিদেশি নানা জরিপে এসব তথ্য প্রকাশিত হলেও সরকার বিষয়টি কতটা আমলে নিচ্ছে সেটি স্পষ্ট নয়। কিন্তু এড়িয়ে গেলে কিংবা নীরব থাকলেই দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সংকট দূর হবে না। এজন্য বিশদ পর্যালোচনা ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং–'সানেম' শনিবার প্রকাশিত এক দেশব্যাপী জরিপের ফলে দাবি করেছে– করোনাকালে বাংলাদেশে সার্বিক দারিদ্র্যের হার বেড়ে ৪২ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০১৮ সালে ছিল ২১.৬ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ছিল ২৪.৩ শতাংশ। এর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার বেড়ে হয়েছে ২৮.৫ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে ছিল জাতীয়ভাবে ১২.৯ শতাংশ, ২০১৮ সালে ছিল ৯.৪ শতাংশ। এছাড়া করোনার প্রভাবে ব্যাপক হারে বৈষম্যও বেড়েছে। 'দারিদ্র্য ও জীবিকার ওপর কভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব : সানেমের দেশব্যাপী জরিপ' শিরোনামের এক ওয়েবিনারে প্রতিষ্ঠানটি এই দারিদ্র্য বৃদ্ধির তথ্য তুলে ধরে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল কভিড পূর্ববর্তী সময়ের সঙ্গে কভিড-পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও কর্মসংস্থানের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া। ২০১৮ সালে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে সানেমের করা জরিপের মধ্যে থেকে ৫ হাজার ৫৭৭টি থানার ওপর এই জরিপটি ফোনকলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ২০২০ সালের ২ নভেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী এই জরিপটি পরিচালিত হয়। লক্ষ করার মতো বিষয় হলো, করোনাকালে শহরাঞ্চলের মতো গ্রামাঞ্চলেও চরম দারিদ্র্য অত্যধিক হারে বেড়েছে। জরিপের ফল বলছে, গ্রামাঞ্চলে চরম দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালে ছিল ১৪.৯ শতাংশ, ২০১৮ সালে ১১.২ শতাংশ এবং মহামারীর সময়ে ২০২০ সালে গ্রামাঞ্চলে চরম দারিদ্র্যের হার বেড়ে হয়েছে ৩৩.২ শতাংশ। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে চরম দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালে ছিল ৭.৬ শতাংশ, ২০১৮ সালে ৬.১ শতাংশ কিন্তু ২০২০ সালে বেড়ে হয়েছে ১৯ শতাংশ।

অন্যদিকে, মহামারীকালে দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধির নানা পরিসংখ্যানও সামনে আসছে। সানেমের দারিদ্র্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত জরিপের ফল প্রকাশের দিনই তৈরি পোশাক খাতে করোনার অভিঘাত নিয়ে একটি গবেষণার ফল প্রকাশ হয়। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ম্যাপড ইন বাংলাদেশের (এমআইবি) যৌথভাবে পরিচালিত 'কভিড মহামারীর কারণে পোশাক খাতের নাজুক পরিস্থিতি, ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা ও পুনরুদ্ধার : মাঠপর্যায়ের জরিপ থেকে যা পাওয়া গেল' শীর্ষক এক প্রবন্ধে গবেষণাটির ফল তুলে ধরেন আয়োজকরা। এই গবেষণায় দাবি করা হয়েছে করোনায় দেশের অন্তত ৩ লাখ ৫০ হাজার পোশাক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। বেকার হওয়া পোশাক শ্রমিকদের এই সংখ্যা খাতটিতে মোট শ্রমিকের ১৪ শতাংশ। এছাড়া একই সময়ে ২৩২টি বা ৭ শতাংশ তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে। লে-অফ ঘোষণা করেছে ২ দশমিক ২ শতাংশ কারখানা। এছাড়া সামগ্রিকভাবে পোশাক খাতের জন্য যে প্রণোদনা প্যাকেজ রয়েছে, তা থেকে ৭০ শতাংশ কারখানার চাহিদা পূরণ হলেও বিজিএমইএ'র সদস্য নয়, এমন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ছোট কারখানা মিলিয়ে বাকি ৩০ শতাংশ কারখানা প্রণোদনার বাইরে থেকে গেছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের কারখানাগুলো বেশি বিপদে আছে। তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নিতে হবে। পাশাপাশি ছোট কারখানাগুলোর জন্য প্যাকেজ থেকে ঋণ নেওয়ার পদ্ধতি সহজ করতে হবে।

করোনা মহামারীতে দেশের অর্থনীতিতে এমন যেসব ক্ষতি হলো এটি কি স্বল্পমেয়াদি, নাকি এত বছরের অগ্রগতির ওপরে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ল, সেটি বিশদ ব্যাখ্যা দাবি করে। দেশের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি মহামারীতে কর্মসংস্থানে যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে সেসব চিহ্নিত করে বেকারত্ব দূরীকরণের নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এসব জরিপের ফল একই সঙ্গে এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, দেশে স্বাভাবিক সময়েও যেমন আয় বৈষম্য, সম্পদ বৈষম্য ও ভোগ বৈষম্য বজায় ছিল, মহামারীকালেও সেটা বজায় থেকেছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অসম। ফলে সামগ্রিকভাবে আয়, সম্পদ ও ভোগ বৈষম্য দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

The Financial Express
Tuesday | January 26, 2021

'Pandemic to raise human trafficking'

Experts suggest creating jobs at home

FE REPORT

The risk of human trafficking in the name of labour migration may increase following shrinking of job opportunities abroad through official channel during the pandemic period, said migration experts and rights activists in a webinar on Sunday night.

They emphasised creating more job opportunities at home, enforcing existing laws concerned, and launching awareness campaign to help prevent human trafficking.

They made the observations at the webinar - 'Dealing with Human Trafficking: Lessons Learned and Way Forward' - jointly organised by WARBE Development Foundation and EMK (Edward M Kennedy) Center.

Shariful Islam Hasan, Head of BRAC Migration Programme, said every year nearly 700,000 workers go abroad from Bangladesh.

But only 200,000 workers could go abroad in 2020 because of the coronavirus fallout. Besides, about 500,000 workers returned home since the pandemic breakout.

A large number of these workers are now facing job crisis in the country. Subsequently, human trafficking activities may increase in this situation. It is necessary to take appropriate measures to prevent this crime, he opined.

Mr Hasan also noted that the human trafficking law is not being enforced properly. About 5,000 cases have been filed under the law, but only five per cent of the cases have been settled so far.

He emphasised implementing the law duly and taking necessary efforts immediately to stop human trafficking to save overseas job seekers and workers.

Farida Yeasmin, Director of Bangladeshi Ovibashi Mohila Sramik Association (BOMSA), said human trafficking in the name of labour migration is increasing day by day in the country.

About 90 per cent of the local migrant workers go abroad with the help of middlemen. Many of these workers are being trafficked to their destination countries.

arafataradhaka@gmail.com

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১১ মাঘ ১৪২৭
Dhaka : Monday 25 January 2021

বেড়েছে জরিমানার অঙ্ক, কমেনি দুর্ঘটনা

- পাঁচ বছরে ১৬ হাজার দুর্ঘটনায় সাড়ে ১৫ হাজার মানুষের মৃত্যু
- ৫ বছরে জরিমানা ৬৩২ কোটি টাকা

বাকী বিল্লাহ

দেশব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনা বন্ধে পরিবহন আইন করাসহ নানা পদক্ষেপ নেয়ার পরও দুর্ঘটনা কমছে না। প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যাচ্ছেন। ২০১৬ সাল থেকে গেল ২০২০ সাল পর্যন্ত সারাদেশে ১৬ হাজারেরও বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় ১৫ হাজার ৬শ' ৬৭ জন মানুষ মারা গেছে। আহত বা পঙ্গুত্ববরণ করছে ১৪ হাজারেরও বেশি মানুষ। দুর্ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতে, গত ৫ বছরে যানবাহনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে (প্রসিকিউশন) ৬৩২ কোটি ৫৯ লাখ ৯৬৬ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। জরিমানার বিষয়টি ট্রাফিক বিভাগ কিছুটা বিবেচনা করে জরিমানা এখনও কম নেয়। নতুন আইনটি বাস্তবায়নে ট্রাফিক বিভাগ কাজ করছেন।

ট্রাফিক বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে জানা গেছে, সড়ক পরিবহন আইন কেউ অমান্য করলে মামলা ও জরিমানা করা হয়। এরমধ্যে কিছু মামলা স্পটে জরিমানা করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে টাকা পরিশোধ না করলে ২১ দিন সময় দেয়া হয়। এরমধ্যে টাকা জমা না দিলে পরবর্তীতে ৮১ দিনের মধ্যে জরিমানার টাকা না দিলে আদালতে পাঠানো হয়। সেখান থেকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা ও জরিমানা করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, করোনা মহামারীর কারণে ২০২০ সালে লকডাউন, যানবাহন কম চলাচলসহ নানা কারণে জরিমানা কম হয়েছে। এ সংখ্যা ৮৫ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। আর ২০১৯ সালে জরিমানা করা হয়েছে ১৬৬ কোটি, ৪১ লাখ ৮৫ হাজার ৫৬০ টাকা।

অন্যদিকে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৬ সালে ২ হাজার ৫শ' ৬৬টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় মারা গেছে ২৪৬৩ জন। আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করছে ২১৩৪ জন। ২০১৭ সালে ২৫৬২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৫১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ১৮৯৮ জন। ২০১৮ সালে ২৬০৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আহত হয়েছে ১৯২০ জন।

২০১৯ সালে ৪১৪৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪১৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আহত হয়েছে ৪৪১১ জন।

২০২০ সালে ৪১৯৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৯১৮ জনের মৃত্যু ও ৩৮২৬ জন আহত হয়েছে।

এ হিসাবে গত ৫ বছরে ১৬ হাজার ৮৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫ হাজার ৬শ' ৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করছে ১৪ হাজার ১৮৯ জন।

জরিমানা : ২০১৬ সালে ২০ লাখ ৬৯ হাজার ৮১২টি (প্রসিকিউশন) অভিযোগের ভিত্তিতে ৮৪ কোটি ১২ লাখ ৭৭ হাজার ৩৬১ টাকা জরিমানা। ২০১৭ সালে ২২ লাখ ৫৯ হাজার ৬৫২টি অভিযোগে ৯৯ কোটি ৭৬ লাখ ১৫ হাজার ১০৭ টাকা জরিমানা। ২০১৮ সালে ৩৩ লাখ ২৯ হাজার ২৬২টি অভিযোগে ১৯৬ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৯৯৭ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

২০১৯ সালে ৩৩ লাখ ৯৮ হাজার ৯৭১টি অভিযোগে ১৬৬ কোটি ৪১ লাখ ৮৫ হাজার ৬০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আর ২০২০ সালে ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৭৮টি অভিযোগে ৮৫ কোটি ৮৬ লাখ ৬১ হাজার ৯৮১ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ হিসাবে গত ৫ বছরে ৬৩২ কোটি ৫৯ লাখ ১৫ হাজার ৯৬৬ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ হিসাবে গত ৫ বছরে সারাদেশে ১৬ হাজার ৮৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫ হাজার ৬৬৭ জন নিহত ও ১৪ হাজার ১৮৯ জন আহত ও পঙ্গুত্ববরণ করে দিন কাটছেন। গত বছর করোনাকালীন লকডাউন, যানবাহন কম চলাচলসহ বিভিন্ন কারণে মামলা ও জরিমানা কম হয়েছে।

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সড়ক পরিহন আইন না মানা ও জনসচেতনতার অভাবে প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। দুর্ঘটনার মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের কারণে দুর্ঘটনা শতকরা ৩০ ভাগ, পথচারী অসতর্ক অবস্থায় রাস্তা পারাপারের সময় দুর্ঘটনায় মারা যায় শতকরা ২০ ভাগ। বড় গাড়ি থেকে ছোট অটোরিকশা (সিএনজি) ধাক্কা দেয়ার ঘটনায় শতকরা ২২ জনের মৃত্যু হয়। গাছে ধাক্কা লেগে বা ব্রেক ফেল করে উল্টে যাওয়ার কারণে শতকরা ৫ ভাগ মানুষ মারা যায়। দাঁড়ানো গাড়িতে ধাক্কা বা আঘাতে সড়ক দুর্ঘটনার শতকরা ৩ ভাগ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। আর দুই গাড়ির পাশাপাশি চাপা দেয়া বা ঘর্ষণের ঘটনায় শতকরা ৯ ভাগ মানুষ মারা যায়। আর রাস্তার ওপর গাছে আঘাতের কারণে শতকরা ২ ভাগ মানুষ মারা যাচ্ছে। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ ও সরকারি আইন মেনে যানচলাচল ও জনসচেতনতা বাড়লে দুর্ঘটনা কমতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১২ মাঘ ১৪২৭
২৬ জানুয়ারি ২০২১

করোনার প্রভাবে বিশ্বব্যাপী শ্রম আয় কমেছে ৮ দশমিক ৩ শতাংশ : আইএলও

এ বছরও গড়ে ৩ শতাংশ হারে কর্মঘণ্টা কমবে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

করোনার প্রভাবে ২০২০ সাল জুড়ে গড়ে কর্মঘণ্টা ৮ দশমিক ৮ শতাংশ কমেছে। পূর্বকালীন কর্মঘণ্টা হিসেবে ক্ষতি হয়েছে ২৫ কোটি ৫০ লাখ শ্রমশক্তি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) হিসেবে ২০০৯ সালে অর্থনৈতিক সংকটকালীন সময়ের চেয়ে এই ক্ষতি চারগুণ বেশি। গতকাল জেনেভাস্থ সদরদপ্তর থেকে প্রকাশিত 'আইএলও মনিটর : কোভিড-১৯ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ক'-এর সপ্তম সংস্করণে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। আইএলওর হিসেবে গত বছর কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ্বের ১১ কোটি ৪০ লাখ মানুষের। তার মধ্যে ৭১ শতাংশ মানুষ অর্থাৎ ৮ কোটি ১০ লাখ স্থায়ীভাবে কাজ হারিয়েছেন। অর্থাৎ এই মানুষগুলো করোনার প্রভাব মোকাবিলায় লকডাউন, প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন কারণে কাজ হারিয়েছেন। এই বিশাল ক্ষতির কারণে শ্রম আয় কমেছে গড়ে ৮ দশমিক ৩ শতাংশ। অর্থের পরিমাপে যার পরিমাণ ৩ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার বা বিশ্ব জিডিপির (স্থূল দেশজ উৎপাদন) ৪ দশমিক ৪ শতাংশের সমান।

সংস্থাটির বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, করোনার প্রভাবে সারাবিশ্বের পুরুষের তুলনায় নারীর কর্মসংস্থান তুলনামূলক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত বছর পুরুষের কর্মসংস্থান ৩ দশমিক ৯ শতাংশ হারালেও নারী কর্মসংস্থান হারিয়েছে ৫ শতাংশ। কাজ হারানো নারীদের বড় অংশ নতুন করে কাজ ফিরে পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে।

আইএলওর হিসেবে তরুণ শ্রমশক্তিতে বড় ধাক্কা লেগেছে। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণদের মধ্যে ৮ দশমিক ৭ শতাংশ কাজ হারিয়েছেন। তুলনামূলক বেশি বয়সিদের মধ্যে এই হার ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। এই তথ্য এক প্রজন্ম পিছিয়ে যাওয়ার দিকেই নির্দেশ করে।

বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, তুলনামূলক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আবাসন ও খাদ্য পরিসেবা খাত। এই খাতে গড়ে ২০ শতাংশ কর্মসংস্থান কমেছে। এর পরেই রয়েছে খুচরা বিক্রেতা এবং শিল্প উৎপাদনশীল খাত। ক্ষতিগ্রস্তের তৃতীয় সারিতে রয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ খাত, আর্থিক ও বিমা শিল্প। তবে বছরের শেষ দিকে কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করতে দেখা গেছে খনি এবং পরিবেসা খাতের কর্মসংস্থানে।

আইএলওর প্রতিবেদনে কিছু আশার দিকও শুনিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনার ভ্যাকসিন কার্যক্রম শুরু হওয়ায় এ বছর দ্বিতীয় ভাগে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে। এর পরেও করোনার রেশ থেকে যাবে। চলতি বছর গড়ে ৩ শতাংশ হারে কর্মঘণ্টা কমবে ২০১৯ সালের তুলনায়। এর ফলে ৯ কোটি পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের সমপরিমাণ ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

যদি ভ্যাকসিন কার্যক্রমে ধীর গতি হয় সেক্ষেত্রে শ্রমঘণ্টা কমতে পারে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। বর্তমান ধারণার চেয়েও দ্রুত গতিতে যদি ভ্যাকসিন কার্যক্রম এগোয় সেক্ষেত্রে ক্ষতি কমে ১ দশমিক ৩ শতাংশের মতো হতে পারে। সবকিছু নির্ভর করছে করোনা অতিমারি অবস্থা কতটা নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ব্যাবসায়িক আস্থা কতটা বৃদ্ধি পায় তার ওপর।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে দেশে দেশে লকডাউন জারি করা হয়। ব্যাপকভাবে শ্রমিকের কর্মঘণ্টা হ্রাস পায়। যা বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের শ্রম আয় ব্যাপক কমিয়ে দিয়েছে। মহামারির কারণে এরই মধ্যে কয়েক কোটি মানুষ চাকরি তো হারিয়েছেই, একই সঙ্গে ব্যাপক মাত্রায় কমেছে মজুরিও। ক্ষতির পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে তুলনামূলক দ্বিগুণ। প্রতিবেদনের বিষয়ে আইএলওর মহাপরিচালক গাই রাইডার উল্লেখ করেছেন, বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের চিহ্ন আশা জোগাচ্ছে কিন্তু এর প্রক্রিয়া ভঙ্গুর এবং অনিশ্চয়তা রয়েছে।

সমকাল
মঙ্গলবার। ২৬ জানুয়ারি ২০২১।

করোনার ক্ষতি ৯ মাসে পোষালেন ধনীরা

■ সমকাল ডেস্ক

বিশ্বজুড়ে দীর্ঘদিন থেকে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ছে। করোনাভাইরাস মহামারিতে এবার তা আরও বেড়েছে। অক্সফামের ভাষায়– পরিসংখ্যান রাখার শুরুর সময় থেকে বৈষম্য এখন সবচেয়ে বেশি। দেখা গেছে, কভিড ১৯-এর বিপর্যয়ের মধ্যেও ধনীরা স্বল্পতম সময়ে মাত্র ৯ মাসে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছেন। অন্যদিকে দরিদ্ররা এখনও ধুঁকছেন। এতে ভয়াবহ অর্থনৈতিক অসমতা দেখা দিয়েছে বিশ্বজুড়ে।

অক্সফামের প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা অক্সফামের প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল সোমবার বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) উদ্বোধনী দিনে বিশ্বে 'অসমতা ভাইরাস' বিষয়ক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিশ্বের এক হাজার শীর্ষ ধনী মহামারির ক্ষতি মাত্র ৯ মাসে পুষিয়ে নিয়েছেন। অথচ অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে থাকা কয়েকশ কোটি দরিদ্র মানুষের ক্ষতি কাটাতে এক দশকের বেশি সময় লাগতে পারে। অসমতা বাড়ার পাশাপাশি করোনার ৯ মাসে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে ৫০ কোটি হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, করোনা মহামারিতে অসমতা বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও উন্নত জীবনের সহজলভ্যতার ওপর। প্রতিবেদনে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ত্রুটিযুক্ত ও শোষণমূলক উল্লেখ করে বলা হয়, দীর্ঘদিনের আঁকড়ে থাকা বৈষম্য ও নিপীড়নসহ অবিচারকে দারিদ্র্যের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৭ জানুয়ারি ২০২১,

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অফিসে তালা দিল দক্ষিণ সিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সংগঠন স্ক্যাভেঞ্জার্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অফিস বন্ধ করে সেখানে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। সংস্থাটির সচিব মো. আকরামুজ্জামানের উপস্থিতিতে গতকাল মঙ্গলবার সকালে সেখানে তালা লাগানো হয়।

গতকাল দুপুরে নগর ভবনের চতুর্থ তলায় অফিসের সামনে অবস্থানরত পরিচ্ছন্নতাকর্মী (দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে) আবদুল করিম *প্রথম আলোকে* বলেন, এক সপ্তাহ আগে বেতনের দাবিতে তাঁরা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে যাওয়ার পর কথা-কাটাকাটি হয়। এ ঘটনায় চার পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে কর্মচ্যুত করা হয়। পাশাপাশি সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। এরপর তালা মারা হয়।

দক্ষিণ সিটির এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, স্ক্যাভেঞ্জার্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের আগে অফিস বন্ধ করতে সচিব দপ্তর থেকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে অফিসে তালা লাগানো হয়েছে।

অফিসে তালা দেওয়ার বিষয়ে দক্ষিণ সিটির সচিব আকরামুজ্জামানের মুঠোফোনে কল করা হলে তিনি তা ধরেননি। পরে তাঁর কার্যালয়ে গিয়ে কথা বলতে চাইলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি।

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবদুল লতিফ বলেন, প্রায় তিন মাসের মতো তাঁদের কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ। নির্বাচন চলাকালে অফিস বন্ধ রাখতে বলা হয়েছিল। আজ তাঁরা অফিসের চাবি বুঝিয়ে দিয়েছেন। পরে তারাও (সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ) তালা মেরে গেছেন।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৬, ২০২১

দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক তৈরিতে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হচ্ছে

—এলজিআরডি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের সব অদক্ষ শ্রমিককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এলজিইডির নির্মিত অবকাঠামোগুলোর গুণগত মান ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএমইটি, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং এলজিইডি মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম।

গতকাল রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ জার্মান টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এবং বাংলাদেশ কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের আদলে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে একটি 'নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে বিপুল সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিক রয়েছেন, যারা প্রশিক্ষিত হলে দেশের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবেন। ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতায় দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক গড়ে তোলা সম্ভব।

কারিগরি শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে সচেতনতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অনেকেরই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষাকে অর্থবহ করার জন্য কারিগরি শিক্ষার আরো সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

দেশে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের অর্থাৎ তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে হলে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের বিকল্প নেই জানিয়ে তাজুল ইসলাম বলেন, দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে জনশক্তি রফতানি করলে আত্মকর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা উভয় অর্জন করা সম্ভব।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আরো বলেন, দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে হলে প্রজন্মের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার প্রয়োজন।

সংবাদ
সোমবার ১১ মাঘ ১৪২৭
: Monday 25 January 2021

দারিদ্র্যের হার ২২-২৩ শতাংশের বেশি নয় : পরিকল্পনামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান বলেছেন, করোনার অভিঘাত মোকাবিলায় সরকারি প্রণোদনার প্রবাহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত সরকার ঘোষিত প্রণোদনা পৌঁছায়নি। তবে করোনাকালীন সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকার তার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছে বলে জানান তিনি।

গতকাল রাজধানীর এফডিসিতে 'শিল্প খাতে করোনার অভিঘাত মোকাবিলায় সরকারি উদ্যোগ' নিয়ে ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। মন্ত্রী বলেন, 'করোনার প্রথমদিকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রণোদনা দিতে গিয়ে তাড়াহুড়ার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সঠিক ব্যক্তিরা সেই প্রণোদনা পায়নি। এতে ১০ থেকে ১১ শতাংশ মিস ফায়ারিং হয়েছে।' 'তবে আমাদের ব্যাংকিং চ্যানেল অত্যন্ত ফরমাল হওয়ায় কখনও কখনও একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে করোনার প্রণোদনা পৌঁছাতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমরা যা কিছু করতে চাই না কেন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা অনেক সময় পিছিয়ে দেয়', বলেন তিনি। সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে দারিদ্র্যের হার ৪১ শতাংশ বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, এ সম্পর্কে পরিকল্পনামন্ত্রী আরও বেশি করে খোঁজখবর নেয়ার তাগিদ দিয়ে বলেন, 'বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ২২-২৩ শতাংশের বেশি নয়।' তিনি বলেন, 'বিনামূল্যে ঘর প্রদানে কোথাও কোথাও দু-একটি দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হলেও, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গৃহহীনদের জন্য এই ধরনের ব্যাপক আয়োজন খুবই প্রশংসনীয়।'

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১২ মাঘ ১৪২৭
২৬ জানুয়ারি ২০২১

জনশক্তি রপ্তানিতে আমাদের অবস্থান ও করণীয়

সৈয়দ মো. রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের গুরুত্ব অপরিসীম। রেমিট্যান্স-প্রবাহ সরাসরি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে গতিশীল করছে, পাশাপাশি জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে দেশের বিপুল বেকারত্ব লাঘব হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম অভিবাসী প্রেরণকারী দেশ। সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় অর্জনকারী ১০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান নবম। বিএমইটিএর হিসাব মতে, ১৯৭৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশি অভিবাসীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ২৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে। পোশাক খাতের পরে জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের জিডিপিতে অবদান রাখা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাত। বাংলাদেশের মোট জনশক্তি রপ্তানির ৩২.১১ শতাংশই যায় সৌদি আরবে এবং দেশে মোট আহরিত রেমিট্যান্স-এর ২০ শতাংশের বেশি আসে সে দেশ থেকে।

২০১৭ সালে বাংলাদেশ থেকে রেকর্ডসংখ্যক ১০ লাখ ৮ হাজার ৫২৫ জন কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়েছিল, তবে ২০১৮ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৭ লাখ ৩৪ হাজার ১৮১ জন এবং ২০১৯ সালে রপ্তানি হয় ৭ লাখ ১৫৯ জন। বাংলাদেশ থেকে যেসংখ্যক কর্মী বিদেশে যায় তার ১৫ শতাংশ নারী। ২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে সাড়ে ৭ লাখ নতুন কর্মী পাঠানোর লক্ষ্য থাকলেও করোনা মহামারির কারণে মাত্র ২ লাখ ১৭ হাজার ৬৬৯ জন কর্মীই প্রেরণ করা সম্ভব হয়। ফলে ৫ লাখের বেশি লোক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হারায়। এর ওপর করোনা ভাইরাসের কারণে চাকরি হারিয়ে দেশে ফেরত এসেছেন প্রায় সাড়ে ৩ লাখ কর্মী।

নানা কারণে বিদেশে শ্রমবাজার দিনে দিনে সংকুচিত হচ্ছে, অদক্ষ জনশক্তির চাহিদা দ্রুত কমে আসছে, অনেক দেশ দক্ষ কর্মী ছাড়া নিচ্ছে না। বিশ্বের শীর্ষ ১০ গন্তব্য দেশগুলোর ৭৫ শতাংশ উচ্চ দক্ষ অভিবাসী। বাংলাদেশে ৫ কোটি তরুণের ১১ শতাংশ বেকার। তাছাড়া, টিআইবির তথ্য মতে, বাংলাদেশে বিদেশী দক্ষকর্মী কাজ করছে ০.১৬ মিলিয়ন এর অধিক এবং এরা বছরে প্রায় ৩.১ বিলিয়ন ইউএস ডলার আয় করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব পেশায় দক্ষ কর্মীর চাহিদা রয়েছে তার মধ্যে; আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কম্পিউটার সিস্টেম অ্যানালিস্ট, রোবটিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বিগ ডাটা অ্যানালিস্ট, সিকিউরিটি এক্সপার্ট, কিউলিনারি সার্ভিস এবং নির্মাণশিল্প ইত্যাদি। তাছাড়া জাপান, কোরিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নার্সিং, বয়স্ক সেবা, ওয়েল্ডিং, কেয়ার গিভিং, পাইপ ফিটিং, প্লাম্বার, কৃষি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্যুরিজম ইত্যাদি পেশার চাহিদা রয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে দক্ষ জনশক্তির বিকল্প নেই। গত ২০ বছরে বিশ্বে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশে বিগত ১০০ বছরকেও ছাড়িয়ে গেছে। পরবর্তী পাঁচ বছর এই পরিবর্তন গত ২০ বছরকেও ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা কারিকুলাম/কারিগরি শিক্ষা পদ্ধতি এখনো পুরোনো ধাঁচের তাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। মধ্যপ্রাচ্যের ৭৫ শতাংশ নিয়োগকারীদের বাংলাদেশি শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতার ওপর আস্থানেই। তারা মনে করেন বাংলাদেশি কর্মীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব, সাংস্কৃতিক সচেতনতার অভাব, দুর্বল যোগাযোগ ও ভাষায় অদক্ষতা, আচরণগত সমস্যা, নির্মাণকাজের জন্য দুর্বল শারীরিক যোগ্যতা, আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে নেই তেমন ধারণা, পেশাদারি মনোভাবের অভাব, হোস্ট দেশগুলোর আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে নেই স্বচ্ছ ধারণা, স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা অনুসরণে অনিহা। তাই বাংলাদেশি শ্রমিকরা ভালো কাজে অগ্রাধিকার পায়না, নিম্নমানের ও নিম্নআয়ের কাজ করে। এছাড়া সৌদি আরব সরকার 'সৌদিকরণ কর্মসূচি' (প্রতি কারখানায় ২০ শতাংশ সৌদি নাগরিক থাকা বাধ্যতামূলক) শুরু করেছে, এর মাধ্যমে প্রবাসীদের জন্য ১২ ধরনের চাকরি বন্ধ ঘোষণা করেছে। আবার সৌদি আরবের ভিশন-২০৩০ অনুযায়ী পুরো সৌদি শ্রমবাজারে ৭০ শতাংশ সৌদি নাগরিককে নিয়ে আসার পরিকল্পনার কারণে দেশটিতে ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারও সঙ্কুচিত হতে যাচ্ছে। মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক ও লিবিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রায় বন্ধ। কুয়েতে মানব পাচারসংক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘটনায় বাংলাদেশি শ্রমিক প্রেরণের বিষয়টি পড়েছে হুমকিতে। কাতারে প্রতারক চক্রের কারণে দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। নানামুখী সংকটের মধ্যে লেবাননের শ্রমবাজার। অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশি অভিবাসীরা প্রতারিত হয়, প্রতারিতের বেশির ভাগই দালালনির্ভর হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

চলমান করোনা মহামারিতে জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও দেশে রেমিট্যান্স-প্রবাহ সচল রয়েছে। ২০২০ সালে প্রায় ৯.৫ মিলিয়ন বাংলাদেশি অভিবাসী ১৬৮টি দেশ থেকে ২১ হাজার ৭৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে, যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৩ হাজার ৩৯৭ মিলিয়ন ডলার বেশি। করোনার প্রভাবে এই সময় পারিবারিক প্রয়োজনে প্রবাসীরা বেশি পরিমাণে অর্থ পাঠিয়েছে, সরকারঘোষিত ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা তাদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত করেছে এবং আমদানি ব্যয় কমে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই রিজার্ভ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে, ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ, যা দিয়ে আট মাসের বেশি আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। তাই আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশ রয়েছে ভালো অবস্থানে। তবে করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব জুড়েই অভিবাসন খাতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সামনে অপেক্ষা করছে। তাছাড়া শ্রমবাজারে চাহিদাভিত্তিক দক্ষ জনশক্তির অভাবে বাজার সংকুচিত হচ্ছে। বিষয়টি অনুধাবন করে সরকারও শ্রমবাজার ধরে রাখতে এবং নতুন নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশের জন্য দক্ষকর্মী তৈরিতে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন, চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে কারিগরি প্রশিক্ষণের ট্রেড সংখ্যা ও সময়কাল বৃদ্ধি করেছেন, বিভিন্ন বিদেশি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করেছেন, কারিকুলামে পরিবর্তন এনেছেন, সংখ্যার চেয়ে গুণগত অভিবাসনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাই ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবসে বাংলাদেশের স্লোগান ছিল 'মুজিব বর্ষের আহ্বান, দক্ষ হয়ে বিদেশ যান'। তবে প্রত্যেক কর্মীর কারিগরি দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ব্যক্তি সচেতনতাও বহু সংস্কৃতির পরিবেশে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে, নিরাপদ অভিবাসনের জন্য সরকার নির্ধারিত করণীয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে। বিদেশি নিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনেতাদের পর্যবেক্ষণের ওপর কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু দক্ষতা অর্জনই নয়, নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের শ্রম উইংগুলোকে হারানো/ক্ষতিগ্রস্ত বাজার পুনরুদ্ধারে এবং উদীয়মান নতুন ও বিকল্প শ্রমবাজার নিশ্চিত করতে আরো উদ্যোগী হতে হবে। প্রতারণার পথ বন্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ, দালাল নির্ভরতা কমিয়ে প্রকৃত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী প্রেরণ এবং ইমেজ সংকট কাটিয়ে ওঠার কার্যকরি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। দক্ষ অভিবাসন শুধু লাভজনক বিনিয়োগই নয়, দেশের সুনাম, দেশে দেশে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের শক্ত সেতুবন্ধনও।

● লেখক : উপ-মহাপরিচালক (বিডি-৭), সেনাকল্যাণ সংস্থা (সেনাকল্যাণ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড)।

কালের কণ্ঠ
। ২৬ জানুয়ারি ২০২১

পেশাগত যোগ্যতায় শ্রমিকরা পেলেন স্বর্ণমুদ্রা

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

কর্ণফুলী ইপিজেডে অবস্থিত শ্রীলঙ্কান পোশাক কম্পানি মেসার্স এমএএস ইন্টিমেটস বাংলাদেশ (প্রাইভেট) লিমিটেডের ২০২ জন শ্রমিক তাঁদের পেশাগত যোগ্যতার জন্য 'গোল্ড কয়েন' লাভ করেছেন। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে এমএএস ইন্টিমেটস ও তাদের শ্রমিকদের মধ্যে যে সুসম্পর্ক আছে, তা প্রতিফলিত হয়।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সম্প্রতি শ্রমিকদের মধ্যে গোল্ড কয়েন বিতরণ করেন।

নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, 'বেপজা শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা-মালিক ঐকতানে বিশ্বাস করে এবং সর্বদা শ্রমিকদের অধিকার, কল্যাণ ও নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করে।'

তিনি আরো বলেন, এটি একটি অনুপ্রেরণামূলক উদ্যোগ, যা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রমিকদের অভিনন্দন জানান এবং আশা প্রকাশ করেন এ ধরনের কাজের মাধ্যমে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাবে।

এমএএস ইন্টিমেটস বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানের পাঁচ বছর ও ১০ বছর পূর্ণ শ্রমিকদের গোল্ড কয়েন প্রদানের মধ্য দিয়ে তাঁদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও নিষ্ঠাকে সম্মানজনক স্বীকৃতি দেয়।

এ সময় বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঙ্গে কর্ণফুলী ইপিজেডের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ এনামুল হক উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১৪ মাঘ ১৪২৭
২৮ জানুয়ারি ২০২১

গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অবদান

মুমতা হেনা মীম

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গ্রামীণ অর্থনীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। সেকথা আরো এক বার প্রমাণিত হয়েছে এ মহামারি করোনাকালে। সংকটে যখন দেশের শিল্প, সেবা, রপ্তানি ও অন্য খাতের শোচনীয় অবস্থা সেই সময়ে গোটা জাতিকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখে খাদ্য সংকটের সম্ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার এক অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কৃষি খাত। লকডাউনের কারণে অন্য সব খাত ও প্রবাসী আয় হতে অর্থের যোগান ব্যাপক হ্রাস পায়। এ সময়ে কৃষি খাতের বর্ধিত আয়ের মাধ্যমে সে ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ হওয়ার একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে অর্থনীতির অন্যান্য খাত জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর ঋণাত্মক প্রভাব ফেলেছে, সেখানে কৃষি খাত জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেই বুনিয়াদকে শক্তিশালী করেছে কৃষি খাত। আর এ কৃষি খাতকে যারা সচল রেখেছে, তাদের মধ্যে ৫৩ শতাংশই নারী।

নারীরা কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত ২১টি ধাপের মধ্যে মোট ১৭টি ধাপেই কাজ করে থাকেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদন মতে, ফসলের প্রাক-বপন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণনের সঙ্গে ৬৮ শতাংশ নারী কাজ করেন। কর্মক্ষম নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নারী কৃষিকাজে নিয়োজিত রয়েছেন। ঘরোয়া ও গ্রামীণ পরিবেশের হওয়ায় তারা সহজেই এ পেশার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন। তাছাড়া বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের পুরুষরা অধিক উপার্জনের আশায় শহরকেন্দ্রিক বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হওয়ার কারণে তাদের পারিবারিক কার্যাবলী নির্বাহ করার পাশাপাশি খাদ্য ও সামগ্রিক চাহিদা পূরণের জন্য নারীদের বিভিন্ন ধরনের কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হচ্ছে। পশুপালন, মৎস্য চাষ, খামার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে নারীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। এসব কাজে যুক্ত হওয়ার ফলে নারীরা যে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে তা লক্ষণীয়। দেশে গত এক দশকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ বাড়তি শ্রমশক্তির মধ্যে ৫০ লাখই নারী শ্রমিক। যদিও এসব নারী শ্রমিকের সিংহভাগই অবৈতনিক পারিবারিক নারী শ্রমিক। যেসব নারীরা স্বাবলম্বী তারা শিক্ষা দিয়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ছে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারছে, সব মিলিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীরা একটা বিশাল অবদান রাখছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর শ্রম আমাদের জিডিপি বৃদ্ধিতে যোগ হয় কিন্তু তারা তাদের শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাচ্ছে না। এমনকি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তারা শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতিও পাচ্ছে না। কৃষি খাতে প্রায় ৪৬ শতাংশ কাজই নারীরা করেন বিনা মূল্যে। ৭৭ শতাংশ গ্রামীণ নারী কৃষিসংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থাকলেও তাদের কাজের মূল্যায়ন কিংবা স্বীকৃতি সেভাবে করা হয় না। যার ফলে আমরা জাতীয় আয়ের যথার্থতা নিরূপণ করতে পারছি না। কৃষি থেকে প্রাপ্ত পারিবারিক আয়েও নারীদের ভাগ থাকে না। এটিকে তাদের প্রাত্যহিক ও পারিবারিক শ্রম হিসেবে গণ্য করা হয়, যার কারণে শ্রমের মজুরি দেওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না।

শ্রমশক্তির সংজ্ঞানুযায়ী, ২৯ শতাংশ নারীই কেবল শ্রমশক্তির অংশ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। অন্যদিকে কৃষিঋণসহ সব সরকারি সুযোগ-সুবিধা অধিকাংশ নারী কৃষকরা পায় না। এক্ষেত্রে নারীর নাম ব্যবহার করে পুরুষরা কৃষিঋণ তুললেও নারীদের কোনোরকম পরামর্শ তারা আমলে নেয় না। আবার কখনো নারীকে পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রেও নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়।

কৃষিতে সিংহভাগ অবদান রাখা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যগত সমস্যায় মানসম্পন্ন সেবা, যথাযথ চিকিৎসা ও নির্দেশনা, প্রয়োজনীয় ওষুধ সঠিকভাবে পাচ্ছেন না নারীরা। স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত এসব সেবা গ্রহণের জন্য তাদেরকে পুরুষের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাদের অনুমতি বা সম্মতি না পেলে সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হয় ঘরের কোনে। ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ও প্রান্তিক নারী কৃষি শ্রমিকেরা পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তাদের ঋণের জন্য মহাজনদের কাছে ধরনা দিতে হয়। চড়া সুদে ঋণ নিয়ে কখনো কখনো সর্বস্বান্ত হতে হয়। এমন করে চললে কৃষিপণ্য উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা রয়েছে। গ্রামের নারীরা কৃষিক্ষেত্রে কাজের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

একটি দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে হলে তার শেকড় আগে শক্ত করতে হবে। আর আমাদের শেকড় হলো গ্রামবাংলা। মহিরুহরূপে আছে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও কার্যক্রম। এর ফলে আমরা জাতীয় আয়ের প্রবাহ দেখতে পাই। এই ফলকে অধিক পরিমাণে ফলাতে হলে আমাদের পুরুষদের কাজের পাশাপাশি নারীদের কর্মকেও মূল্য দিতে হবে। তবেই আমরা দৃশ্যমান উন্নয়নের পাশাপাশি একটি সমৃদ্ধশালী-আদর্শ রাষ্ট্রের রোল মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং বিশ্বের দরবারে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারব।

● লেখক : শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ২৮ জানুয়ারি ২০২১

বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করছে নারীপক্ষ

কাল জাতীয় নারী সম্মেলন

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার মানুষের পক্ষে কাজ করছে নারীপক্ষ। যেখানে যখনই নারীর অধিকার লঙ্ঘনের খবর পাওয়া গেছে, সেখানেই ছুটে গেছেন নারীপক্ষের সদস্যরা। ব্যবস্থা নিয়েছেন তাৎক্ষণিকভাবে। পরে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনাও করেছে। এ সংগঠনের দীর্ঘমেয়াদি অনেক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নারীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকার, সহিংসতা রোধ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা।

'সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার কর্মসূচি' উপলক্ষে গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে নাসরীন হক সভাকক্ষে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। নারীপক্ষ বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীদের সঙ্গে এ মতবিনিময় সভা করেন।

এ সময় সংগঠনের পরিচিতি ও ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচি উপস্থাপন করেন নারীপক্ষের সদস্য কামরুন নাহার ও রওশন আরা বেবী। গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে নারীপক্ষের যোগাযোগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বক্তব্য দেন সদস্য সাবিনা ইয়াসমিন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন নারীপক্ষের আন্দোলন সম্পাদক তামান্না খান পপি, সদস্য সামিয়া আফরীন, নারগিস আক্তার ও নাজমা বেগম। উপস্থিত ছিলেন নারীপক্ষর জাহানারা খাতুন, উজ্জীমান আক্তার, রওশন আরা প্রমুখ।

এ সময় কামরুন নাহার বলেন, নারীরা পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে অধিকারসম্পন্ন নাগরিক ও মর্যাদাপূর্ণ মানুষ হিসেবে গণ্য হবে এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও নারীর অবস্থান রূপান্তরে নারীরাই নেতৃত্ব দেবে– এ স্বপ্ন নিয়ে পঁয়ত্রিশ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে নারীপক্ষ।

জাতীয় নারী সম্মেলন আগামীকাল থেকে : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারী মুক্তি আন্দোলনের ধারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে আগামী ২৯ জানুয়ারি শুক্রবার শুরু হতে যাচ্ছে নারীপক্ষের জাতীয় নারী সম্মেলন। কভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে দু'দিনব্যাপী এবারের সম্মেলনটি হচ্ছে ভার্চুয়াল মাধ্যমে।

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Thursday, January 28, 2021
Magh 14, 1427 BS: Jamadius Sani 14, 1442 Hijri

Loss of working hours and income

LOSS of both working hours and income has been the greatest fallout of the pandemic in the economic sector globally but it has been far acuter in the low-income countries including Bangladesh. The latest estimates in the seventh edition of the 'ILO Monitor: Covid-19 and The World of Work' released Monday warn how the road to recovery for this group of countries will prove daunting unless a timely recipe is adopted for each individual country depending on its ability to respond effectively. These countries will also need international support to tide over their constraints for vaccination in particular. Why working hour and income losses are more than the global average in these countries has not been detailed but it seems the reasons are not far to seek. Factories and industries as also the service sector in such countries, barring a handful, are yet to get standardised. Also more people are employed in the informal sector than in the formal sector. With limited capacity to absorb external shocks, the manufacturing and service sectors have few options other than terminating their employees.

The fact that lower-middle-income countries experienced 11.30 per cent loss of working hours as against the global average of 8.80 per cent in 2020 testifies to a weak manufacturing base and uneven and limited consumption pattern in society. The majority of population in such countries are mostly dependent on their daily wages or limited income for survival. When a pandemic strikes forcing closure of work avenues, they have hardly any savings to fall back upon. They are compelled to limit their expenditure to the minimum possible for mere survival. Individual families of this category may have had a meagre influence on the retail market but their huge number counts collectively and the market feels the bite. The important question here concerns living standard of the majority, which evidently is low.

In this global village, no one can be left out in order to advance prosperity in a selfish manner. This is perhaps the greatest lesson from this pandemic

To keep with the trend of highest working hour loss at 29 per cent in the second quarter, income erosion also registered a 12.30 per cent loss in 2020 as against 8.30 per cent in 2019. This is not unusual in times of economic crises. Both employers and wage earners could not but agree ona cut on the wages at a time when their co-workers were retrenched. This also explains why demand for goods ---non-essentials in particular ---fell and many small entrepreneurs went broke. Even government stimulus packages cannot keep these kinds of manufacturing units afloat as there are hardly any buyers for their products.

All this points to a simple conclusion that without raising the living standard of the common people, no country can fight a crisis like the coronavirus pandemic. Even rich countries with enough capacity for shock absorption totter because of yawning socio-economic disparities. So, there is a need for bridging this gap within a country and between and among countries. Poor countries with little means to carry out a vaccination programme must be helped on an emergency basis. This will be the number one prescription for not only those countries' turnaround but also for a speedy recovery of global economy. In this global village, no one can be left out in order to advance prosperity in a selfish manner. This is perhaps the greatest lesson from this pandemic.

কালের কণ্ঠ
১৪ মাঘ ১৪২৭। ২৮ জানুয়ারি ২০২১

ইপিজেডের কর্মপরিবেশে সন্তুষ্ট আইএলও

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এ দেশীয় পরিচালক টুমো পোটিআইনেন ইপিজেডের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও শান্তিপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

গতকাল বুধবার ঢাকায় বেপজা কমপ্লেক্সে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. নজরুল ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে এই মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় তিনি আশা প্রকাশ করেন, ইপিজেডের সক্ষমতা ও কর্মপরিবেশ আরো উন্নত হবে। এতে আইএলওর সার্বিক সহযোগিতা থাকবে।

অন্যদের মধ্যে বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. মাহমুদুল হোসাইন খান ও মহাব্যবস্থাপক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস) মো. খুরশিদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার ২৮ জানুয়ারি ২০২১

বণিক বার্তা

সমৃদ্ধির সহযাত্রী

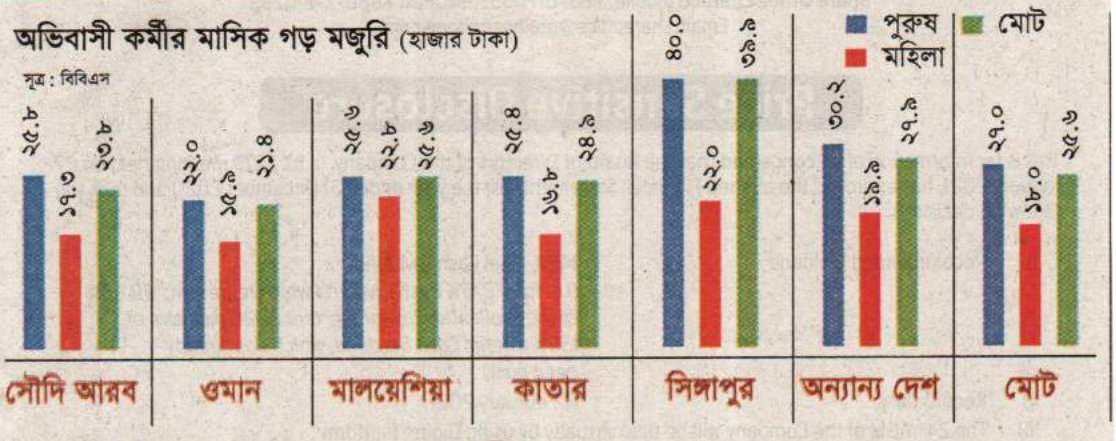

চুক্তি অনুযায়ী বেতন মেলে না প্রবাসী কর্মীদের

মনজুরুল ইসলাম ■

অভিবাসী কর্মী হিসেবে প্রায় তিন বছর ওমানে কাটিয়ে গত বছর জানুয়ারিতে ছুটিতে দেশে ফেরেন সিরাজগঞ্জের হামিদ আলী। ওমানে থাকাকালে একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন তিনি। তবে কভিড-১৯ সংকটে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে পুনরায় কাজে ফেরা হয়নি তার। আগে যে এজেন্সির মাধ্যমে ওমান গিয়েছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানটি বলছে, অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে চুক্তিপত্র সংগ্রহ করে ওমান যেতে পারবেন তিনি। সেটি না পাওয়া গেলে সৌদি আরবে পাঠানোর প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে হামিদ আলীকে। তবে এ মুহূর্তে সৌদি আরব, ওমান বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোনো দেশে যাওয়ার আগ্রহ নেই তার। কারণ এসব দেশে কর্মীদের চুক্তিতে উল্লিখিত পরিমাণে মজুরি পরিশোধ করা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তার নিজেরও এ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো নয়। এ কারণে তার ইচ্ছা, করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে এবার সিঙ্গাপুরে যাবেন হামিদ আলী। কারণ সেখানে প্রবাসী কর্মীদের বেতন-মজুরির পরিমাণ অন্যান্য দেশের চেয়ে তুলনামূলক বেশি বলে জানতে পেরেছেন তিনি।

হামিদ আলী বণিক বার্তাকে জানান, ওমানে যাওয়ার আগে এজেন্সি যে চুক্তিপত্র দিয়েছিল, সেটিতে বাসস্থান ও খাবারের ব্যবস্থাসহ বেতন হওয়ার কথা ছিল ২৮ হাজার টাকার বেশি। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেল, সব মিলিয়ে মাসে প্রায় ২১ হাজার টাকা করে বেতন পাচ্ছেন তিনি। কোম্পানি থেকে বাসস্থান দেয়া হলেও তিনবেলা নিজের খরচে খেতে হতো তাকে। সব খরচ বাদ দিয়ে প্রতি মাসে গড়ে দেশে পাঠাতে পারতেন ১৫ হাজার টাকা করে। এটুকুর জন্য প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হয়েছে তাকে। হামিদ আলী ওমান গিয়েছিলেন প্রায় ৩ লাখ টাকা খরচ করে। এ কারণে ফিরে আসাও সম্ভব হচ্ছিল না। তবে করোনার কারণে সব হিসাব বদলে গেছে। বর্তমানে তার ইচ্ছা তিনি সিঙ্গাপুরে যাবেন। সেখানে কাজ করেছেন এমন অনেক প্রবাসীর কাছে জানতে পেরেছেন, ওখানে ভালো বেতন পাওয়া যায়, আবার আবহাওয়াও প্রায় আমাদের দেশের মতো।

মজুরি নিয়ে প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা মালয়েশিয়া প্রবাসী রায়হানেরও। তিনি জানান, বৃকিত বিনতাং এলাকার একটি আবাসিক হোটেলে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর চাকরি নিয়ে ২০১৫ সালে মালয়েশিয়ায় যান তিনি। রিক্রুটিং এজেন্সি বলেছিল, মাসে প্রায় ৩০ হাজার টাকা বেতন দেয়া হবে। তবে মালয়েশিয়া গিয়ে দেখা গেল, মাসিক বেতন মিলছে সাকুল্যে ১৮ হাজার টাকা করে। বাকি টাকা কেটে রাখা হচ্ছে থাকা-খাওয়া বাবদ। দুই বছর পর বেতন বাড়ানো হলেও গত বছর কয়েক মাস অর্ধেক বেতন পেয়েছেন তিনি।

প্রবাসী কর্মীদের সঙ্গে বেতন নিয়ে বৈষম্যের বিষয়টি উঠে এসেছে সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক সাম্প্রতিক সমীক্ষাতেও। অভিবাসী কর্মীদের নিয়ে বিবিএসের 'অভিবাসন ব্যয় জরিপ' শীর্ষক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বিদেশে যাওয়ার আগে চুক্তির সময় রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যে বেতনের কথা বলে, প্রকৃতপক্ষে কর্মীরা সে অনুযায়ী বেতন পান না।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, অভিবাসী কর্মীদের সঙ্গে এজেন্সি এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর চুক্তি অনুযায়ী সিঙ্গাপুরে একজন কর্মীর মাসিক গড় বেতন হওয়ার কথা ৪৬ হাজার ৮৯৫ টাকা। এছাড়া গড় বেতন সৌদি আরবে হওয়ার কথা ২৬ হাজার ১৮০ টাকা, ওমানে ২৭ হাজার, মালয়েশিয়ায় ২৯ হাজার ৭২৩ ও কাতারে ২৯ হাজার ১৭৪ টাকা। সব মিলিয়ে বিভিন্ন দেশে অভিবাসী কর্মীদের সঙ্গে এজেন্সি ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে চুক্তি নির্ধারিত হয় মাসিক গড় বেতন ২৯ হাজার ৮৫৫ টাকা। এক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে পুরুষ কর্মীদের তুলনায় নারী কর্মীদের বেতন ধরা হয় অনেক কম। চুক্তিপত্রে যেখানে পুরুষ কর্মীদের জন্য নির্ধারিত গড় মাসিক বেতন ৩২ হাজার ২৮৩ টাকা, সেখানে নারী কর্মীদের জন্য গড়ে ধরা হয় মাত্র ২০ হাজার ২১১ টাকা করে। অন্যদিকে গৃহকর্মীদের চুক্তিপত্রে নির্ধারিত

ভাগ্য ফেরানোর স্বপ্ন নিয়ে প্রতি বছর মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছেন লাখ লাখ বাংলাদেশী কর্মী। বিদেশ যাত্রার আগে খরচ জোগাতে কেউ সম্পদ বিক্রি করছেন, কেউ নিচ্ছেন চড়া সুদে ঋণ। তবে বিদেশ পৌঁছেই স্বপ্ন ভঙ্গের মুখে পড়ছেন অনেকেই। বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসী কর্মীদের সমস্যা ও কষ্ট নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন

দ্বিতীয় পর্ব

দক্ষতাভেদে উপার্জিত মাসিক গড় বেতন

ধরন	মোট
দক্ষ	৩০,৫৬১
অদক্ষ	২৫,৭০০
গৃহকর্মী	১৬,৪৬৭
মোট	২৫,২৫৩

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

চুক্তি অনুযায়ী বেতন

শেষ পৃষ্ঠার পর

মাসিক বেতনের গড় মাত্র ১৮ হাজার ৬০৯ টাকা। এক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীদের জন্য গড় মাসিক আয় ধরা হয় ৩৪ হাজার ৭৩৪ টাকা করে। অদক্ষদের জন্য ধরা হয় ৩২ হাজার ৫৪ টাকা।

কিন্তু বাস্তবে বিদেশে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে প্রবাসী কর্মীদের বেতন মিলছে চুক্তির চেয়ে কম পরিমাণে। এর মধ্যে তুলনামূলক কম পরিমাণে বেতন মিলছে মধ্যপ্রাচ্যের ওমান ও প্রধান শ্রমবাজার সৌদি আরবে। সৌদি আরব প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের গড় বেতন মাত্র ২৩ হাজার ৮০০ টাকা। দেশটিতে বাংলাদেশে পুরুষ কর্মীদের গড় বেতন ২৫ হাজার ৮০০ টাকা। নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে গড় বেতন ১৭ হাজার ৩০০ টাকা। অন্যদিকে ওমানে পুরুষ কর্মীদের গড় আয় ২২ হাজার টাকা ও নারী কর্মীদের আয় ১৫ হাজার ৯০০ টাকা। মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ কাতারে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাসিক গড় আয় ২৪ হাজার ৯০০ টাকা। মালয়েশিয়ায় কর্মরত কর্মীদের গড় মাসিক বেতন ২৫ হাজার ৬০০ টাকা।

বিবিএসের সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, অভিবাসী কর্মীদের প্রকৃত মাসিক গড় বেতন মাত্র ২৫ হাজার ২৫৩ টাকা, যা নারী কর্মীর ক্ষেত্রে ১৭ হাজার ৩০২ টাকা। অন্যদিকে গৃহকর্মীদের প্রকৃত গড় মাসিক আয় মাত্র ১৬ হাজার ৪৬৭ টাকা। এছাড়া দক্ষ কর্মীদের প্রকৃত মাসিক গড় আয় ৩০ হাজার ৫৬১ টাকা ও অদক্ষদের ২৫ হাজার ৭০০ টাকা।

মাসিক বেতনের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছেন সিঙ্গাপুরে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীরা। দেশটিতে অবস্থানরত বাংলাদেশী পুরুষ কর্মীরা ৪০ হাজার ও নারী কর্মীরা ২২ হাজার টাকা করে গড় মাসিক বেতন পাচ্ছেন। তবে বেতন বেশি হলেও সিঙ্গাপুরের অভিবাসন ব্যয় বেশি। মাদারীপুর থেকে যাওয়া আলাউদ্দিন প্রায় ১১ বছর ধরে সিঙ্গাপুরের কনস্ট্রাকশন ফার্মে কাজ করছেন। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, প্রথমে যখন চাকরি নিয়ে সিঙ্গাপুরে আমি যাই, তখন আমার বেতন ছিল ২৫ হাজার টাকা। বর্তমানে আমি মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা করে পাচ্ছি। বাসস্থান ও খাবারের ব্যবস্থাও কোম্পানির পক্ষ থেকে করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে বেতন ভালো হলেও বর্তমানে অভিবাসন ব্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছে। করোনার আগমুহূর্তেও যারা এখানে এসেছে, তাদের একেকজনের এখানে আসতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭ থেকে ৯ লাখ টাকা। অভিবাসনের এ উচ্চব্যয় তুলতেই তাদের কয়েক বছর চলে যাবে।

জনশক্তি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) মহাসচিব (সাবেক) শামীম আহমেদ চৌধুরী নোমান জানান, সরকারি সমীক্ষায় প্রবাসী কর্মীদের বেতন-ভাতার একটি চিত্র উঠে এসেছে। কর্মীদের বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নির্ভর করে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর। কিছু ক্ষেত্রে বেতন কম দেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে কর্মীর দক্ষতা বাড়লে বেতন-ভাতা নিয়ে কোনো বৈষম্য থাকে না।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৮ জানুয়ারি ২০২১

বেতন ছাড়াই ফিরেছেন ৬৭% অভিবাসী শ্রমিক

ই-বই প্রকাশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে ফেরত আসতে বাধ্য হওয়া শ্রমিকদের ৬৭ শতাংশই বেতন নিয়ে ফিরতে পারেননি। আয় কমায় ফেরত আসা শ্রমিক পরিবারের মাসিক খরচেও টান পড়েছে। আগে যেখানে একেকটি শ্রমিক পরিবারের গড় খরচ ছিল ১৭ হাজার, করোনায় সেটা ৭ হাজার ৩০০ টাকায় নেমে এসেছে। ফেরত আসা পুরুষ শ্রমিকদের ৬০ শতাংশ, আর নারী শ্রমিকের ৩৮ শতাংশ পরিবারই এখন ঋণগ্রস্ত।

'দ্য আদার ফেস অব মোবিলাইজেশন, কোভিড-১৯, ইন্টারন্যাশনাল লেবার মাইগ্রেন্টস অ্যান্ড লেফট বিহাইন্ড ফ্যামিলিস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক ই-বইয়ে ফেরত আসা অভিবাসী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের এসব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ই-বইটিতে বিদেশ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হওয়া ২১টি জেলার ১০০ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ মোট ২৫০ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। অভিবাসন নিয়ে কাজ করা রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু) এবং বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম) যৌথভাবে এই ই-বই বের করেছে। গতকাল বুধবার এক ওয়েবিনারে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বইয়ের উদ্বোধন করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক হোসেন জিল্লুর রহমান।

ওয়েবিনারে হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, যে শ্রমিকেরা ফেরত আসছেন বা আসতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁরা কোন বিষয়ে দক্ষ, তা-ও বিবেচনায় নিয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে তাঁদের কাজে লাগাতে হবে।

ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন রামরুর নির্বাহী পরিচালক সি আর আবরার। রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী সঞ্চালনা করেন। অধ্যাপক সিদ্দিকী বলেন, করোনায় রেমিট্যান্স বেড়েছে, অথচ শ্রমিকদের পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, ৬১ শতাংশ পরিবারই কোনো টাকা পায়নি। বিদেশে বাড়ির ভেতরে যে নারীরা গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন, করোনায় তাঁদের চাহিদা বেশি থাকায় তাঁরা চাকরি কম হারিয়েছেন।

ওয়েবিনারে অংশ নেন অভিবাসন এবং উন্নয়ন বিষয়ক সংসদীয় ককাসের চেয়ারম্যান শামীম হায়দার পাটোয়ারি, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোতাহার হোসেন, ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রকাশ প্রকল্পের টিম লিডার জেরি ফক্স, আইসিভিএর নির্বাহী পরিচালক ইগনাসিও প্যাকের, গ্লোবাল স্টাডিজ অ্যান্ড গভর্ন্যান্স প্রোগ্রামের প্রধান অধ্যাপক ইমতিয়াজ হোসেন, আইসিএমসির সিভিল সোসাইটি অ্যাকশন কমিটি কো-অর্ডিনেটর কলিন রাজাহ, বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরীফুল হাসান প্রমুখ।

The Daily Star
DHAKA THURSDAY JANUARY 28, 2021

MIGRANTS SENT BACK INVOLUNTARILY

Form a guideline to evaluate their cases

Rights group urges govt

STAFF CORRESPONDENT

Bangladesh Civil Society for Migrants yesterday urged the government to develop a common guideline for case evaluation of migrant workers whom host countries have sent back involuntarily.

The government should look if the visas of workers were expired and if all the dues have been cleared in case of involuntary returns, the platform said.

It said with using data, the government and civil society can launch an international campaign for compensation and payment of wages.

The issues were raised during a webinar on the dissemination of the book "The Other Face of Globalisation: Covid-19, International Labour Migrants and Left-behind Families in Bangladesh".

The webinar was part of the e-symposium series 'Build Back Better' of Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU).

The book, published by BCSM and its member organisation RMMRU, highlights the challenges of Bangladeshi migrants due to the Covid-19 outbreak.

The book's content includes findings of a survey on 200 male and female migrants, interviews of 25 involuntarily returned migrants, and 30 left-behind female members of migrant households.

The study underscores the need for framing policies both at origin and destination countries to protect the migrants during emergencies.

The platform urged the government to continue generating data on return of migrant workers on annual basis.

It said registration process following due diligence needs to be conducted by Bangladesh missions before the workers are repatriated.

If any unpaid wages and other benefits remain pending, then the missions can take the power of attorney from the migrant and pursue settlements of claims subsequently, it added.

Stressing for one-time cash grant to the left-behind migrant households, the platform urged both civil society and research organisations in Bangladesh to maintain pressure on multilateral bodies to pursue advocacy with the destination countries to suspend involuntary repatriation of migrant workers during global or regional crisis.

It urged international community to push for enactment of emergency protection guidelines mandatory for all labour-receiving and -sending countries.

RMMRU Founding Chair Prof Tasneem Siddiqui said 67 percent of the involuntarily returned migrants left behind their unpaid wages.

Hossain Zillur Rahman, chairman of Power and Participation Research Centre (PPRC), said registering returnee migrants is an important issue to think about.

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 27.01.2021

Expatriate worker's body exhumed 3 months after burial

COURT – DHAKA

REZAUL KARIM

The body of Nadi Akhter, 17, a worker in Saudi Arabia, was exhumed on Monday for an autopsy, six months after her death and three months after burial.

Nadi died in Medina, Saudi Arabia on 14 August last year. The recruitment agency later reported she had committed suicide, although her family thinks she was murdered.

Her body arrived in Bangladesh on 29 October and was buried the next day.

The body was exhumed from Khilgaon Graveyard in the capital in the presence of Mohammad Mosharraf Hossain, assistant commissioner (Land) of Ramna, as a representative of Dhaka District Administration. The body was then sent to Dhaka Medical College Morgue under the supervision of Kalabagan Police Station.

The investigating officer in the case, Kalabagan Police Station Sub-Inspector Zakir Hossain, told The Business Standard (TBS) the body would be autopsied only as per court order.

The Children's Charity Bangladesh Foundation is assisting in the case. Barrister Abdul Halim, chairman of the Foundation, while talking to TBS, said it would not be possible to correctly identify the cause of death with an autopsy being performed six months after death.

He said, according to section 174 (2) of the Criminal Procedure Code, inquiry report, autopsy and DNA test are mandatory, but the investigation officer said only autopsy would be conducted.

Nadi Akhter's mother Beauty Begum demanded both an autopsy and a DNA test, he said.

Sohail Mahmud, head of the forensic medicine department at Dhaka Medical College, told TBS, "Although the body was brought to the morgue, the police have not yet provided the necessary documents. We asked for a translated copy of the post-mortem report done in Saudi Arabia. We will do a post-mortem after receiving all the documents."

He added, "If the police want to do a DNA test, we will do so."

Nadi's mother claimed the police buried the body in a hurry despite the family's request to delay the burial.

On 14 November, she filed a case against the recruitment agency (and other relevant parties) with the Kalabagan Police Station under the Prevention and Suppression of Human Trafficking Act.

The accused in the case are several officials from Dhaka Export RL, including its Managing Director A Rahman Lalon, Md Abdul Malek, Md Masum and a few others.

Beauty Begum alleged that Nadi had been subject to forced labour and the accused had conspired to kill her.

Following the family's plea, the Dhaka Chief Metropolitan Magistrate's Court gave an order to exhume Nadi's body on 3 December for the purpose of conducting an autopsy.

Nadi's body was exhumed on Monday for an autopsy, 6 months after her death, 3 months after burial

Section 174 (2) of CrPC, inquiry report, autopsy and DNA test are mandatory, but IO said only autopsy would be conducted as per court order

Nadi died in Medina, Saudi Arabia on 14 August last year

Nadi Akhter's mother Beauty Begum demanded both an autopsy and a DNA test, he said.

Exhuming the body 1.5 Months after the order raises questions

Legal expert Barrister Abdul Halim told TBS the criminal procedure clearly states that in such cases, the entire responsibility of exhuming the body lies with the relevant court. The court did not do so and simply continued passing the buck. As a result, it took about 1.5 months to exhume the body after the order was passed. The implementation of such orders is being delayed due to inadequate training of judges.

Also, according to the law, a corpse from overseas is to be buried only after an autopsy and post-mortem are performed. However, no autopsy was done after the body reached Bangladesh.

The Daily Star | JANUARY 29, 2021,

Protecting the rights of migrant workers

Govt. has the chance to play a historic role

WE agree with the Bangladesh Civil Society for Migrants (BCSM) that the government should develop a common guideline for case evaluation of migrant workers whom host countries have sent back involuntarily. The Covid-19 crisis has exposed just how vulnerable our migrant workers are and how terribly they are neglected during a time of major crisis, even though they too were adversely affected—perhaps even more so, being stuck in a foreign country under harsh conditions, or being forcefully sent back home without having their dues paid.

It is with this in mind that the rights group has urged the government to look at whether the visas of workers were expired and if all the dues had been cleared in case of involuntary returns. Using this data, the government with support from the civil society could launch an international campaign for the rightful compensation and payment of migrant workers' wages. BCSM and its member organisation Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) recently published a book highlighting how Bangladeshi migrant workers have faced overwhelming challenges during the Covid-19 outbreak. The book includes findings of a survey on 200 male and female migrants, interviews of 25 involuntarily returned migrants, and 30 left-behind female members of migrant households—thus on a smaller scale, it already attempted to acquire some data.

The study found an urgent need for framing policies both at origin and destination countries to protect the migrants during emergencies. It also suggested that the Bangladesh missions should conduct the registration process after doing due diligence before the workers are repatriated. And should workers' wages or other benefits remain pending after repatriation—which has happened in hundreds if not thousands of cases following the outbreak of Covid—then the missions can take the power of attorney from the migrants and pursue settlements of claims.

শুক্রবার ২৯ জানুয়ারি ২০২১

বণিক বার্তা

প্রবাসে যাওয়ার খরচ

ব্যাংক নয়, আত্মীয়-পরিজনই ৭০% অর্থ জোগান দেয়

ভাগ্য ফেরানোর স্বপ্ন নিয়ে প্রতি বছর মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছেন লাখ লাখ বাংলাদেশী কর্মী। বিদেশ যাত্রার আগে খরচ জোগাতে কেউ সম্পদ বিক্রি করছেন, কেউ নিচ্ছেন চড়া সুদে ঋণ। তবে বিদেশ পৌঁছেই স্বপ্ন ভঙ্গের মুখে পড়ছেন অনেকেই। বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসী কর্মীদের সমস্যা ও কষ্ট নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন

শেষ পর্ব

সূত্র: বিবিএস

মনজুরুল ইসলাম ■

২০১৩ সালের দিকে একবার মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা করেন যশোরের ইমরান হোসেন। সে সময় ভিসা, এজেন্সি ফি, উড়োজাহাজের টিকিটসহ বিভিন্ন খরচ বাবদ প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা দালালকে দেন তিনি। এজন্য পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ইসাপুর গ্রামের কৃষিজমিগুলো বন্ধক রেখেছিল তার পরিবার। তবে শেষ পর্যন্ত প্রতারিত হয়ে কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর থেকেই ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে। পরবর্তী সময়ে ২০১৬ সালের শেষদিকে সৌদি আরবে যেতে সক্ষম হন ইমরান হোসেন। এবার সব মিলিয়ে তার খরচ হয় প্রায় ৮ লাখ টাকা। পরিবারের সহায়তায় ওই অর্থ তিনি মোটা সুদে ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করেন চৌগাছা পৌরসভার এক এনজিও থেকে। চার বছর ধরে সৌদি আরবে প্রবাস জীবন কাটার পরও এখন পর্যন্ত সে ঋণের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে ইমরান হোসেনের পরিবারকে।

ইমরান হোসেন *বণিক বার্তাকে* বলেন, প্রথমবার যখন মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন ব্যাংকঋণের বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। তাই জমি বন্ধক রেখে অর্থ জোগাড় করেছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে সৌদি আরবে যাওয়ার সময় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যাংকে জামানত রাখার মতো কোনো সম্পত্তি ছিল না তার। ব্যাংকের কর্মকর্তারাও এ বিষয়ে তথ্য দিয়ে খুব বেশি সহায়তা করেননি সে সময়। বাধ্য হয়েই স্থানীয় একটি এনজিও থেকে ঋণ নিতে হয়েছে। জামানত হিসেবে রাখতে হয়েছে আত্মীয়-স্বজনের সুনাম।

এ প্রবাসী জানান, সৌদি আরবে এ পর্যন্ত তিনবার মালিক পরিবর্তন করতে হয়েছে। আকামা নবায়ন বাবদ প্রতি বছর ২ লাখ টাকার বেশি খরচ করতে হচ্ছে। এ কারণে বাড়িতে খুব বেশি অর্থ পাঠানো সম্ভব হয়নি। তাই এখন পর্যন্ত ঋণের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে পরিবারকে।

মালয়েশিয়া প্রবাসী শামীম রেজার গল্পও প্রায় একই। তিনি ২০১৭ সালে মালয়েশিয়ায় যান। এজেন্সির মাধ্যমে সব ব্যবস্থা করতে প্রায় ৪ লাখ টাকা খরচ হয় তার। শামীম রেজার অভিবাসন খরচের এ অর্থ জোগান দিয়েছে তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, পরিচিত একজনের কাছ থেকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের টেলিফোন নম্বর পেয়েছিলেন। তথ্য পেতে বেশ কয়েকবার ফোন করলেও কেউ সাড়া দেননি। পরবর্তী সময়ে ঢাকায় এসে ব্যাংকের হেড অফিসে গিয়েছিলেন তিনি। তখন ব্যাংক থেকে তার কাছে জামানতসহ বিভিন্ন তথ্যের অনেক কাগজ জমা দিতে বলা হয়েছিল। এসব জোগাড় হলেও দ্রুত ঋণ পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। তাই ব্যাংকের আশা বাদ দিয়ে পারিবারিক মাধ্যম থেকে অর্থ জোগাড় করেছিলাম।

অভিবাসনের অর্থ জোগান দিতে ব্যাংকের নগণ্য ভূমিকার বিষয়টি উঠে এসেছে সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সমীক্ষাতেও। অভিবাসী কর্মীদের নিয়ে বিবিএসের 'অভিবাসন ব্যয় জরিপ' শীর্ষক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বিদেশে যাওয়া ব্যক্তিদের তিন-চতুর্থাংশই ঋণ করেন। এসব ঋণ আত্মীয়স্বজন, এনজিও বা মহাজনদের কাছ থেকে নিয়েছেন। অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক গঠন করা হলেও সেখান থেকে ঋণ নেয়ার প্রবণতা খুবই কম। খুব অল্পসংখ্যকই ঋণ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাংক নয়, আত্মীয়-পরিজনই

শেষ পৃষ্ঠার পর

পেয়েছেন ব্যাংক থেকে। নারীদের চেয়ে পুরুষরাই বেশি ঋণ নিয়ে বিদেশ গেছেন। ৮১ শতাংশ পুরুষ কর্মী আর ৫৬ শতাংশ নারী কর্মী ঋণ নিয়ে বিদেশে গেছেন।

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবাসী বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন থেকে টাকা নিয়েছেন। আর পরিবারের কাছ থেকে অর্থ পেয়েছেন ২৮ দশমিক ২ শতাংশ, ২০ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবাসী এনজিওর কাছ থেকে এবং ১৫ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবাসী মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বিদেশ গেছেন। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিদেশে গিয়েছেন মাত্র ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। এছাড়া জমি বিক্রি বা বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করেছেন ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ, সমবায় সমিতি থেকে ১ দশমিক ৪ শতাংশ, জমিদারের কাছ থেকে ১ দশমিক ২ শতাংশ এবং অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ নিয়ে বিদেশে যান ১ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবাসী।

বিশেষায়িত ব্যাংক থাকা সত্ত্বেও ঋণগ্রহীতারা চড়া সুদে অন্য উৎসের ঋণে কেন ঝুঁকছে—এমন প্রশ্নের জবাবে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. এবনুজ জাহান *বণিক বার্তাকে* বলেন, বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে বিদেশগামীদের জামানত লাগছে না। ঋণ পেতে আগে যেসব জটিলতা ছিল, তা-ও দূর করা হচ্ছে। যার ফলাফল দেখা গেছে গত কয়েক মাসের ঋণ বিতরণের সূচকেই। গত নভেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ছিল ১৪ কোটি টাকা। দুই মাসের ব্যবধানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি। ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বর্তমানে আড়াই হাজারের বেশি। ঋণের জন্য এখন আর হেড অফিসে আসতে হচ্ছে না। শাখাগুলো থেকেই সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমানে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ৭১, যা আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যেই ৮০ ছাড়িয়ে যাবে।

তিনি বলেন, ঋণ বিতরণের নীতিমালা পরিবর্তন করে প্রবাসীবান্ধব করা হচ্ছে। তবে এত বিশালসংখ্যক প্রবাসীর তুলনায় ব্যাংকের সক্ষমতা অনেক কম। বর্তমানে ব্যাংকের স্থায়ী জনবল মাত্র ২৭০ জন। এ কারণে সেবার ব্যাপ্তি বাড়াতে আরো জনবল নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।

সমীক্ষায় উঠে এসেছে, জরিপ চলার সময় পর্যন্ত বিদেশে যাওয়ার জন্য যারা ঋণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে প্রায় ১২ দশমিক ৫ শতাংশ পুরুষ কর্মী ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারায় জামানতের মালিকানা হারিয়েছেন। নারীদের মধ্যে জামানতের মালিকানা হারানোর হার ১৬ শতাংশ। সার্বিকভাবে ১২ দশমিক ৭ শতাংশ অভিবাসী ঋণ ফেরত দিতে না পারায় জামানত হারিয়েছেন।

জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সব মিলিয়ে একজন অভিবাসীর বিদেশ যেতে গড়ে ব্যয় হয়েছে ৪ লাখ ১৬ হাজার ৭৮৯ টাকা। এর মধ্যে নারী কর্মীর গড় অভিবাসন খরচ ১ লাখ ১০২ টাকা, আর পুরুষ কর্মীর অভিবাসীর খরচ ৪ লাখ ৭১ হাজার ৬৬৮ টাকা।

তবে প্রকৃত খরচের সঙ্গে সরকার নির্ধারিত ব্যয়ের কোনো মিল নেই জানিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, সিঙ্গাপুর যেতে সরকার ২ লাখ ৬২ হাজার ২৭০ টাকা বেঁধে দিলেও বাস্তবে ব্যয় হচ্ছে ৫ লাখ ৭৪ হাজার ২৪১ টাকা। সৌদি আরবে ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা বেঁধে দেয়া হলেও বাস্তবে ব্যয় হচ্ছে ৪ লাখ ৩৬ হাজার ৩৬৬ টাকা। মালয়েশিয়ায় ১ লাখ ৬০ হাজার টাকার জায়গায় লাগছে ৪ লাখ ৪ হাজার ৪৪৮ টাকা। কাতার যেতে ১ লাখ ৭৮০ টাকা নির্ধারণ করা হলেও বাস্তবে ব্যয় হচ্ছে ৪ লাখ ২ হাজার ৪৭৮ টাকা। ওমান যেতে ১ লাখ ৭৮০ টাকা ব্যয়ের কথা সরকারি হিসাবে থাকলেও বাস্তবে ব্যয় হচ্ছে ৩ লাখ ৮ হাজার ৪৭ টাকা।

উল্লেখ্য, ২০১৫ থেকে ২০১৮ সময়ে যারা অভিবাসী হয়েছেন, তাদের পরিবারের মধ্যেই দৈবচয়নের ভিত্তিতে জরিপটি করে বিবিএস। এজন্য জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) থেকে অভিবাসীদের তথ্যভাণ্ডার সংগ্রহ করা হয়। এ সময়কালে দেশের মোট অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা ছিল ২৭ লাখ ৩ হাজার। এর মধ্যে ৮৫ শতাংশ ছিলেন পুরুষ। ৪ লাখ বা ১৫ শতাংশ ছিলেন নারী। এ ক্ষেত্রে দৈবচয়নের ভিত্তিতে উত্তরদাতা ছিল আট হাজার অভিবাসী পরিবার। গত বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ দুই মাস ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে জরিপটি করেছে বিবিএস।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৫ মাঘ ১
২৯ জানুয়ারি ২০২১

দেশের ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ৮০ শতাংশ নারী

ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতা সম্মাননা পদক পেলেন পাঁচ উদ্যোক্তা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জয়িতাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীবান্ধব বিপণি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অনলাইনভিত্তিক ই-কমার্সের যে জয়জয়কার অবস্থা বিরাজ করছে, তার পেছনে রয়েছে জয়িতা কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বর্তমানে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন নারী উদ্যোক্তারা। ফলে নারীরা আর্থিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়েছেন। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তন অনলাইনে 'ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতা সম্মাননা প্রদান' অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

২০১৯-২০ সালের ঢাকা বিভাগের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পাঁচ জয়িতা হলেন—অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী মিরপুরের আয়শা জেসমিন, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারায়ণগঞ্জের ড. জেবউননেছা, সফল জননী ক্যাটাগরিতে শরীয়তপুরের ছৈয়দা রিজিয়া বেগম, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করা টাঙ্গাইলের রবিজান এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় ঢাকা জেলার দোহারের লাইলী বেগম এই সম্মাননা পান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার-সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কৌশল-নীতি এবং আইন প্রণয়ন করেছেন এবং তা বাস্তবায়ন করেছেন। যা নারীর ক্ষমতায়নে রোল মডেল সৃষ্টি করেছে। সারা বিশ্বে যা প্রশংসিত হয়েছে। সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম, যা এশিয়ায় শীর্ষে। যেখানে ভারতের অবস্থান ১১২তম। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। আমেরিকা, জাপান, চীনসহ অনেক পরাশক্তির দেশও বাংলাদেশের পিছনে। তিনি আরো বলেন, নারীরা যোগ্যতার সঙ্গে দেশের জন্য অবদান রাখছেন। তার প্রমাণ আমার পাশে বসে আছেন সিনিয়র সচিব, দুই জন অতিরিক্ত সচিব। এছাড়াও নারীরা এসপি, ডিসি, ভিসি, ওসি, নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী এবং বিমান বাহিনীতেও উচ্চপদে বহাল আছেন। এ দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, স্পিকার নারী, সংসদ উপনেতাও নারী। যা বিশ্বে বিরল। পুরুষের তুলনায় নারীরা এগিয়ে আছেন। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি লেভেলে নারী শিক্ষার হার বেশি। নারী শিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে পিস ট্রি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কাজী রওশন আক্তার বলেন, জয়িতা মানেই চোখে ভেসে উঠবে, জয়ী নারীর প্রতিচ্ছবি। যারা সমাজের হাজারো নারীকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করছেন। সরকার নারী উন্নয়নের জন্য নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করছে।

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মো. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের ঢাকা কার্যালয়ের উপপরিচালক ফাতেমা জহুরা। আরো উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ঢাকার জেলা প্রশাসকসহ বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ।

The Daily Star JANUARY 30, 2021,

BATTERY-RUN RICKSHAWS ON DSCC ROADS

Defying ban, they keep on running

RAFIUL ISLAM

"Run," shouted battery-powered rickshaw driver Sajib to his cohorts. A police van was approaching their group of five standing at the Section area beside Gabtoli-Babubazar Road near Kamrangirchar, and they could not afford to stay still.

In the blink of an eye, all five dispersed. From their initial position, they moved to places where police could not get to them. But as soon as the van left, they were back at it again.

This is an example of how unauthorised battery-run rickshaws and rickshaw-vans continue to operate in the city, despite a High Court ban, a scenario witnessed first-hand by this correspondent. The HC on March 8, 2015 banned plying of such rickshaws, as they have no proper licence.

However, six years on, authorities seem to remain negligent in acting against them, even after Dhaka South City Corporation Mayor Sheikh Fazle Noor Taposh on September 13 last year announced to go on the offensive against all such vehicles in the area.

Visiting DSCC areas including Kamrangirchar, Lalbagh, Islambagh, Gendaria, Demra and Konapara, this correspondent saw the rickshaws plying here and there. Drivers said it is not too difficult to evade authorities.

"Whenever we see the cops, we flee or divert our direction. If we get caught, they charge us Tk 1,200 as wrecker fee," said Sajib.

Allegations are rife that illegally modified vehicles operate on the roads, despite the ban, by bribing police and ruling party men. Insiders say it is a crore-taka ring, complete with ruling party members, local influentials, and law enforcers as stakeholders.

They allegedly take Tk 20-50 from each driver daily, and provide them with a "permisison" card.

But after Taposh's announcement, this card system was annulled in many areas. Battery-run rickshaw drivers said ever since the announcement, police have started to fine them whenever they are caught. Despite the fining system, authorities are apparently allowing the unauthorised vehicles to run.

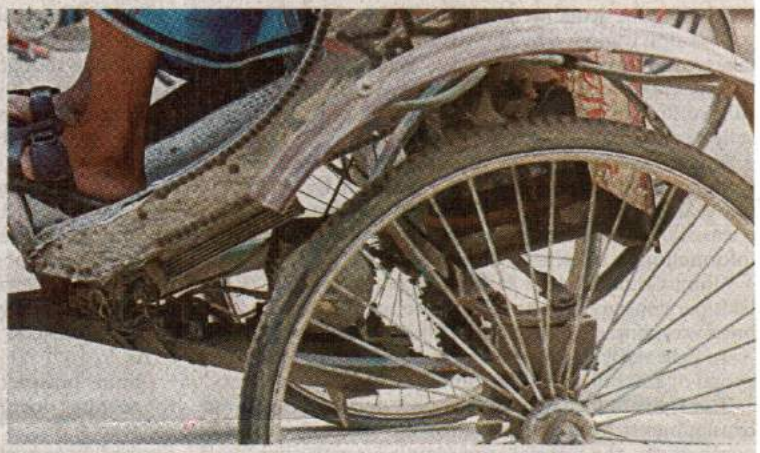

Following the High Court ruling in 2015, number of illegal battery-run rickshaws were decreasing in DSCC's streets. However, during the pandemic, when monitoring was relaxed, their presence increased manifold, leading to DSCC banning the vehicles in September last year. This photo was taken from Mugda area yesterday.

PHOTO: SK ENAMUL HAQ

"Before the mayor's announcement, we could freely drive from Azimpur to Lalbagh or Kamrangirchar with permit cards. Now, police are constantly on our tail," said Sajib.

"Sometimes, they give us a fine slip. When we get them, we can go through the day, producing the slip whenever stopped, but the hide and seek resumes the next day," said Sujan, another rickshaw driver from Lalbagh.

The actual number of such vehicles is hard to approximate, but DSCC officials estimated it to be somewhere around 30,000-40,000.

According to statistics of Accident Research Institute of Buet, around seven to eight percent of all accidents occur due to such vehicles.

Jahir Uddin, who owns six battery-rickshaws in Lalbagh, said they are still running on the streets, but drivers are now facing more challenges. "A battery-run rickshaw costs nearly Tk 50,000. Drivers pay a daily 'joma' of Tk 350 per battery-rickshaw, instead of Tk 100 for a regular one. That's why we keep them running [despite the ban]."

Salek Mia of Demra said he bought five such rickshaws on loan right before the pandemic hit. "How will I pay off my debt if we cannot run those?"

DSCC spokesperson Md Abu Nasher said registration and application renewal process of vehicles like rickshaws, vans, horse carts in DSCC has started after 34 years to bring public transportation in order.

"After DSCC started drives since October 4 last year, new requests have started flooding in from owners and drivers of these battery-run vehicles, seeking time to convert them into normal rickshaws," he said. "We have decided to give them the opportunity to convert the vehicles and appeal for registration in the second phase."

In the second phase, from January 10 to March 30, DSCC has already received 20,000 new registration applications. Once it ends, DSCC will take stern actions against the illegal vehicles, he said.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার
২৯ জানুয়ারি ২০২১ । ১৫ মাঘ ১৪২৭

নারী নির্যাতন দমনে নতুন আইনের সুপারিশ

থাকছে ধর্ষণের ঘটনায় আইনানুগ গর্ভপাতের বিধান, বন্ধ হবে ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ, গৃহকর্মী নির্যাতনেও শাস্তির বিধান

আরাফাত মুন্না

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনের পরও কমেনি ধর্ষণসহ নারীর প্রতি সহিংসতা। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও এসব বেড়েই চলেছে। তাই এবার ধর্ষণসহ নারী নির্যাতন দমনে নতুন আইনের সুপারিশ করেছে আইন কমিশন। সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বাধীন আইন কমিশন সম্প্রতি ১৩ পৃষ্ঠার প্রস্তাবনা ও ২৯ পৃষ্ঠার নারী নির্যাতন দমন আইনের খসড়া সংসদে বিল আকারে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে।

প্রস্তাবিত খসড়া পর্যালোচনা করে জানা গেছে, 'নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০২১' নামের প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় ধর্ষণের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হলে আইনানুগভাবে গর্ভপাতের বৈধতা দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ১৬ বছরের নিচে কোনো শিশুর সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক হলে তাও ধর্ষণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় ধর্ষণের সুষ্ঠু তদন্তে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তদন্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের জবাবদিহির বিষয়েও বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর প্রতিপালনের জন্য ধর্ষক পিতা বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার বিধানও যুক্ত

নারী নির্যাতন দমনে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] করা হয়েছে প্রস্তাবিত খসড়ায়। প্রস্তাবিত খসড়ায় ধর্ষণসহ নারী ও শিশু নির্যাতনে অভিযুক্তকে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন দন্ডের পাশাপাশি যে কোনো মেয়াদের দন্ড প্রদানের ক্ষমতা বিচারককে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে কোনো অভিযুক্তকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হলে কী কারণে ওই দন্ড দেওয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা রায়ে বিচারককে উল্লেখ করতে হবে। এ ছাড়া বিচারকালে ধর্ষণের শিকার নারীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না আসামিপক্ষ। এ উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য আইনের ১৫৫ ধারা বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে খসড়ায়। একই সঙ্গে গৃহকর্মীর ওপর বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতনের বিষয়টিও অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্তি ও শাস্তির বিধান রেখে নারী নির্যাতন দমন আইনের পূর্ণাঙ্গ নতুন খসড়া প্রণয়ন করেছে আইন কমিশন। এ বিষয়ে আইন কমিশনের মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ফউজুল আজিম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে ধর্ষণসহ নারী নির্যাতন বেড়ে গেছে। এসব দমনে বর্তমানে যে আইনটি রয়েছে তা ২০ বছর আগের। এ জন্যই আইনটি যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।' তিনি বলেন, 'বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে মাঠপর্যায়ের গবেষণা, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মতামত, দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য রায়ের ভিত্তিতে নতুন এ আইনের খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার ইতিবাচক পদক্ষেপ। বিল আকারে সংসদে উপস্থাপনের জন্য খসড়াটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।' এ আইনের বিষয়ে বাকি কাজ মন্ত্রণালয়ই করবে বলে জানান তিনি। নতুন আইন তৈরির প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে আইন কমিশনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ প্রণয়নের পর প্রথম দিকে কয়েক বছর মোটামুটি প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছিল। তবে এখন আইনটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণ সন্তোষজনক নয় বলে সাম্প্রতিক গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষায় উঠে এসেছে। আইনের অপপ্রয়োগের হারও আশঙ্কাজনক। ফলে আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করতে ও গুরুদন্ড আরোপে সাবধানতা অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছেন বিচারকরা। তা ছাড়া ২০১৩ সালে শিশু আইন নামে একটি পৃথক আইন করা হয়েছে, তাই শুধু নারীর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে নারী নির্যাতন দমন আইন প্রণয়ন প্রয়োজন। আইন কমিশন বলছে, যেহেতু নারী বলতে সব বয়সের নারী বোঝায় সেহেতু মেয়েশিশুরা নারী জাতিভুক্ত এবং নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত বিশেষ অপরাধসমূহ অর্থাৎ ধর্ষণ শিশুসহ যে কোনো বয়সের নারীর ওপরই সংঘটিত হতে পারে। এ জন্য নারী শিশু ও পুরুষ শিশু উভয় শিশুর ওপর সাধারণভাবে সংঘটিত অপরাধগুলো একটি পৃথক আইনের আওতাভুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। এ কারণে বিদ্যমান আইনের ওপর বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের মতামত নেওয়া হয়। পরে বিদ্যমান আইনটি পর্যালোচনা শেষে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন আইনের খসড়া করে কমিশন। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, বিদ্যমান আইনেও ধর্ষণের শাস্তির বিধান রয়েছে; কিন্তু ধর্ষণের সংজ্ঞা ১৮৬০ সালের পেনাল কোডে বর্ণিত সংজ্ঞাই রয়ে গেছে। বিশ্ব পরিস্থিতিতে নানা প্রকৃতির ধর্ষণ ঘটেছে। উন্নত বিশ্বে অনেক যৌন নির্যাতনকে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। কাজেই বর্তমান বাস্তবতায় ধর্ষণের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তা ছাড়া ধর্ষণ ছাড়াও বিকৃত যৌন অপরাধগুলোও সংজ্ঞায়িত করে শাস্তির আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এ জন্য আইনে ধর্ষণসহ সংশ্লিষ্ট ১৪টি বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

সমকাল
শুক্রবার । ২৯ জানুয়ারি ২০২১ ।

সেই রায়হান চাকরি পেলেন ব্র্যাকে

■ সমকাল প্রতিবেদক

করোনাকালে অভিবাসীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নিয়ে গণমাধ্যমে বক্তব্য দিয়ে মালয়েশিয়ায় কারাভোগ করা বাংলাদেশি তরুণ রায়হান কবির বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে নিয়োগ পেয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রায়হানের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের প্রধান শরিফুল হাসান। মাইগ্রেশন প্রোগ্রামে ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তিনি। শরিফুল হাসান জানান, রায়হান যেভাবে প্রবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন, সেটি যে কাউকে মুগ্ধ করবে। রায়হান সব সময় প্রবাসীদের জন্য কাজ করতে চেয়েছিলেন। ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামে তিনি সেই সুযোগ পাবেন। প্রবাসীদের বিমানবন্দরে জরুরি সেবা দেওয়ার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরের উল্টো দিকে ব্র্যাকের একটি তথ্য ও সেবা কেন্দ্র রয়েছে। সেখানেই রায়হান কাজ করবেন বলে জানান শরিফুল হাসান।

নিয়োগপত্র পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রায়হান কবির বলেন, প্রবাসীদের জন্য কিছু করার ইচ্ছা ছিল অনেক আগে থেকেই। মালয়েশিয়ায়ও সেটা করেছি। এখনও করব।

গত বছরের ৩ জুলাই আলজাজিরার ইংরেজি অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে 'লকডআপ ইন মালয়েশিয়ান লকডাউন-১০১ ইস্ট' শীর্ষক এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বাংলাদেশিদের নির্যাতনের তথ্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন রায়হান কবির। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মালয়েশিয়ার পুলিশ তার বিরুদ্ধে সমন জারি করে। ২৪ জুলাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২২ আগস্ট তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২১,

ঝুঁকি

কোনো রকম নিরাপত্তাব্যবস্থা ছাড়াই ঝুঁকি নিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে কাজ করছেন এক শ্রমিক। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। গতকাল রাজধানীর পল্টন এলাকায়। ছবি : হাসান রাজা

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৭ মাঘ ১৪২৭
Dhaka : Sunday 31 January 2021

ময়মনসিংহে অজ্ঞাত দেহের রহস্য উন্মোচন

জেলা বার্তা পরিবেশক, ময়মনসিংহ

গত নয় নবেম্বরে ময়মনসিংহের গৌরিপুরে সড়কের পাশে লাগেজের ভিতর থেকে নারীর লাশ উদ্ধারের ঘটনার রহস্য উন্মোচন করলো পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ময়মনসিংহ। উদ্ধারকৃত লাশটি সাবিনা নামে এক গৃহকর্মীর। সে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার উজান ঘাগড়া গ্রামের সিরাজুল ইসলাম সিরুর মেয়ে সাবিনা। সাবিনা ময়মনসিংহ নগরীরর একটি বহুতল ভবনে প্রকৌশলী আবুল খায়েরের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করত। হত্যার সঙ্গে জড়িত আবুল খায়েরে ও তার স্ত্রীকে আটক করেছে পিবিআই। গৃহকর্তা আবুল খায়েরের ও তার স্ত্রী রিফাত জেসমিন মিলে সাবিনাকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। হত্যার অপরাধ স্বীকার করে জবানবন্দী দিয়েছে গ্রেফতারকৃতরা।

গত শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে ময়মনসিংহের পিবিআই পুলিশ সুপার প্রকৌশলী গৌতম কুমার সরকার জানান, এ ঘটনায় গত বুধবার রাতে সদরের বারেরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে আবুল খায়ের ও তার স্ত্রী রিফাত জেসমিনকে। নিহত সাবিনার বাবা, মা দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছে। গ্রেফতারকৃতদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। গত নয় নভেম্বর ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের পাশে জেলার গৌরীপুর উপজেলা থেকে একটি লাগেজ বন্দী লাশ উদ্ধার করা হয়। এরপর থেকে হত্যা রহস্যের সন্ধানে কাজ করছিল পিবিআই।

প্রথম আলো • শনিবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২১,

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও ভুল অন্তর্ভুক্তি

২৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৪৩টি সামাজিক কর্মসূচি রয়েছে

সরকারি প্রতিবেদনে ভাতায় অনিয়মের চিত্র

যোগ্য না হয়েও ভাতা নেন ৪৬%

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মধ্যবর্তী উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এসেছে, তালিকাভুক্ত ভাতাভোগীদের ৪৬% ভাতা পাওয়ার যোগ্য নয়।

নাজনীন আখতার, *ঢাকা*

৬০ শতক জমির অর্ধেকে আধা পাকা বাড়ি। বাকি অংশে নিজের নামে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল। চাষের জমি আছে দেড় একর। তিনটি পুকুর লিজ নিয়ে চলছে মাছ চাষ। স্থানীয় বাজারটিও ইজারা নিয়েছেন। তাঁর আয়ের এসব উৎসের সঙ্গে সম্প্রতি যোগ হয়েছে সরকারের 'বয়স্ক ভাতা'।

তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া পৌরসভার দেবগ্রামের বাসিন্দা হাজি আবদুর রহিম। বয়স হলেও আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় তিনি এ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন।

সরকারি সমীক্ষা বলছে, বয়স্ক ভাতার তালিকায় অনিয়মের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। আর সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পুরো আয়োজনে অনিয়মের পরিমাণ ৪৬ শতাংশ।

অনিয়ম দূর করে সঠিক লোকের কাছে এসব কর্মসূচির সহায়তা পৌঁছে দিতে পারলে কোনো বাড়তি ব্যয় ছাড়াই আরও ২৬ লাখ পরিবারের ১ কোটি ৭ লাখ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার নিচ থেকে একঝটকায় তুলে আনা সম্ভব।

> **“ সবাই ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করলে ভাতার তালিকা সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে ২০-২৫ বছর সময় লেগে যাবে।**
>
> **এম এ মান্নান**, পরিকল্পনামন্ত্রী

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়ে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের (এনএসএসএস) মধ্যবর্তী উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। বলা হয়েছে, তালিকাভুক্ত ভাতাভোগীদের ৪৬ শতাংশের বেশি ভাতা পাওয়ার যোগ্য নয়। তবে প্রতিবেদনে একে অনিয়ম না বলে বলা হয়েছে, 'তালিকাভুক্তির ভুল'। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসন এই সব তালিকা তৈরির সঙ্গে যুক্ত।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে (এসএসপি) আরও কার্যকর করতে ২০১৫ সালে সরকার পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগের (জিইডি) অধীনে এনএসএসএস গঠন করে। গত বছরের জুলাই মাসে এই পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

বেশি অনিয়ম বয়স্ক ভাতায়

বয়স্ক ভাতা নেওয়া প্রসঙ্গে আখাউড়ার হাজি আবদুর রহিম (৬৮) *প্রথম আলোকে* বলেছেন, বয়স্ক হলেই ভাতা নেওয়া যায় বলে তিনি জানেন। মাসে ৫০০ টাকা করে গত বছর প্রথমবার তিনি ভাতা তুলেছেন।

হাজি আবদুর রহিমের সঙ্গে *প্রথম আলোর* কথা হয় ১৪ জানুয়ারি আখাউড়া পৌরসভার নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত আওয়ামী লীগের এক বর্ধিত সভায়। উপজেলা কৃষক লীগের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক হিসেবে তিনি ওই সভায় যোগ দেন।

এনএসএসএস প্রতিবেদন বলছে, সামাজিক নিরাপত্তার সব কর্মসূচির মধ্যে সবচেয়ে বেশি 'ভুল' বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিতে। বয়স্ক ভাতা পেতে হলে পুরুষের বয়স কমপক্ষে ৬৫ এবং নারীর ৬২ বছর হতে হয়। এই বয়সের ক্ষেত্রেই ঘটেছে ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ 'ভুলের' ঘটনা। আর ১৪ শতাংশ 'ভুল' হচ্ছে আয়ের ক্ষেত্রে। বয়স্ক ভাতা পেতে হলে মাসে আয় ১০ হাজার টাকার কম হতে হবে। কিন্তু বেশি আয়ের লোকেরাও এই ভাতা নিচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক গোলাম রব্বানী ২০১৯ সালে ভাতাভোগীদের ওপর ছোট্ট পরিসরে একটি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

যোগ্য না হয়েও ভাতা নেন ৪৬%

জরিপ পরিচালনা করেন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, জনপ্রতিনিধি ও দলীয় লোকজনের পরিবর্তে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের দিয়ে ভাতাভোগীর তালিকা করা হলে অনিয়ম কমানো যেত। ভাতার টাকায় ওষুধসহ প্রয়োজনীয় কিছু কেনাকাটা করতে পারেন বলে পরিবারে প্রকৃত ভাতাভোগীদের ক্ষমতায়ন হয় বলে মনে করেন তিনি।

'চোখের সামনে যাদের পাইছি, দিছি'

টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার হাতীবান্ধা ইউনিয়নের চাকদহ গ্রামের সচ্ছল অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য আবু জাফর (৬৮), মোবারক হোসেন (৭০) বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন। আবু জাফরের ছেলে সিঙ্গাপুরপ্রবাসী। স্থানীয় ইউপি সদস্যের বড় ভাই মোবারক হোসেনের দুই ছেলে বিদেশে, এক ছেলে চাকরিজীবী। স্থানীয়ভাবে তাঁদের জমিজমাও আছে। ছেলেদের বিরুদ্ধে বাবাকে দেখভাল না করারও কোনো অভিযোগ নেই।

একই গ্রামের চোখে ছানি পড়া কমল চন্দ্র সরকার (৭০) পাচ্ছেন প্রতিবন্ধী ভাতা। কমল চন্দ্রের এক ছেলে ইতালিপ্রবাসী। কমল চন্দ্র সরকারের ছেলে গৌরাঙ্গ সরকার *প্রথম আলোকে* বলেন, বাবার চোখে ছানি, কানে শোনেন না, বয়স্কও। এ কারণে হয়তো প্রতিবন্ধী বা বয়স্ক কোনো একটি ভাতা পান। স্থানীয় ইউপি সদস্য তাঁর বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র ও ছবি নিয়ে যান। গত বছর থেকে তাঁর বাবা ভাতা পাচ্ছেন।

একই গ্রামের মৃত লেবু মিয়ার স্ত্রী মনোয়ারা বেগম (৬৫), মৃত ওয়াজ উদ্দিনের স্ত্রী সখিনা আক্তার (৬৩), নকুল শীলের স্ত্রী-পারুল শীল (৬৫) দরিদ্র হয়েও বয়স্ক ভাতা কিংবা বিধবা ভাতা পাচ্ছেন না।

মনোয়ারা বেগম বলেন, 'এক বছর আগে মেম্বারের কাছে আইডি কার্ড ও ছবি জমা দিছিলাম। কাগজপত্র নেওয়ার সময় বলছেন, তোমরা শিগগিরই ভাতা পাবা।'

এ ব্যাপারে হাতীবান্ধা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হাসেম মিয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চেয়ারম্যান স্বজনপ্রীতি করেন, আমার এলাকায় ভাতা বরাদ্দ দেন না। তাই আমিও উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানদের ধরে ৪০টি ভাতার বই নিয়ে আসছি। তারপর চোখের সামনে যাঁদের পাইছি, তাঁদের দিছি। আমার কাছে না আসলে তো আমি খুঁজে খুঁজে ভাতা দিতে পারব না।'

হাসেম মিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'যাঁরা আপনাকে এসব তথ্য দিছে, তাঁরা কি এই তথ্য দেয় নাই যে চেয়ারম্যান মরা মানুষকে জ্যান্তা দেখাইয়া বই (ভাতা) আনছে! এক মহিলা মেম্বার স্বামী আছে এমন এক নারীকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা এনে দিছে! আমি কোনো দুই নম্বারির মধ্যে নাই।'

এনএসএসএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কারণে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ দারিদ্র্য কমছে। কিন্তু উচ্চ 'ভুলের' (অনিয়ম) কারণে দরিদ্র নয় এমন লোকের কাছে সরকারি সহায়তার টাকা চলে যাচ্ছে। ফলে কর্মসূচিগুলো খুব কমই প্রভাব ফেলতে পারছে। যথাযথ ব্যক্তির কাছে এই সহায়তা গেলে দারিদ্র্যের হার ২৪ দশমিক ৩ থেকে ১৭ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে আসবে বলে মনে করছে এনএসএসএস। প্রকল্পের অনিয়ম বা 'ভুল' দূর করলে কোনো বাড়তি ব্যয় ছাড়াই ২৬ লাখ পরিবারের ১ কোটি ৭ লাখ মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করে আনা যাবে।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা থেকে জানা গেছে, ২৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারের ১৪৩টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিবার এ কর্মসূচির আওতায় আছে।

এনএসএসএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তালিকাভুক্তদের মধ্যে ৫ শতাংশ নারী বিধবা বা স্বামী নিগৃহীতা না হয়েও ভাতা পাচ্ছেন। এই ভাতা পেতে হলে মাসিক আয় ১২ হাজার টাকার কম হতে হয়। কিন্তু তালিকায় মাসিক ১২ হাজার টাকার বেশি আয় করা লোকের সংখ্যা প্রায় ১২ শতাংশ।

পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে চাইলে পরিকল্পনামন্ত্রী এ এ মান্নান *প্রথম আলোকে* বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শুরুর সময়ে সরকারের সক্ষমতা ততটা ছিল না। তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে শুধু জনপ্রতিনিধিদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক যে সেখানে অনিয়ম হয়েছে। এখন বারবার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এসব সংশোধন করা হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, সবাই ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করলে ভাতার তালিকা সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে ২০-২৫ বছর সময় লেগে যাবে।

ভাতার তালিকা সংশোধনেও অনিয়ম

যশোরের অভয়নগর উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নে সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ২ হাজার ২২৮ জন উপকারভোগী আছেন। এর আওতায় ১০ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি পর্যন্ত চাল কিনতে পারে একেকটি দরিদ্র পরিবার। গত বছরের শেষের দিকে এই তালিকা থেকে ২৬০ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়। এর মধ্যে দুস্থ নারীদের উন্নয়ন কর্মসূচি ভিজিডিতেও নাম থাকা, মারা যাওয়া, বিদেশে চলে যাওয়া, একই পরিবারে দুটি কার্ড, এলাকা ত্যাগ ইত্যাদি কারণে ৩৬ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়। বাকি ২২৪ জনের নাম বাদ দেওয়া হয় 'সচ্ছল' উল্লেখ করে।

কিন্তু তালিকা থেকে বাদ পড়া হারুণ শেখ নামের এক দিনমজুর অভিযোগ করেন, তিনি ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ওসমান শেখের কাছে তাঁর নাম বাদ পড়ার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। মেম্বার তাঁকে বলেছেন, 'তিন বছর ধরে চাল পাচ্ছিস। আর কত? সামনে নির্বাচন। আমি নির্বাচন করব। সেই অনুয়ায়ী আমাকে কার্ড দিতে হয়।'

তবে ওসমান শেখ *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, যাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সবাই সচ্ছল লোক। তাঁদের বাদ দিয়ে অসচ্ছল লোকদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

অনেক অসচ্ছল ব্যক্তির নাম জনপ্রতিনিধিরা বাদ দিয়েছেন—এমন অভিযোগ উঠলে তা নিয়ে উপজেলা থেকে তদন্ত করা হয়। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে জানিয়ে উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটির সদস্যসচিব ও উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক মীনা খানম *প্রথম আলোকে* বলেন, সচ্ছল উল্লেখ করে বাদ দেওয়া ২২৪ জনের মধ্যে মাত্র ২০ জনকে সচ্ছল পাওয়া গেছে। শুধু ওই ২০ জনকে তালিকা থেকে বাদ দিতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছে ১৯ জানুয়ারি চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে জবাব আসার পর নতুন তালিকা অনুসারে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

এনএসএসএসের প্রতিবেদন অনুসারে, তালিকায় অন্তর্ভুক্তি ও বাদ পড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম হয়েছে ঢাকা বিভাগে। অন্তর্ভুক্তির সময় ৮৪ শতাংশ এবং বাদের সময় ৫৮ শতাংশ। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগের অবস্থায়ও প্রায় একই। অন্তর্ভুক্তিতে সবচেয়ে কম 'ভুল' সিলেট বিভাগের, ৩০ শতাংশের নিচে। বাদ পড়াদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম 'ভুল' বরিশাল বিভাগে, ৪৮ দশমিক ৬ শতাংশ।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের জ্যেষ্ঠ পরিচালক কে এ এম মোর্শেদের মতে, তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ নয়। কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই এবং তালিকাভুক্তির শর্তগুলোও ত্রুটিপূর্ণ। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা রোধে কর্মসূচিগুলোর ব্যাপারে সচেতনতাও বাড়াতে হবে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন **প্রতিনিধি** *যশোর*, **প্রতিনিধি** *সখীপুর (টাঙ্গাইল)*, **প্রতিনিধি** *কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)*।]

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৭ মাঘ ১
৩১ জানুয়ারি ২০২১

রাব্বির হাতের ছোঁয়ায় বিকল গাড়ি সচল হয়

■ রাবেয়া বেবী

রাবেয়া সুলতানা রাব্বির হাতের ছোঁয়ায় বিকল গাড়ি সচল হয়। ১৬ বছর ধরে তিনি দেশের একটি শীর্ষ স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার গাড়ির গ্যারেজে টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিশিয়ান হিসেবে যোগ দিয়ে মেধা পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জোরে বর্তমান টেকনিশিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার তিন জন পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে সমানভাবেই দায়িত্ব পালন করছেন রাব্বি আপা।

পেশায় আসার বিষয়ে তিনি বলেন, দিনাজপুর সদরে দপ্তরি পাড়ায় এক সবজি বিক্রেতার ছয় ছেলে-মেয়ের মধ্যে রাবেয়া সুলতানা রাব্বি সবার ছোট। ২০০৩ সালে তার এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অভাবের কারণে বাবা পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে পারেননি। রাব্বি নিজের খরচ আর পরিবারের অভাবের চাপ কমাতে সুঁই-সুতা হাতে নেন। ম্যাট, শাড়ি, পোশাকে কাজ করে আয় করতে শুরু করেন। সে সময় কেয়ার বাংলাদেশের শহর প্রকল্পে মেয়েদের সেলাই শিখিয়ে মেশিন দেওয়ার কথা রাব্বিকে জানান সংস্থার মাঠকর্মী ঝর্ণা। ঝর্ণা জানান, শুধু হাতের কাজ নয়, এই প্রকল্পে মেয়েদের ড্রাইভিং শিখিয়ে চাকরি দেওয়ার কথা। তখন রাব্বি ভাবেন হাতের কাজ করে আর কত টাকা আয় হবে। বাবা-মায়ের সংসারের অভাব মিটবে না। বরং ড্রাইভিং শিখে চাকরি পেলে আয় বেশি হবে। এমন সিদ্ধান্তে বাবা রাজি হলেও মা নিম রাজি থাকেন। কারণ সমাজ মেয়েকে ড্রাইভারের আসনে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু রাব্বির ইচ্ছার কাছে তা ধোপে টেকেনি। ২০০৫ সালের শুরুতে তিন মাসের ড্রাইভিং ট্রেনিং নেন রাব্বিসহ সাত নারী। তারপর ঢাকায় এসে চাকরির ইন্টারভিউও দেন। কিন্তু তিন মাসের ট্রেনিং নিয়ে ইন্টারভিউ বোর্ডকে খুশি করতে পারেননি। তাই চাকরিও হয়নি।

বাড়ি ফিরে বিয়ের পর আবার ডাক আসে ঢাকা থেকে। এবার শ্বশুর বাড়ির সবাইকে রাজি করার পালা। স্বামীকে তার ইচ্ছার কথা জানালে স্বামী রাজি হন। ঢাকা এসে রাব্বির এক বছরের টেকনেশিয়ান ট্রেনিং শুরু হয়। চার জন মেয়ে সে সময় ট্রেনিং নিলেও চাকরিতে টিকে আছেন রাব্বি একাই। ১২ হাজার টাকা বেতনের চাকরি রাব্বি আর তার অভাবের সংসারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আর কোনোভাবেই তাকে পেছনে তাকাতে হয়নি। মেয়েরাও ইচ্ছা করলে ছেলেদের মতো যে কোনো পেশায় ভালো করতে পারেন। নিজের কর্মস্থলের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে রাব্বি বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠান সব সময় আমাদের উৎসাহ দেয়। আমরা এ কাজ পারব। এমন উৎসাহ যদি আরো মেয়েরা পেত তবে তারাও এগিয়ে আসতে পারতেন বলে মনে করেন রাব্বি। ভবিষ্যতে একটি গ্যারেজ করতে চান তিনি। পাশাপাশি নিজের ছেলেকে মানুষ করার স্বপ্ন তার।

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Saturday, January 30, 2021

Boosting RMG exporters' bargaining power

THE Readymade Garment (RMG) Industry's vulnerability to market uncertainties became manifest during the pandemic more than ever before. Even some big names in the international retail market, which buy garment products from Bangladeshi exporters, failed to go by the stipulated provisions in their contracts. In some cases, the overseas importers even cancelled the previously agreed upon supply orders. Others, on the other hand, came up with arbitrary demands for discounts, price reduction, deferred payments and so on. Being at the receiving end, local RMG companies were left with fewer options but to accept their last-minute demands. What was further upsetting is that in the majority of cases the buyers displayed little or no concern about the plights of the garment workers. Clearly, such incidents have once again exposed how unprepared Bangladesh's RMG sector is to any external shock.

However, such unsavoury pandemic-time experience should be a lesson for the export trade operators. It is that like in diplomacy, there is nothing called permanent friendship or partnership in business. As such, there is hardly any point grudging the opportunistic behaviour of even time-tested buyers in difficult times. Instances of such less-than-ethical business proclivity by overseas buyers of our RMG products were unravelled in a study recently carried out jointly by a local policy think tank and a RMG export-trend tracking body. Another potentially risky aspect of the country's RMG export that came out from the study is that more than 300 local apparel exporters depend only on six foreign brands for their supply orders. This is despite the fact that there are around 3,600 global brands including retail companies who have been sourcing their apparel imports from over 3,200 Bangladeshi RMG exporters during the last four years. One simply fails to understand why a major chunk of the country's apparel export should be concentrated in the hands of a handful of foreign buyers. That such concentration and the dependence that follows from it can be counter-productive need not be overemphasised.

> The bigger the export basket, the stronger will be the economy's ability to absorb external shocks

The best way to avoid such predicament is to be able to enhance the local exporters' bargaining strength with the foreign buyers. And the best way to gain that strength is through the oft-advised path of diversifying the export market for our RMG products. Notably, this lack of bargaining power is not limited to the country's export-oriented garment business alone. In truth, the export sector in its entirety is susceptible to such risks. Such a state of affairs does not speak well of an economy that is otherwise known for its resilience and stability. And such a weakness cannot be allowed to dog it when the country is soon to upgrade itself as a middle-income economy.

While the garment sector should lay stress on diversifying its exportable items, it should also work on widening its export market. At the same time, the government should extend its support, both in terms of policy and incentives, to other potential export sectors. These other sectors may include, for instance, pharmaceuticals, agricultural products, electronic goods, light engineering, shipbuilding, IT and others. Needless to say, the bigger the export basket, the stronger will be the economy's ability to absorb external shocks. It will also go a long way in boosting the exporters' morale to face up to the powerful foreign buyers.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৭ মাঘ ১৪৩১
৩১ জানুয়ারি ২০২১

বরিশালে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

■ বরিশাল অফিস

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন গতকাল শনিবার ১০টায় নগরীর অশ্বিনী কুমার টাউন হল চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধক ও প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন। বাসদের বরিশাল জেলার আহ্বায়ক ইমরান হাবিব রুমনের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন বাসদের বরিশাল জেলা সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী, শ্রমিকনেতা দুলাল মল্লিকসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সম্মেলন শেষে ১৬টি সেক্টরের দেড় সহস্রাধিক শ্রমিকের সংগঠন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের বরিশাল জেলার সভাপতি ইমরান হাবিব রুমন, সাধারণ সম্পাদক মানিক হাওলাদার ও নূরুল হককে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৪৯ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। সম্মেলনে অবিলম্বে সোনারগাঁও টেক্সটাইল চালু, ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইকের লাইসেন্স প্রদানসহ ছয় দফা দাবি জানানো হয়।

The Financial Express
Saturday | January 30, 2021

Bodies of 3,000 workers brought home in 2020

ARAFAT ARA

Bangladesh received nearly 3,000 dead bodies of migrant workers from different job destination countries in 2020 amid the coronavirus pandemic.

Most of the dead bodies were brought home from Saudi Arabia, the largest job destination country. Around 786 bodies were sent from the Arab country, followed by 729 from Malaysia, 306 from Kuwait, 280 from Oman, 267 from United Arab Emirates, 174 from Qatar, according to the data available from the Wage Earners' Welfare Board (WEWB).

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Bodies of 3,000 workers brought

However, migrant rights activists said the number of the dead workers would be much higher than the official figure as many of them are buried in destination countries while many dead bodies are brought home by the families of deceased on their own initiative.

So, a significant number of dead bodies of migrant workers remains unreported by the government's department concerned.

Besides, a good number of migrants who died of coronavirus abroad were buried in foreign soil during the pandemic period.

Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) in its Migration Trend Report-2020showed that at least 2,330 Bangladeshis died of coronavirus until December 27 last year. Of them, 989 migrants died in Saudi Arabia alone.

About 70,000 Bangladeshis were infected with the deadly virus in 186 countries until July 2020, the report mentioned.

Although most of the dead certificates, issued by the destination countries, showed natural deaths, rights groups said uncongenial working environment, heavy workload, poor living conditions and mental stress, caused by different diseases including heart attack and stroke, resulted in their deaths.

Besides, some were killed in accidents while some others were murdered, they said. A number of workers, especially women also committed suicide due to tortures in different ways.

Jasiya Khatoon, director of WARBE Development Foundation said, it is difficult to say exactly how many migrants die abroad every year because many dead bodies of migrant workers remain unreported in the government's databank.

She said it is necessary to keep an option of post mortem at home, if the families have doubt about the causes of death of their near and dear ones.

Referring to the case studies, she said the families of deceased sometimes complained that they were killed because of tortures at workplaces.

The WARBE director also stressed the need for ensuring congenial working environment and standard wages. Migration cost should be reduced at reasonable level as workers many times take extra workload to cover the cost.

Even they face mental pressure when they go abroad with job at high migration cost, she added.

The Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) data showed that around 0.6-0.7 million workers go abroad from Bangladesh annually.

Since 1976, more than 13 million Bangladeshis have gone to different countries. But in 2020, only 0.2 million workers could go abroad with job due to the outbreak of Covid-19.

arafataradhaka@gmail.com

যুগান্তর | শুক্রবার ১ জানুয়ারি ২০২১ | ১৭ পৌষ ১৪২৭

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে শুরু নতুন বছর

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারই প্রধান চ্যালেঞ্জ

মনির হোসেন

রাজস্ব আদায়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানো, ভ্যাকসিন নিশ্চিতসহ সাত খাতে গুরুত্বারোপ অর্থনীতিবিদদের

করোনার ধাক্কায় নড়বড়ে দেশের অর্থনীতি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি নেই। নতুন করে ১০ শতাংশের বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে এসেছে। অর্থনীতির মৌলিক সূচকগুলোর মধ্যে রেমিটেন্স ছাড়া সব নিম্নমুখী। এ অবস্থায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ঝুঁকি নিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন বছর। এত কিছুর মধ্যেও আশার আলো হল— যত বেশি খারাপের আশঙ্কা করা হয়েছিল, অর্থনীতি ওই পর্যায়ে যায়নি। ইতোমধ্যে করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে। জানুয়ারিতে দেশে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে মানুষের মনোবল বেড়েছে। এছাড়া করোনার ধাক্কা মোকাবেলায় বিভিন্ন খাতে প্রণোদনা প্যাকেজ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দফা এ প্রণোদনা প্যাকেজ তৈরি করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

তবে অর্থনীতিবিদদের বিবেচনায় নতুন বছরে অর্থনীতি ৭টি মৌলিক চ্যালেঞ্জ থাকছে। এগুলো হচ্ছে— রাজস্ব আদায়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানো, টাকার মান স্থিতিশীল ও লেনদেনের ভারসাম্য ধরে রাখা, খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ, করোনায় প্রণোদনার সুষম বণ্টন, সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা এবং সবার জন্য করোনার ভ্যাকসিন নিশ্চিত করাসহ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত পুনর্গঠন করা। আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারলে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার সম্ভব। এছাড়াও অর্থ পাচার ও দুর্নীতি রোধে কঠোর পদক্ষেপের সুপারিশ করেছেন তারা। যুগান্তরের সঙ্গে দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা এসব কথা বলেন। যারা কথা বলেছেন— এর মধ্যে রয়েছেন— তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, পলিসি রিসার্স ইন্সটিটিউট (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর এবং ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। একটি বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করেছেন— চলমান করোনার প্রভাব অর্থনীতিতে অনেকদিন থাকবে। আর দ্বিতীয় ঢেউ ভয়ংকর আকারে এলে এটি সামাল দেয়া অত্যন্ত কঠিন হবে বলে আশঙ্কা তাদের।

জানা গেছে, গত কয়েক বছর পর্যন্ত দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় সংকট ছিল বেসরকারি বিনিয়োগের অভাব। সরকার বিষয়টি স্বীকার করে বিনিয়োগ বাড়াতে বাজেটে এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলেছিল। কিন্তু করোনা এসে সেই সংকটকে মহাসংকটে রূপ দিয়েছে। এছাড়া মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি কমছে। অর্থাৎ অর্থনীতির দুর্বল অবস্থা নিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন বছর। জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন,

নতুন বছরে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ সামনে চলে এসেছে। প্রথমত, গত ১০ বছরে দেশে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক একটি ধারা ছিল। বর্তমানে সেই ধারাটি অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে। ফলে ২০২০ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অনেকটা কমেছে। সেটিকে পুনরুদ্ধার করা নতুন বছরে বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে ইতোমধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে। সেখানে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮ দশমিক ৫১ শতাংশ। এটি অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছিল। করোনার কারণে সেখানে বিপর্যয় হয়েছে। ২০১৯ সালে দেশে ২০ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে ছিল। কিন্তু বিভিন্ন হিসাব বলছে, ২০২০ সালে তা ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ ১০ শতাংশের বেশি মানুষ নতুন করে দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে গেছে। এদের কীভাবে দারিদ্র্য সীমার উপরে নিয়ে আসা যায়, সেটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের দীর্ঘদিন থেকে আয় বৈষম্য ছিল। করোনার কারণে সেটি আরও বেড়েছে। বিপুলসংখ্যক মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছেন। অনেকে শহর থেকে গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অনেকের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। চতুর্থ বিষয় হল, করোনা মোকাবেলায় ব্যবসায়ীদের জন্য যেসব প্রণোদনা প্যাকেজ দেয়া হয়েছিল, সেগুলোর সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা যায়নি। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য যে প্রণোদনা দেয়া হয়েছিল, তার ৪০ শতাংশ বিতরণ হয়েছে। কিন্তু বড় শিল্পের ক্ষেত্রে এ হার বেশি। ফলে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে যারা যোগ্য, তাদের প্রণোদনার অর্থ বিতরণ করে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে অবদান রাখতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তার যেসব কর্মসূচি আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে অনেক সময় দুর্নীতির কথা শোনা যায়। ফলে সেসব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি হবে। মির্জ্জা আজিজ বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের কথা বলা হচ্ছে। অন্যান্য দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। কিন্তু বাংলাদেশে সংক্রমণের হার খুব একটা বেশি বাড়েনি। ফলে ভবিষ্যতে কী হবে, সেটি বলা কঠিন। এক্ষেত্রে আক্রান্তের হার অনেক বেশি বাড়লে কঠিন চ্যালেঞ্জে পড়বে বাংলাদেশ।

চলতি অর্থবছরের শুরু থেকেই রাজস্ব আদায়ে নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মূলত আমদানি-রফতানি কার্যক্রম হ্রাস পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে রাজস্ব আদায়ে এর প্রভাব পড়েছে। অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ১ লাখ ১২ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ৮৭ হাজার ৯২ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি ২৫ হাজার ৮৬৭ কোটি টাকা। শতকরা হিসাবে যা ২৩ শতাংশ। এর মানে বিনিয়োগের জন্য উদ্যোক্তারা টাকা নিতে চান না। এ কারণে ব্যাংকে অঢেল টাকার পাহাড় জমা হয়ে আছে। আমানতের হার ৫ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। এছাড়া একমাত্র রেমিটেন্স ছাড়া অর্থনীতির অন্যান্য সূচকেও ঘাটতি রয়েছে ব্যাপক। অর্থবছরে রফতানিতে ১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল। কিন্তু ৬ মাসে ১৭ শতাংশ ঘাটতি হয়েছে। এছাড়াও করোনার কারণে রফতানি লক্ষ্যমাত্রা ৪৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩৩ বিলিয়ন ডলারে নামিয়ে আনা হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮ দশমিক ১৯ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ দশমিক ২৪ শতাংশের নামিয়ে আনা হয়েছে। জিডিপির অনুসারে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে ২৩ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) জিডিপির দশমিক ৮৭ শতাংশে কমিয়ে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে দশমিক ৫৪ শতাংশ। অন্যদিকে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে সাড়ে ৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাড়ে ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ। আর এগুলোও অর্জন নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, করোনার কারণে ২০২০ সালে অর্থনীতিতে প্রাথমিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তা মোটামুটিভাবে সামাল দেয়া বা সামাল দেয়ার চেষ্টায় করা হচ্ছিল। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় হল, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ধাক্কা কিছুটা সামাল দেয়া গেছে। যেমন রেমিটেন্স ও রফতানিতে ওইভাবে ধস নামেনি। কিন্তু ব্যক্তি অর্থনীতিতে এখনও এর বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে জিডিপির ৫৫ শতাংশ আসে সেবা খাত থেকে। এ সেবা খাত এখনও পুনরুদ্ধার হয়নি। তাদের জন্য কিছু বরাদ্দ দেয়া হলেও তা পৌঁছানো যায়নি। এ অবস্থায় করোনার দ্বিতীয় টেউয়ের আশঙ্কা সামনে এসেছে। এর ফলে অর্থনীতিতে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। নতুন বছরে এটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকবে। বিশেষ করে সামষ্টিক অর্থনীতিকে আরও ঝুঁকিমুক্ত করার চেষ্টা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি অর্থনীতিতে সেবা খাতের ধস পুনরুদ্ধার অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে সরকারের সরবরাহ চ্যানেলটি অর্থাৎ ব্যাংকিং খাত যথাযথ ছিল না। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাংকের যোগাযোগ নেই। ফলে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এলেও সরবরাহ চ্যানেলকে গুরুত্ব দিতে হবে। তৃতীয়ত, সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে গবেষণা ও তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। কোথায় কীভাবে সহায়তা দিতে হবে, তার সঠিক তথ্য সরকারের কাছে নেই। চতুর্থত, মানবসম্পদ উন্নয়ন। এটি অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে ২০২০ সালে আমাদের শিক্ষা খাত অনেক বড় ধাক্কা খেয়েছে। নতুন বছরে এটিকে সামনে আনতে হবে। তার মতে, বিশ্ব অর্থনীতি খুব দ্রুত আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ফলে গতানুগতিক খাতের মধ্যে না থেকে প্রবৃদ্ধির নতুন চালক আবিষ্কার করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু আবিষ্কারে সীমাবদ্ধ নয়, সঠিক নীতি-সহায়তার মাধ্যমে এগুলো প্রকৃত চালক হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য যুগান্তরকে বলেন, করোনার নেতিবাচক প্রভাব অর্থনীতিতে দীর্ঘদিন থাকবে। এটি বিবেচনায় রেখেই পরিকল্পনা নিতে হবে। এক্ষেত্রে সবার আগে স্বাস্থ্যসেবা এবং করোনার ভ্যাকসিনে জোর দিতে হবে। তিনি বলেন, নতুন বছরে অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জ মূলত ৪টি। প্রথম চ্যালেঞ্জ সম্পদ সমাবেশ। এর মধ্যে অন্যতম হল কর আহরণ। বর্তমানে কর জিডিপি রেশিও স্থবির হয়ে আছে। সরাসরি কর আদায়ের অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসের ফলাফল উৎসাহব্যঞ্জক না। এক্ষেত্রে করোনার সময়ে অর্থাৎ গত বছরের শেষ ৬ মাসে যা ছিল, বর্তমান পরিস্থিতি তারচেয়েও খারাপ। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হল, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ সচল করা। তার মতে, করোনার আগে থেকেই ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ স্থবির অবস্থায় ছিল। আর করোনার সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারই প্রধান চ্যালেঞ্জ

বিনিয়োগের সঙ্গে অপ্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর যুব কর্মসংস্থানের বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। সিপিডির এ বিশেষ ফেলো বলেন, ব্যাংকিং খাত দুর্বল। তবে বর্তমানে সেখানে তারল্য আছে। কিন্তু বেসরকারি খাত এখন ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে না। ড. দেবপ্রিয় বলেন, বেসরকারি বিনিয়োগের সঙ্গে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে এফডিআই নিয়ে যে পরিমাণ প্রচার হয়, সে হারে বিনিয়োগ হয় না। তৃতীয়ত, চ্যালেঞ্জ বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা। সাম্প্রতিক সময়ে রফতানি কিছুটা বাড়ছে। কিন্তু পুরোটা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। ফলে রফতানি বাড়ানো এবং রেমিটেন্স অব্যাহত রাখা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক রেমিটেন্স ব্যাপকভাবে বাড়ছে। কিন্তু এটি কতটা টেকসই, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ মানুষ নতুন করে বিদেশে যাচ্ছে না। ফলে টাকা কেন এবং কীভাবে আসছে, তা প্রশ্ন রয়েছে। দেশ থেকে পাচার হওয়া টাকা আবার দেশে আসছে কিনা এ প্রশ্ন রয়েছে। ফলে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য এবং টাকার মান ঠিক রাখাও বড় চ্যালেঞ্জ। চতুর্থ চ্যালেঞ্জ হল, সাম্প্রতিক সময়ে খাদ্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে চালের দাম বৃদ্ধির মূল্যস্ফীতির ওপর সৃষ্টি করে কিনা সেটি বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ একদিকে অর্থনীতি তেজি নয়, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি বাড়লে দু'দিক থেকে সমস্যা তৈরি করবে। পাশাপাশি শিক্ষায় জোর দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এ খাত অনেক পিছিয়ে গেছে। তিনি বলেন, করোনার কারণে শিখেছি, শুধু প্রথাগত দুস্থ মানুষ নয়, নিম্ন মধ্যবিত্তরাও বিপন্ন বোধ করেন। সেক্ষেত্রে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি ভাবতে হবে। সর্বশেষ বিষয় হল, করোনার টিকায় জোর দিতে হবে। ২০২০ যদি করোনার বছর হয়, তবে ২০২১ সাল হওয়া উচিত টিকার বছর। এক্ষেত্রে টিকা সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিতরণ সঠিকভাবে করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি দৃঢ়ভাবে বলছি, অসুবিধাগ্রস্ত প্রবীণ মানুষদের টিকা বিনামূল্যে দেয়া উচিত।

জানা গেছে, দেশে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির জন্য শিল্পায়নে বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর বিনিয়োগে পুঁজি সংগ্রহের দুটি খাত হল ব্যাংক ও শেয়ারবাজার। কিন্তু দুটি খাতই নাজুক অবস্থায়। এছাড়া একটি দেশে বিনিয়োগ বাড়লে চারটি নির্দেশক দিয়ে বোঝা যায়। প্রথমত, বিডায় নিবন্ধন বাড়বে। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়বে। একইভাবে বাড়বে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি। বিডার তথ্য অনুসারে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় জুলাই-সেপ্টেম্বরে স্থানীয় বিনিয়োগ ৬১ শতাংশ এবং বিদেশি বিনিয়োগ ৯৩ শতাংশ কমেছে। এছাড়া চলতি মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ। কিন্তু গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ৬১ শতাংশ। অন্যদিকে আগের বছরের চেয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৩ মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে ৩৯ দশমিক শতাংশ এবং শিল্পের কাঁচামাল আমদানি কমেছে ১৫ দশমিক শতাংশ। আর এ তিন সূচকের সম্মিলিত বার্তা হল দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ হচ্ছে না।

পলিসি রিসার্স ইন্সটিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর যুগান্তরকে বলেন, করোনার কারণে অর্থনীতির অনেক খাতে সমস্যা হয়েছে। ইতোমধ্যে অর্থবছরের প্রথম ৬ মাস শেষ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় সবচেয়ে বড় সমস্যা পড়েছে সরকারের রাজস্ব আদায়। এ রাজস্ব বাড়াতে না পারলে সমস্যা। এরপর করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের কথা শোনা যাচ্ছে। শুরুতে বলা হচ্ছিল এটি মার্চের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এখনও শোনা যাচ্ছে, করোনা জুন-জুলাই পর্যন্ত যাবে। এর মানে হচ্ছে, এ অর্থবছরে করোনা থেকে বের হওয়া কঠিন। যা অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ফলে নতুন বছরে করোনার ভ্যাকসিনে নিশ্চিত করার জন্য বেশি জোর দিতে হবে। তিনি বলেন, সামগ্রিকভাবে বলা যায়, অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল। এ অবস্থায় উত্তরণে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে বেসরকারি, সরকারি এবং বিদেশি বিনিয়োগ। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া উচিত। সবার আগে ব্যাংকিং খাত ঠিক করতে হবে। এছাড়াও সরকারের রাজস্ব আয় এবং রফতানি বাড়ানো জরুরি।

এদিকে করোনার প্রভাব মোকাবেলায় ১ লাখ ৩ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার। এর বড় অংশ ব্যবসায়ীদের ঋণ। বৃহৎ, মাঝারি শিল্পে ঋণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাড়ানো এবং গার্মেন্ট খাতে কিছুটা নগদ দেয়া হয়েছে। তবে এ ঋণ বিতরণ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন রয়েছে। এখনও অধিকাংশ সুবিধাভোগী ঋণ পাননি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ যুগান্তরকে বলেন, করোনা ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন নতুন বছরের চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, করোনার ব্যাপক সংখ্যক মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। ক্ষুদ্র, মাঝারি খাতের অনেক উদ্যোক্তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে তারা চলতে পারছেন না। ফলে নতুন বছরের প্রথম কাজ হবে ছোট ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন এবং চাকরিচ্যুতদের কর্মী পর্যায়ের লোকজনের কাজের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ লাখ প্রবাসী বিদেশ থেকে ফেরত এসেছেন। এরা বিদেশে ফিরতে পারছেন না। দেশেও তাদের কাজের ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে আগামী বছরে অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করে, তাদের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এজন্য আমাদের ফরেন সার্ভিসকে ঢেলে সাজাতে হবে। পাশাপাশি কর্মীদেরও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়াতে হবে। অন্যদিকে কেউ কেউ করোনা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঢেউয়ের কথা বলছেন। কিন্তু এটি হলে অর্থনীতি সামাল দেয়া যাবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশে করোনা কেন্দ্রীয় যেসব তথ্য আসছে, তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা। এর অনেক কিছুই বাংলাদেশের সঙ্গে মিল নেই। ফলে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার আলোকে গবেষণা জরুরি। কারণ যারা মারা গেছেন, তাদের অধিকাংশই ধনী লোক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিধিনিষেধ মেনে চলেছেন। যেসব নিম্ন আয়ের মানুষ ওই নির্দেশনা মানেননি, তারা কিন্তু মারা যাননি। ফলে আমার কাছে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশে দ্বিতীয় ঢেউ আসার আশঙ্কা কম।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর সহ-সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান যুগান্তরকে, করোনার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে হোটেল-রেস্তোরাঁর অবস্থা খারাপ। অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এটি কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। তবে করোনার ঢেউ নিয়ে যত বেশি আতঙ্ক ছিল, তত বেশি প্রভাব পড়েনি। তিনি বলেন, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি আশার দিকও রয়েছে। কারণ ভ্যাকসিন চলে আসছে। বাংলাদেশও ভ্যাকসিন পাওয়ার জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করেছে। এটি আমাদের সাহস জোগায়। আর মানুষ স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে। বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, করোনায় বিনিয়োগে বেশি প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে নতুন বিনিয়োগ কমেছে। পণ্য বিপণন ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় দেশীয় বিনিয়োগও হয়নি। তিনি বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামনে আসছে। ফলে আপাতত তেমন কোনো সুখবর দেখছি না। কারণ মানুষের মুভমেন্ট (স্বাভাবিক কার্যক্রম) না থাকলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল থাকে না। তবে আমরা সংস্কারের জন্য কাজ করছি। জানুয়ারির মধ্যে ৫০টি সেবা অনলাইনে পাওয়া যাবে। এতে বিশ্বব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস রিপোর্টে (সহজে ব্যবসা করার সূচক) বাংলাদেশের অগ্রগতিসহ ব্যবসায়ীরা এর সুবিধা পাবেন। এছাড়াও আইনকানুনে বেশ সংস্কার আনা হয়েছে। আশা করছি, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিনিয়োগে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার
২ জানুয়ারি ২০২১ । ১৮ পৌষ ১৪২৭

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৩ বিলিয়ন ডলার

আলী রিয়াজ

করোনা মহামারীর মধ্যে ২০২০ সালে দেশের অর্থনীতির সব খাত ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অনন্য রেকর্ড গড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৪৩ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর ভর করেই এই নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। তবে জুলাইয়ের পর দেশের রফতানি বাণিজ্যের পরিমাণও বেড়েছে। ফলে আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে এর আগে ১৫ ডিসেম্বর রিজার্ভ প্রথমবারের মতো ৪২ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, করোনা মহামারীর মধ্যে প্রবাসী শ্রমিকরা ফিরে এলেও আয় বাড়ছে। বিদেশে চলাচল সীমিত হয়ে পড়ায় অবৈধ পথে আয় আসা কমে গেছে। এ জন্য বৈধ পথে আয় বাড়ছে। আর আমদানি কমে যাওয়ায় রিজার্ভে নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে। এ ছাড়া প্রবাসী আয় বাড়াতে ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া শুরু করে সরকার। এরপর থেকেই প্রবাসী আয়ে গতি এসেছে। তবে করোনার পরে তাতে নতুন মাত্রা দেখা দিয়েছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি হয় ৪১ দশমিক ৩২ শতাংশ। এই সময় মোট প্রবাসী আয় ছিল ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। পাঁচ মাসে আসা মোট প্রবাসী আয় হচ্ছে ১ হাজার ৯০ কোটি ৪৩ লাখ ৮০ হাজার ডলার। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৬৯ কোটি ডলার, নভেম্বরে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৫৫ কোটি ৫২ লাখ ৩০ হাজার ডলার। ২০২০ সালের নভেম্বরে আসে ২০৭ কোটি ডলার। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ দশমিক ৬৬ শতাংশ। আর ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে এসেছিল ৭৭১ কোটি ৬২ লাখ ৫০ হাজার ডলার। তবে চলতি মাসের প্রথম ২৯ দিনেই আয় আসে ১৯১ কোটি ডলার। গত বছরের ডিসেম্বরের ২৯ দিনে এসেছিল ১৫৯ কোটি ডলার।

বছর শেষে অনন্য রেকর্ড

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। ভারতে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৫৮ হাজার ১১৩ কোটি ডলার। বিশ্বের রিজার্ভের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান পঞ্চম। বাংলাদেশের অবস্থান ৪৫তম। পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১ হাজার ৩১৫ কোটি ডলার। বিশ্বে অবস্থান ৭১তম। নেপাল ৭৪তম রিজার্ভ ১ হাজার ১৪৪ ডলার। এ ছাড়া বিশ্বের সবচেয়ে বেশি রিজার্ভের পরিমাণ চীনের। দেশটিতে রিজার্ভ ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি ডলার।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের অর্থনীতির কঠিন সংকটের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একটি সুখবর। তবে এই রিজার্ভ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। এখন প্রবাসী শ্রমিকরা অর্থ পাঠাচ্ছেন। সরকার প্রণোদনা দিয়ে একটি ভালো কাজ করেছে। পরিস্থিতি এখন অনুকূল না থাকায় প্রবাসীরা বৈধ পথে পাঠাচ্ছে রেমিট্যান্স। করোনার মধ্যে যারা দেশে চলে এসেছে তাদের পরিমাণ বেশি। তাই এটা নিয়ে শঙ্কাও রয়েছে। আগামীতে বড় ধরনের ঘাটতিও শুরু হতে পারে। তাই যতটুকু আশাবাদ তার সঙ্গে আশঙ্কাও রয়েছে। হুন্ডির সমস্যা এখন কমে গেলেও আবারও হবে। সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাংলাদেশের। যা দিয়ে প্রায় এক বছরের আমদানি করা সম্ভব। জানা গেছে, ২০২০ সালে শুধু ডিসেম্বর মাসে ১৯১ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। আর এর ওপর ভর করেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রথমবারের মতো ৪ হাজার ৩০০ কোটি ডলার বা ৪৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ৩ লাখ ৫৮ হাজার কোটি টাকা। ডিসেম্বর মাসেই রিজার্ভের দুটি মাইলফলক অর্জন করে বাংলাদেশ।

NEW AGE FRIDAY, JANUARY 1, 2021,

Job creation main challenge in 2021

Issues of inequality, corruption, capital flight, NPL also crucial, say economists

Shakhawat Hossain

ACHIEVING a comprehensive economic recovery is the biggest challenge for the government in 2021 as the lingering COVID-19 prevalence badly affected employment, investment, poverty eradication efforts, exports and imports in 2020.

Economists noted that job-oriented economic strategies, instead of decades-old growth-centric economic policies, should be pursued along with a proper implementation of the coming stimulus packages in the new year, the 50th birth anniversary of the country, and the year of the second review on its graduation from the group of the least developed countries.

They further noted that changes in socio-economic strategies were also imperative to address chronic problems, including the widening inequality, corruption, capital flight, public fund wastage and non-performing loans, which are undermining the spirit of Independence.

The remittance figure stood tall amid faltering economic indicators like import, export, private investment, public investment and overall growth of gross domestic product to 5.2 per cent from the original 8.2 per cent in the past fiscal year.

But economists feared that record flow of remittance averaging $2 billion monthly between in the last six months and upward movement of foreign currency reserve already $43 billion in the last month would come under stress since many expatriates were fearing coming back home.

Besides, 181,218 overseas jobs were created in the concluded year before the COVID-19 pandemic out a break usual trend of overseas employment averaging over 7 lakh in subsequent previous two years.

Economists said that small and medium enterprises that bore the brunt of the COVID-19 menace were almost overlooked as big industrialists and readymade garments exporters were the main beneficiaries of the Tk 1.21 lakh crore stimulus scheme.

Disparity in disbursement of loans under the stimulus programme is the main obstacle to a comprehensive economic recovery and sustainable job creation, said former Bangladesh Bank governor Salehuddin Ahmed.

In a seminar on the stimulus programme on December 3, Finance Division secretary Abdur Rauf Talukder alleged non-cooperation from bankers as only 41 per cent of the Tk 20,000 crore package for the cottage, small and medium enterprises was disbursed against 71 per cent of the Tk 40,000 crore package for big industries.

The RMG sector has availed its entire Tk 5,000 crore allocation at 2 per cent service charge and has also received Tk 5,500 crore from the Tk 40,000 crore fund meant for large industries.

An assessment made by the local think-tank Centre for Policy Dialogue in November estimated that the full implementation of the stimulus packages would cover only 75.8 lakh or 12 per cent of the country's total jobs.

CPD distinguished fellow Debapriya Bhattacharya said that the government should integrate the employment issues with the stimulus scheme to ensure a sustainable solution to the employment problems that have worsened amid the coronavirus onslaught.

Even in the pre-COVID-19 situation, unemployment was a major concern as a study report released by the Bangladesh Institute of Development Studies in November 2019 revealed that 33.19 per cent of the unemployed youths were educated.

Salehuddin said that vulnerability of the poor and bureaucratic inefficiencies became vividly apparent following the COVID-19 outbreak and would continue in future even amid modest exogenous shocks and natural calamities unless job-oriented economic policies were pursued.

Capital machinery import dropped by 38.95 per cent or $525.05 million year-on-year in the first quarter of the current fiscal year reflecting dismal state of private sector investments in the country.

Overall imports fell by 12.99 per cent to $15.78 billion from $18.14 billion in the same period of the past fiscal year, which, according to economists, is a bad sign for the country's import-dependent export basket.

The country's export earnings in the July-November period of 2020–21 grew by a paltry 0.93 per cent to $15.92 billion from $15.77 billion in the same period of 2019–20.

The 66-day shutdown, enforced by the government since March 26 to check the spreading coronavirus infections, not only affected macroeconomic indicators but also the states of poverty, health, investment and employment.

BIDS researcher Binayak Sen in June in a paper titled Poverty in the Time of Corona: Short-term Effects and Policy Responses estimated that about 1.64 crore people became new poor in the country as a result of the COVID-19 outbreak.

A survey by the Bangladesh Bureau of Statistics in September found that the country's unemployment rate went up to 22.39 per cent between April and August from 2.3 per cent in March.

The spread of the novel coronavirus also exposed the fragility of the country's health system with many people dying without treatment while pilferage of relief goods by ruling party activists exposed inefficiencies of the relevant government agencies in delivering aids to the target people.

Only 35 lakh people, 15 lakh short of the targeted 50 lakh, were given the much-talked-about cash assistance of Tk 2,500 each under a stimulus package after the list of beneficiaries, prepared by the government-appointed committees, were found studded with fake ID holders.

Anu Muhammad, a professor of economics at Jahangirnagar University, noted that poor service delivery by the government agencies had a strong link to the absence of good governance hampering the performance of crucial state organs like judiciary, election commission, Anti-Corruption Commission, central bank and bureaucracy.

The Daily Star
DHAKA FRIDAY JANUARY 1, 2021,

BANGLADESH ECONOMY 2020

RISING *from the rubble*

GDP GROWTH IN ASIA 2020

Bangladesh	3.8	India	-10.3	Kuwait	-8.1
Myanmar	2	Thailand	-7.1	Saudi Arabia	-5.4
China	1.9	Singapore	-6	Japan	-5.3
Vietnam	1.6	Sri Lanka	-4.6	Pakistan	-0.4

IN % SOURCE: IMF

REJAUL KARIM BYRON *and* MD FAZLUR RAHMAN

The year 2020 began with a cloud of uncertainty hanging over the horizon. The novel coronavirus was spreading in Europe, the destination of over 60 percent exports from Bangladesh, after wreaking havoc in China, its largest trading partner.

Bangladesh felt the heat of a looming global crisis though the virus had not yet made its way into the country.

The bad news came a couple of months later. On March 8, the authorities confirmed the maiden case of Covid infection in the country. A week later, the first death from the virus was reported.

Soon, the country's economy, one of the shining stars in Asia, came almost to a halt as the government imposed countrywide lockdown to contain the spread of the virus.

The main index of the stock market dropped by 15 percent in less than 10 days in the second half of March.

During the nationwide lockdown, millions lost jobs, poverty rate doubled and many businesses folded up. Income of the vast majority of the population shrank.

Exports hit rock bottom as the importing countries themselves were finding it difficult to keep their economies afloat. The country was staring at an unprecedented three-pronged crisis: health, economic and food.

To protect the people and the economy, the government rolled out a massive Tk 120,000-crore stimulus package, one of the largest in the world. It capped bank interest rates below single digit to help firms and businesses borrow at a record low rate.

Multilateral banks and bilateral partners poured billions of dollars to cushion Bangladesh.

But the biggest support came from farmers who continue to feed the country and the migrant workers who proved the grim forecasts wrong, sending home a record amount of remittance.

The robust flow of remittance lifted the country's foreign exchange reserves to record highs and put the country on a firm footing.

The reopening of the economy in June was a very bold move and proved to be a judicious one, as the Covid situation did not go out of control.

The food production, remittance, the stimulus package, the reopening, and the uptick in domestic demand and exports put the country on the path of recovery.

"Despite the Covid-19 pandemic, Bangladesh was able to escape a contraction in 2020," UK-based Centre for Economics and Business Research said early this week.

Bangladesh's GDP growth is forecast to drop to 3.8 percent in 2020, compared to 8.2 percent in the previous year. The government debt as a percentage of the GDP rose to 39.6 percent in 2020, considered low as per the international standards.

The government had a fiscal deficit of 6.8 percent in 2020, which allowed it to spend a huge amount of money to cushion the economy.

"This will have bolstered the economy in the past months," the think-tank said.

It also mentioned, "While the harm to public health inflicted by the pandemic has been relatively limited, the effect of the outbreak on global demand and international supply chains means that the economic damage has been considerable."

Despite the pandemic, Bangladesh is set to post the third-highest growth in the world and the highest in Asia in 2020, according to the International Monetary Fund.

In terms of growth, only Guyana and South Sudan are ahead of Bangladesh. India's GDP would contract by 10.3 percent and Pakistan's by 0.4 percent.

Of the 190 IMF member countries, only 23 are forecast to post a positive growth in the outgoing year.

Finance Minister AHM Mustafa Kamal said the prime minister had taken effective measures that fuelled domestic demand and helped people survive the crisis.

As a result, Bangladesh has been able to keep up the growth trajectory during the crisis, he noted.

"Other than Bangladesh, you will not find any country in Asia that has been able to maintain progress in every area of the macro-economy," he told The Daily Star.

Zaid Bakht, a former research director of the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), said the impact of the pandemic has not been as adverse as it was thought initially.

"The economy has weathered the impacts of the pandemic and is now on track for a recovery."

People are trying to get back on their feet again and ride out the financial hardship due to job losses. "They are trying to do something to make a living," he noted.

Mustafizur Rahman, a distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue, pointed out that Bangladesh's major indicators such as export, import, balance of payment, credit growth, private sector investment and foreign direct investment were in a fragile state even before the pandemic.

"This is largely because Bangladesh's major trading destinations had already been facing the impacts of coronavirus from January."

In Bangladesh, poverty rose to 30 percent and unemployment to 40 percent, Mustafizur mentioned.

The government's massive stimulus package helped the economy, but it is yet to recover fully, he noted.

"Most of the countries are likely to have negative growth this year."

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৭ পৌষ
১ জানুয়ারি ২০২১

কাপড়ের আমদানি মূল্যে ভয়াবহ জালিয়াতি

কম ট্যারিফ ভ্যালুর সুযোগে দেখানো হচ্ছে আমদানি মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ, রাজস্বের পাশাপাশি ক্ষতির মুখে স্থানীয় বস্ত্রশিল্প

■ রিয়াদ হোসেন

আন্তর্জাতিক বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্যারিফ ভ্যালু (সরকার কর্তৃক মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া) না থাকায় কাপড়ের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক কম দরে আমদানি দেখাচ্ছেন একশ্রেণির আমদানিকারক। এর ফলে একদিকে সরকার ন্যায্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে স্থানীয় বস্ত্রশিল্প অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে। এছাড়া ওভেন (শার্ট ও প্যান্ট জাতীয় পোশাকের কাপড়) ফেব্রিকের বিশ্বব্যাপী পরিমাপের মানদণ্ড হিসেবে মিটার ব্যবহার করা হলেও বাংলাদেশে তা মূল্যায়িত হয় কেজিতে। আর এই সুযোগেও কারসাজি করেন একশ্রেণির আমদানিকারক। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, কম মূল্য দেখানোর পর বাদবাকি অর্থ অবৈধ উপায়ে হুন্ডি কিংবা কোনো কোনো ব্যাংকের যোগসাজশে রপ্তানিকারকের কাছে পাঠানো হয়, যা অর্থপাচার হিসেবে বিবেচিত। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকেন একশ্রেণির ব্যাংক কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট দেশের রপ্তানিকারকও।

বস্ত্রশিল্প মালিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইস্যুটি নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য সম্প্রতি ট্যারিফ কমিশনকে নির্দেশ দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বিষয়টি পর্যালোচনা করে গত ১০ ডিসেম্বর ট্যারিফ কমিশন দুটি সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। এগুলো হলো, আমদানিকৃত কাপড়ের ট্যারিফ মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারদরের ভিত্তিতে ঠিক করা এবং ওভেন কাপড় পরিমাপের মানদণ্ড কেজির পরিবর্তে মিটারে নির্ধারণ করা। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ইত্তেফাককে বলেন, সুপারিশ তিনি এখনো হাতে পাননি। বিস্তারিত পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয় থেকে পরবর্তী উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এদিকে স্থানীয় বাজার পর্যবেক্ষণেও এসব কাপড়ের ট্যারিফ ভ্যালু আর খুচরা পর্যায়ে বিক্রয়মূল্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। পুরো প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের জবাবদিহিতা না থাকায় রাজস্ব বিভাগ, স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ক্রেতাও ঠকছেন। অস্বাভাবিক মুনাফা নিচ্ছে কেবল আমদানিকারক ও বিক্রেতা। অন্যদিকে রপ্তানির শর্তে শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা (বন্ড সুবিধা) কাপড়ও মিশে যাচ্ছে এসব কাপড়ের সঙ্গে।

দেশে ওভেন ও নিটওয়্যারের ভিন্ন ভিন্ন এইচ এস কোডের (পণ্য পরিচিতি নম্বর) আওতায় সাত ধরনের কাপড় বেশি আমদানি হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসব কাপড় আমদানির পরিমাণ ছিলো ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৭৯৩ মেট্রিক টন। এর মধ্যে রপ্তানির জন্য আমদানি হয়েছে ২ লাখ ৯৭ হাজার ১৯৯ মেট্রিক টন। এসব কাপড় শুল্কমুক্ত সুবিধায় আসে, যা বন্ড সুবিধা নামে পরিচিত। আর বাদবাকি ৩৮ হাজার ৫৯৪ মেট্রিক টন কাপড় এসেছে বাণিজ্যিক আমদানি হিসেবে। এসব কাপড়ের ওপর শুল্ককরের পরিমাণ প্রায় ৯০ শতাংশ।

এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, বন্ড সুবিধার আওতায় রপ্তানিকারকরা ৮৫ শতাংশ তুলায় উৎপাদিত ওভেন কাপড় প্রতি কেজি আমদানি করেছেন ৭৪২ টাকায়। অথচ একই কাপড় বাণিজ্যিক (শুল্ক প্রযোজ্য) আমদানিকারকরা আমদানি মূল্য দেখিয়েছেন প্রতি কেজি মাত্র ২৭৬ টাকা! এটির ট্যারিফ ভ্যালু তিন মার্কিন ডলার বা প্রায় ২৫৫ টাকা। একই ভাবে সিনথেটিক ফিলামেন্ট ইয়ার্নের কাপড় প্রতি কেজি রপ্তানিকারকরা গড়ে ৭০৬ টাকায় আমদানি করলেও বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা দেখিয়েছেন ২৭২ টাকা। এর ট্যারিফ ভ্যালু প্রতি কেজিতে চার ডলার বা ৩৪০ টাকা। শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় আনা আর্টিফিশিয়াল স্টেপল ফাইবারের কাপড়ের কেজিপ্রতি গড় আমদানি মূল্য ৬৯৮ টাকা আর বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা দেখিয়েছেন ২৬৯ টাকা। অন্যান্য কাপড়ের দামের ক্ষেত্রেও একইভাবে শুল্কযোগ্য কাপড়ের মূল্য খুবই কমিয়ে দেখানো হচ্ছে।

স্থানীয় বস্ত্র শিল্পের উদ্যোক্তা ও এনবিআরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, যেহেতু রপ্তানির জন্য আনা কাপড়ে কোন শুল্ক নেই, এজন্য তাদের মূল্য কম দেখানোর দরকার নেই। অর্থাৎ কিছু ব্যতিক্রম বাদে তাদের আমদানিকৃত গড় মূল্যই আন্তর্জাতিক বাজারে কাপড়ের দামের মানদণ্ড। এর নিচে যে দর দেখানো হচ্ছে, ঐ পরিমাণ আমদানি মূল্য কম দেখানো হচ্ছে। এটি কৌশলে সরকারের নির্ধারণ করে দেওয়া ট্যারিফ ভ্যালুর কাছাকাছি দেখানো হয়। আমদানি মূল্য যাই হোক, ট্যারিফ ভ্যালুর ওপরই শুল্ককর নির্ধারণ হয়। ফলে এই সুযোগটি নিচ্ছে বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা।

প্রায় একই কথা বলছে ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদনও। সেখানে বলা হয়, 'বন্ডের মাধ্যমে আমদানিতে কোনো প্রকার শুল্ক না থাকায় আমদানি মূল্যকে ফেব্রিকের আন্তর্জাতিক মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অপরদিকে বাণিজ্যিক আমদানিতে অধিকহারে শুল্ক থাকায় আমদানি মূল্য অনেক কম দেখা যাচ্ছে। মূলত শুল্কের কারণে ফেব্রিকের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে আমদানিকৃত কাপড় শুল্কায়িত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। স্থানীয় আমদানিতে সরকার যে হারে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করেছে, তা আন্তর্জাতিক বাজার ও স্থানীয় উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা অনেক কম বলে প্রতীয়মান। এর ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারীরা অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছেন।' প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে চাইলে ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মুন্সি শাহাবুদ্দিন কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

টেক্সটাইল মিল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সাবেক পরিচালক ও লিটল গ্রুপের চেয়ারম্যান খোরশেদ আলম মনে করেন, ট্যারিফ ভ্যালু কম থাকায় বছরের পর বছর ধরে এই অনিয়ম করে আসছে একশ্রেণির আমদানিকারক। ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে এবং স্থানীয় শিল্প মালিকরা প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে ব্যবসা থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, ট্যারিফ ভ্যালু ছাড়াও কেজিতে ওভেন ফেব্রিকের শুল্কায়ন করার সুবিধা থাকায় এতে বিরাট কারসাজি হচ্ছে। অথচ বিশ্বব্যাপী কোথাও ওভেন কাপড় কেজির হিসাবে শুল্কায়ন করা হয় না। তিনি অভিযোগ করে বলেন, কম দাম দেখিয়ে বাকি টাকা 'অন্যভাবে' পাঠানো হচ্ছে।

দামের তারতম্য দেখিয়ে জালিয়াতের এ বিষয়টি এনবিআরের শুল্ক বিভাগেরও অজানা নয় বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে এনবিআরের শুল্ক বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইত্তেফাককে বলেন, তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাদের কাছে পাঠালে আমরা যাচাই করে যৌক্তিক ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণের উদ্যোগ নেব।

The Daily Star JANUARY 2, 2021,

2020: PLIGHT OF MIGRANT WORKERS

Moments of despair, times of uncertainty

3.76 lakh workers returned home since April

1.5 lakh workers came home on holiday and later found it difficult to return to their workplaces

Overseas employment dropped by nearly five lakh from what it was in 2019

Despite the pandemic, migrants sent record amount of remittance in 2020

JAMIL MAHMUD

The coronavirus pandemic that brought global human mobility to a near standstill for most of last year hit the country's vast labour migration sector hard.

Yearly overseas employment dropped by nearly five lakh from what it was in 2019 -- with a little over two lakh workers getting jobs abroad by mid-December last year.

Some 3.76 lakh workers returned home in eight and a half months since April, says government data.

Moreover, an estimated 1.5 lakh workers who came home on holiday found it difficult to return to their workplaces due to suspension of regular air communications.

Thousands of migrant workers and their family members back home faced economic hardships because of the income and work opportunities lost due to the pandemic, according to surveys conducted by various migration-related organisations.

Despite the volatile situation, the country, however, saw a significant surge in remittance inflow in the second half of 2020.

According to government estimates, more than one crore Bangladeshis live in over 160 countries.

COVID-19 IMPACT

Since the Covid-19 pandemic hit the world early last year, many Bangladeshi migrant workers faced economic hardships due to lockdowns enforced on economic activities by the host countries.

Bangladeshi workers returned home in large numbers, either after job losses or seeing no job opportunities in the host countries.

Around 3.76 lakh Bangladeshi expatriates returned home between April 1 and December 17, according to expatriates' welfare ministry data.

The returnees experienced reintegration challenges, including difficulties in securing employment, financial problems, and health-related issues, says an International Organisation for Migration (IOM) report published in August last year.

In its study, the United Nations migration agency said around 70 percent of 1,486 returnees in 12 migration-prone districts were found to be unemployed.

A Brac study in May said around 87 percent of 558 returnees did not have income opportunities amid the pandemic.

The average monthly household expenditure of migrant workers' families dropped from Tk 17,000 to Tk 7,300 due to the pandemic, a Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) study, conducted on 200 households, revealed in July.

The virus outbreak in the country in early March 2020 forced the government to suspend air communications with leading labour-receiving countries, including six Gulf countries -- Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, United Arab Emirates, and Oman -- which account for 76.93 percent of Bangladeshi migrants' workplaces.

Around 1.82 lakh workers went abroad till March 2020. Of the host countries, Saudi Arabia employed the highest 1.33 lakh workers, followed by 17,398 workers in Oman, according to Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) data.

Besides, around 85,000 visas and visa papers were in possession of some 320 agencies before the pandemic hit the country, says the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira). With regular flights suspended, the fate of those workers remained uncertain.

The suspension of air communications also meant many migrant workers, who came home on holiday, were stuck here.

Around 1-1.5 lakh expatriates came home between January and March prior to the pandemic, says Brac Migration Programme, citing data of the immigration authorities at Hazrat Shahjalal International Airport and the home ministry.

The suspension was extended in phases until June when air communications resumed on a limited scale. However, many workers found their visas and work permits expired by then.

In September, a large number of Saudi Arabia-bound workers took to the streets for plane tickets and extension of their visas and iqamas (residency permit) after the kingdom resumed international flight operations.

Several thousand workers based in Malaysia and Qatar also took to the streets demanding government steps to ensure their return to their workplaces.

Although intense government engagement eventually solved the problem, it created a backlog in the flight schedule which was easing with the operation of additional flights -- until December 21, when Saudi Arabia put a fresh embargo on air communications, creating further worry for these workers.

REMITTANCE SOARING

Migrant workers' contribution is considered one of the main pillars of the country's economy.

In the 2019-20 fiscal year, the country received $18.2 billion in remittance sent by migrant workers, said the expatriates' welfare ministry, referring to Bangladesh Bank data.

In the first five months of the current fiscal year, migrant workers remitted around $10.9 billion -- $3.1 billion more than the remittance received in the same period of the last fiscal year, it said.

In a report published in this newspaper in October, experts attributed the rise in remittance to the government's two percent cash incentive for remitters.

They also said expatriate Bangladeshis in North America and Europe now send in a robust amount of remittance as interest rates on deposits in those countries have dropped to almost zero in the wake of the ongoing coronavirus-driven economic slump.

Experts, however, warned against complacency and advocated for building on the rising trend of inward remittance flow to achieve a sustainable future growth target in the sector.

GOVERNMENT SUPPORT

In April, the government announced loan support for migrant workers and a Tk 200 crore special loan fund was created by the Probashi Kalyan Bank, after borrowing the money from the Wage Earners' Welfare Board.

However, the government's initiative largely drew poor response among the returnees, according to rights groups, due to the tough conditions set for getting the loan and lack of awareness about it.

Also, the government created another loan scheme of Tk 500 crore to support returnees' economic reintegration.

The bank disbursed around Tk 18 crore to 443 returnees under the two schemes, Ahmed Munirus Saleheen, secretary of the expatriates' welfare ministry, told the media on December 18.

The government also disbursed around Tk 9.85 crore through various missions for food, cash and medical kits as immediate support to migrant workers at the early stage of the pandemic in host countries.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

CHALLENGES AHEAD

Migrant rights activists called upon the government to continue its diplomatic efforts to hold on to existing markets and explore new ones.

They said once the international labour market becomes normal, both outbound and returnee migrant workers should be provided with Covid-19 vaccines, once available in the country, to save them from being subject to discrimination.

Shariful Hasan, head of Brac Migration Programme, said it is unlikely the overseas employment situation will regain normalcy anytime soon considering the present global Covid-19 situation.

"So, what we can do by this time is we can prepare ourselves. We can make our people skilled and we can go for new labour markets," he said.

Shariful said it is also essential to address problems in migration governance in the country, especially lowering migration costs which in Bangladesh is higher compared to that in other labour-sending countries.

Besides, the government needs to ensure tests and quarantine for the returnees, he added.

Syed Saiful Haque, co-chair of Bangladesh Civil Society for Migrants, said besides exploring new markets and holding on to existing ones, the government needs to continue diplomatic efforts for visa extension of stranded workers so that once the opportunity arises, they can go back to their workplaces.

He said migrant workers have been treated as a "medium of Covid-19 transmission" in some host countries.

"So, vaccination for outbound workers should be ensured so that they do not face discrimination and xenophobia abroad," he added.

Also, vaccines should be provided to returnee migrants and the government has to monitor the vaccination process, he said, adding that the United Nations also put importance on ensuring vaccines for migrants.

Expatriates' Welfare Minister Imran Ahmad, in a statement on December 18, said, "Amid the coronavirus pandemic situation, the ministry has prioritised creating skilled workers as per demand of global labour market in post-coronavirus situation, alongside overall protection including socio-economic reintegration of the migrant workers and their family members at home and abroad, holding on existing labour markets, exploring new markets, and reopening the closed ones."

The statement was made during a press conference marking International Migrants Day on December 18.

প্রথম আলো • সোমবার, ৪ জানুয়ারি ২০২১,

করোনাকালেই দেশে এল সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়

ফিরে দেখা ২০২০

করোনাভাইরাসের কারণে বিদেশে কাজ হারিয়ে প্রায় আড়াই লাখ শ্রমিক দেশে ফিরছেন। তবে প্রবাসী আয়ের ওপর করোনা ইতিবাচক প্রভাবই ফেলেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নানা ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও করোনাভাইরাস প্রবাসী আয়ে নতুন মাত্রাই যোগ করেছে। কারণ, করোনা মহামারির প্রভাবে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকেরা ব্যাপক হারে কাজ হারালেও এই সংকটকালে দেশে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে। বিদায়ী ২০২০ সালে প্রবাসীরা মোট ২ হাজার ১৭৪ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন। এই আয় আগের ২০১৯ সালের তুলনায় ১৮ দশমিক ৬৬ শতাংশ বেশি। আগের বছরে এসেছিল ১ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা।

করোনাভাইরাসের প্রকোপে নানা খারাপ খবরের মধ্যে অর্থনীতির এই সূচকেই বাংলাদেশ সবচেয়ে ভালো করেছে। তাই বলা হয়, প্রবাসী আয় খাতের জন্য করোনাভাইরাস ইতিবাচক বার্তা নিয়ে এসেছে। যদিও এই সময়েই কাজ হারিয়ে দেশে ফিরেছেন প্রায় আড়াই লাখ প্রবাসী শ্রমিক। আবার অনেকের বেতনও কমে গেছে। এরপরও রেমিট্যান্স আসা বেড়েছে।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, বিদেশে চলাচল সীমিত হয়ে পড়ায় অবৈধ পথে আয় আসা কমে গেছে। এ জন্য বৈধ পথে আয় বেড়েছে। এদিকে অর্থনীতির সবচেয়ে ভালো সূচক হিসেবে ২০২০ সাল পার করা প্রবাসী আয় খাতে উন্নতির পাশাপাশি আমদানি কমে যাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে। করোনার মধ্যে রিজার্ভ ৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ৪ হাজার ৩০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার রেকর্ড করেছে।

প্রবাসী আয় বৃদ্ধির পেছনে অবশ্য আরেকটি বড় কারণ রয়েছে। সেটি হলো বৈধ পথে দেশে প্রবাসী আয় পাঠানো উৎসাহিত করতে ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২ শতাংশ প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। এরপর থেকে প্রবাসী আয়ে গতি এসেছে। করোনার পর তাতে নতুন মাত্রা হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হলে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সে বড় ধাক্কা লাগে। তাই মার্চ ও এপ্রিলে আয় কমে যায়। তবে এরপরই বড় ধরনের উল্লম্ফন শুরু হয়। এখনো সেই প্রবণতা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে যেখানে ১৪৫ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় আসে, করোনার কারণে মার্চে তা কমে হয় ১২৮ কোটি ৬৮ লাখ ডলার। ২০১৯ সালের একই মাসে ছিল ১৪৫ কোটি ৮৬ লাখ ডলার। আর করোনাভাইরাস আরও প্রকট হলে এপ্রিলে প্রবাসী আয় আরও কমে ১০৮ কোটি ডলারে নামে।

মে মাস থেকে প্রবাসী আয় বাড়তে থাকে। ওই মাসে রেমিট্যান্স আসে ১৫০ কোটি ডলারের, যা জুনে আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১৮৩ কোটি ডলার। আর ঈদের আগের মাস জুলাইয়ে প্রবাসী আয় এক লাফে ২৬০ কোটি ডলারে ওঠে। কোনো একক মাস হিসেবে এই আয় এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এরপর আগস্টে ১৯৬ কোটি ডলার, সেপ্টেম্বরে ২১৫ কোটি ডলার, অক্টোবরে ২১০ কোটি ডলার, নভেম্বরে ২০৭ কোটি ডলার এবং ডিসেম্বরে ২০৫ কোটি ডলার আসে।

NEW AGE
SUNDAY, JANUARY 3, 2021,

RMG exporters seek HS code rule relaxation

Staff Correspondent

READYMADE garment exporters have urged the National Board of Revenue to relax the provision of mandatory inclusion of harmonised system codes in bond licence in releasing imported raw materials under bonded facilities.

The Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association on December 30, 2020 sent a letter to the NBR chairman, saying that the releasing of raw materials was facing a delay in the Dhaka and Chattogram custom houses due to the provision of mandatory inclusion of HS codes of import items with the bond licence.

The situation subsequently is causing a delay in export shipment, it said.

The trade body demanded the dropping of the provision and said that considering the fast changing fashion industry exporters had to import various types of raw materials for producing export goods and it was difficult for the exporters to know the requirements of buyers in advance.

The letter signed by BKMEA president AKM Salim Osman requested the NBR chairman to issue a directive allowing the release of raw materials as per the description of buyers' requirements and HS codes mentioned in the utilisation declarations issued by the BKMEA and the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association in line with the import policy.

The trade body in the letter also demanded that the NBR do not consider errors in HS codes, if any, as miss-declarations rather the authorities should allow importers to release consignments with imposing tax under appropriate codes.'

The trade body demanded a modification of bonded warehouse licensing rules, saying that readymade garment exporters are facing discount or cancelation of orders from global buyers as the exporters are missing shipment deadline due to the 'unnecessary provision'.

Fazlee Shamim Ehsan, a former vice-president of the BKMEA, told New Age that the provision of mandatory inclusion of HS codes in bond licence was unnecessary as all imports under the bond facility were for exports and the government had all statistics about imports and exports.

It is very difficult for exporters to misuse the raw materials imported under the facility as the NBR preserves all data of import and exports, he said.

'We have to import some of the raw materials for fashionable items as per the requirements of buyers and the NBR can easily release the consignments without inclusion of HS codes of the items in bond licence as the codes are mentioned in the UD issued by the trade body,' Fazlee said.

Exporters face harassment, financial losses and shipment delay for the provision, he added.

The Daily Star SUNDAY JANUARY 3, 2021,

'Make sugar mills profitable'

Platform demands amid reports of grafts, mismanagement

STAFF CORRESPONDENT

A platform of sugar mill workers and employees' children yesterday demanded the government turn state-run sugar mills profitable by making planned investment and diversifying sugar products.

Instead of shutting down, it is possible to make mills profitable by modernising them for diversification, and eliminating corruption, Sugar Mills Children's Forum said in a statement.

If mills close, the country will have to rely on imported sugar products, and the market may turn unstable, the forum said.

It demanded modernising mills through apt management and urged authorities concerned to implement diversification through joint investment from home and abroad.

Graft and mismanagement are largely responsible for losses sugar mills incurred. However, thousands of workers and sugar farmers had to bear the brunt, while no effective measure was taken to eliminate graft or enhance skills, it said.

Livelihood of thousands of farmers, and workers and employees of six sugar mills are in peril, due to closure of sugar production during the ongoing season, said the forum, which consists of children of workers and employees from 16 mills.

On December 21 last year, a group of researchers and educationists, referring to a research paper, said mismanagement, corruption and absence of proper planning are responsible for the losses incurred by state-owned jute and sugar mills, and workers of the mills can in no way be blamed.

Prof Mohammad Tanjimuddin Khan and Prof Moshahida Sultana of Dhaka University and researcher Maha Mirza revealed the research findings during a programme at Dhaka Reporters Unity.

The report was prepared following field visits to different jute mills in Khulna and sugar mills in northern districts.

বণিকবার্তা সোমবার, জানুয়ারি ৪, ২০২১

২০২০ ও ২০১৯ সালে পোশাক রফতানির মাসভিত্তিক চিত্র

মোট রফতানি

২০২০ ২৭৩১.৮৫

২০১৯ ৩২৯৩.১০

হ্রাস ১৭%

সূত্র: ইপিবি ও বিজিএমইএ

করোনা মহামারীর কারণে ইউরোপ-আমেরিকার অনেক প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ সময় বিক্রয়কেন্দ্র বন্ধ রাখতে হয়েছে। এতে বিপুল পরিমাণ ক্রয়াদেশ হারিয়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত

২০২০ সালে পোশাক রফতানি কমেছে ১৭%

বদরুল আলম ■

করোনার প্রথম ঢেউ ঠেকাতে গত বছর বিশ্বব্যাপী যখন লকডাউন চলছিল তখন ইউরোপের অনেক দেশেই একে একে বন্ধ হয়ে যায় প্রাইমার্কের খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র। ব্যবসায় এমন আকস্মিক মন্দার কারণে পোশাক সরবরাহকারী কারখানাগুলোকে দেয়া বিপুল পরিমাণ ক্রয়াদেশ বাতিল করতে হয় আয়ারল্যান্ডভিত্তিক এ প্রতিষ্ঠানকে, যার ধাক্কা এসে পড়ে দেশের পোশাক রফতানিতে।

আগে থেকেই ব্যবসা খারাপ যাচ্ছিল যুক্তরাজ্যভিত্তিক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান ডেবেনহ্যামসের। কভিড এসে আরো নাজুক করে তোলে তাদের পরিস্থিতি। এখন ব্যবসা বিক্রি করে দিতে ক্রেতা খুঁজছে ডেবেনহ্যামস। সেই কারখানাগুলোকে দেয়া পোশাকের ক্রয়াদেশও বাতিল করে তারা, যার মধ্যে বাংলাদেশের অনেক কারখানাও আছে। কেবল প্রাইমার্ক বা ডেবেনহ্যামস নয়, মহামারীর কারণে ইউরোপ-আমেরিকার আরো অনেক প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ সময় বিক্রয়কেন্দ্র বন্ধ রাখতে হয়েছে। এতে বিপুল পরিমাণ ক্রয়াদেশ হারিয়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত। বিজিএমইএর হিসাব বলছে, কভিডের প্রথম ঢেউয়ের প্রভাবে গত বছরের এপ্রিল নাগাদ প্রায় সোয়া তিন বিলিয়ন ডলারের ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে পুরো বছরের রফতানিতে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও বিজিএমইএর সংকলন করা পরিসংখ্যান বলছে, সদ্যসমাপ্ত বছরে বিশ্ববাজারে মোট ২ হাজার ৭৩১ কোটি ডলারের পোশাক রফতানি করেছে বাংলাদেশ। যদিও ২০১৯ সালে রফতানি হয় ৩ হাজার ২৯৩ কোটি ডলারের পোশাক। সেই হিসাবে রফতানি কমেছে ১৭ শতাংশ বা ৫৬১ কোটি ডলারেরও বেশি। মূলত কভিডের প্রভাবেই রফতানি এত কমে যায় বলে জানিয়েছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

পোশাক খাতের মালিকদের বিকেএমইএর নেতারা বলছেন, কভিড-১৯-এর ছোবলে সারা বিশ্বের অর্থনীতি এখন পর্যুদস্ত। স্থবির হয়ে যাওয়া অর্থনীতির চাকাকে চলমান রাখতে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তার উদ্যোক্তাদের। সংকুচিত হয়ে পড়েছে কর্মক্ষেত্র। কবে নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তার কোনো পূর্বাভাস নেই। চরম প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সিংহভাগ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। সরকার ঘোষিত সহযোগিতা নিয়ে পোশাক শিল্প মালিকরা কোনোভাবে টিকে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কারখানায় পর্যাপ্ত ক্রয়াদেশ নেই, নেই আগামী দিনগুলোতেও স্বাভাবিক কার্যাদেশ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা।

বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, এ পরিস্থিতির শেষ আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি না। তাই টিকে থাকতে লড়াই করতে হচ্ছে। এ লড়াই এখন পর্যন্ত সম্ভব হচ্ছে সরকারের সহযোগিতায়। পরিস্থিতি আরো দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় সরকারের কাছ থেকেও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তার প্রত্যাশা করছি।

চীনের উহানে কভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষে। গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে তা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ছড়িয়ে পড়ে। করোনার প্রভাবে দেশের তৈরি পোশাক খাত প্রথমে কাঁচামালের সরবরাহ সংকটে পড়ে। কারণ দেশে তৈরি পোশাক খাতের ওভেন পণ্যের আনুমানিক ৬০ শতাংশ আমদানি হয় চীন থেকে। দেশটি থেকে নিট পণ্যের কাঁচামাল আমদানি হয় ১৫-২০ শতাংশ। পরবর্তী সময়ে ধীরগতিতে হলেও কাঁচামাল সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও রফতানি গন্তব্যগুলোয় চাহিদার সংকট তৈরি হয়।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান রফতানি গন্তব্য আমেরিকা ও ইউরোপের প্রতিটি দেশ এখনো কভিড-১৯-এর ব্যাপক প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা করছে। এ অবস্থায় একের পর এক ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত করেছে ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো। বিজিএমইএ বলছে, বাতিল-স্থগিত হওয়া ক্রয়াদেশের ৮০ শতাংশের বেশি পুনর্বহাল হলেও সেগুলোর সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। আর কারখানা মালিকরা বলছেন, বাতিল বা স্থগিত হওয়া ক্রয়াদেশগুলোর কিছু ফিরে এসেছে। আবার নতুন ক্রয়াদেশও পেতে শুরু করেছে কারখানাগুলো। কিন্তু তা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক কম।

জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বণিক বার্তাকে বলেন, ইউরোপ কভিডের নতুন ঢেউয়ে প্রবেশ করেছে। তাই ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, গ্রিসসহ বেশকিছু দেশ লকডাউন ও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। ইউরোপে পোশাকের চাহিদা যদি আরো জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তাহলে আমাদের জন্য খাপ খাইয়ে নেয়াটা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। ইউরোপ আমাদের প্রধান বাজার হওয়ায় এ পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। কভিড-১৯ আমাদের কারখানাগুলোর মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির কারণ।

NEW AGE TUESDAY, JANUARY 5, 2021.

COVID-19 FALLOUT

Four lakh migrant workers return

Need-based skilled workforce development emphasised

Rashad Ahamad

ON AVERAGE, 2,600 migrant workers returned home daily in December while a total of 4.08 lakh such workers came back in the nine months from April after losing their jobs abroad due to the coronavirus pandemic.

Besides, some 5.5 lakh aspirants who were expected to migrate with jobs through the normal process during the time did not have the opportunity while nearly 1.5 lakh workers could not return to their workplaces after ending their vacation at home, said migration officials and researchers.

A total of 4,08,408 migrant workers, including 49,924 females, returned home from 29 countries after they lost their jobs following the COVID-19 outbreak, said the December 31 report of the Bureau of Manpower, Employment and Training.

Expatriates' welfare and overseas employment ministry officials said that it was yet to receive any significant demand for workers from any foreign job market.

Bangladesh Overseas Employment and Services Limited managing director Md. Saiful Hassan Badal told New Age that they received demand for only 12,000 workers from Jordan, 2,000 from Dubai and 800 from Saudi Arabia.

'We are exploring other markets,' he said.

A number of repatriated workers said that after coming back home they did not have employment and got frustrated with their savings exhausted.

Abdus Shakur who returned from Malaysia said that like 25,000 other stranded workers he was waiting to go back to his workplace but the government was indifferent to them.

'I have been without work for the last 10 months. I have meanwhile finished all my savings. Now I am depressed and hopeless,' said Sakur, an inhabitant of Brahmanbaria.

The ministry has earmarked a Tk 700 crore fund for repatriated workers but the loan distribution is not up to the mark as returnees are not seeking loans due to lack of proper communication, officials said.

As opportunities for overseas jobs through the formal channel have dwindled, human-trafficking rackets have become very active in the guise of manpower brokers or travel agents who lure aspirant migrants with the promise of good jobs abroad, said manpower experts.

Bangladesh set a target to send 7.5 lakh workers abroad in 2020 while it sent 7,00,159 workers in 2019, 7,34,181 in 2018 and 10,08,525 in 2017.

According to the Criminal Investigation Department, against 35 human trafficking cases they rounded up around 300 accused around the country in 2020.

যুগান্তর সোমবার ৪ জানুয়ারি ২০২১
২০ পৌষ ১৪২৭

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন

পোশাক রপ্তানিতে ফের অনিশ্চয়তা

যুগান্তর প্রতিবেদন

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আবারও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। পোশাক রপ্তানি আয় নির্ভর করছে দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় পশ্চিমা দেশগুলোর ব্যবসায়িক পরিস্থিতি কোনো দিকে মোড় নেয় তার ওপর।

রোববার বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত 'পোশাক রপ্তানি ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা' শীর্ষক বিশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

পশ্চিমা দেশ বলতে ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলোকে বোঝায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনাকালীন লকডাউনের ফলে পোশাক রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। লকডাউন প্রত্যাহারের ফলে পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানি গতিশীল হতে শুরু করে। এর মধ্যে নভেম্বর থেকে শুরু হয় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এর ধাক্কায় ইউরোপ আমেরিকার দেশসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে আবার সীমিত আকারে লকডাউন আরোপ করা হয়। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থাও বাধাগ্রস্ত হতে শুরু করেছে। একই সঙ্গে ব্যাহত হচ্ছে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় পশ্চিমা দেশগুলোয় ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ব্যাহত

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) প্রথম সহ-সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, করোনার প্রথম ধাক্কায় পোশাক খাত বসে গিয়েছিল। পরে আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলেও এখন আবার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা লেগেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। ফলে দোকানপাট যেমন কম খুলছে, তেমনি মানুষের আয় কমায় পোশাক কেনা কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে ব্যাহত হচ্ছে পোশাক রপ্তানি। তিনি বলেন, পোশাক রপ্তানির বড় অংশই হয় শীতের সময়। কিন্তু এবার শীতের বাজার জমেনি। ফলে চাহিদা কমেছে। এর প্রভাব আগামীতে আরও পড়বে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পোশাক রপ্তানির প্রায় ২০ শতাংশ হচ্ছে আমেরিকাতে। ৫৪ শতাংশ হচ্ছে ইউরোপের দেশগুলোতে। বাকি বাকি ২৬ শতাংশ হচ্ছে অন্যান্য দেশে। মোট রপ্তানির মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে ৭৪ শতাংশ পোশাক রপ্তানি এখন হুমকির মুখে।

এদিকে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সূত্র জানায়, পোশাক রপ্তানির উৎপাদন সক্ষমতা এখন ৬০ শতাংশের বেশি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আগে এ সময়ে শতভাগ লাগানো যেত। এতে খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস তৈরি পোশাক রপ্তানি। মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩ শতাংশ আসে এ খাত থেকে। জুলাই-সেপ্টেম্বরে মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৬ শতাংশ এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় পোশাক খাতকে সহায়তা করতে সরকার বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এগুলো বাস্তবায়নের পাশাপাশি সরকার থেকে অন্যান্য সহযোগিতাও দেয়া হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আশা করছে, পোশাক খাত ধীরে ধীরে এর উৎপাদন সক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে। তবে এটি নির্ভর করছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে পশ্চিমা দেশগুলোর ব্যবসায়িক পরিস্থিতি কোন দিকে যায় তার ওপর।

গত অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবরের তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়ে ওভেন পোশাক রপ্তানি কমেছে ৭ দশমিক২ ৭৬ শতাংশ এবং নিটওয়্যার রপ্তানি বেড়েছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

মোট রপ্তানি ১,৯২৩ কোটি ডলার

(২০২০-২১ অর্থবছর : জুলাই-ডিসেম্বর)

খাতওয়ারি আয় হিসাব কোটি ডলারে, বন্ধনীতে প্রবৃদ্ধি হিসাব

তৈরি পোশাক
১,৫৫৪. ৫৫ (-২.৯৯ %)

পাট ও পাটজাতপণ্য
৬৬.৮১ (৩০.৫৬ %)

কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য
৫২.৪৮ (০.১৮ %)

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
৪৪.৬১ (-৬.২৪ %)

হিমায়িত খাদ্য
২৭.৯৭ (-৩.৭১ %)

করোনাকালে পণ্য রপ্তানি

জুলাই	৩৯১ কোটি ডলার
আগস্ট	২৯৭ কোটি ডলার
সেপ্টেম্বর	৩০২ কোটি ডলার
অক্টোবর	২৯৫ কোটি ডলার
নভেম্বর	৩০৮ কোটি ডলার
ডিসেম্বর	৩৩০ কোটি ডলার

আকাশে উড়ছে পাটপণ্য, খাবি খাচ্ছে পোশাক

রপ্তানি আয়

অর্থবছরের প্রথমার্ধে পোশাক ছাড়াও চামড়া, হিমায়িত খাদ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মতো প্রধান খাতের রপ্তানি আয় কমেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

লোকসানের চাপে সরকারি পাটকল বন্ধ হলেও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে পাট খাত। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথমার্ধে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে সাড়ে ৩০ শতাংশ। যদিও করোনার ধাক্কায় তৈরি পোশাক, চামড়া ও হিমায়িত খাদ্যের মতো প্রধান রপ্তানি খাতগুলো খাবি খাচ্ছে। এসব খাতের অধিকাংশের রপ্তানি আয় কমেছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) ১ হাজার ৯২৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই আয় গত বছরের একই সময়ের চেয়ে দশমিক ৩৬ শতাংশ কম। এ ছাড়া অর্থবছরের প্রথমার্ধে যে আয় হয়েছে, সেটি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২ দশমিক ২৫ শতাংশ কম। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সংশ্লিষ্ট সূত্র এমন তথ্য জানিয়েছে।

অর্থবছরের প্রথমার্ধে ৬৬ কোটি ৮১ লাখ ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। তার মধ্যে ৮ কোটি ৪৯ লাখ ডলারের কাঁচা পাট, ৪৪ কোটি ৯২ লাখ ডলারের পাটের সুতা, ৯ কোটি ১৮ লাখ ডলারের চট ও বস্তা রয়েছে। পাটের সুতায় ৪২ দশমিক ৭৭ শতাংশ এবং চট ও বস্তা রপ্তানিতে ৫৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আর কাঁচা পাটের রপ্তানি কমেছে ৪ শতাংশ।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএমএ) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কাঁচা পাটের দাম বেশি হওয়ায় পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। তাই পাটজাত পণ্যের রপ্তানিতে বড় লাফ দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে ক্রয়াদেশ পরিস্থিতি খারাপ না হলেও নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে। সে কারণে অর্থবছরের শুরুতে ৫০ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি থাকলেও এখন কম।' তিনি বলেন, 'কাঁচা পাটের মণ ৩ হাজার ৬০০ থেকে ৩ হাজার ৭০০ টাকায় পৌঁছে গেছে। আমাদের আশঙ্কা, মার্চ-এপ্রিলে কাঁচা পাট পাওয়া যাবে না। তখন রপ্তানিতে ধস নামবে।'

সামগ্রিক পণ্য রপ্তানিতে তৈরি পোশাক খাতের অবদান ৮০ শতাংশের বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে ১ হাজার ৫৫৪ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই আয় গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২ দশমিক ৯৯ শতাংশ কম। অর্থবছরের প্রথমার্ধে নিট পোশাকের রপ্তানি ৩ দশমিক ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ওভেনে কমেছে ১০ দশমিক ২২ শতাংশ।

করোনা শুরুর পর থেকেই ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হওয়ায় পোশাক রপ্তানি কমতে থাকে। মাঝে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও পরে আবার ধস নামে। বর্তমানে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে ক্রয়াদেশ আসার গতি শ্লথ বলে দাবি করেছেন পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর পরিচালক ফজলে শামীম এহসান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ক্রয়াদেশ কিছু এলে সেটি আশানুরূপ নয়। ইউরোপ-আমেরিকায় করোনা পরিস্থিতি কোথায় যায়, তা এখনো বলা যায় না। তাই ক্রেতারা সাবধানতা অবলম্বন করছেন। আগের চেয়ে ক্রয়াদেশের সংখ্যা ও পরিমাণ কমেছে। তবে আশা করছি, মার্চ-এপ্রিলে ক্রয়াদেশ পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কারণ, তত দিনে করোনার টিকা অনেকে পাবেন। শীতও চলে যাবে।'

এদিকে চামড়া খাত ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে ৪৪ কোটি ৬১ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই আয় গত বছরের চেয়ে ৬ দশমিক ২৪ শতাংশ কম। অর্থবছরের প্রথমার্ধে ৫ কোটি ৪৬ লাখ ডলারের চামড়া, ১১ কোটি ২৭ লাখ ডলারের চামড়াপণ্য ও ২৭ কোটি ডলারের চামড়ার জুতা রপ্তানি হয়েছে। জুতা রপ্তানি ২ শতাংশ কমলেও চামড়া ও চামড়াপণ্যে কমেছে যথাক্রমে ১৭ ও সাড়ে ১০ শতাংশ।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, অর্থবছরের প্রথমার্ধে ২৮ কোটি ডলারের হিমায়িত খাদ্য, ৫২ কোটি ডলারের কৃষিজাত পণ্য, ৫৪ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল, ২৬ কোটি ডলারের প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে ৫৭ শতাংশ।

> **কাঁচা পাটের দাম বেশি হওয়ায় পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। তাই পাটজাত পণ্যের রপ্তানিতে বড় লাফ দেখা যাচ্ছে।**
>
> মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারি
> চেয়ারম্যান, বিজেএমএ

বণিক বার্তা রোববার, জানুয়ারি ৩, ২০২১

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

খুলনা অঞ্চলে ৩০০ শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের পেশাগত অসুস্থ, আহত শ্রমিক বা পরিবারদের চিকিৎসা, পেশাগত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এবং তাদের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় সহায়তা হিসেবে ৩০৫ জন শ্রমিক এবং তাদের স্বজনদের ৯০ লাখ ৪০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল খুলনা বিভাগীয় শ্রম দপ্তর চত্বরে এক চেক বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খুলনা অঞ্চলের ছয় জেলার শ্রমিকদের সহায়তার চেক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. মাসুদুর রহমান ভূঞা। খুলনা বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের পরিচালক মো. মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপপুলিশ কমিশনার মোল্লা জাহাঙ্গীর হোসেন, খুলনা মহানগর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক রণজিৎ কুমার ঘোষ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক মো. আরিফুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার দেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কল্যাণ এ ধরনের সহায়তা তারই একটি উদাহরণ।

চেক প্রদান অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গত দুই বছরে খুলনা অঞ্চলের ছয়টি জেলার খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নড়াইল, যশোর ও মাগুরা জেলার প্রায় দুই হাজার শ্রমিককে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় সহায়তা দেয়া হয়েছে অর্ধ কোটি টাকা। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হতে শ্রমিকদের কল্যাণে সহায়তা প্রদান কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। করোনাকালীন শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তর এবং কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চিকিৎসকরা টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া খুলনা অঞ্চলের দুটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে মাস্ক বিতরণ এবং অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদান করা হয়।

MONDAY JANUARY 4, 2021, The Daily Star

UNDOCUMENTED IN BAHRAIN

30,000 workers get regularised

JAMIL MAHMUD

An estimated 30,000 undocumented Bangladeshi migrant workers became regularised in Bahrain under an amnesty programme of the Gulf country's government that ended on December 31 last year.

Under the programme declared on April 2 last year, most Bangladeshi workers availed "flexi permit" from Bahrain government's Labour Market Regulatory Authority (LMRA) to get work opportunity there, said an official at the Bangladesh embassy in Manama.

However, a small number of the workers returned home after being regularised without paying a fine, he said.

Unlike other Arab countries, migrant workers' situation in Bahrain is comparatively better, considering the authorities allow foreign workers to live and work without any local sponsorship. In contrast, local sponsorship is mandatory under the existing "kafala system" to avail job in countries like Saudi Arabia and United Arab Emirates.

In Bahrain, to avail such work permit without local sponsor, a foreign worker has to get "flexi permit" after being registered with the LMRA.

Sheikh Mohammed Tauhidul Islam, labour welfare counsellor at the Bangladesh embassy in Manama, said a worker who obtains the permit has to pay a monthly fee of 30 Bahraini Dinar or about Tk 6,700 to the authorities.

Besides, the worker needs to pay a small amount of annual fee to maintain the legal status, he said via a WhatsApp call yesterday.

The amnesty was declared for all undocumented foreign workers living in the Gulf country, he added.

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ৬, ২০২১

ব্যবসায় কার্যক্রমে অগ্রগতি হলেও কর্মসংস্থানে পতন সৌদি-ইউএইর

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গত বছরের শেষের দিকে ব্যবসায় কার্যক্রম কিছুটা চাঙ্গা হলেও কর্মসংস্থানে স্থবগতি দেখা গেছে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই)। গত ১৩ মাসের মধ্যে শক্তিশালী সম্প্রসারণ দেখিয়েছে সৌদি আরবের ব্যবসা খাত। খবর ব্লুমবার্গ।

করোনা মহামারী ও অপরিশোধিত তেলের দামে পতনের ধাক্কায় বছরব্যাপী ধুঁকছিল মধ্যপ্রাচ্যের তেলনির্ভর অর্থনীতিগুলো। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইতে কর্মী ছাঁটাইয়ে গেছে সৌদি ও ইউএইর তেলবহির্ভূত খাতগুলো।

আইএইচএস মার্কিট বলছে, গত ডিসেম্বরে মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষ দুই অর্থনীতির পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স বা পিএমআই ৫০ পয়েন্টের সীমা অতিক্রম করেছে। এতে মন্দা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দিচ্ছে দেশ দুটির ম্যানুফ্যাকচারিং খাত। নভেম্বরে ৫৪ দশমিক ৭ পয়েন্টের পর ডিসেম্বরে সৌদির পিএমআই দাঁড়িয়েছে ৫৭ পয়েন্ট। অন্যদিকে নভেম্বরে ইউএইর পিএমআই যেখানে ছিল ৪৯ দশমিক ৫ পয়েন্ট, তা ডিসেম্বরে দাঁড়িয়েছে ৫১ দশমিক ২ পয়েন্ট। এতে ১৬ মাসের সর্বোচ্চে দাঁড়াল ইউএইর পিএমআই।

২০২০ সালের প্রতি মাসেই কর্মী ছাঁটাই অব্যাহত রেখেছে তেলবহির্ভূত খাতগুলো। তবে ডিসেম্বরে নতুন অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে এবং রফতানি ক্রয়াদেশ ১৫ মাসের সর্বোচ্চে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী করোনা ভ্যাকসিন সরবরাহ শুরু হওয়ায় সব খাতে আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক বুধবার, ২২ পৌষ ১ ৬ জানুয়ারি ২০২১

কাতার ফিরে যেতে সরকারের কাছে প্রবাসীদের আকুতি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

এক বছর আগে দেশে ফেরত আসার পর করোনা ভাইরাসের কারণে আটকে পড়া কাতার প্রবাসীরা চাকরিতে ফিরে যেতে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার আকুতি জানিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর তোপখানা রোডে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে তারা এ সময় বিভিন্ন দাবির কথা তুলে ধরেন। করোনার আগে দেশে আসার পর কয়েক হাজার কাতার প্রবাসী আটকা পড়েন। কাতার ফিরে যেতে এর আগেও কয়েকবার তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে ভিড় জমান। কিন্তু কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় গতকাল হতাশার কথা জানান। অবস্থানকারীরা কাতার সরকারের সঙ্গে আলোচনা ও যোগাযোগ স্থাপন করে দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সমকাল বুধবার | ৬ জানুয়ারি ২০২১ | ২২

কর্মসংস্থানের জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রয়োজন

এ. কে. আজাদ

■ ফরিদপুর অফিস

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মানসম্মত শিক্ষার প্রয়োজনের কথা তুলে ধরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ. কে. আজাদ বলেছেন, গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অনেকেই কর্মক্ষেত্রে গিয়ে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন। এ জন্য অভিভাবকের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঠদানে অধিক মনোযোগী হতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মঙ্গলবার চতুর্থ দিনের মতো জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ফরিদপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে শীতবস্ত্র বিতরণকালে এসব কথা বলেন তিনি।

এর আগে ফরিদপুর সদর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। গতকালের কর্মসূচিতে পৌর এলাকার শোভারামপুর, রাজবাড়ী রাস্তার মোড়, পশ্চিম খাবাসপুর, ভাজনডাঙ্গা ও ঝিলটুলীতে পৃথক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৭টি ওয়ার্ডের শীতার্তদের হাতে কম্বল তুলে দেন প্রধান অতিথি ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এ. কে. আজাদ।

এসব অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে, তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে। তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে সেই স্বপ্নের অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ পূর্ণতা পেতে চলেছে। তিনি বলেন, পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর এতদঞ্চলে শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে এবং মানুষের জীবন ও জীবিকায় ব্যাপক পরিবর্তন আসবে।

এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুবল চন্দ্র সাহা, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মাসুদ হোসেন, যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য ফারুক হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ঝর্ণা হাসান, কোতোয়ালি আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, জেলা আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক আইভি মাসুদ, হা-মীম গ্রুপের পরিচালক বেলাল হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম নিরু, শাহ আলম মুকুল, মনিরুল হাসান মিঠু, মিয়া মঞ্জুর এলাহি পিরু, জেলা আওয়ামী লীগের অর্থ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল ফয়েজ শাহনেওয়াজ, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম সেলিম, অ্যাডভোকেট বদিউজ্জামান বাবুল, অ্যাডভোকেট অনিমেষ রায়, কোতোয়ালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সামছুল আলম চৌধুরী, দিপক মজুমদার, মনির হোসেন, অ্যাডভোকেট জাহিদ ব্যাপারী, আবুল বাতিন, শওকত আলী জাহিদ, সোহেল রেজা বিপ্লব, আবু নাঈম, সাংবাদিক রাজিব খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুরাদ খন্দকার, মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন চৌধুরী মন্টু, সামসুল বারী সান প্রমুখ।

এ. কে. আজাদ আরও বলেন, শুধু কম্বল দিয়ে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না, সে জন্য আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। পদ্মা সেতু এই অঞ্চলের মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ; সেতু উদ্বোধনের আগেই আমরা এই অঞ্চলে কলকারখানা স্থাপন করে মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে চেষ্টা করব।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুবল চন্দ্র সাহা বলেন, ফরিদপুরের আওয়ামী লীগ আজ ঐক্যবদ্ধ। আর সেটি সম্ভব হয়েছে আমাদের সহসভাপতি এ. কে. আজাদের এই শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। আমরা যারা জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা তাকে (এ. কে. আজাদ) নিয়ে ফরিদপুর সদরের প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার সব ওয়ার্ডে শীতবস্ত্র বিতরণ করলাম, তারাই আওয়ামী লীগের প্রকৃত কাণ্ডারি, আওয়ামী লীগ করতে হলে আমাদের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

৬ জানুয়ারি ২০২১
antho.com
কালের কণ্ঠ

এনআরবি বন্ডে লাগামে ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা

জিয়াদুল ইসলাম ▷

দেশে প্রবাসীদের বিনিয়োগে অংশগ্রহণ বাড়াতে তিন ধরনের বন্ড চালু রয়েছে। ভবিষ্যৎ ও নিরাপদ বিনিয়োগ মনে করে প্রবাসীরা তাঁদের কষ্টার্জিত সঞ্চয়ের অর্থে এই বন্ড কেনেন। সম্প্রতি এসব বন্ড কেনার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। তাঁরা বলছেন, বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে দেওয়ায় তাঁরা দেশে বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন। এতে দেশে বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পাবে এবং অবৈধপথে (হুন্ডিতে) দেশ অর্থ প্রেরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও কমে যাবে। তাই সরকারের এমন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, সুদের হার আকর্ষণীয় হওয়ার পরও বিগত ৪০ বছরে এনআরবি বন্ডে বিনিয়োগ সেভাবে বাড়েনি। প্রবাসীদের বড় অংশেরই এনআরবি বন্ডে কোনো বিনিয়োগ নেই। শুধু বড় বড় কিছু প্রবাসী ব্যবসায়ী উচ্চ সুদের আশায় ঘুরেফিরে এসব বন্ডে বিনিয়োগ করছেন। এ কারণে বন্ডে লাগাম টানা হয়েছে।

জানা যায়, প্রবাসীদের বিনিয়োগের জন্য ১৯৮১ সালে চালু করা হয় পাঁচ বছর মেয়াদি ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড। আর ২০০২ সালে তিন বছর মেয়াদি ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড চালু করা হয়। বর্তমানে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের সুদের হার ১২ শতাংশ। আর ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডে সুদের হার সাড়ে ৭ শতাংশ ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে সাড়ে ৬ শতাংশ। কিন্তু দেশের সাধারণ বন্ডে সুদের হার এখন সে তুলনায় কম।

সম্প্রতি এসব বন্ডের বিপরীতে সমন্বিত বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা এক কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। এর আগে এসব বন্ডে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ছিল না। এতে ইচ্ছামাফিক বিনিয়োগের সুযোগ পেতেন প্রবাসীরা। এ ছাড়া সিআইপি মর্যাদা পাওয়ার আশায়ও প্রবাসীরা এখানে বেশি বিনিয়োগ করতেন। কিন্তু বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা কমিয়ে নির্ধারণ করায় সেটিও পাওয়া যাবে না। এত দিন ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে আট কোটি টাকা বা এর বেশি টাকা বা সমপরিমাণের বিদেশি মুদ্রা বিনিয়োগ করলে মিলত সিআইপি মর্যাদা। ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে ১০ লাখ ডলার করে বিনিয়োগ করলেও মিলত এই মর্যাদা।

প্রবাসী সিআইপিদের সংগঠন এনআরবি সিআইপি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাহতাবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, তিন ধরনের এনআরবি বন্ডে সমন্বিত বিনিয়োগ সীমা এত কম পরিমাণ নির্ধারণ করা ঠিক হয়নি। এটা নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ সরকারের এমন সিদ্ধান্তে প্রবাসীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এতে তাঁরা দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থা হারিয়ে ফেলবেন, যা দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণে এবং অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় এক কোটির মতো প্রবাসী কাজ করছেন। কিন্তু বাস্তবে বন্ডে কয়েক শ বিনিয়োগকারীর সংখ্যা আমজনতার মতো খুব বেশি না। অনেক ক্ষুদ্র ও গরিব প্রবাসী আছেন যাঁরা এটা বোঝেনও না, বিনিয়োগও করেন না। এখানে চালাক-চতুর কিছু প্রবাসী বিনিয়োগ করেন। বিদেশ থেকে নামমাত্র সুদে ঋণ নিয়ে এখানে বিনিয়োগ করে মেয়াদ শেষে লাভসহ টাকা আবার বিদেশে নিয়ে যান এমন প্রবাসীও আছেন।

জানা যায়, এনআরবি বন্ডে বিনিয়োগ সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার পরই অর্থ মন্ত্রণালয়ে এনআরবি সিআইপি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। ওই চিঠিতে তিনটি সমস্যা তৈরি হওয়ারা আশঙ্কা করা হয়েছে। প্রথমত, গত ৪০ বছরে প্রবাসীরা এই তিন ধরনের বন্ডে যে বিনিয়োগ করেছেন সেটা বিদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, নিজ নিজ দেশে (প্রবাসে) উচ্চহারে কর প্রদানের মাধ্যমে এই অর্থ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে আসছেন প্রবাসীরা। তাই সরকারের এমন সিদ্ধান্তের ফলে প্রবাসীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এতে তাঁরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থা হারিয়ে ফেলবেন, যা দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণে এবং অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। তৃতীয়ত, সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশে অবৈধপথে অর্থ প্রেরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, যা রেমিট্যান্স এবং বৈদেশিক রিজার্ভের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দেবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই তিন ধরনের বন্ডে বিনিয়োগ হয়েছিল দুই হাজার ৭০ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিনিয়োগ আরো কমে হয় এক হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরেও বিনিয়োগের পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকার নিচে ছিল।

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডে সুদের হার সাড়ে ৭ শতাংশ ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে সাড়ে ৬ শতাংশ

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের সুদের হার ১২ শতাংশ

হুন্ডি বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স ও রিজার্ভ কমে যাওয়ার আশঙ্কা

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৭ জানুয়ারি ২০২১,

জিএসপি সুবিধা

পরামর্শক নিয়োগ বিজিএমইএর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশ হলেই ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) পণ্য রপ্তানিতে অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা (জিএসপি) পাবে না বাংলাদেশ। তখন জিএসপি প্লাসের জন্য শর্ত পূরণ করতে হবে। আবার জিএসপির নীতিমালা সংস্কারের প্রক্রিয়া চলছে।

এই পরিস্থিতিতে জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখতে নিজেদের কৌশল নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আইনি প্রতিষ্ঠান সিডলি অস্টিন এলএলপির সঙ্গে চুক্তি করেছে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। আইনি প্রতিষ্ঠানটি বিনা মূল্যে বিজিএমইএকে সেবা প্রদান করবে। গত ডিসেম্বরে চুক্তি হয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর অনলাইন মাধ্যমে গতকাল বুধবার এ-সংক্রান্ত প্রথম বৈঠক হয়েছে। এতে সিডলি অস্টিনের প্রতিনিধিরা ছাড়া বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক, ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সদস্য মোস্তফা আবিদ খান প্রমুখ অংশ নেন।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক বলেন, 'জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের কৌশল কিংবা দর-কষাকষির পয়েন্টগুলো কী হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেবে সিডলি অস্টিন এলএলপি। তারপর সেগুলো আমরা সরকারকে দেব।'

প্রথম আলো

৭ জানুয়ারি ২০২১, ২৩ পৌষ ১৪২৭,

ঋণ পেলেন মাত্র ৬১৬ জন

বিদেশফেরত

বিদায়ী বছরে দেশে ফিরেছেন ৪ লাখ ৮ হাজার প্রবাসী। তাঁদের কর্মসংস্থানের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

- জামানত ছাড়াই তিন লাখ টাকা ঋণ।
- জামানত দিয়ে নেওয়া যায় পাঁচ লাখ টাকা।
- সুদের হার ৪%। খাত কৃষি, মৎস্য ও বাণিজ্য।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

করোনাকালে দেশে ফেরা প্রবাসীদের জন্য সরকার যে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছিল, তার আওতায় পাঁচ মাসে ঋণ পেয়েছেন ৬১৬ জন। দেশে ফেরা প্রবাসীর সংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যা খুবই নগণ্য, শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ। শর্ত শিথিলসহ নানা উদ্যোগের পরও এ ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

দেশে ফিরে আয়ের উৎস হারানো প্রবাসীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকার স্বল্প সুদে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছে। এ উদ্যোগ প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। এ জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংককে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড সূত্র বলছে, গত বছর ৪ লাখ ৮ হাজার প্রবাসী কর্মী দেশে ফিরেছেন। এর মধ্যে প্রায় ৪৯ হাজার নারী কর্মী। তাঁদের বেশির ভাগ কাজ হারিয়ে ও পুলিশের হাতে আটকের পর বাধ্য হয়ে ফিরে আসেন। কেউ কেউ এসেছেন কাজের চুক্তির মেয়াদ শেষে। দেশে ফিরে অধিকাংশ প্রবাসী আয়হীন অবস্থায় দুর্দশার মধ্যে রয়েছেন। আবার যাওয়ার সুযোগও সীমিত হয়ে পড়েছে।

প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক গত বছরের ১৫ জুলাই এই প্রবাসীদের কাছ থেকে ঋণের আবেদন নেওয়া শুরু করে। ব্যাংকটি প্রবাসীদের ৪ শতাংশ সুদে কৃষি, মৎস্য ও ছোট আকারের বাণিজ্যিক খাতে ঋণ দিচ্ছে। তবে শুরুর দিকে ঋণ ছাড়ে ব্যাপক ধীরগতি ছিল। এ কারণে গত সেপ্টেম্বরে শর্ত কিছুটা শিথিল করা হয়। শুরুতে গত বছর মার্চের পর দেশে ফেরা প্রবাসীদের ঋণের যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পরে শর্ত শিথিল করে ২০২০ সালের ১ জানুয়ারির পর ফেরা সবাইকে ঋণ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

কর্মসূচির আওতায় দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণে কোনো জামানত লাগত না। নতুন বছরের শুরু থেকে জামানতবিহীন ঋণের পরিমাণ তিন লাখ টাকা করা হয়। জামানত দিয়ে ঋণ পাওয়া যায় ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত। অবশ্য এখন পর্যন্ত যাঁরা ঋণ নিয়েছেন, তাঁরা সবাই দুই লাখ টাকা করে পেয়েছেন।

প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা কর্মকর্তারা *প্রথম আলোকে* জানান, শর্ত শিথিল করার পর ঋণ নিতে আগ্রহীরা আরও বেশি সংখ্যায় ব্যাংকে গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। আবেদনও পড়ছে নিয়মিত। সব মিলিয়ে গত মাস থেকে ঋণ ছাড় হওয়ার পরিমাণ বাড়ছে। প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের তথ্য বলছে, নভেম্বর পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ছিল ২১২ জন। ডিসেম্বরে এটি বেড়ে প্রায় তিন গুণ হয়েছে। সব মিলিয়ে ১২ কোটি ১৯ লাখ টাকার ঋণ নিয়েছেন প্রবাসীরা।

এ বিষয়ে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. এবনুজ জাহান *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যাংকের শাখা ও জনবল বাড়ানো হচ্ছে। শাখা পর্যায়ে ঋণ ছাড়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। জামানত ছাড়া ঋণের সীমা ও প্রচার বাড়ানো হয়েছে। এতে ঋণের সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে।

অবশ্য প্রবাসীদের অভিযোগ, ব্যাংকে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সহায়তা পাচ্ছেন না তাঁরা। প্রয়োজনীয় নথিপত্রও তৈরি করতে বিপত্তিতে পড়ছেন। আবার দেশে ফেরা অনেক প্রবাসী ঋণের বিষয়ে তেমন কিছুই জানেন না। অনেকের ব্যবসা করার মতো দক্ষতা নেই। তাই ঋণের ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

প্রবাসীদের অনেকের এককালীন নগদ সহায়তার দিকে ঝোঁক বেশি। ওমান থেকে ফেরা নরসিংদীর নূরজাহান বেগম বলেন, জমানো শেষ সম্বল দিয়ে তিনি নিজেই গরু-ছাগল কিনে পালন শুরু করেছেন। ঋণের বিষয়ে ধারণা না থাকায় ব্যাংকে যাননি।

লিবিয়া থেকে গত নভেম্বরে খালি হাতে দেশে ফেরেন হবিগঞ্জের শাহ আলম নামের এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, এখনো কিছু করছেন না। প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক যে ঋণ দেয়, সেটা তাঁর জানা ছিল না। ব্যাংকে গিয়ে আবেদনের চেষ্টা করবেন।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দুজন কর্মকর্তা জানান, ঋণ ছাড় বাড়াতে অন্য সরকারি ব্যাংকগুলোকে এ প্রকল্পে যুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা চলছে। এ ছাড়া বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোকেও যুক্ত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে মন্ত্রণালয়। বিশেষ পুনর্বাসন ঋণের পাশাপাশি আরও ৫০০ কোটি টাকার পুনর্বাসন ঋণ চালু করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ফিরে আসা প্রবাসীদের মধ্যে পুরুষেরা ৯ শতাংশ ও নারীরা ৭ শতাংশ সুদে ১১টি খাতে ঋণ পাবেন।

অভিবাসন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ঋণ দেওয়ার আগে ব্যবসার উদ্যোগ ও সংশ্লিষ্ট স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ চালু করা, সুদহার ৪ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা ও নারীদের জন্য আলাদা পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করা দরকার। এ বিষয়ে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী *প্রথম আলোকে* বলেন, করোনার মধ্যে ব্যবসায় অনভিজ্ঞ প্রবাসীদের জন্য ব্যবসা শুরু করাটা ঝুঁকিপূর্ণ। ঋণের আগে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি ছিল। এরপর প্রবাসীদের ছোট ছোট দল গঠন করে সমবায়ের মতো ঋণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, এসব করা না হলে বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ তেমন কার্যকর হবে না।

বৃহস্পতিবার ২৩ পৌষ ১৪২৭
Thursday 7 January 2021

পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে সুদিন

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি ধীরে ধীরে বাড়ছে। সম্প্রতি লোকসানের দোহাই দিয়ে পাটকল বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে পণ্যটির রপ্তানি বৃদ্ধি ইঙ্গিত দিচ্ছে, ভালোমতো রক্ষণাবেক্ষণ করলে এই খাতটি আরও বড় হবে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে ৩০ দশমিক ৫৬ শতাংশ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, অর্থবছরের প্রথমার্ধে ৬৬ কোটি ৮১ লাখ ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩০ দশমিক ৫৬ শতাংশ বেশি। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২০ দশমিক ২৯ শতাংশ বেশি রপ্তানি আয় বেড়েছে। এর আগে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে ৮৮ কোটি ২৩ লাখ ডলার আয় করেছিল বাংলাদেশ, যা ছিল আগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের চেয়ে ৮ দশমিক ১০ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে ৮ কোটি ৪৯ লাখ ডলারের কাঁচা পাট, ৪৪ কোটি ৯২ লাখ ডলারের পাটের সুতা, ৯ কোটি ১৮ লাখ ডলারের চট ও বস্তা রপ্তানি হয়েছে। পাটের সুতা রপ্তানিতে ৪২ দশমিক ৭৭ শতাংশ এবং চট ও বস্তায় ৫৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে বিগত অর্থবছরের তুলনায় কাঁচা পাটের রপ্তানি কমেছে ৪ শতাংশ।

পাটজাত পণ্যের সঙ্গে ওষুধ রপ্তানিও বেড়েছে ১৭ দশমিক ১৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশ ৮ কোটি ৬৩ লাখ ডলারের ওষুধ রপ্তানি করেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ১৫ শতাংশ বেশি। এই সময় ওষুধ রপ্তানি ছিল ৮ কোটি ১৫ লাখ ডলার। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫ দশমিক ৮২ শতাংশ বেশি আয় হয়েছে। গত ২০১৯-২০২০ বছরের প্রথম ছয় মাসে ৭ কোটি ৩৬ লাখ ডলারের ওষুধ রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ।

সার্বিক রপ্তানির হিসেবে দেখা যায়, গত এপ্রিলে রপ্তানি আয়

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২৭ পৌষ ১৪২৭ ■ ১১ জানুয়ারি ২০২১

করোনাকালে ওভেন পোশাক রপ্তানি কমলেও বেড়েছে নিটওয়্যারের

ছয় মাসে ওভেন পোশাক রপ্তানি কমেছে সোয়া ১০ শতাংশ, নিটওয়্যার বেড়েছে প্রায় ৪ শতাংশ

■ রিয়াদ হোসেন

করোনার সময়ে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে বিশ্বের সব দেশেরই পোশাক রপ্তানি কমেছে। বাংলাদেশেরও একই অবস্থা। তবে এই কঠিন সময়েও পোশাকপণ্যের দুটি ভাগের মধ্যে একটি—নিটওয়্যার-জাতীয় পোশাকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাব অনুযায়ী, গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের পোশাক পণ্য রপ্তানি কমেছে ২ দশমিক ৯৯ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে শার্ট, প্যান্ট, ব্লেজার-জাতীয় পোশাক (যা ওভেন নামে পরিচিত) রপ্তানি কমেছে ১০ দশমিক ২২ শতাংশ। কিন্তু একই সময়ে গেঞ্জি, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, সোয়েটার, আর ট্রাউজার-জাতীয় পোশাক (নিটওয়্যার) রপ্তানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৯০ শতাংশ।

অবশ্য এর আগে করোনা শুরু হওয়ার পর গত মার্চ থেকে রপ্তানি কমতে শুরু করে। এপ্রিল ও মে মাসে ব্যাপকভাবে কমে যায় পোশাক রপ্তানি। আলোচ্য দুই মাসে ওভেন ও নিটওয়্যার—উভয় পণ্যের রপ্তানিই ব্যাপকভাবে কমে।

রপ্তানিকারকরা বলছেন, করোনার সময়ে বিধিনিষেধের কারণে বাধ্য হয়েই বেশির ভাগ মানুষকে ঘরে থাকতে হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লকডাউন না থাকলেও সংক্রমণ এড়াতে কর্মীদের হোম অফিস করার অনুমতি ছিল। সব মিলিয়ে এই সময়ে মানুষের বাইরে কিংবা অফিসের মতো আনুষ্ঠানিক কাজ ছিল কম। ফলে ফরমাল পোশাক কম পরতে হয়েছে। এই সময়ে বরং গেঞ্জি, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, ট্রাউজার আর সোয়েটারের মতো পোশাক পরতে হয়েছে বেশি। ফলে এই পণ্যের চাহিদা তেমন কমেনি। আবার এই সময়ে মানুষের আয় কমে যাওয়ায় এসব পণ্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম দরের পোশাকে আগ্রহ ছিল বেশি। এই সুবিধা নিতে পেরেছে বাংলাদেশ। এই সময়ে যেসব রপ্তানিকারক শার্ট, প্যান্টজাতীয় পোশাক রপ্তানি করেন কিংবা ব্লেজারের মতো উচ্চমূল্যের পোশাক রপ্তানি করেন, তারা ক্ষতির মুখে পড়েছেন বেশি।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। ইপিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ছয় মাসে বাংলাদেশ মোট ১ হাজার ৫৫৪ কোটি ৫৬ লাখ ডলারের পোশাকপণ্য রপ্তানি করেছে। গত বছরের একই সময়ে পোশাকপণ্য রপ্তানি হয়েছিল ১ হাজার ৬০২ কোটি ৪০ লাখ ডলারের। অর্থাৎ গত ছয় মাসে পোশাকপণ্য রপ্তানি কমেছে ৪৭ কোটি ৮৪ লাখ ডলারের বা ৪ হাজার কোটি টাকার। এই সময়ে ওভেন পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৭০২ কোটি টাকার, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ৮০ কোটি ডলার কম। অন্যদিকে নিটওয়্যার পণ্য রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৮৫৩ কোটি ডলারের, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩২ কোটি ডলার বেশি।

নিটওয়্যার পোশাক রপ্তানিকারক ও এ খাতের রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিকেএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম মনে করেন, করোনায় মানুষ বাসায় অপেক্ষাকৃত বেশি সময় থাকতে হয়েছে বলে নিটওয়্যার পোশাকের চাহিদা ছিল। তবে তিনি মনে করেন, লোকসান কমাতে উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম মূল্যের রপ্তানি আদেশও নিয়েছেন অনেকে। তিনি বলেন, ঐ রপ্তানি আদেশ না নেওয়া হলে কারখানার ব্যয়, শ্রমিকের মজুরি বা অন্যান্য স্থায়ী খরচসহ হয়তো মাসে একজন উদ্যোক্তার ৩ কোটি টাকা লোকসান হতো। কম দরের অর্ডার নেওয়ায় ঐ লোকসান হয়তো ৫০ লাখ টাকায় নেমে এসেছে। উদ্যোক্তার লোকসান হলেও তা রপ্তানির খাতায় যোগ হয়েছে। এ কারণে রপ্তানি বেশি দেখা যাচ্ছে।

ওভেন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ভিয়েলাটেক্স। এই প্রতিষ্ঠান উচ্চ মূল্যের পোশাকও তৈরি করে। করোনার সময় তাদের রপ্তানি আদেশ অনেক কমে গেছে বলে ইত্তেফাককে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ডেভিড হাসনাত। তিনি বলেন, অতীতে এই সময়ে শতভাগ সক্ষমতার বাইরেও অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হতো। এবার ৭০ শতাংশের মতো কাজ হচ্ছে। ফলে আগামী মাসগুলো নিয়েও তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা রয়েছে।

অবশ্য অর্থনীতিবিদরা বলছেন, করোনার সময়ে দুই একটি ব্যতিক্রম বাদে সব দেশেরই পোশাক রপ্তানি কমেছে। এর মধ্যেও বাংলাদেশ অনেক প্রতিযোগীর তুলনায় ভালো করেছে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরি ও ইউরোপে শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকায় আগামী দিনগুলোতেও বাংলাদেশের সম্ভাবনা ভালো। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী ইত্তেফাককে বলেন, করোনার টিকা প্রয়োগ শুরু হওয়ায় মানুষের মধ্যে আস্থা বাড়ছে। এর ফলে ধীরে ধীরে অর্থনীতি স্বাভাবিক গতি ফিরে পাবে। এটি রপ্তানিতেও ইতিবাচক বার্তা দেবে।

তলানিতে পৌঁছলেও এরপর ধীরে ধীরে বাড়ছিল, তবে ডিসেম্বরে এসে আবার হোঁচট খেয়েছে। এই মাসে পণ্য রপ্তানি থেকে ৩৩১ কোটি ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ। এই অঙ্ক ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের চেয়ে ৬ দশমিক ১১ শতাংশ কম। আর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম ৬ দশমিক ১৩ শতাংশ। ডিসেম্বরের এই ধসের কারণে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) গত ২০১৯-২০ অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে সার্বিক রপ্তানি কমেছে শূন্য দশমিক ৩৬ শতাংশ। লক্ষ্যের চেয়ে আয় কমেছে ২ দশমিক ২৫ শতাংশ। অথচ মহামারীর মধ্যেও অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে অর্থাৎ জুলাই-নভেম্বর সময়ে ১ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি ছিল রপ্তানি আয়ে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যে আরও দেখা যায়, চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) পণ্য রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ ১ হাজার ৯২৩ কোটি ৩৪ লাখ (১৯.২৩ বিলিয়ন) ডলার আয় করেছে। এই ছয় মাসে লক্ষ্যমাত্রা ধরা ছিল ১ হাজার ৯৬৭ কোটি ৬০ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে আয় হয়েছিল ১ হাজার ৯৩০ কোটি ২১ লাখ ডলার। সর্বশেষ ডিসেম্বর মাসে পণ্য রপ্তানি থেকে ৩৩১ কোটি ডলার আয় হয়েছে, লক্ষ্য ছিল ৩৫২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে আয় হয়েছিল ৩৫২ কোটি ৯১ লাখ ডলার।

ইপিবির তথ্যে দেখা যায়, জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১ হাজার ৫৫৪ কোটি ৫৫ লাখ ডলার। এই অঙ্ক গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৩ শতাংশ কম। আর লক্ষ্যের চেয়ে কম ৪ দশমিক ১২ শতাংশ। তবে এই ছয় মাসে নিট পোশাক রপ্তানি থেকে আয় বেড়েছে। মোট আয় এসেছে ৮৫২ কোটি ৬১ লাখ ডলার, প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৯০ শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় বেড়েছে ৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ। সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে উভেন পোশাক রপ্তানিতে। জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে এই খাত থেকে আয় হয়েছে ৭০১ কোটি ৯৩ লাখ ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১০ দশমিক ২২ শতাংশ কম। আর লক্ষ্যের চেয়ে ১৪ দশমিক ৩৯ শতাংশ কম।

The Financial Express
Friday | January 8, 2021

Extend loan repayment tenure by one more year: BGMEA

FE REPORT

Stimulus package

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) on Thursday reiterated its demand for extending the stimulus package loan repayment tenure by additional one year.

BGMEA president Dr Rubana Huq, in an open letter said, "Without the moratorium on the salary stimulus package being extended by six more months or the tenure of the loan being extended by at least one more year, the industry will collapse."

Ms Huq's open letter came after the central bank on January 03 instructed all the commercial banks to arrange loan repayment of the stimulus package starting by the third week of this month.

To offset the impact of the Covid-19, the RMG industry received Tk 105 billion from the government as package to pay its workers four months of wages beginning from April last.

The cash already disbursed requires the factories to clear their debt in 18 equal instalments within two years with a grace period of six months.

This is one of the most tragic turns in the local readymade garment (RMG) industry, the BGMEA president said.

She added: "In the absence of proper restructuring or even an exit policy, shrouded by western bankruptcies, hounded by buyers' unforgiving contracts and force majeure clauses, the factories are facing turbulent times."

Perception of the industry doing well and getting all the favours from the government must kindly be reassessed today. Otherwise jobs of 4.1 million workers will be at stake.

Explaining the reality, she said, the industry is taking a deep plunge into uncertainty amid the second wave of Covid-19.

Citing the Export Promotion Bureau (EPB) data, she said December'20 data continued to portray the worrisome scenario of local RMG exports.

RMG has had consecutive downturn in export in December by 9.64 per cent, which wrapped up the annual export performance for 2020 with an unprecedented fall of 16.94 per cent.

In December, woven garment export posted the worse performance since June 2020 as it declined by 18.07 per cent.

Knitwear export managed to have a relatively stable position with -0.45 per cent growth in December thanks to the demand for apparel for home use.

Referring to the data, she said Bangladesh exported 8.55 per cent less in December'20 compared to that in December 2018.

Ms Huq termed 2020 as a dark year for the industry due to the aftermath of lockdown in the Europe and USA as well as its impact on retail sale and demand, the worst-ever Christmas sales and declining trend in prices.

As uncertainties and stresses caused by the second wave still persist coupled with the unavailability of vaccine, and the impact on the global economy it would leave, this downtrend in exports will probably continue till April of this year, she noted.

The BGMEA president also sought help to look at the industry perspective and help them frame their narrative for policymakers to pay heed to the real situation and not the perceived one.

Munni_fe@yahoo.com

সমকাল
শুক্রবার | ৮ জানুয়ারি ২০২১ | ২৪

বাংলাদেশি শ্রমিকদের ফেরাতে আগ্রহী লিবিয়া

■ সমকাল ডেস্ক

বাংলাদেশি শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধপীড়িত লিবিয়ার গভর্নমেন্ট অব ন্যাশনাল অ্যাকর্ড (জিএনএ) বা সমঝোতার সরকার। গত বুধবার দেশেটির রাজধানী ত্রিপোলিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শেখ ইস্কান্দারের সঙ্গে এক বৈঠকে এ আগ্রহের কথা জানান জিএনএর শ্রম ও পুনর্বাসনবিষয়ক মন্ত্রী আল-মাহদি আল-আমিন। এ সময় উভয় দেশের পরস্পর সহযোগিতা ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়েও আলোচনা হয়। খবর লিবিয়া অবজারভারের।

বৈঠকে আগামী মাসে লিবিয়ার একটি প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফরের ব্যাপারে উভয়পক্ষ সম্মত হয়। আসন্ন সফরে অর্গানাইজেশন অব ফরেন ওয়ার্কার্সের সর্বোচ্চ কমিটির মাধ্যমে লিবিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশি শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

২০১১ সালে লৌহমানবখ্যাত লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার আল গাদ্দাফির শাসনের অবসান হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশটিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এরপর থেকে দেশটিতে সহিংস পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এ কারণে বাংলাদেশিসহ বহু শ্রমিক দেশটি ছেড়ে গেছেন। এর অধিকাংশই বিভিন্ন উপায়ে ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছেন এবং অনেকে দেশে ফিরেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৮ পৌষ ১৪২৭
Dhaka : Tuesday 12 January 2021

রেশম শিল্পের ঐতিহ্য ধরে রাখতে তাঁতীদের সহায়তা করা হবে

—— পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী

জেলা বার্তা পরিবেশক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী (বীরপ্রতীক) বলেছেন, রেশম শিল্পের ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। তাঁত শিল্প বাঙালি জাতির ঐতিহ্য। এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। রেশম উৎপাদনের খরচ কমিয়ে এ শিল্পকে কিভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায় তার জন্য কাজ করতে হবে। গতকাল বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহীর আয়োজনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বারঘরিয়ার লাহারপুর তাঁতিপাড়ায় তাঁতি, রিলার ও বসনীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, রেশম শিল্পকে একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সরকার। যাতে ভবিষ্যতে অনেকে এই মডেল অনুসরণ করতে পারে। মন্ত্রী আরও বলেন, রেশম শিল্পের উন্নয়নে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাঁতিদের পারিশ্রমিক দিন দিন কমে যাওয়ায় তারা নিরুৎসাহিত হয়ে ভিন্ন পেশায় চলে যাচ্ছে। এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে তাঁতিদের ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। তাহলে তারা বিমুখ হবে না। -

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ১১, ২০২১

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলে উৎপাদন স্থগিতের সুযোগ নিচ্ছে বেসরকারি খাত

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

দেশে চিনির বার্ষিক চাহিদা ১৫ থেকে ১৭ লাখ টন। এর মধ্যে এক লাখ টনেরও কম চিনি আসে রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলো থেকে। বাজারের চাহিদা পূরণে অবদান খুব সামান্য হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত ছয়টি চিনিকলের উৎপাদন স্থগিত রাখার ঘোষণাকে সুযোগ হিসেবেই নিচ্ছেন বেসরকারি খাতের আমদানিকারকরা। কয়েক দফায় চিনির দাম মণপ্রতি প্রায় ৪৫০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন তারা। যদিও এর কারণ হিসেবে বিশ্ববাজারে বুকিং দর বৃদ্ধির কথাই বলছেন তারা।

গতকাল বিশ্ববাজারে চিনির বুকিং মূল্য ছিল প্রতি পাউন্ড ১৫ দশমিক ৬০ সেন্ট। বুকিং মূল্যের সঙ্গে ৫০-৬০ শতাংশ পর্যন্ত পরিশোধন ও বাজারজাত মূল্য যুক্ত করলে প্রতি মণ চিনির দাম ১ হাজার ৯০০ টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়। অথচ বর্তমানে পাইকারি বাজারে প্রতি মণ চিনি ২ হাজার ৩৫০ টাকায় লেনদেন হচ্ছে। কয়েক বছরের মধ্যে এটিই চিনির সর্বোচ্চ দাম।

বেসরকারি খাতের যে কয়েকটি চিনিকল আমদানি করা চিনি পরিশোধনের মাধ্যমে বাজারে সরবরাহ করে তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে সিটি সুগার, ফ্রেশ সুগার, আবদুল মোনেম সুগার ও দেশবন্ধু সুগার মিল। বাজারের সিংহভাগই তাদের নিয়ন্ত্রণে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো আমদানির আগেই বাজারে সরবরাহ আদেশ (ডিও) ছেড়ে অর্থ উত্তোলন করে। এসব ডিও বাজারে বিভিন্ন হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত মিলগেট থেকে পণ্যটি উত্তোলন করে সর্বশেষ পাইকারি বিক্রেতা। এ প্রক্রিয়ার মধ্যেই ডিওর প্রকৃত মূল্য থেকে অনেক বেড়ে যায় চিনির দাম। মূলত ডিও কেনাবেচার মাধ্যমে দাম বাড়ানোর সুযোগ থাকায় আমদানিকারকদের বিক্রি করা দামের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যে চিনি বিক্রি হয়। যার প্রভাব পড়ে দেশের পাইকারি ও খুচরা বাজারে।

বর্তমানে পাইকারি বাজারে ডিও পর্যায়ে প্রতি মণ চিনি ২ হাজার ৩৫০ টাকায় লেনদেন হচ্ছে। মিলগেট থেকে সরাসরি উত্তোলনযোগ্য চিনি বিক্রি হচ্ছে আরো বেশি দামে, মণপ্রতি ২ হাজার ৩৭০ থেকে ২ হাজার ৩৮০ টাকায়

দেশে ভোগ্যপণ্যের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত বুধবার পাইকারি বাজারে প্রতি মণ (৩৭ দশমিক ৩২ তেজি) চিনি বিক্রি হয়েছিল ২ হাজার ২৫০ টাকা। সর্বশেষ গতকাল দাম ১৫০ টাকা বেড়ে ডিও পর্যায়ে প্রতি মণ চিনি লেনদেন হয়েছে ২ হাজার ৩৫০ টাকা। অন্যদিকে মিলগেট থেকে সরাসরি উত্তোলনযোগ্য চিনি বিক্রি হচ্ছে আরো বেশি দামে, মণপ্রতি ২ হাজার ৩৭০ থেকে ২ হাজার ৩৮০ টাকায়। কয়েক দিনের ব্যবধানে চিনির দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় পাইকারি পর্যায়ে পণ্যটির লেনদেনও বেড়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলে উৎপাদন স্থগিতের কোনো সুবিধা বেসরকারি খাত পাচ্ছে না দাবি করে সিটি গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক বিশ্বজিৎ সাহা *বণিক বার্তাকে* বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলো উৎপাদন করে মাত্র ৭০-৮০ হাজার টন। এছাড়া সব কলে উৎপাদন বন্ধও হয়নি। কাজেই তাদের জন্য বাজারে প্রভাব পড়ার কোনো সুযোগ নেই। চিনির দাম বৃদ্ধির মূল কারণ আন্তর্জাতিক বাজার। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাষ্ট্রে করোনার প্রভাব মারাত্মক। ওই দেশগুলোতে যে পণ্যগুলো উৎপাদন হয় সেগুলোর মূল্য অনেক বেড়ে গেছে, যেমন সয়াবিন তেল, পাম তেল। এভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির মূল্য বেড়েছে, যার প্রভাব দেখা যাচ্ছে স্থানীয় বাজারে।

চিনি উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমাণ খুব একটা বেশি কখনই ছিল না বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের (বিএসএফআইসি) চিনিকলগুলোর। তার পরও বাজারে চিনির দামের নিয়ন্ত্রণে বড় ধরনের প্রভাব ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত এসব চিনিকলের। কিন্তু লোকসানের বোঝা কমাতে চলতি মৌসুমে ছয়টি চিনিকলের উৎপাদন স্থগিত রেখেছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে বিএসএফআইসির ডিলার/ফ্রি সেল পর্যায়ে চিনির দাম কেজিপ্রতি ৬০ টাকা। বর্তমানে সরকারি চিনির দামের চেয়েও বেড়ে গেছে বেসরকারি মিলের চিনির দাম। কিন্তু ডিলাররা চাহিদা সত্ত্বেও চিনি না পাওয়ায় বেসরকারি মিলের চিনির দাম বেড়েই চলেছে। চলতি মৌসুমে রাষ্ট্রায়ত্ত ছয় চিনিকলের উৎপাদন স্থগিতের ঘোষণায় আগামীতে উৎপাদন কমে এলে বেসরকারি চিনির বাজার নিয়ন্ত্রণে বিএসএফআইসি ভূমিকা হারাবে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ চিনি ডিলার ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন *বণিক বার্তাকে* বলেন, বেসরকারি মিলগুলো চিনি পরিশোধন করলেও দেশে চিনির বাজার নিয়ন্ত্রণে একসময় সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল নিয়ে অস্থিরতা, সরকারি চিনির সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সংকটে বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ফলে বেসরকারি মিলগুলোর দাম নিয়ে কারসাজি করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সরকারি চিনিকলের উৎপাদন কমে এলেও টিসিবি কিংবা সরকারি অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে চিনি আমদানি করে বাজার নিয়ন্ত্রণ না করলে দেশে চিনির দাম আরো অস্থির হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

বিএসএফআইসি সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ১৫টি চিনিকলের মধ্যে চলতি মাড়াই মৌসুমে ছয়টি মিলের উৎপাদন কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে। মিলগুলো হচ্ছে পঞ্চগড় সুগার মিল, সেতাবগঞ্জ সুগার মিল, শ্যামপুর সুগার মিল, রংপুর সুগার মিল, পাবনা সুগার মিল ও কুষ্টিয়া সুগার মিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত মিলগুলোতে ১ লাখ ১৫ হাজার টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও উৎপাদন হয়েছে ৮২ হাজার টন। ছয়টি মিল উৎপাদন স্থগিত ঘোষণা করায় চলতি মৌসুমে চিনি উৎপাদন ৬০-৬৫ হাজার টনে নেমে আসবে। ফলে বাধ্য হয়ে বিএসএফআইসি ডিলার পর্যায়ে চিনি বিক্রি কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী চিনি না পাওয়ায় এরই মধ্যে চিনির ডিলারশিপ বাতিলে ঝুঁকছেন নিবন্ধিত ব্যবসায়ীরা।

গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে শরবত, জুস জাতীয় খাবারের চাহিদা বেশি থাকায় চিনির বিক্রিও বেড়ে যায়। তবে শীত মৌসুমে শরবত কিংবা জুসের চাহিদা কমে যাওয়ায় চিনির চাহিদাও কম থাকে। ফলে এ সময়ে চিনির দামও সহনীয় পর্যায়ে থাকে। কিন্তু চলতি বছর শীতে চিনির দাম কমে যাওয়ার কথা থাকলেও উল্টো দাম বাড়ছে। সরকারি চিনিকল নিয়ে নানা গুঞ্জনের কারণে চিনির মজুদ প্রবণতায় পণ্যটির বাজার হঠাৎ করেই অস্থির হয়েছে বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১২, ২০২১ ■ পৌষ ২৮, ১৪২৭

মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরী

শিগগিরই পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাচ্ছে তিন শিল্পপ্রতিষ্ঠান

রাজু কুমার দে ■ মিরসরাই

অবশেষে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাচ্ছে মিরসরাইয়ের বহুল আলোচিত বিসিক শিল্পনগরী। শুরুতে প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়লেও একের পর এক বাধা পেরিয়ে অবশেষে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। কয়েক দফায় প্রকল্পের ব্যয় ও সময়সীমা বাড়িয়েও যথাসময়ে আলোর মুখ না দেখায় স্থানীয়দের মধ্যে দেখা দিয়েছিল অসন্তোষ। কিন্তু অবশেষে প্লট বরাদ্দ ও পরীক্ষামূলক উৎপাদনের মধ্য দিয়ে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে দেশের ৭৫তম বিসিক শিল্পনগরী। সব কয়টি কারখানা চালু হলে মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরীতে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

বিসিক সূত্রে জানা গেছে, ১৫ দশমিক ৩২ একর জমির ওপর নির্মিত মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরীতে ব্যয় হয় ২৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা। প্রকল্পের কাজ শেষ হয় ২০১৭ সালে। কাজ শেষ হওয়ার দুই বছর পর বরাদ্দের জন্য ৮৮টি প্লটের বিপরীতে ১১৪টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। যাচাই-বাছাই শেষে ৮৮টি শিল্পোদ্যোক্তাকে প্লট বরাদ্দ দেয় বিসিক চট্টগ্রাম জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটি। কিন্তু সময়মতো প্লটের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় ১৪টি প্লটের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। প্লটের প্রতি বর্গফুট জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০০ টাকা। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে হওয়ায় এ শিল্পনগরী ঘিরে শিল্পোদ্যোক্তাদের আগ্রহ বেশি দেখা দিয়েছে। তবে চট্টগ্রাম জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটি অনেক যাচাই-বাছাই করে বরাদ্দ দিচ্ছেন। বাতিল হওয়া প্লট বরাদ্দে শিগগিরই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হবে বলে জানান বিসিক চট্টগ্রামের উপব্যবস্থাপক আহম্মেদ জামাল নাসের চৌধুরী।

বিসিক সূত্রে আরো জানা গেছে, মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরীতে এ-টাইপ প্লট ২৭টি, বি-টাইপ ৩৩টি ও সি-টাইপ ২৭টি। প্লট বরাদ্দ কমিটি প্রকৌশল খাতে ১৯টি, তৈরি পোশাক খাতে ১৬টি, খাদ্য ও খাদ্যজাত খাতে ১৯টি, কেমিক্যাল অ্যান্ড অ্যালাইড খাতে ১০টি, বন ও বনজাত খাতে ৩টি, প্যাকেজিং খাতে ৮টি, সিরামিকস ও নন মেটালিক ৩টি, রাবার-লেদার অ্যান্ড অ্যালাইড খাতে ৪টি প্লট বরাদ্দ দিয়েছে। ইতোমধ্যে পণ্য উৎপাদনের জন্য গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানিসহ নানা সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরীকে। প্লটগ্রহীতা চাইলে এখনই বিদ্যুৎ সংযোগসহ সব সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরী ঘুরে দেখা গেছে, তিনটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলক (ট্রায়াল প্রডাক্টশন) উৎপাদনের অপেক্ষায় রয়েছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো হলো: নাছির কেমিক্যাল, মাওলানা জলিল প্যাকেজিং ও খাজা ভাণ্ডার অটো রাইস মিল। তিন মাস ট্রায়ালের পর বিএসটিআইয়ের অনুমোদন নিয়ে বাজারজাতকরণের জন্য উৎপাদনে যেতে পারবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো। এছাড়া আরো কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান কারখানার নির্মাণকাজ শুরু করেছে।

এ বিষয়ে নাছির কেমিক্যালের পরিচালক আবুল কালাম আজাদ *বণিক বার্তাকে* জানান, ২০১৯ সালের শেষের দিকে মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরীতে সাড়ে ১১ শতাংশ জমি বরাদ্দ পাই আমরা। কারখানার নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। আগামী মাসে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাব। প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রান্সফরমার রিসাইক্লিং ও গিরিজ তৈরি করা হবে। পরে মবিল উৎপাদন করা হবে। কারখানাটি পুরোপুরি চালু হলে ছয়জন মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

এ বিষয়ে বিসিক চট্টগ্রামের উপব্যবস্থাপক আহম্মেদ জামাল নাসের চৌধুরী দৈনিক *বণিক বার্তাকে* জানান, মিরসরাই বিসিক শিল্পনগরীতে ৮৮টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হলেও শর্ত অনুযায়ী জমির কিস্তি পরিশোধ না করায় ১৪টি শিল্পোদ্যোক্তার প্লট বাতিল করা হয়েছে। শিগগিরই পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৪টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিগগিরই তিনটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাবে।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে মিরসরাইয়ে একটি বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয় সরকার। ২০১০ সালে মিরসরাইয়ের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একাধিকবার প্রকল্পের ব্যয় ও সময়সীমা বাড়ানো হয়। ২০১৫ সালের ১২ মে জাতীয় অর্থনৈতিক নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে দ্বিতীয় সংশোধিত প্রকল্প আকারে ২৯ কোটি ২৫ লাখ টাকার মিরসরাই বিসিক প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়।

কিস্তি চায় ব্যাংক, তাই রুবানা হকের খোলা চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন দিতে রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে দেওয়া ঋণের মাসিক কিস্তি পরিশোধে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়েছিল রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের কিস্তি ফেরত চাওয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ ফেরত চেয়েছে। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে কিস্তি দিতে বলা হয়েছে।

কিন্তু ঋণের কিস্তি পরিশোধে আরও সময় চান তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকেরা। সে জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার 'একটি খোলা চিঠি' লিখেছেন তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক। গণমাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠানো সেই চিঠিতে রুবানা হক বলেছেন, 'করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে তৈরি পোশাকশিল্প গভীর অনিশ্চয়তায় হাবুডুবু খাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণের সুদ অন্তত পক্ষে ছয় মাসের জন্য স্থগিত অথবা ঋণের অর্থ পরিশোধে অতিরিক্ত এক বছর সময় বাড়ানো না হলে পোশাকশিল্পকে টিকিয়ে রাখা দুরূহ হবে।'

বর্তমানে প্রণোদনার ঋণ পরিশোধের সময়সীমা দুই বছর। তার মধ্যে প্রথম ছয় মাস কিস্তি দিতে হয়নি, যা ইতিমধ্যে পার হয়েছে।

চিঠিতে বিজিএমইএর সভাপতি লেখেন, পোশাকশিল্প আজ মর্মান্তিক পরিস্থিতির দিকে মোড় নিয়েছে। যথাযথ পুনর্গঠনের সুযোগ ও প্রস্তান নীতি না থাকায় পশ্চিমা ক্রেতাদের দেউলিয়া হওয়া এবং নির্দয়হীনভাবে ক্রয়াদেশ বাতিলের কারণে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে খাতটি। কারখানাগুলো টালমাটাল পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করে কোনোভাবে টিকে রয়েছে।

পোশাক খাতের প্রকৃত অবস্থা বোঝাতে রুবানা হক পোশাক রপ্তানি হ্রাসের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০২০ সালের জুনের পর ওভেন পোশাকের রপ্তানি খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। ডিসেম্বরে ওভেন পোশাকের রপ্তানি ১৮ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ কমেছে। সেই তুলনায় নিট পোশাকের রপ্তানি কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। ডিসেম্বরে নিটের রপ্তানি কমেছে দশমিক ৪৫ শতাংশ।

বিজিএমইএর সভাপতি আরও বলেন, 'করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন ঘোষণার প্রভাবে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে খুচরা বিক্রি ও চাহিদার ওপর কী প্রভাব পড়ছে, তা পুরো বিশ্ব দেখছে। বড়দিনের বিক্রিতে স্মরণকালের মন্দা গেছে। এসব কারণে সেপ্টেম্বর থেকে পণ্যের মূল্য কমেছে ৫ শতাংশ। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে অনিশ্চয়তা আর শঙ্কায় আমরা বিপর্যস্ত। করোনার টিকা প্রাপ্যতা এখনো নিশ্চিত হয়নি। আমাদের শঙ্কা, পোশাক রপ্তানির নিম্নমুখী প্রবণতা আগামী এপ্রিল পর্যন্ত থাকতে পারে।'

করোনার কারণে গত মার্চে পোশাকের ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হওয়ায় মালিকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে সরকার রপ্তানিমুখী শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। পরে সেই তহবিলের আকার বেড়ে ৯ হাজার ১৮৮ কোটি টাকা দাঁড়ায়। সেই তহবিল থেকে ঋণ পেয়েছেন প্রায় ১ হাজার ৮০০ কারখানা মালিক।

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ১৩, ২০২১

জার্মানিতে লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির শঙ্কায় উদ্বেগ পোশাক খাতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

করোনার দ্বিতীয় প্রবাহ মোকাবেলায় এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানোর কথা ভাবছে জার্মানি। বিষয়টিতে শঙ্কায় ফেলে দিয়েছে দেশটিতে পোশাক পণ্য সরবরাহকারী বাংলাদেশী পোশাক রফতানিকারকদের। বর্তমানে পণ্যের মজুদ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে ক্রয়াদেশ প্রাপ্তি ও কারখানা সচল রাখা নিয়ে নতুন করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তারা।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গতকাল জার্মানির চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মেরকেলের বরাত দিয়ে জানানো হয়, আগামী এপ্রিল পর্যন্ত দেশটিতে নভেল করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় প্রবাহের সংক্রমণ অব্যাহত থাকতে পারে। এ অবস্থায় দেশটিতে চলমান লকডাউন আগামী এপ্রিল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

খবরটি মারাত্মকভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকদের। তাদের মতে, একক দেশ হিসেবে জার্মানি বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি গন্তব্য। এরই মধ্যে করোনার প্রভাবে দেশটিতে জার্মানিতে রফতানি ব্যাহত হয়েছে। এখন দ্বিতীয় প্রবাহের অবরুদ্ধ পরিস্থিতির মেয়াদ বাড়লে বর্তমানে চলমান ক্রয়াদেশগুলোর পণ্য মজুদ বাড়বে। একই সঙ্গে বাড়বে ভবিষ্যৎ ক্রয়াদেশের অনিশ্চয়তাও।

বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে বড় পোশাক রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান রবিনটেক্স গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ-জার্মান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিজিসিসিআই) সাবেক সভাপতি আবু খায়ের মোহাম্মদ শাখাওয়াত *বণিক বার্তাকে* বলেন, আমরা জার্মানির যে ক্রেতাদের সঙ্গে কাজ করছি, তারা প্রথম ঢেউয়ের সময় উল্লেখযোগ্য কোনো ক্রয়াদেশ বাতিল করেনি। এখন দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে তারা ক্রয়াদেশ জাহাজীকরণের বিষয়ে তেমন তাড়া দেখাচ্ছেন না। কভিডের দ্বিতীয় প্রবাহের প্রভাব পড়ার লক্ষণ বলতে এখন পর্যন্ত এতটুকুই। আমাদের শঙ্কার প্রধান জায়গাটি মূলত ভবিষ্যৎ ক্রয়াদেশ নিয়ে।

বাংলাদেশ থেকে বহির্বিশ্বে রফতানীকৃত পণ্যের ৮৫ শতাংশই পোশাক। প্রতি বছর রফতানীকৃত মোট পোশাকের সাড়ে ১৫ শতাংশ যায় জার্মানিতে। কভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের আগেও দেশটি ছিল রফতানির অন্যতম প্রধান গন্তব্যস্থল। মহামারীর প্রভাব কাটিয়ে রফতানির গতি ফিরিয়ে আনতে মূলত জার্মানিসহ বড় বাজারগুলোর ওপরেই ভরসা করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।

সরকারের হালনাগাদকৃত পরিসংখ্যানেও দেখা যাচ্ছে, দেশের রফতানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে মূল ভূমিকা রাখছে প্রচলিত প্রধান বাজারগুলোই। দেশের রফতানীকৃত পণ্যের ৮৯ শতাংশই যাচ্ছে শীর্ষ ২০ গন্তব্যে। এর মধ্যে ৩৪ শতাংশই যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে। সামগ্রিকভাবে কভিড-১৯ পরবর্তী মন্দা কাটাতে এ দুই বাজারের ওপরেই নির্ভর করতে হবে বাংলাদেশকে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *বণিক বার্তাকে* বলেন, একক দেশ হিসেবে জার্মানি বাংলাদেশের পোশাকের বৃহত্তম ক্রেতা। দেশটির ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো এরই মধ্যে ক্রয়াদেশগুলোর রফতানির পূর্বনির্ধারিত সময় পিছিয়েছে। এখন মজুদ হতে থাকবে। আর বিনিয়োগ নিয়েও শঙ্কা বাড়ছে, কারণ প্রথম প্রবাহের ক্রয়াদেশ বাতিল বা স্থগিতের ঘোষণা দেয়া হলে পণ্য তৈরি করতাম না আমরা। এখন কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্য তৈরি হয়ে জমে যাচ্ছে। ফলে ক্ষতির আশঙ্কাও বেশি। ভবিষ্যতের ক্রয়াদেশ আরো অনিশ্চিত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশের রফতানি খাতের প্রধান পণ্য পোশাক। এ পণ্যটিই দেশের রফতানি খাতের গতিপ্রকৃতির মূল চালক। রফতানিতে মন্দা কাটিয়ে ওঠাও নির্ভর করছে পোশাক পণ্যের ওপর। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির বাজারের ওপরেই। এ দুটি বাজারে যদি ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলেই রফতানির পুনরুদ্ধার হবে, অন্যথায় হবে না। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকেও এ দুই বাজারেই রফতানির আকার ছিল অন্যগুলোর তুলনায় ভালো।

দেশের শিল্প খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের (বিসিআই) সভাপতি ও বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ *বণিক বার্তাকে* বলেন, পশ্চিমা দেশগুলোর অন্যতম বড় রফতানি গন্তব্য জার্মানি। এদেশে পণ্য রফতানি হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও যায়। ভবিষ্যৎ ক্রয়াদেশ এখন আরো অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। সেক্ষেত্রে কারখানা মালিকদের জন্য উৎপাদন বন্ধ রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্তমানে রফতানি খাতের বহুমুখীকরণের ওপর জোর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের সিইও আলী আহমেদ এ প্রসঙ্গে *বণিক বার্তাকে* বলেন, সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আপাতত পণ্য বহুমুখীকরণের বিষয়টি দৃশ্যমান নয়। বর্তমান সক্ষমতাই অব্যাহত থাকবে। কারণ অনেক ধাক্কা খেয়েও আমরা একটি পণ্যের ওপর নির্ভর করেই টিকে রয়েছি। এখন জানা যাচ্ছে পোশাকের ক্রেতারা যে ক্রয়াদেশগুলো বাতিল করেছিলেন, তার অধিকাংশই পুনর্বহাল করছেন কিন্তু শর্ত জুড়ে দিচ্ছেন। কিছু ক্ষেত্রে দাম কমিয়ে দেয়া, ক্রয়াদেশের পরিমাণও কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। পোশাক বাজারে এখনো ক্রেতা আধিপত্যই শক্তিশালী। একেবারে স্বল্পমেয়াদের ভবিষ্যতে আমার মনে হয় আমরা এ অবস্থাতেই চলতে বাধ্য হব। অর্থাৎ পোশাকের ওপর নির্ভরশীলতা আর ওই দুই বাজার (যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি) নির্ভরশীলতা। এজন্যই পণ্যের পাশাপাশি বাজারের বৈচিত্র্যকরণও প্রয়োজন। একই সময়ে দুদিকেই মনোযোগী হতে হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

যুগান্তর | বুধবার ১৩ জানুয়ারি ২০২১ ২৯ পৌষ ১৪২৭

প্রণোদনার সুপারিশ বিদেশে আটকে পড়া শ্রমিকদের ফেরত আনতে

সংসদ প্রতিবেদক

করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদেশে বেকার অবস্থায় আটকে পড়া শ্রমিকদের দেশে ফেরত আনতে বিশেষ প্রণোদনা দেয়ার সুপারিশ করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। কমিটির বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মীদের পাসপোর্ট নবায়নের সুবিধার্থে সেখানে মোবাইল পাসপোর্ট সেন্টার স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সোমবার বিকালে জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। বৈঠকে কমিটির সদস্য প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমদ, অধ্যাপক মো. আলী আশরাফ, মৃনাল কান্তি দাস ও পংকজ নাথ উপস্থিত ছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্যে মোবাইল পাসপোর্ট সেন্টার স্থাপনের পরামর্শ

কমিটির সূত্র জানায়, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিশ্বব্যাপী এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে বাংলাদেশি শ্রমিকরা ভয়াবহ সংকটে পড়েছেন। অনেকে বেকার হয়েও করোনার কারণে দেশে ফিরতে পারছেন না। আবার অনেকের ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও নবায়ন করতে না পারায় দেশে ফিরতে পারছেন না। ফলে আটকে পড়া শ্রমিকদের মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। এরপর করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মানার কারণে বিমানের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা বেকার হওয়া শ্রমিকদের জন্য নতুন সংকট তৈরি করেছে। এ নিয়ে কমিটির সদস্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সূত্র জানায়, ওই সব জটিলতা নিরসন করে কিভাবে বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিকদের দেশে ফেরত আনা যায় সে বিষয়ে কমিটির পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রবাসী কর্মীদের সুবিধার্থে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভাড়া সাময়িকভাবে কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যে সব কর্মীদের চাকরি চলে গেছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের কাছ থেকে বিশেষ ভর্তুকি নিয়ে বিমান মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৯ পৌষ ১
১৩ জানুয়ারি ২০২১

বড়রাই পেল প্রণোদনার টাকা

বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ মেলেনি

প্রণোদনার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি : অভিমত সংশ্লিষ্টদের

■ রেজাউল হক কৌশিক

করোনা ভাইরাসের ভয়াল থাবায় স্থবির হয়ে যাওয়া অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকার যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, তার প্রায় পুরোটাই পেয়েছে বড় বড় কোম্পানি। সাধারণ উদ্যোক্তারা প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ পেলে তাতে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হতো। আর সেটাই ছিল প্রণোদনার মূল উদ্দেশ্য। এই পরিস্থিতিতে প্রণোদনার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি বলে সংশ্লিষ্টরা মত দিয়েছেন।

তথ্যমতে, প্রণোদনা প্যাকেজে ঋণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা ঘোষণা করা হয়েছে শিল্প ও সেবা খাতে। প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণে সুদের মধ্যে সরকার অর্ধেক ভর্তুকি দিচ্ছে। অর্থাৎ এ ঋণের সুদের হার ৯ শতাংশের মধ্যে গ্রাহককে দিতে হবে সাড়ে ৪ শতাংশ। কম সুদের এ ঋণ নেওয়ার জন্য দেশের প্রভাবশালী গ্রুপগুলো খুবই সক্রিয়।

তারা ইতিমধ্যেই এ খাতের প্রায় সব ঋণ সাবাড় করে দিয়েছে। ব্যাংকগুলোও মুখ দেখে দেখে তাদের ঋণ দিয়েছে। অন্যদিকে তুলনামূলক কম পরিচিত গ্রাহকরা বঞ্চিত হয়েছেন।

করোনার প্রকোপ শুরু হওয়ার পর দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব মিলিয়ে ১ লাখ ২১ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এর মধ্যে বড় প্যাকেজ হলো ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের জন্য। প্রথমে এ খাতের ঋণের আকার ৩০ হাজার কোটি টাকা হলেও পরে বাড়িয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। এর বাইরে দেশি ও বিদেশি কোম্পানিগুলোর জন্য ৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা গেছে, শিল্প ও সেবা খাতের দেওয়া ঋণের এক চতুর্থাংশই নিয়ে গেছে ১৫টি কোম্পানি। এসব কোম্পানি প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। আর ৭৫ শতাংশ ঋণ পেয়েছে প্রায় ৩ হাজার কোম্পানি। আর এসব ঋণের বেশির ভাগই গেছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে। ঐ অঞ্চলের কোম্পানিগুলোই এ ঋণের সুবিধা পেয়েছে।

এখন পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় গেছে যে, বেসরকারি খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঋণ পেয়েছে বহুল পরিচিত আবুল খায়ের গ্রুপ। তারা প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানার সোনালী, জনতা, রূপালী ব্যাংক থেকে। এছাড়া বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটি।

বেশ কয়েক বছর ধরে আলোচিত এস আলম গ্রুপ বেশি ঋণ নেওয়ার দিক থেকে বেসরকারি খাতে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। চট্টগ্রামভিত্তিক এ গ্রুপটি নিয়েছে ৮৬৫ কোটি টাকা। ইসলামী ব্যাংকসহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক, সরকারি জনতা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে এ শিল্পগ্রুপ। এ শিল্পগ্রুপের অধীনে রয়েছে বেশ কয়েকটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

এর বাইরে ইস্পাত খাতের বিএসআরএম ৬২০ কোটি টাকা, বসুন্ধরা গ্রুপ ৫৯৫ কোটি টাকা, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ ৫৪০ কোটি টাকা, সিটি গ্রুপ ৫০২ কোটি টাকা, কেএসআরএম ৩২৫ কোটি টাকা, জিপিএইচ ২৮৬ কোটি টাকা, এসিআই গ্রুপ ৩০৫ কোটি টাকা, নাভানা গ্রুপ ২৭৪ কোটি টাকা, জাবের অ্যান্ড জুবায়ের ২৩৪ কোটি টাকা, স্কয়ার গ্রুপ ২০১ কোটি টাকা এবং থারমেক্স গ্রুপ ১৯৭ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতকেই প্রাধান্য দিয়ে উৎপাদক-ভোক্তা সবার হাতে নগদ অর্থ সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এদেশে সেভাবে হয়নি। ফলে প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ হয়নি।

প্রণোদনা প্যাকেজ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, এখন পর্যন্ত যেসব প্রতিষ্ঠান প্রণোদনার সুবিধা পেয়েছে তারা হলো কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান। প্রণোদনার ক্ষেত্রে এটা কাম্য নয়। প্রণোদনা দেওয়ার ক্ষেত্রে মানদণ্ড ঠিক না থাকায় এ প্যাকেজের আসল সুবিধা মেলেনি বলেও তিনি মনে করেন।

প্রভাবশালীদের ঋণ দেওয়া বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেন, সরকারঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন চাওয়া হয়েছে। সেসব আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ পাওয়ার শর্ত পূরণ করলেই তাদেরকে ঋণ দিয়েছে ব্যাংকগুলো। এক্ষেত্রে কোন গ্রুপকে দেওয়া হবে না হবে—সে বিষয়টি খুব বেশি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

ভর্তুকি সুদ গ্রাহকের ওপর চাপাচ্ছে কিছু ব্যাংক

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় দেওয়া ঋণে গ্রাহকদের সুদে ভর্তুকি দিচ্ছে সরকার। তবে কিছু ব্যাংক তা গ্রাহকের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সুদসহ পুরো টাকা পরিশোধের জন্য গ্রাহকদের সময় বেঁধে দিচ্ছে। এ কারণে ভর্তুকি সুদকে আলাদা হিসাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গতকাল মঙ্গলবার এ নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে দেশের সব ব্যাংকের কাছে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কিছু ব্যাংক আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় দেওয়া ঋণের বিপরীতে নির্ধারিত সুদ গ্রাহকের ঋণের বিপরীতে আরোপ করছে। ফলে গ্রাহক আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ব্যাংক পর্যায়ে একই হিসাবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অতিরিক্ত সুদ আরোপের ফলে গ্রাহক যাতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য নতুন সুদ আরোপের ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশনা মানতে হবে।

নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ঋণের ওপর আরোপযোগ্য নির্ধারিত সুদের মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় অংশ গ্রাহকের ঋণ হিসাবের বিপরীতে আরোপ করা যাবে এবং অবশিষ্ট অংশ পৃথক হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় সুদ যথাসময়ে পরিশোধিত না হলে ব্যাংক সমুদয় সুদ গ্রাহকের ঋণ হিসেবের বিপরীতে আরোপ করতে পারবে এবং তা গ্রাহকের দায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

ব্যাংকাররা বলছেন, অনেক ব্যাংক ৯ শতাংশ সুদ ধরে গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সময় বেঁধে দিয়েছে। নতুন নির্দেশনার ফলে সাড়ে ৪ শতাংশ সুদ ধরে ঋণ পরিশোধের সময় দিতে হবে। এতে কমে আসবে ঋণের পরিমাণ ও মাসিক কিস্তি, যা গ্রাহকদের স্বস্তি দেবে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১৪, ২০২১

ষাটোর্ধ্ব অভিবাসী শ্রমিকের আবাসিক পারমিট বাতিল কুয়েতের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

৬০ বছর বয়সসীমা পেরোনো অভিবাসী শ্রমিক এবং যাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার নিচে শিক্ষা সনদ আছে, তাদের ওয়ার্ক পারমিট ও রেসিডেন্সি পারমিট নবায়ন বন্ধ করে দিয়েছে কুয়েত পাবলিক অথরিটি ফর ম্যানপাওয়ার (পিএএম)। খবর সিজিটিএন।

গত বছরের ১৫ আগস্ট এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কুয়েত সরকার, যা গত ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর করেছে তারা। পিএএমের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বেন অবকাঠামো নির্মাণ খাত, গাড়ি মেরামত, রেস্তোরাঁর কাজে নিয়োজিত শ্রমিক। এ বছরের শেষের দিকে যখন তাদের আবাসিক অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তখন কুয়েত ছাড়তে হবে। কুয়েতে স্থানীয় নাগরিকদের চেয়ে অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এক ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন কুয়েতি নাগরিকরা।

অন্যদিকে কুয়েত ফেডারেশন অব রেস্তোরাঁ, ক্যাফে অ্যান্ড ক্যাটারিং বলছে, এ সিদ্ধান্তে বেসরকারি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কুয়েত চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (কেসিসিআই) প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আল সাকর বলেন, কারখানা কার্যক্রমে কোনো সনদ প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা পোক্ত হয়। কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বণিক বার্তা শনিবার, জানুয়ারি ১৬, ২০২১ ■

করোনাকাল রুগ্‌ণ পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আশীর্বাদ?

বদরুল আলম ■

সোনালী ব্যাংকের চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ শাখার প্রকল্প তন্বী নিটওয়্যার লিমিটেড। ১৯৮৫ সালে স্থাপন করা এ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ঋণের পরিমাণ ২৬ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে ১২ কোটি টাকাই সুদ। রুগ্‌ণ হিসেবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানটি ২০১২ সালে সরকার প্রদত্ত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে ঋণ অবসায়নের মাধ্যমে ব্যবসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তা কাজে লাগাতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। সারা দেশে তন্বী নিটওয়্যারের মতো এমন সরকার চিহ্নিত রুগ্‌ণ পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩৩। সুদ-আসল মিলিয়ে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানগুলোর অপরিশোধিত মোট ঋণের পরিমাণ ৬৮৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা। এ বিপুল পরিমাণ ঋণ জটিলতা নিষ্পত্তিতে সম্পত্তি ক্রোক ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির কার্যক্রম চালু রয়েছে।

তবে চলমান কভিড-১৯ মহামারীকাল রুগ্‌ণ পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ঋণ জটিলতা নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত নয় বলে মনে করছেন নীতিনির্ধারকরা। এ প্রেক্ষাপটে পর্যায়ক্রমে ঋণ অবসায়নের পাশাপাশি সম্পত্তি ক্রোক ও গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যক্রম স্থগিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

সংশ্লিষ্টদের ভাষ্যমতে, গত তিন দশকে নানা কারণে রুগ্‌ণ হওয়ার দাবি তুলেছে দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠান। রুগ্‌ণ হিসেবে নানা সরকারের সুযোগ-সুবিধাও নিয়েছে,প্রতিষ্ঠানগুলো। সেগুলো এতদিন তারা কাজে লাগাতে না পারলেও নীতিনির্ধারকদের বর্তমান অবস্থান থেকে মনে হচ্ছে, মহামারীকাল এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে।

> সারা দেশে সরকার চিহ্নিত রুগ্‌ণ বা বন্ধ হয়ে পড়া পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩৩। সুদ-আসল মিলিয়ে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানগুলোর অপরিশোধিত মোট ঋণের পরিমাণ ৬৮৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা

১৯৮৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তৈরি পোশাক শিল্পের ২৭৯টি প্রতিষ্ঠানকে রুগ্‌ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে খাতসংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে 'রুগ্‌ণ' স্বীকৃতি দিয়ে সরকারও ভর্তুকি দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ দায়-দেনা অবসায়নের অঙ্গীকার করে। পরবর্তী সময়ে তদন্তে দেখা যায়, এর মধ্যে মিথ্যা দাবি ছিল ১৪৬টির। এ শিল্পগুলোকে বাদ দিয়ে বাকি ১৩৩ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংকের দায়-দেনা সম্পূর্ণ মওকুফ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিজিএমইএ বলছে, ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে রুগ্‌ণ বা বন্ধ পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়। এরপর ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে পোশাক শিল্পের ২৭৯টি রুগ্‌ণ ও বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যাংকঋণ অবসায়নের ঘোষণা আসে। পরবর্তী সময়ে তা জাতীয় সংসদে পাস হয়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের আওতাধীন বিবেচনাযোগ্য রুগ্‌ণ বা বন্ধ পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে ১৩৩টি।

এ ১৩৩ পোশাক কারখানার ঋণ হিসাব অবসায়ন-সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২০ ডিসেম্বর। খাতসংশ্লিষ্টরা ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা ওই বৈঠকে অংশ নেন। ওই বৈঠকে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্প্রতি পর্যায়ক্রমিকভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের ঋণ অবসায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে এসব রুগ্‌ণ বা বন্ধ তৈরি পোশাক কারখানার বিরুদ্ধে সম্পত্তি ক্রোক ও গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যক্রম স্থগিত রাখার জন্যও অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক *বণিক বার্তাকে* বলেন, ১৩৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী সুবিধা চাওয়া হয়েছিল। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পদক্ষেপ গ্রহণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানিয়েছে। আশা করছি বিষয়টির সুরাহা হয়ে যাবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যবসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটি প্রস্থান নীতি বা এক্সিট পলিসি উন্নয়ন করা খুবই প্রয়োজন।

আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৩৩টি রুগ্‌ণ বা বন্ধ তৈরি পোশাক শিল্প-কারখানার মূল ঋণ, আয় খাতে নিট সুদ ও মামলার খরচ সম্পূর্ণভাবে বিশেষ বিবেচনায় অবসায়ন নিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বরাবর আবেদন জানিয়েছিল বিজিএমইএ। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামত জানতে চাওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত বছরের মার্চে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের ঋণ তথ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে মতামত দিয়ে বলা হয়, সার্বিক ঋণ অবসায়নের জন্য সরকারকে দিতে হবে মোট ৬৮৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা।

তালিকা বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ ১৩৩টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রকল্প। এসব ব্যাংকের মধ্যে আছে সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, পূবালী, অগ্রণী, জনতা ও বেসিক ব্যাংক লিমিটেড। এর বাইরেও যেসব বেসরকারি ব্যাংকের প্রকল্প এ রুগ্‌ণ বা বন্ধ হয়ে পড়া প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে, সেসব ব্যাংক হলো বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট, এক্সিম, মার্কেন্টাইল, সাউথইস্ট, ন্যাশনাল, প্রাইম, এনসিসি, আইএফআইসি, উত্তরা, ন্যাশনাল, ডাচ-বাংলা, আল-আরাফাহ্ ও দ্য সিটি ব্যাংক লিমিটেড।

তালিকা অনুযায়ী, এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ শাখার প্রকল্প তন্বী নিটওয়্যার লিমিটেডের ঋণটিই সুদ-আসল মিলিয়ে সবচেয়ে বড় ব্যাংকঋণ। ১৯৮৫ সালে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানটির মোট ঋণের মধ্যে আসল রয়েছে ১৪ কোটি। সুদের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা। তালিকায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঋণ অগ্রণী ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখার ইয়ং ফ্যাশন প্রাইভেট লিমিটেডের। প্রতিষ্ঠানটির মোট ঋণের পরিমাণ ১৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা। এর মধ্যে আসল ৭ কোটি ও সুদ ৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা।

তৃতীয় স্থানে থাকা সোনালী ব্যাংকের রমনা করপোরেট শাখার প্রকল্প আরবা গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মোট ঋণের পরিমাণ ১৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে ১২ কোটি ২৪ লাখ আসল ও ৩ কোটি ২১ লাখ টাকা সুদ। সুদ-আসল মিলিয়ে ১০ কোটি টাকার ওপর ঋণ রয়েছে, এমন প্রকল্পের মধ্যে আরো রয়েছে— সোনালী ব্যাংক রমনা করপোরেট শাখার প্রকল্প নিউ স্টাইল গার্মেন্টস লিমিটেড, বিসিবি ব্যাংকের অরবিট ফ্যাশনওয়্যার লিমিটেড, সোনালী ব্যাংক রমনা শাখার ক্ল্যাসিক সাপ্লাইজ লিমিটেড ইউনিট-২।

বণিক বার্তা শনিবার, জানুয়ারি ১৬, ২০২১ ■

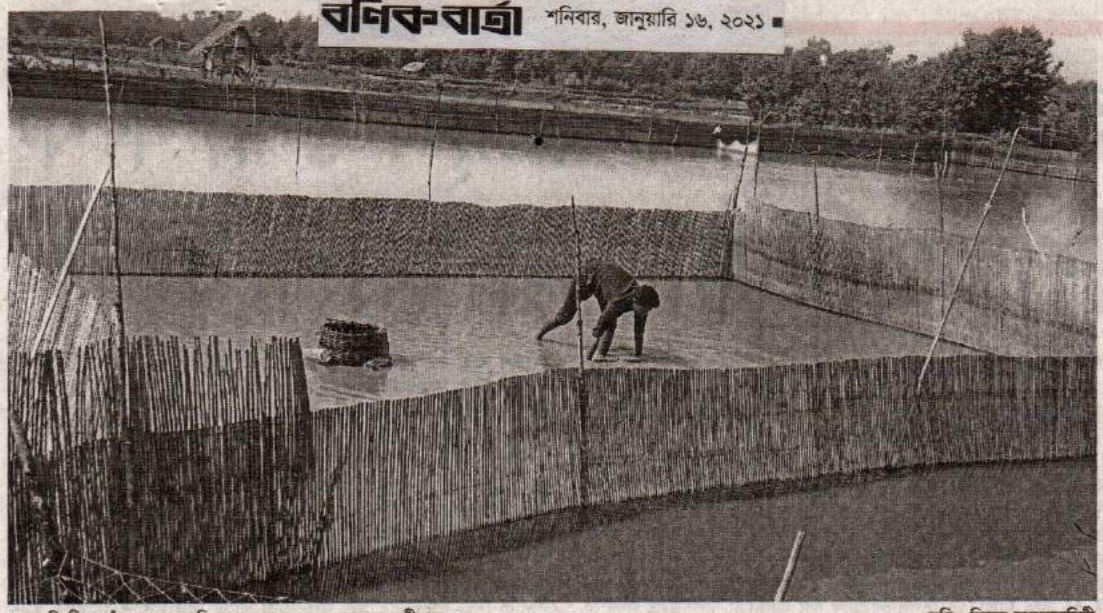

সরাসরি চীনে কাঁকড়া রফতানি বন্ধ থাকায় খরচ বেড়েছে চাষীদের

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

করোনার ৯ মাস

বন্ধ হয়ে গেছে বাগেরহাটের ৬ হাজার কাঁকড়া খামার

আলী আকবর টুটুল ■ বাগেরহাট

মার্চে নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর থেকে বন্ধ হয়ে যায় চীনে কাঁকড়া রফতানি। পাশাপাশি দেশের বাজারে কমে যায় দাম। এ অবস্থায় গত নয় মাসের টানা লোকসানে বন্ধ হয়ে গেছে বাগেরহাটের প্রায় ছয় হাজার কাঁকড়া খামার। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে চলতি বছর আরো অনেক খামারি কাঁকড়া চাষ বন্ধ করে দেবেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অনেক খামারি ব্যাংক ও এনজিও থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে কোনো রকম খামার বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দেশের বাজারে দাম না পাওয়ায় তা বিক্রি করতে পারছেন না। এজন্য দিনের পর দিন বাড়ছে ঋণের বোঝা। যদিও মৎস্য বিভাগ বলছে, করোনা প্রাদুর্ভাবের পর ক্ষতিগ্রস্ত ১ হাজার ৬৩ জন কাঁকড়াচাষীকে সহায়তা দেবে সরকার। খামারিরা বলছেন, ক্ষতিগ্রস্ত খামারির তুলনায় সরকারের এ সহায়তা নিতান্তই কম।

মৎস্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সরকারি হিসেবে প্রায় ১ হাজার ৮৫৯টি কাঁকড়া খামার রয়েছে। এসব খামারের সঙ্গে যুক্ত চাষীর সংখ্যা ১ হাজার ৬৭০ জন। যদিও বেসরকারি হিসেবে জেলায় কাঁকড়া খামারের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২ হাজার ৬২৯ টন কাঁকড়া রফতানি করা হয়। কিন্তু করোনা প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই বদলে যেতে থাকে সে চিত্র। এখন টিকে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে খামারিদের।

বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার ভাগা গ্রামের কাঁকড়াচাষী পিনাক দাস বলেন, ১১ বিঘা জমিতে আমার চারটি খামার রয়েছে। ৮ লাখ টাকা পুঁজি হারিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। বর্তমানে খামার বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু ব্যাংক ও দাদনদারদের চাপে বাড়িতে থাকতে পারছি না।

কাঁকড়া চাষে ৪৬ লাখ টাকা পুঁজি হারিয়ে দিপঙ্কর মজুমদার এখন পাগলপ্রায়। কীভাবে দেনা পরিশোধ করবেন তা নিয়ে রয়েছেন শঙ্কায়। রফতানি বন্ধ থাকায় খামারে চাষ করা অধিকাংশ কাঁকড়াই মরে যায়। এজন্য চরম লোকসানে পড়েন তিনি।

দিপঙ্কর বলেন, চিংড়ি চাষে নানা প্রকার রোগবালাইয়ের কারণে তেমন লাভ হচ্ছিল না। পরে ২০১৮ সালে কাঁকড়া চাষ শুরু করি। লাভও ভালো হতে থাকে। এক পর্যায়ে ২০১৯ সালের শেষ দিকে বড় আকারে কয়েকটি কাঁকড়া খামার করি। কিন্তু ২০২০ সালের প্রথম দিকে করোনার থাবায় কাঁকড়া রফতানি বন্ধ হয়ে যায়। রফতানি বন্ধ ও দাম কমে যাওয়ায় সব খামারের কাঁকড়া সময়মতো বিক্রি করতে পারিনি। এক পর্যায়ে পুকুরেই কাঁকড়া মরে যায়। করোনার প্রকোপ সামান্য কমতে থাকলে গত অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে ধারদেনা করে আবারো চাষ শুরু করি। কিন্তু উৎপাদিত কাঁকড়া সরাসরি চীনে না যাওয়ায় অর্ধেক দামে বিক্রি করতে হয়েছে। ফলে কাঁকড়া বিক্রি করে আমাদের উৎপাদন খরচও উঠছে না।

শুধু দিপঙ্কর মজুমদার ও পিনাক নয় রামপাল, মোংলা বাগেরহাট সদরসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলার কাঁকড়াচাষীদের একই অবস্থা। কাঁকড়া চাষ বন্ধ করেও স্বাভাবিক ঋণের দায়ে ঘরে থাকতে পারছেন না তারা। আর যারা লোকসান টেনেও কাঁকড়া চাষ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের অবস্থাও তথৈবচ। এ অবস্থায় চীনে সরাসরি কাঁকড়া রফতানি চালু করতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও বিনা সুদে ঋণ দিয়ে এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখার দাবি জানিয়েছেন চাষীরা।

বাগেরহাটের কাঁকড়াব্যবসায়ী সাধন কুমার সাহা বলেন, রফতানিযোগ্য কাঁকড়া সাধারণত পাঁচটি গ্রেডে বিক্রয় হয়, যা প্রত্যেক গ্রেডে ৬ থেকে ৭০০ টাকা কেজিতে কমেছে। করোনা প্রাদুর্ভাবের আগে ২০০ গ্রাম (ফিমেল) ওজনের কাঁকড়ার কেজি ছিল ২ হাজার ২০০ টাকা, সে কাঁকড়া বর্তমানে ৮০০ টাকা। ১৮০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়া ছিল ১ হাজার টাকা তা বর্তমানে ৬০০ টাকা, ১৫০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়া ছিল ৮০০ টাকা এখন তা ৪০০ টাকা, ১০০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়া ছিল ৬০০ টাকা বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকায়। এ দামে কাঁকড়া বিক্রি করে চাষীদের যেমন খরচ ওঠে না, তেমনি ব্যবসায়ীদেরও পড়তে হয় লোকসানে।

বাংলাদেশ কাঁকড়া সরবরাহ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অজয় দাস বলেন, সারা দেশে দুই লক্ষাধিক মানুষ কাঁকড়া চাষ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত। বাগেরহাটের চাষীদের উৎপাদিত বেশির ভাগ কাঁকড়া বেশি দামে চীনে রফতানি করা হতো। কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে রফতানি বন্ধ হওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষী ও ব্যবসায়ীরা। করোনাকালে বাগেরহাটের চাষীদের শতকোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় ছয় হাজার কাঁকড়া খামার। চীনে কাঁকড়া রফতানিসহ সরকারিভাবে সহযোগিতা না পেলে এসব চাষী নিঃস্ব হয়ে যাবেন।

বাগেরহাট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ড. খালেদ কনক *বণিক বার্তাকে* বলেন, বাগেরহাটে উৎপাদিত কাঁকড়া চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, কোরিয়ায় রফতানি হতো। এর মধ্যে চীনেই রফতানি হয় ৮০ শতাংশ। চীনে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বন্ধ হয়ে যায় কাঁকড়া রফতানি। এতে চরম বিপাকে পড়েন চাষীরা। সরকারও রাজস্ব হারাচ্ছে। এ অবস্থায় আমরা চাষীদের ধৈর্যধারণের পরামর্শ দিচ্ছি। সরকারিভাবে বাগেরহাটের ১ হাজার ৬৩ জন খামারিকে প্রণোদোনা দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে সরাসরি চীনে কাঁকড়া না গেলেও থাইল্যান্ড হয়ে চীনে কাঁকড়া রফতানি হওয়ায় দাম পাচ্ছেন না চাষীরা। এতে লোকসানের পরিমাণ আরো বাড়ছে।

NEW AGE
SUNDAY, JANUARY 17, 2021,

Migration 30pc down due to pandemic: UN

Agence France-Presse · United Nations

THE coronavirus pandemic has slowed global migration by nearly 30 per cent, with around two million fewer people than predicted migrating between 2019 and 2020, according to a UN report released on Friday.

Some 281 million people were living outside their country of origin in 2020.

The report, entitled 'International Migration 2020,' showed that two-thirds of registered migrants lived in just 20 countries, with the United States at the top of the list, with 51 million international migrants in 2020.

Next came Germany with 16 million, Saudi Arabia with 13 million, Russia with 12 million and Britain with nine million. India topped the list of countries with the largest diasporas in 2020, with 18 million Indians living outside their country of birth.

Other countries with a large transnational community include Mexico and Russia, each with 11 million, China with 10 million and Syria with eight million.

In 2020, the largest number of international migrants resided in Europe, with a total of 87 million.

Nearly half of international migrants resided in the region they came from, with Europe accounting for the largest share of intra-regional migration. Seventy per cent of migrants born in Europe live in another European country.

Refugees account for some 12 per cent of all international migrants, the report said, with around 80 per cent hosted in low- and middle-income countries.

The Financial Express January 16, 2021

Pandemic fallout in 2020

Buyers pay lower price for 20 top RMG items

MONIRA MUNNI

Prices of the top 20 local ready-made garment (RMG) items declined in 2020 due to a fall in global demand amid the Covid-19 pandemic, exporters said.

The items comprising 12 major knitted and eight woven items contributed more than 80 per cent of the total RMG export earnings last year.

According to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), average prices of the knitted items in 2020 declined by 3.47 per cent compared to that in 2019.

The items included cotton-knitted T-shirt, both cotton and manmade fibre-knitted jersey and pullover, cotton-knitted trousers, cotton-knitted shirts and trousers, babies' cotton-knitted garments.

BGMEA president Dr Rubana Huq said exports of those items have gone down by 9.02 per cent in dollar value and 5.75 per cent by volume (in kg).

This results in a unit value (price) decline by 3.47 per cent on average, she explained to the FE.

On the other hand, average prices of top eight woven items fell by 1.0 per cent the same year than the previous year's rate.

Although exports of knitwear items posted growth in the second half of the last calendar year, exports of both woven and knitwear products declined throughout the year.

Bangladesh fetched $14.28 billion in 2020 from knitwear exports which were $16.44 billion in 2019, according to the data of the apparel advocacy group.

Exports of woven items stood at $13.24 billion last year, down from the previous year's $16.63 billion.

The country earned $27.47 billion from RMG exports in 2020 which was $33.07 in 2019.

Buyers pay lower price

When asked, former BGMEA leader Shahidullah Azim said, "The fall in price is eating into our competitiveness. Despite a declining trend in prices, we're taking low-rated orders mainly to run businesses and pay workers."

If exporters did not accept the orders, buyers might shift to other countries and they (exporters) would not be able to pay workers and meet other overhead costs, he explained.

However, exports of knitted items grew despite the pandemic as those are regular useable clothing, he said, explaining that woven items are more formal and useable outdoor.

As virus forced people to stay indoors in Bangladeshi-made apparel items' major destinations, he said, export of woven items was less than the knitted ones.

Fazlul Hoque, former president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said the largest market for woven items is the USA, which has been hit hard by the pandemic.

Foreign buyers placed work orders with short lead time, ranging from one month to one and a half months, during the trying time.

"Bangladesh is in a good position for quick delivery of knitted items, thanks to its backward linkage industry," Mr Hoque mentioned.

For woven items, buyers prefer India and Pakistan as their woven backward linkage industries are stronger than Bangladesh, he noted.

munni_fe@yahoo.com

The Financial Express Friday | January 15, 2021

130-plus sick RMG factories

Ministry favours debt waiver

FE REPORT

The commerce ministry has endorsed the apparel makers' plea to exempt all bank liabilities of 133 sick readymade garment (RMG) factories in phases, people familiar with the development say.

In a letter to finance division on January 06, the commerce ministry called for writing off of loans, including interest and other costs of fund charges amounting to over Tk 6.86 billion of the sick units.

It also suggested the division refrain from issuing any warrant against the companies until it settles the issue.

The commerce ministry's push came following the decision of an inter-ministerial committee comprising officials from the finance ministry, Bangladesh Bank and the BGMEA and the BKMEA to assess the possibility of liquidation of the factories.

The inter-ministerial committee was formed against the backdrop of the BGMEA's appeal to the government demanding waiver of interest and loan

Writing off of loans, including interest and other costs amounting to over Tk 6.86b backed by Commerce Ministry

write-off facilities for the 133 sick RMG factories.

The committee asked the factory representatives to explain as to why the mills failed to avail the benefits under which the government waived interest and loan write-off facilities for a total of 279 factories.

The absence of sufficient work orders due to economic meltdown, and retailers' bankruptcy, followed by failure to make timely shipment mainly because of political turmoil were identified as their failure to avail the benefits, the committee was informed.

The committee also investigated the scopes as to whether they could exit from business and come up with the recommendations in its second meeting held on December 20 last.

The representative from the central bank informed the committee that the government needed to pay over Tk 6.86 billion to write off the debt of the sick industries, which also included Tk 5.52 billion in principal amount, Tk 1.47 billion in interest and Tk 35.7 million as case charges.

The committee did not find the details of two factories.

Earlier, in November last year, the BGMEA had requested the commerce ministry to take required measures to resolve the issue.

In the letter, it urged the government to waive all bank liabilities, including principal loan amount, interests and expenditure against cases of some 133 sick RMG factories.

The BGMEA slashed the number of sick industries to 133 through its investigation from the previously identified 279, industry people said.

Between 1985 and 2005, a good number of factories became sick or were closed due to unavoidable circumstances such as political turmoil, continuous hartal, flood and other natural calamities, non-cooperation from banks, and buyers' unethical practices, they said.

Munni_fe@yahoo.com

প্রথম আলো • সোমবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২১,

এত প্রবাসী আয় কোথা থেকে আসছে

ভার্চুয়াল সংলাপে প্রশ্ন

বিশ্লেষকেরা বলছেন, রেমিট্যান্স বৃদ্ধির কারণ হলো, দুরবস্থার মধ্যে প্রবাসী শ্রমিকদের বেশি টাকা পাঠানোর প্রবণতা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত বছরের এপ্রিল মাসে বিশ্বব্যাংক প্রাক্কলন করেছিল, রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় প্রায় ২০ শতাংশ হ্রাস পাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, মহামারির মধ্যে দেশে প্রবাসী আয় আসা কমেনি, বরং বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের এই প্রাক্কলনের কারণ ছিল এই যে প্রবাসী শ্রমিকেরা যেসব দেশে কাজ করছেন, সেসব দেশের অবস্থাও ভালো নয়। তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, উল্টো রেমিট্যান্স বৃদ্ধির কারণ হলো, দুরবস্থার মধ্যে প্রবাসী শ্রমিকদের বেশি টাকা পাঠানোর প্রবণতা।

এ ছাড়া বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন ছিল, ২০২০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার রেমিট্যান্স ২২ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পাবে। কিন্তু দেখা গেল, ভারতে ৩২ শতাংশ হ্রাস পেলেও বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে প্রবাসী আয় বেড়েছে। বাংলাদেশে বেড়েছে ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ, পাকিস্তানে ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ ও শ্রীলঙ্কায় ৪ শতাংশ। গতকাল রোববার এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক কমিটি আয়োজিত 'সাম্প্রতিক রেমিট্যান্স প্রবাহ: এত টাকা আসছে কোথা থেকে' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানানো হয়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তাঁর সংশয়, ২০২০ সালে দেশে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পেলেও ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখা কষ্টকর হবে। যাঁরা দেশে ফেরত এসেছেন বা আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরা অনেকেই সরকারঘোষিত প্রণোদনার আওতায় আসছেন না। তিনি এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ ছাড়া সরকার ফেরত আসা প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য যেসব কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, সেগুলোর আরও প্রচারণা দরকার বলে মনে করেন তিনি।

প্রবাসী আয়ের ওপর উপস্থাপনা দেন সিপিডির বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, প্রবাসী আয় প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে যে দরিদ্র পরিবারের উন্নয়ন হচ্ছে, তা ভাবা সঠিক হবে না। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, এই প্রবাসী আয়ের ৫০ শতাংশের বেশি আসে দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকা মানুষের কাছে। বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রবাসী আয় পাঠানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাগজপত্র দেখতে না চাওয়া, সরকারের ২ শতাংশ প্রণোদনার সঙ্গে বিকাশসহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের অতিরিক্ত প্রণোদনা ইত্যাদি।

সিপিডির চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর প্রবাসীদের টেকসই অবস্থান তৈরি হয়নি। নীতিনির্ধারকদের এ নিয়ে কাজ করতে হবে। জাতীয় সংসদেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

সরকার ফেরত আসা শ্রমিকদের জন্য ঋণের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু এই ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার কথা তুলে ধরেন তাঁরা। এ ছাড়া প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের ঋণসুবিধার এই তথ্য অনেকেই পাননি বলে জানান তাঁরা। কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতেও নানা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁরা।

অনুষ্ঠানে আরও অংশ নেন সেন্টার ফর নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশিস (এনআরবি) সভাপতি এম এস সেকিল চৌধুরী, রামরুর চেয়ারম্যান তাসনিম সিদ্দিকী, ব্র্যাক অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল হাসান প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ ৪ মাঘ ১৪২৭। ১৮ জানুয়ারি ২০২১

করোনায়ও রপ্তানি বেড়েছে ১৫ শতাংশ

পোশাকে আশা জাগাচ্ছে রাশিয়া

এম সায়েম টিপু ▷

কভিড-১৯-এর প্রভাবে বিশ্ববাজারে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমলেও অপ্রচলিত বাজার রাশিয়ায় সাফল্য মিলেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ শতাংশের বেশি। পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ জানায়, এই সময় আয় হয়েছে ২৪ কোটি ৭০ লাখ ডলার। গত অর্থবছর এ আয় ছিল ২১ কোটি ৪৪ লাখ ডলার। সেই হিসাবে গত ছয় মাসে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.২৪ শতাংশ।

রাশিয়া ছাড়াও অন্য যেসব দেশে মহামারিতেও রপ্তানি আয় বেড়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ায় অর্থবছরের ছয় মাসে আয় হয়েছে ৩৬ কোটি ৪৫ লাখ ডলার। এর আগের বছরের একই সময়ে আয় ছিল ৩৩ কোটি ২৯ লাখ ডলার। দেশটিতে প্রবৃদ্ধি হয় ৯.৫০ শতাংশ। আর দক্ষিণ আফ্রিকায় আয় হয়েছে চার কোটি ৫৯ লাখ ডলার। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ শতাংশ।

যদিও দেশের শীর্ষ রপ্তানি গন্তব্য ইউরোপে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১.২৮ শতাংশ। আর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আয় কমেছে ২.২৩ শতাংশ। এ সময় পোশাক খাতে মোট আয় কম হয়েছে ২.৯৯ শতাংশ।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মহামারির এই সময় পুরো পোশাক খাতের রপ্তানি আয় কমলেও নিট পোশাকের চাহিদা খুব একটা কমেনি। অন্যদিকে দেশের বড় বাজার ইউরোপ ও আমেরিকায় যেভাবে কভিড সংক্রমণ হয়েছে, সেই তুলনায় রাশিয়ায় কম। ফলে নতুন বাজার হলেও রাশিয়ায় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।'

বিজিএমইএর রপ্তানি আয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাশিয়ার বাজারে এ সময় নিট পোশাকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০.৫২ শতাংশ। আর ওভেন পোশাকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৪০ শতাংশ। নিট পোশাক খাতের সংগঠন বিকেএমইএ সহসভাপতি ফজলে এহসান শামিম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ছোট বাজার হলেও রাশিয়ার বাজারে বাংলাদেশ থেকে উচ্চ মূল্যের পণ্য বেশি যায়। এগুলোর মধ্যে জ্যাকেট, সোয়েটার অন্যতম।'

তিনি আরো বলেন, 'আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্টস স্টেটসের অনেক দেশে রাশিয়া থেকে আমাদের স্টক লট পণ্য আবার রপ্তানি হয়। ফলে নতুন বাজার হলেও দেশটিতে আমাদের রপ্তানি ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে।'

পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার পাঁচটি দেশ রাশিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, আর্মেনিয়া ও কিরগিজস্তানের সমন্বয়ে গঠিত ইউরেশীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন (ইইইউ)। এ দেশগুলোর মধ্যে বিশেষ করে রাশিয়ার বাজারে বাংলাদেশি তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাত পণ্য, হিমায়িত মাছ, ওষুধ, আলু ও সবজি রপ্তানির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে রাশিয়ায় তৈরি পোশাক, পাট, হিমায়িত চিংড়ি, আলু ইত্যাদি পণ্য রপ্তানি হলেও বাজার অনুযায়ী পরিমাণ খুব বেশি নয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ডাব্লিউটিও সেলের মহাপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাশিয়ার বাজারে বাংলাদেশ পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা চেয়ে আসছে বহু বছর। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এ প্রস্তাব আলোচনায় আছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ রাশিয়ায় ডাব্লিউটিওর আওতায় বেশ কিছু পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়। এর মধ্যে তৈরি পোশাক আছে।' শুল্ক ও কোটামুক্ত পণ্যের তালিকা নিয়ে সরকার কাজ করছে বলে তিনি জানান।

যুগান্তর সোমবার ১৮ জানুয়ারি ২০২১ | ৪ মাঘ ১৪২৭

বাইরাইন ফিরতে ইচ্ছুক প্রবাসীদের নিবন্ধনের আহ্বান

যুগান্তর প্রতিবেদন

করোনাভাইরাস মহামারির কারণে দেশে এসে আটকে পড়া বাহরাইন প্রবাসীদের মধ্যে যারা ফিরতে ইচ্ছুক তাদের নিবন্ধনের সুযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

রোববার মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাহরাইন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে যারা করোনাভাইরাস পরিস্থিতির পূর্বে দেশে ফেরত এসেছিলেন এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাদের ইতঃপূর্বে মানামায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে বলা হয়েছিল। ৯৬৭ জন প্রবাসী অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। তাদের বিষয়টি বিবেচনার জন্য সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে এবং তাদের তালিকা ইতিমধ্যে বাহরাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। এখনও যারা রেজিস্ট্রেশন করেননি, তাদের রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ আছে। সরকার উদ্যোগ নিলেও প্রবাসীদের ফেরত নেয়ার বিষয়টি বাহরাইন সরকারের 'একান্ত এখতিয়ারভুক্ত'। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বাহরাইন সরকার কাউকে জোর করে দেশে পাঠায়নি। অনেকে করোনা পরিস্থিতিতে বা তার আগে স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত আসেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে গত বছর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাস সাধারণ ক্ষমার আওতায় সে দেশে অবস্থিত ৩০ হাজার অনিয়মিত বাংলাদেশির ভিসা নিয়মিত করা হয়েছে। এখনও ২৫ হাজার বাংলাদেশি অনিয়মিত রয়েছেন বলে জানা গেছে। অনিয়মিত বা ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ বাংলাদেশিদের নিয়মিতকরণের বিষয়টি বিবেচনার জন্য বাহরাইন সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে বাহরাইনে বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা বন্ধ থাকার কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভিসা পুনরায় চালুর বিষয়ে সরকার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৮ জানুয়ারি ২০২১
kantho.com
কালের কণ্ঠ

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সংলাপ

প্রবাসী আয় অব্যাহত রাখতে আরো উদ্যোগ দরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

করোনা মহামারির মধ্যে গত বছর দুই লাখের বেশি শ্রমিক দেশে ফিরে এলেও প্রবাসী আয়ে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এত বেশি আয় নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এসব প্রশ্ন ছাপিয়ে যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে, সেটা হলো প্রবাসীদের জন্য টেকসই ব্যবস্থা দেওয়া। যাতে তাঁরা দেশে আরো বেশি টাকা পাঠাতে উৎসাহী হন। তাই এখন প্রবাসীদেরও শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে হবে। প্রবাসী আয়বিষয়ক এক সংলাপে এমন অভিমত এসেছে।

এ ছাড়া প্রবাসী আয় বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখতে অভিবাসন ব্যয় কমানো, কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদারের মাধ্যমে শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান এবং দক্ষ শ্রমিক তৈরির ওপর জোর দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ এসেছে। একই সঙ্গে প্রবাসগামীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করোনার টিকা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

গতকাল রবিবার 'সাম্প্রতিক প্রবাসী আয়-রেমিট্যান্স প্রবাহ : এত টাকা আসছে কোথা থেকে?' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপে বিশিষ্টজনরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

এই সংলাপের আয়োজক এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট) বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ।

প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ড. মুস্তাফিজুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, 'বিদেশে শ্রমবাজারে প্রতিবছর পাঁচ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এটা না হলে বেকারত্ব অনেক বাড়ত। আবার প্রতিবছর যে গড়ে ৮ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, তা সম্ভব ছিল না। কোনো ধরনের বিনিয়োগ ছাড়া দেশের অর্থনীতি যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের টেকসই করতে বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে হবে।

সংলাপে যুক্ত হয়ে সিপিডি চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, 'প্রবাসীদের যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে, তা নতুন নয়। করোনার কারণে এটা নতুনভাবে আলোচনায় এসেছে। তিনি বলেন, প্রবাসী আয়ের কারণে আজকে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুসহ বিভিন্ন বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। তবে তাঁদের জন্য আমরা এখনো টেকসই ব্যবস্থা নিতে পারিনি।

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, প্রবাসী আয় বাড়ার ক্ষেত্রে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা বেশি ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়া ভিসা খরচ কমে যাওয়া, হজের খরচ না হওয়া এবং ওই সময়ে যে নগদ অর্থ আসে তা না আসায়, চোরাচালান কমা ও আমদানি কমে যাওয়ায় এটা বেড়েছে। তবে এটা কত দিন অব্যাহত থাকবে, তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন আছে। এ ছাড়া বিদেশফেরতদের নিয়ে সরকারকে কাজ করতে হবে। বিদেশফেরতদের শুধু প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগের ফলে তা বাস্তবায়নে ধীরগতির বিষয়টি উঠে এসেছে। এ ক্ষেত্রে সব ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখতে হবে।

সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রবাসী আয় বাড়ার পেছনে অন্যতম কারণ হতে পারে দেশে অনেকে কাজ হারানোর ফলে বিদেশ থেকে তাঁদের স্বজনরা বেশি অর্থ পাঠাচ্ছেন। আবার প্রণোদনার ফলে অনেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কোনো কাগজপত্র ছাড়া পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রণোদনা দেওয়ার ফলে এটা বেড়ে থাকতে পারে। আবার হজের সময় স্বজনদের কাছে যে টাকা পাঠানো হতো এবার তা পাঠাতে না পারাও একটি কারণ। প্রবাসী আয় বাড়ার ফলে সুবিধাভোগীরা যেমন উপকৃত হয়েছেন, তেমনি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে আমদানি দায় পরিশোধের সক্ষমতা বেড়েছে।

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) চেয়ারপারসন অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, এবার রামরু মনে করেছিল প্রবাসী আয় কমবে। কেননা করোনায় কাজ হারিয়ে অনেকে দেশ থেকে টাকা নিয়েছেন। এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ৬১ শতাংশ লোক কোনো টাকা পাঠাননি। এর পরও প্রবাসী আয় বেড়েছে। এর মানে প্রবাসীরা ভালো আছেন তেমন নয়। করোনার এ সময়ে প্রায় পাঁচ লাখ শ্রমিক দেশে এসেছেন, যাঁদের বেশির ভাগই আর যেতে পারেননি। তাঁদের পাঠানোর উদ্যোগ নিতে হবে। কাজ হারিয়ে অনেকে বিদেশে আছেন। তাঁদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে।

সেন্টার ফর এনআরবির চেয়ারপারসন এম এস সেকিল চৌধুরী বলেন, যাঁরা কাজ হারিয়ে দেশে ফেরত এসেছেন তাঁদের বিষয়ে সরকারকে ভাবতে হবে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের এমডি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, এমএফএস, এজেন্ট ব্যাংকিং, ওয়ালেটবেজ সেবার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে সুবিধাভোগীর হাতে অর্থ পৌঁছে যাওয়ায় এখন অনেকে বৈধ পথে টাকা পাঠাচ্ছেন। এ ছাড়া বিদেশে কর ছাড় পেয়ে অনেকে বেশি অর্থ দেশে পাঠাতে পেরেছেন।

এ ছাড়া সংলাপে যুক্ত হন আয়োজক কমিটির সদস্য, দূতাবাস কর্মকর্তা, বিদেশফেরত কয়েকজন প্রবাসী এবং বিদেশে অবস্থানরত কিছু প্রবাসী।

বিদেশফেরত শ্রমিকরা দেশে এসে সরকারি কোনো সহায়তা না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের জন্য বড় অঙ্কের তহবিল ঘোষণা করা হলেও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অদক্ষতার কারণে তা বিতরণ হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়।

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ১৮, ২০২১

প্রণোদনা প্যাকেজ

ঋণ পরিশোধে তিন বছর সময় চায় বিজিএমইএ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

কভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে নেয়া স্বল্প সুদের ঋণ পরিশোধে তিন বছরের সময় চায় পোশাক শিল্প মালিক সংগঠন বিজিএমইএ। ১২ জানুয়ারি অর্থমন্ত্রী বরাবর পাঠানো চিঠিতে এ প্রস্তাব বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। কভিড-১৯-এর প্রভাবে সৃষ্ট পোশাক রফতানির গতি-প্রকৃতি ও পরিস্থিতি জানিয়ে চিঠিতে বিজিএমইএ ঋণ পরিশোধের সময় সংশোধন করে ২৪ মাস থেকে ২৬ মাস করা এবং ছয় মাসের মোরাটোরিয়ামের সময় ১২ মাস করার আহ্বান জানিয়েছে। এ চিঠির একটি অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব বরাবরও পাঠানো হয়েছে।

নভেল করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে সচল রফতানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে আর্থিক প্রণোদনা হিসেবে সহজ শর্তে ঋণের কিস্তি আদায় প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চিঠি পাঠানো হয়েছে দেশের প্রায় সব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে। আর চিঠির মাধ্যমে প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ নির্দেশনা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছে দেশের পোশাক শিল্প মালিক সংগঠন বিজিএমইএ। গণমাধ্যমে পাঠানো এক খোলা চিঠিতে ওই উদ্বেগের মনোভাব প্রকাশ করা হয়।

ওই চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ২০২১ সালের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত পরশুদিন এ মর্মে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পত্র জারি করেছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ নির্দেশনা এমন সময়ে দেয়া হলো, যখন কিনা করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে শিল্পটি গভীর অনিশ্চয়তায় হাবুডুবু খাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে বর্তমান প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণের সুদ অন্তত পক্ষে ছয় মাসের জন্য স্থগিতকরণ অথবা প্রণোদনা পরিশোধের মেয়াদ অন্তত পক্ষে আরো অতিরিক্ত এক বছর (বর্তমানে ২৪ মাস) সম্প্রসারিত করা না হলে শিল্পকে টিকিয়ে রাখা দুরূহ হবে।

শিল্প আজ সবচেয়ে মর্মান্তিক পরিস্থিতির দিকে মোড় নিয়েছে জানিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি চিঠিতে বলেছিলেন, যথাযথ পুনর্গঠনের সুযোগ এমনকি প্রস্থান নীতি না থাকায় পশ্চিমা ক্রেতাদের দেউলিয়াত্ব বরণ, নির্দয়হীনভাবে ক্রয়াদেশ বাতিল এবং ফোর্স মেজিউর ক্লজেসের কারণে শিল্প চরমভাবে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। কারখানাগুলো টালমাটাল পরিস্থিতির সঙ্গে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে কোনোভাবে টিকে রয়েছে। শিল্প ভালো করছে এবং সরকারের কাছ থেকে সব সহযোগিতা পাচ্ছে, এই যে একটি ধারণা অনেকেই পোষণ করছেন তার আজ প্রকৃত পুনর্মূল্যায়ন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। এ পরিস্থিতিতে আমি আপনাদের সবার সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি, যাতে করে আমরা নীতিনির্ধারকদের শিল্পের বর্তমান প্রকৃত পরিস্থিতি বোঝাতে সক্ষম হই।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৪ মাঘ ১৪২৭
১৮ জানুয়ারি ২০২১

এবার ক্ষুদ্রদের জন্য প্রণোদনা

যথাযথ বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় ● আগের প্যাকেজের অর্থের বিতরণ নিয়েও প্রশ্ন আছে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

করোনা অতিমারির প্রভাব পেছনে ফেলে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করার জন্য সরকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল। তবে প্রণোদনার বড় অংশেরই সুবিধা পেয়েছে বড় শিল্প গ্রুপ আর প্রভাবশালীরা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারা এ তহবিল থেকে ঋণ পায়নি। এ খাতের ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর টালবাহানা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা যথাসময়ে ও পরিমাণমতো ঋণ না পাওয়ায় প্রণোদনার প্রত্যাশিত সুফলও মেলেনি। এমন পরিস্থিতি উত্তরণে সরকার নতুন করে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিপর্যস্ত অর্থনীতির গতি ফেরাতে নতুন করে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। প্রকৃত উদ্যোক্তারা যাতে এর সুবিধা পায়, সে ব্যবস্থা করতে হবে। আর শুধু উৎপাদক শ্রেণি নয়, যারা পণ্য কেনেন এমন ক্রেতাদের হাতেও যাতে টাকা পৌঁছায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু প্রভাবশালী গ্রুপ বা পরিচিত গ্রাহকদের দিকে না তাকিয়ে তুলনামূলক কম পরিচিত গ্রাহকদের দিকেও নজর দিতে হবে। তা না হলে সমাজের বৈষম্য কমবে না।

জানা গেছে, করোনা মহামারির প্রভাব মোকাবিলায় দেশের কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি ফেরাতে সরকার নতুন করে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। গতকাল অর্থ মন্ত্রণালয় এ ঘোষণা দেয়। সবমিলিয়ে সরকারের প্রণোদনার আর্থিক পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৪ হাজার ৫৩ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ। নতুন অনুমোদিত প্রথম প্যাকেজটির আকার দেড় হাজার কোটি টাকা। এর আওতায় ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাত ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশনকে ৩০০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাকে (বিসিক) ১০০ কোটি টাকা এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনকে ৫০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে এনজিও ফাউন্ডেশনকে ৫০ কোটি টাকা, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনকে ৩০০ কোটি টাকা, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনকে ৩০০ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে ১০০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডকে ৩০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। অনুমোদিত দ্বিতীয় প্যাকেজের আওতায় এক হাজার দুইশ আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের ১৫০টি উপজেলায় দরিদ্র বয়স্কদের এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের ভাতার আওতায় আনা হবে।

করোনার প্রকোপ শুরু হওয়ার পর দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব মিলিয়ে ১ লাখ ২১ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এর মধ্যে বড় প্যাকেজ হলো ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের জন্য। প্রথমে এখাতের ঋণের আকার ৩০ হাজার কোটি টাকা হলেও পরে বাড়িয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। এর বাইরে দেশি ও বিদেশি কোম্পানিগুলোর জন্য ৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

যুগান্তর
বুধবার ২০ জানুয়ারি ২০২১
৬ মাঘ ১৪২৭

বাংলাদেশসহ ৫ দেশের গৃহকর্মীর ভিসা চালু করেছে কুয়েত

সাদেক রিপন, কুয়েত

বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিপাইন, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা—এই পাঁচ দেশের গৃহকর্মীর ভিসা চালু করেছে কুয়েত। কুয়েতের নাগরিকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির সরকার বিষয়টি অনুমোদন করেছে। দেশটির জাতীয় দৈনিক আরব টাইমস ও আল আনবায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়, কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পুনরায় বাণিজ্যিক বিমান চালু হলে বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল থেকে সরাসরি শুধু গৃহকর্মীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। স্পন্সর (মালিক) এবং বিমান সংস্থার টিকিট, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পৃথকীকরণ এবং প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের মাধ্যমে কুয়েতে আগমনের জন্য নতুন বা প্রত্যাগত গৃহকর্মীদের বালসামা অ্যাপে নিবন্ধন করতে হবে।

ছুটিতে আটকেপড়া গৃহকর্মীদের নিয়ে চলতি মাসের শেষের দিকে প্রথমে শ্রীলঙ্কা, এরপর বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে প্রথম বিমানটি আসবে। এরপর বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে গৃহকর্মীরা সরাসরি কুয়েতে প্রবেশের কথা রয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৯ জানুয়ারি ২০২১
৫ মাঘ ১৪২৭

দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ

দুর্ঘটনা রোধে আইনের প্রয়োগও নিশ্চিত করতে হবে

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিনই ঝরছে প্রাণ। গতকালও রাজধানীতে এক সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। দেশের অন্যত্রও দুর্ঘটনা ঘটেছে। অবস্থা এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, প্রায় প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনের আহাজারি শুনতে হচ্ছে আমাদের। এ নিয়তি থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে হলে কর্তৃপক্ষকে কঠোর হতে হবে। সড়ক ব্যবস্থাপনায় কোন নীতি গ্রহণ করা হলে বেশি ফলদায়ক হবে, তা বহুল আলোচিত। এখন দরকার সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া, সময়মতো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসাবে ৪০ হাজার দক্ষ চালক তৈরির লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ' নামের একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করেছে। এটি বাস্তবায়নে ১০৫ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় ধরা হয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে অনুমোদন পেলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে এটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পরিবহন খাতে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আশা করা হচ্ছে, এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে কমে আসবে সড়ক দুর্ঘটনা। কেউ কেউ মনে করেন, গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনাকাঙ্ক্ষিত সড়ক দুর্ঘটনার হারও বাড়ছে। এটি বলাই বাহুল্য, পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞানের অভাব এবং সড়ক ব্যবহারবিধি ও ট্রাফিক আইনকানুন না জানার কারণেই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, দেশে সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ পরিবহণ খাতে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা। সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে দুর্ঘটনার হার অনেক কমে আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সড়ক ব্যবস্থাপনার চিত্র এককথায় ভয়াবহ। অপরিকল্পিত ট্রাফিক ব্যবস্থা, যত্রতত্র পার্কিং, রাস্তার পাশে, কোথাওবা মাঝখানে হাটবাজার স্থাপন—এসবের পাশাপাশি পথচারীদের অসচেতনতাও সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। এসব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা জরুরি।

দেশে বিপুলসংখ্যক গাড়ির ফিটনেস নেই। লাইসেন্স নেই অথচ গাড়ি চালাচ্ছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যাও কম নয়। চালকের পরিবর্তে তাদের সহকারী গাড়ি চালাচ্ছিলেন এমন তথ্যও জানা যায় সড়ক দুর্ঘটনার পর। প্রশ্ন হলো, এসব অনিয়মের তথ্য সময়মতো উদ্ঘাটন করা যাদের দায়িত্ব, তারা তাহলে কী করছেন? সড়কে আরও অনেক নৈরাজ্যের কথা সর্বজনবিদিত। বস্তুত, পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, তাতে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজটি এখন এক 'জাইগানটিক টাস্কে' পরিণত হয়েছে। এ সমস্যার সমাধানে যত মহাপরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধ করা না গেলে দুর্ঘটনার শিকার হওয়া ব্যক্তির স্বজনের আর্তনাদ শুনতে শুনতে পুনরায় কখন আমরা নিজেরাই সড়ক দুর্ঘটনা শিকার হব, এ আতঙ্কে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো রোধ করা না গেলে যত পদক্ষেপই নেয়া হোক, কাঙ্ক্ষিত ফল মিলবে না। কাজেই দেশে পর্যাপ্তসংখ্যক দক্ষ চালক তৈরি করা যেমন জরুরি, তেমনি দরকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। চালকদের উন্নত মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যও পদক্ষেপ নিতে হবে।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
১৯ জানুয়ারি ২০২১, ৫ মাঘ ১৪২৭

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে জেন্ডার বৈষম্য রোধের গুরুত্ব

ড. নাজনীন আহমেদ

যদিও টেকসই উন্নয়নের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন একটি শক্তিশালী উপাদান, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য থাকলে তা এর প্রকৃত সুফলপ্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি যত বাড়ে ততই নানান রকম উৎপাদনশীল সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পায় সাধারণ মানুষ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের আর্থিক খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে নানান ধরনের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, এই ধরনের অগ্রগতিতে অংশগ্রহণে পুরুষের তুলনায় নারীরা পিছিয়ে আছে। আর্থিক বিষয়ের জ্ঞান, আর্থিক বিষয়ে নানান ধরনের হিসাব-নিকাশ, ঋণপ্রাপ্তি, নানান ধরনের আর্থিক সেবা গ্রহণ, মোবাইল আর্থিক সেবাসহ বিভিন্ন রকম ডিজিটাল আর্থিক সেবায় অংশগ্রহণ ইত্যাদির সুযোগ ও ব্যবহারে নারী-পুরুষের ব্যবধান বা জেন্ডার বৈষম্য বিস্তর।

২০১৯ সালের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ইনসাইটস কর্তৃক পরিচালিত জরিপে ফাইনান্সিয়াল অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। এই জরিপে দেখা গেছে যে, পুরুষের তুলনায় নারীরা আর্থিক সেবাপ্রাপ্তিতে পিছিয়ে আছে। দেখা গেছে যে, ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা ছাড়া অন্য সব আর্থিক সেবা ও সুযোগের ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে। যেমন মোবাইল আর্থিক সেবার রেজিস্টার্ড গ্রাহকের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান ৫৮ ভাগ। আবার রেজিস্টার্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে এই ব্যবধান ৩৩ ভাগ।

নানা রকম ডিজিটাল আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগের সঙ্গে যেসব বিষয় সম্পৃক্ত থাকে সে ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান রয়েছে। যেমন মোবাইল ফোনের মালিকানা, ফোনের মাধ্যমে টেক্সট করার সক্ষমতা, ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি বা আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান থাকায় সার্বিকভাবে ডিজিটাল পেমেন্ট অর্থ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে প্রায় ৪৩ ভাগ জেন্ডার গ্যাপ দেখা যায়। সম্প্রতি জিএসএমএ কর্তৃক প্রকাশিত মোবাইল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী নারী ও পুরুষের মধ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে মোবাইল ফোন মালিকানার হার যথাক্রমে ৮৬ ভাগ ও ৬১ ভাগ। অর্থাৎ তাদের হিসাব অনুযায়ী মোবাইল ফোন মালিকানায় জেন্ডার গ্যাপ হচ্ছে ২৯ ভাগ। যেহেতু মোবাইলের মাধ্যমে সাধারণত স্বল্প আয়ের ও মধ্য আয়ের দেশের মানুষ ইন্টারনেট সেবা নিয়ে থাকে তাই নারীদের মোবাইল ফোন মালিকানা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় ইন্টারনেটের সুবিধা গ্রহণের মাত্রাও তাদের মধ্যে কম। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণকারী পুরুষ ও নারীর হার মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর যথাক্রমে ৩৩ ভাগ ও ১৬ ভাগ, অর্থাৎ জেন্ডার বৈষম্য ৫২%। অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ব্যবধান দেখা যায়। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা সার্বিকভাবে ঋণপ্রাপ্তিতে উদ্যোক্তাদের থেকে পিছিয়ে থাকেন এ কথা সত্য কিন্তু এর মধ্যেও দেখা যায় যে, নারী উদ্যোক্তারা আরও বেশি পিছিয়ে রয়েছেন। বিভিন্ন ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত উদ্যোক্তা ঋণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ঋণপ্রাপ্তিতে পুরুষদের তুলনায় নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা যেমন কম তেমনি প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণও কম। অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রদত্ত ঋণের মধ্যে ২০১৯ এ ৪ ভাগ ঋণ গিয়েছিল নারী উদ্যোক্তাদের কাছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক জরিপে (সার্ভে অন ইম্প্যাক্ট অ্যানালিসিস অব এক্সেস টু ফাইন্যান্স ইন বাংলাদেশ) দেখা গেছে যে, দেশে বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ব্যাপ্তি ঘটা সত্ত্বেও এখনো প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার একটি বড় অংশ আর্থিক বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সেবা থেকে বঞ্চিত। এর মূল কারণ হলো বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংকিং সুবিধা না থাকা, সর্বনিম্ন ব্যালেন্স থাকার শর্ত, আর্থিক বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, নানান রকমের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন– পরিচয় করিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব, আয়ের প্রমাণপত্র না থাকা ইত্যাদি কারণে অনেকেই ব্যাংকিং সেবার আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা নিতে পারেন না। নারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও বেশি দেখা গেছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নারীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের আর্থিক সেবা নেওয়ার জন্য বাইরে যাওয়া এখনো অনেক ক্ষেত্রেই খুব প্রচলিত নয়। বিভিন্ন ব্যাংকের শাখাগুলো সাধারণত গ্রামের বাজার কিংবা উপশহর এলাকায় হয়ে থাকে। উপজেলা সদরে সচরাচর নারীদের যাওয়া হয়ে ওঠে না কেবলমাত্র আর্থিক সেবা নেওয়ার জন্য। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং চালু হওয়ার পরে এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়া গ্রামীণ নারীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা বিভিন্ন এলাকার এটিএম বুথ ব্যবহারে কিছুটা আগ্রহী হয়েছেন। তারপরও ব্যাপকভাবেই নারীরা আসার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো দেখা গেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষার অভাব, আর্থিক সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত নানা ভ্রান্ত ধারণা, আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ না থাকায় ইত্যাদি। সাম্প্রতিক সময়ে এজেন্ট ব্যাংকিং এবং মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক সেবার কারণে আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা গ্রহণে আগ্রহ বেড়েছে নারীদের মধ্যে। আবার অনেক শিল্প-কলকারখানা তাদের বেতন প্রদান করছে মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে। সেই কারণে নারীকর্মীদের মধ্যে এই ধরনের সেবার ব্যবহারের আগ্রহ বাড়ছে। তবে আরও বেশিসংখ্যক নারীকে এই ধরনের আর্থিক সেবা গ্রহণে আগ্রহী করতে হলে এজেন্ট ব্যাংকিং এবং মোবাইল আর্থিক সেবা নারী এজেন্টের সংখ্যা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বাড়ানো গেছে ব্যাপকভাবে। ২০১৯ এর শেষে ৫২ লাখ অ্যাকাউন্টধারীর মধ্যে ৫৬ ভাগ ছিল পুরুষ এবং ৪৩ ভাগ ছিল নারী। তবে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নানান রকম আর্থিক লেনদেনের সুবিধা নারীরা নিলেও এই ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ খুবই কম। কাজেই এজেন্ট ব্যাংকিং টাকা আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কিংবা সঞ্চয় জমানোর মাধ্যম হিসেবে ভালো কাজ করলেও ঋণের উৎস হিসেবে তেমন কার্যকর এখনো নয়। ফলে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তারা ঋণপ্রাপ্তির যে সমস্যায় ভোগেন কিংবা আনুষ্ঠানিক খাত থেকে ঋণপ্রাপ্তিতে তাদের যে সমস্যা থাকে সেগুলো রয়েই যাচ্ছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বা আধুনিক আর্থিক সেবায় নারী-পুরুষের যে ব্যবধান রয়েছে তা দূর করা জরুরি। তাই এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের সম্প্রসারণ, মোবাইল আর্থিক সেবার সম্প্রসারণ ইত্যাদিতে নিয়মকানুন যেমন সহজ করতে হবে তেমনি অবকাঠামোগত উন্নয়নও জরুরি। তাছাড়া সরকারি বিভিন্ন মাধ্যম যেমন টেলিভিশন-রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক খাতের আধুনিক সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও তথ্য নিয়মিতভাবে প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

লেখক
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)
nazneen7ahmed@yahoo.com

নারীদের আর্থিক খাতে বেশি সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান নারীদের জন্য বিশেষায়িত আর্থিক সেবা চালু করেছে। যেমন নারীদের জন্য বিশেষ ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে অনেক ব্যাংক। যে কার্ডধারীরা নারীদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য কেনাকাটায় অনেক ধরনের সুবিধা পান, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা পেয়ে থাকেন ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রযুক্তি সংস্থা আর্থিক সেবাকে সহজ করার জন্য নানান রকম আর্থিক প্রযুক্তি বা ফিনটেক-এর সম্প্রসারণে নিযুক্ত রয়েছেন। ফলে ব্যাংকিংসহ নানা রকম আর্থিক সেবাকে খুব সহজভাবে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার উপায় তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ফিনটেক-এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিভিন্ন সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের নানা রকম লেনদেন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, ইত্যাদিকে সহজ করা হচ্ছে। যেমন মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী সংস্থা 'বিকাশ' সাম্প্রতিক সময়ে তাদের সেবার মধ্যে এই ধরনের বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করেছে, যার ফলে বিকাশের গ্রাহক সংখ্যা বাড়ছে। ভারতে ফিনটেক-এর মাধ্যমে বিশেষ ইলেকট্রনিক পরিচয়পত্র, ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর প্রদান ইত্যাদি সুযোগ তৈরির মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরও নানান রকম আর্থিক সেবা প্রদান করা যাচ্ছে। এই ধরনের প্রযুক্তি দিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের আর্থিক সেবা প্রদান করা যায় এবং তাতে অনেক নারী উদ্যোক্তা লাভবান হবেন কোনো সন্দেহ নেই।

দেশের উন্নয়নে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, নিরাপদে অর্থের লেনদেন, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদানে সুশাসন নিশ্চিত করা, নানান রকম বিল প্রদান করায় সময় বাঁচানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির আর্থিক সেবা এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এক্ষেত্রে যত বেশি মানুষকে সম্পৃক্ত করা যাবে সার্বিকভাবে নানান খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে তা ভূমিকা রাখবে। আর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বা আধুনিক আর্থিক সেবায় নারী-পুরুষের যে ব্যবধান রয়েছে তা দূর করা জরুরি। তাই এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের সম্প্রসারণ, মোবাইল আর্থিক সেবার সম্প্রসারণ ইত্যাদিতে নিয়মকানুন যেমন সহজ করতে হবে তেমনি অবকাঠামোগত উন্নয়নও জরুরি। তা ছাড়া সরকারি বিভিন্ন মাধ্যম যেমন টেলিভিশন-রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক খাতের আধুনিক সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও তথ্য নিয়মিতভাবে প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে জেন্ডার ব্যবধান কমিয়ে আনা গেলে তা সার্বিকভাবে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণে সহায়তা করবে, তেমনি উৎপাদনশীল খাতে নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

The Financial Express

January 20, 2021

RMG exports to one-third of EU states rise in H1

MONIRA MUNNI

Bangladesh's apparel exports to one third of the 27 European countries, including Germany, the Netherlands and Poland, increased in the first half of fiscal year (FY) 2020-21 amid Covid-19.

Denmark, Hungary, Czech Republic, Latvia, Slovakia and Slovenia also raised their garment imports from July to December, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

Insiders, however, said exports increased at a time when overall apparel shipments to the European Union (EU) declined by 1.28 per cent to $9.69 billion in the corresponding period last year.

They attributed transshipment of apparel items to other EU countries through Germany, the Netherlands and Poland for a rise in exports to those destinations.

Knit and woven item exports to Germany grew by 3.75 per cent to $2.75 billion, the Netherlands by 8.34 per cent to $538.67 million and Poland by 11.05 per cent to $649.36 million in the first half of this fiscal.

Denmark imported ready-made garment (RMG) worth $420.06 million, up by 19.42 per cent from the July-December period of 2019-20, according to the BGMEA data.

Talking to the FE, BGMEA president Dr Rubana Huq said Germany was the second-largest market for Bangladeshi apparel.

Export to Germany, which was hardest hit by the pandemic, plunged to $4.79 billion in FY 2019-20.

In 2020, export was slashed by 25.75 per cent. But export in the second half (July-December) grew by 3.75 per cent, Dr Huq cited.

Citing data, she said overall RMG export fell by 2.99 per cent while export to Germany grew by 3.75 per cent mainly due to good performance of woven there.

"Export to Germany cannot be generalised as the consumption of its local market only since it's believed that a significant part of the goods exported there is transshipped to other EU countries."

Citing the EU data, Dr Huq said Germany's sourcing from other countries is evolving. Its import from China, Cambodia, Vietnam, Sri Lanka and Indonesia has gone down in recent months.

On the other hand, she said, import has increased from South Asia (Bangladesh, India and Pakistan) and Turkey.

On Denmark and Poland, she said fiscal data showed local RMG export to these markets has seen 19.42-per cent and 11.05-per cent growth in FYs '20 and '21 (Jul-Dec) respectively.

But looking at the calendar year data (2019 and 2020), the BGMEA leader said, it altered the result.

In a year-on-year analysis, export to Denmark and Poland in 2020 decreased by 0.51 per cent and 9.53 per cent correspondingly.

For the first six months' data (January-June), export to Denmark and Poland have seen negative growth of 20.89 per cent and 27.28 respectively.

"It implies that perhaps in the later part of the year, our suppliers have sent the shipments that were deferred due to the first wave of Covid-19 which resulted in the export growth," Dr Huq noted.

Regarding Hungary, she said both fiscal year and calendar year data shows a positive trend, although of very limited magnitude, to date.

Such a sudden surge in export can happen sometimes for reasons like promotional offers, festival orders or in some exceptional cases, Dr Huq added.

Apparel export to Bangladesh's largest destination, the USA, fell by 2.65 per cent to $2.90 billion and 2.23 per cent to $487.02 million to Canada in July-December of this fiscal over that of last fiscal.

যুগান্তর | বুধবার ২০ জানুয়ারি ২০২১
E-mail: anandonagar(

বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ

চার কারণে অর্থনীতি উদ্ধারে ধীরগতি

যুগান্তর প্রতিবেদন

চার কারণে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ধীর গতিতে এগোচ্ছে। কারণগুলো হচ্ছে, বৈদেশিক বাণিজ্যে স্থবিরতা, বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দামের অস্থিরতা এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধ। এতে বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত গতি সঞ্চার হচ্ছে না। ফলে কাঙ্ক্ষিত হারে জিডিপির প্রবৃদ্ধি না হওয়ার শঙ্কা আছে।

- বৈদেশিক বাণিজ্যে স্থবিরতা
- বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা
- আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দামে অস্থিরতা
- বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধ

তবে আশার কথা হচ্ছে করোনা মহামারির প্রভাব মোকাবিলা করে দেশের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে মহামারি পরবর্তী অর্থনীতিতে মারাত্মক ঝুঁকির আশঙ্কা এখনও রয়ে গেছে।

মঙ্গলবার রাতে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের 'বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৯-২০' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব মন্তব্য করা হয়েছে। প্রতিবেদনে করোনার প্রভাব মোকাবেলা করে দেশের অর্থনীতি কীভাবে এগোচ্ছে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা, দেশের ব্যাংকিং খাতের পরিস্থিতিসহ অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

এতে বলা হয়, করোনার প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। করোনার প্রথম ধাক্কা সামাল দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেই এসেছে আবার দ্বিতীয় ঢেউ। এতেও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের গতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে স্বাভাবিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলো জাদুকরি ভূমিকা পালন করেছে। এতে দেশের উৎপাদন খাত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মাঠ পর্যায়ে টাকার প্রবাহ বেড়ে যাওয়ার কারণে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। এতে দেশের ভেতরে চাহিদা বজায় থাকার কারণে অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এতে আরও বলা হয়, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নির্ভর করছে মূলত প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর বাস্তবায়নের ওপর। এছাড়া সরকারিভাবে দেওয়া নীতি সহায়তাগুলো প্রবৃদ্ধির পথে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে বলে প্রতিবেদনে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এতে বলা হয়, করোনার প্রভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ায় গত অর্থবছরের শেষ দিকে রফতানি আয় কমে গিয়েছিল। পরে বাড়তে শুরু করেছে। একই অবস্থা আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও। করোনার মধ্যে রেমিটেন্স আয়ে ঊর্ধ্বগতির ধারা বজায় রয়েছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভোক্তার চাহিদা ধরে রাখতে সহায়তা করেছে। কৃষি ও গ্রামীণ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ঋণের প্রবাহ কমলেও চলতি অর্থবছরের অক্টোবর থেকে তা বাড়তে শুরু করেছে। এই ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে গ্রামীণ অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়াবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আমদানি কমায় এবং রেমিটেন্স বাড়ায় বৈদেশিক মুদ্রার আয় বেড়েছে। এর প্রভাবে বেড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ১০০ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের চেয়ে ২৫ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি।

করোনার প্রভাব মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে বাজারে টাকার জোগান বাড়ানো হয়েছে। এতে মূল্যস্ফীতির ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করবে। এ চাপ মোকাবিলায় কঠোর তদারকি করতে হবে। যাতে বাজারে ছাড়া টাকার ব্যবহার যথাযথ হয়। একই সঙ্গে উৎপাদন, চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। তাহলে মূল্যস্ফীতির চাপ অনেকটা সহনীয় থাকবে।

চলতি অর্থবছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতির হার ধরা হয়েছে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করছে এ হার অর্থবছর শেষে আরও বেড়ে যেতে পারে। চলতি অর্থবছরে এ হার ৫ থেকে ৫ দশমিক ৯ শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে। করোনার প্রভাবে আগামী অর্থবছরেও মূল্যস্ফীতিতে চাপ থাকবে। ফলে আগামী অর্থবছরেও এ হার ৫ থেকে ৫ দশমিক ৯ শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে। তবে বর্তমানে যেভাবে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে তাতে মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ নেই বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্য বেশ কম। এতে বৈদেশিক উৎস থেকে দেশে মূল্যস্ফীতি আমদানি হওয়ার সুযোগ নেই।

The Financial Express January 20, 2021

No plan to shut down sugar mills: Minister

Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun said on Tuesday that the government didn't take any decision to shut down the state-owned sugar mills; only the threshing of sugarcane in six mills, out of a total of 15, has been kept suspended for the current season, reports UNB.

"No sugar mill has been closed down. No decision has been taken to shut down sugar mills," he said in the Jatiya Sangsad while replying to a tabled question from Awami League MP Ali Azam (Bhola-2).

There are 15 sugar mills under the Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation (BSFIC). Of them, only Carew & Co (Bd) Ltd is profitable while 14 others can't make any profit, said the minister.

Sugarcane threshing in six mills has been kept suspended for the 2020-21 seasons, he added.

In reply to a separate question from the same MP, the minister said the government is implementing two development projects to modernise the sugar mills in order to save the country's sugar industry.

The projects -- BMR of Carew & Co (Bd) Ltd (1st revised) and Establishment of Effluent Treatment Plants in 14 Sugar Mills -- are being implemented with GoB fund under BSFIC to modernise the sugar mills and make those environment-friendly entities, Nurul Majid said.

Responding to another question from ruling party lawmaker M Abdul Latif (Chattogram- 11), the industries minister said the contribution of the industry (manufacturing) sector to the GDP increased to 24.18 per cent in 2019-20 fiscal year from 17.90 per cent in 2008-09 fiscal year.

The share of large and medium industries to the GDP rose to 20.22 per cent in 2019-20 fiscal year from 12.71 per cent in 2008-09 fiscal year, according to the statistics he placed in parliament.

However, the contribution of small industries declined to 3.96 per cent in the last fiscal year from 5.18 per cent in the 2008-09 fiscal year.

Some 103,220 industrial units were set up in the last 11 years (Jan 2009-Nov 2020) with the support of Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC), said the minister, adding that some 0.85 million jobs were created there.

প্রথম আলো • বুধবার, ২০ জানুয়ারি ২০২১,

প্রশিক্ষণ নিয়ে উদ্যোক্তা ৩৬৭০

বিডার উদ্যোক্তা সৃষ্টি

বিডার প্রশিক্ষণ নিয়ে দুই বছরে উদ্যোক্তা হয়েছেন ৩,৬৭০ জন। তাঁরা বিনিয়োগ করেছেন ৯৮৫ কোটি টাকা। কর্মসংস্থান হয়েছে ৩২,০০০ মানুষের।

আরিফুর রহমান, *ঢাকা*

> **বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে অনেক দিন ধরেই চিন্তা করছিলাম, কিন্তু এগোতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তা তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করি।**
>
> **আরিফ ইকবাল**, নবীন উদ্যোক্তা।

সাঈদুন্নেসা অনিক ২০১৬ সালে ছোট পরিসরে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে সফটওয়্যার ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু গত বছরের মার্চে বাংলাদেশে করোনার সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর তাঁর ব্যবসা সংকুচিত হতে থাকে। আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত মে মাসে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হন তিনি। পরের মাসে জানতে পারেন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বিনা পয়সায় এক মাসের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে সাঈদুন্নেসা এরই মধ্যে বি-বে নামে একটি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করিয়েছেন, যেখানে ১০ জন কর্মী কাজও করছেন।

এভাবে সরকারি সংস্থা বিডা থেকে ২০১৯ ও ২০২০ সালে প্রশিক্ষণ নিয়ে সারা দেশে উদ্যোক্তা হয়েছেন ৩ হাজার ৬৭০ জন। তাঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ হয়েছে ৯৮৫ কোটি টাকার মতো, আর কর্মসংস্থান হয়েছে ৩২ হাজার মানুষের।

দেশে উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে বিডা ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে 'তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এতে ব্যয় ধরা হয় ৪৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা। প্রকল্পটির আওতায় সারা দেশ থেকে বিনিয়োগে আগ্রহী এমন ২৪ হাজার শিক্ষিত বেকারকে বাছাই করা হয়। এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা এইচএসসি পাস ও বয়স ১৮-৪৫ বছর নির্ধারণ করা হয়। ইতিমধ্যে বিডার ৬৪টি জেলা কার্যালয় ২০ হাজার ৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বিডার কর্মকর্তারা বলছেন, যেখানে আন্তর্জাতিক সমীক্ষা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ-পরবর্তী উদ্যোক্তা হওয়ার হার ১ থেকে ২ শতাংশ, সেখানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হওয়ার হার ২০ শতাংশ।

বিডা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে উদ্যোক্তা হয়েছেন এমন পাঁচজনের সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তাঁরা জানান, ব্যবসা কীভাবে শুরু করতে হয়, কোন ব্যবসা করলে লাভবান হওয়া যায়, কীভাবে ব্যবসার পরিকল্পনা করতে হয়—প্রশিক্ষণে এসব শেখানো হয়।

আরিফ ইকবাল নামের এক নবীন গত বছরের জুনে পাঁচ লাখ টাকা বিনিয়োগে রাজধানীর দক্ষিণখানে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করেন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে অনেক দিন ধরেই চিন্তা করছিলাম, কিন্তু এগোতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তা তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করি।'

বিডার কর্মকর্তারা জানান, প্রশিক্ষণ নিয়ে উদ্যোক্তা হওয়া ব্যক্তিরা তিনটি উপায়ে বিনিয়োগ করেছেন—কেউ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন, কেউ ঋণ নেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে, আবার কেউ আত্মীয়স্বজন থেকে ঋণ নেন।

প্রথম আলোর পক্ষ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত দুই বছরে মৎস্য খাতেই সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছেন নতুন উদ্যোক্তারা। তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) খাতেও যাওয়ার প্রবণতা বেশি। এ ছাড়া প্লাস্টিক, চামড়া, পোশাক, কৃষিজাত পণ্য খাতেও বিনিয়োগ হয়েছে।

রাজধানীর উত্তরখানে মাছের চাষ শুরু করেন রিংকু রিচার্ড। এরই মধ্যে তিনি দেড় কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। তিনি জানান, মাছ চাষ কীভাবে শুরু করতে হয়, পরবর্তীকালে কী কী জিনিসের প্রয়োজন হয়—এসব বিষয় প্রশিক্ষণে শেখানো হয়েছিল।

জানতে চাইলে বিডার উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খান বলেন, 'বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আমরা টার্গেট করি। দুই বছরে ২৪ হাজার বেকারকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটিতে সাফল্য আসায় এটি আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' প্রকল্পটি আগামী জুনে শেষ হওয়ার কথা।

বিডার কর্মকর্তারা বলছেন, সারা দেশেই বিডার কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জেলার সফল ব্যবসায়ী, কর কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের দিয়ে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে সরকারি সেবা পেতে সহজ হয়। করোনার মধ্যে এখন অনলাইনে চলছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। কেউ প্রশিক্ষণ নিতে চাইলে প্রথমে অনলাইনে নিবন্ধন করতে হয়। আবেদনকারীদের প্রাথমিক সাক্ষাৎকার নেওয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত হয় একটি কমিটি।

বণিকবার্তা বুধবার, জানুয়ারি ২০, ২০২১

সংসদে শিল্পমন্ত্রী

১৫টির মধ্যে ১৪ চিনিকলই লোকসানে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের ১৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের মধ্যে ১৪টিই অলাভজনক বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। গতকাল জাতীয় সংসদে সরকারি দলের সংসদ সদস্য আলী আজমের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ তথ্য জানান। এর আগে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে গতকাল সংসদের বৈঠক শুরু হলে প্রশ্নোত্তর পর্ব টেবিলে উত্থাপিত হয়।

সংসদে মন্ত্রী জানান, বাংলাদেশে চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের আওতাধীন ১৫টি চিনিকল রয়েছে। যার মধ্যে একটি মিল কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লিমিটেড লাভজনক এবং বাকি ১৪টি মিল অলাভজনক।

মন্ত্রী বলেন, চলতি ২০২০-২১ মাড়াই মৌসুমের জন্য ছয়টি চিনিকলের মাড়াই কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে। কোনো চিনিকল বন্ধ করা হয়নি। চিনিকল বন্ধ করার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আলী আজমের আরেক প্রশ্নের জবাবে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশের চিনি শিল্পকে রক্ষার লক্ষ্যে ১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনের প্রকল্প চলমান রয়েছে। তিনি জানান, নাটোর জেলার লালপুর উপজেলা, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা এবং চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প-কারখানা স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গাইবান্ধা-১ আসনের সংসদ সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারীর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ছয়টি চিনিকলের মাড়াই কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে। বাকি নয়টি চিনিকলের মাড়াই কার্যক্রম চলমান।

বগুড়া-৫ আসনের সংসদ সদস্য মো. হাবিবর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে শিল্পমন্ত্রী জানান, সারা দেশে উন্নত অবকাঠামো সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭৬টি বিসিক শিল্পনগরী স্থাপিত হয়েছে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২টি শিল্পনগরী প্রকল্প স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বুধবার, ৬ মাঘ ১৪২৭
২০ জানুয়ারি ২০২১
দৈনিক ইত্তেফাক

নিজস্ব স্বার্থ রক্ষায় একজোট এশিয়ার ছয় পোশাক রপ্তানিকারক দেশ

উদ্দেশ্য বায়ারদের ইচ্ছামাফিক ও অনৈতিক আচরণে লাগাম টানা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিশ্ব পোশাকের বাজারে বরাবরই চালকের আসনে বায়ার ও ব্র্যান্ডগুলো। অভিযোগ রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ক্রয়াদেশ বাতিল, অন্যত্র স্থানান্তর কিংবা অর্থ পরিশোধে বিলম্ব করে। এমনকি বিভিন্ন শর্ত দেখিয়ে কখনো কখনো অর্থ পরিশোধ না করার কথাও শোনা যায়। এতে ক্ষতির মুখে পড়েন রপ্তানিকারকরা। ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর এ ধরনের অনৈতিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে (আনএথিকাল বায়িং প্র্যাকটিস) একজোট হয়েছে এশিয়ার ছয়টি দেশের ৯ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক সমিতি। বিশ্বের শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ চীন ছাড়াও বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও মিয়ানমারের পোশাক ও টেক্সটাইলপণ্য রপ্তানিকারক সমিতিগুলোর সমন্বয়ে এ জোট গঠিত হয়েছে। সম্মিলিতভাবে বিশ্ববাজারের রপ্তানিকৃত পোশাকের ৬০ শতাংশই রপ্তানি করে এসব দেশের রপ্তানিকারকরা। এর নাম দেওয়া হয়েছে সাসটেইনেবল টেক্সটাইল অব দ্য এশিয়ান রিজিয়ন বা স্টার নেটওয়ার্ক। এ ধরনের একটি প্ল্যাটফরম আগেই গঠিত হলেও গত ১২ জানুয়ারি এ জোট নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এর মুখপাত্র নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক মিরান আলী।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্টার নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে বলা হয়, পণ্য পাঠানো (বায়ারের কাছে) এবং অর্থ পরিশোধ পদ্ধতিতে একটি একক অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদনকারীদের একজোট হওয়া দরকার, যাতে পারচেজিং প্র্যাকটিসের উন্নয়নে শক্ত অবস্থান থাকে। এই জোটে যুক্ত সংগঠনগুলো হলো— বাংলাদেশের পোশাকশিল্প মালিকদের দুইটি সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ, চায়না ন্যাশনাল টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল কাউন্সিল (সিএনটিএসি), দ্য গার্মেন্ট ম্যানুফেচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব কম্বোডিয়া (জিএমএসি), মিয়ানমার গার্মেন্টস ম্যানুফেকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (এমজিএমএ), পাকিস্তান হোসিয়ারি ম্যানুফেকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (পিএইচএমএ), পাকিস্তান টেক্সটাইল এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (পিটিইএ), টাওয়েল ম্যানুফেকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব পাকিস্তান (টিএমএ) এবং ভিয়েতনাম টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (ভিআইটিএএস)।

স্টার নেটওয়ার্কের মুখপাত্র মিরান আলী ইত্তেফাককে বলেন, এই জোটের উদ্দেশ্য হলো— পণ্য ক্রয় কার্যক্রমে ক্রেতাদের নৈতিকতার মধ্যে আনতে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরি করা। অনেক সময় পণ্য পাঠানো, অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ক্রেতা অনৈতিক দাবি করে থাকেন। এ অনৈতিক দাবি না মানলে তারা অন্য দেশে ক্রয়াদেশ নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন। এই জোট শক্তিশালী হলে এ ধরনের অনৈতিক চাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা সতর্ক হবেন বলে আশা করছি।

সম্প্রতি করোনার সময়ও অনেক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শর্তের দোহাই দিয়ে ঢালাওভাবে ক্রয়াদেশ বাতিল করেছেন। অনেকে বিপুল পরিমাণ ডিসকাউন্ট দাবি করেছেন কিংবা অর্থ পরিশোধ ইচ্ছামাফিক পিছিয়ে দিয়েছেন। এতে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছেন রপ্তানিকারকরা। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ জোটকে শক্তিশালী করার তাগিদ অনুভব করেন রপ্তানিকারকরা।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২১, ২০২১ ■ মাঘ ৭, ১৪২৭

করোনাকালে দেশে ফিরেছেন ৪ লাখ ৮ হাজার প্রবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিশ্বব্যাপী নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার পর গত বছরের এপ্রিল থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ৪ লাখ ৮ হাজার ৪০৮ জন প্রবাসী ফিরেছেন। এর মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা ৪৯ হাজার ৯২৪ জন। গতকাল জাতীয় সংসদে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রী ইমরান আহমদ এ তথ্য জানান। এর আগে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরুতেই প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়।

বগুড়া-৬ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মদ সিরাজের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরো জানান, ফেরত আসা কর্মীদের মধ্যে যেমন কর্মহীন হয়ে পড়া রয়েছে তেমন চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে স্বাভাবিকভাবে ফেরত আসা শ্রমিকও রয়েছেন।

করোনা পরিস্থিতির কারণে সমস্যাগ্রস্ত কর্মীদের কর্মসংস্থান তথা পুনর্বাসনের জন্য সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের তথ্যও জাতীয় সংসদে তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, গন্তব্য দেশে সমস্যাগ্রস্ত কর্মীদের দেশে যেন ফেরত আসতে না হয় সে লক্ষ্যে আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে দূতাবাসের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

করোনার কারণে চাকরিচ্যুত বা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদেশে প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ ঋণ প্রদানের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল থেকে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যাগত কর্মীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার থেকে ৫০০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৭০০ কোটি টাকা ঋণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র ৪ শতাংশ সুদে মোট ৭৭১ জনকে এবং ৫০০ কোটি টাকা থেকে পুরুষ কর্মীদের ৯ শতাংশ এবং মহিলা কর্মীদের জন্য ৭ শতাংশ সুদে এ পর্যন্ত ১ হাজার ২৩ জন বিদেশফেরত কর্মীকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ৭১টি শাখার মাধ্যমে এ ঋণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তিনি বলেন, আইওএমের সহায়তায় প্রত্যাগত বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য পৃথক ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলা থেকে দুজন করে সর্বমোট ১২৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রত্যাগত কর্মীদের নিবন্ধনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার বিভিন্ন এনজিওর সহায়তায় উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করছে। ফেরত আসা এসব নারী কর্মীকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে এরই মধ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিদেশে কর্মী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সি অফিস পরিচালনা সচল রাখা এবং কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করতে পারে, সে লক্ষ্যে তাদের আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হয়। রিক্রুটিং এজেন্সির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত ৫৩৪ রিক্রুটিং এজেন্সিকে এক বছরের জন্য জামানতের অর্থ বিনা সুদে ফেরত দেয়া হয়েছে।

দেশ রূপান্তর বৃহস্পতিবার ২১ জানুয়ারি ২০২১, ৭ মাঘ ১৪২৭

প্রণোদনা প্যাকেজের মেয়াদ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনার প্রভাব মোকাবিলায় ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর মেয়াদ আরও বাড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে এমন সিদ্ধান্তের কথা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানানো হয়েছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে ব্যবসা বাণিজ্যে এর প্রভাব দীর্ঘায়িত হওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেও বিষয়গুলো ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন প্যাকেজ বাস্তবায়ন ও অন্যান্য তথ্য চেয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছে। এসব তথ্য পাওয়ার পরই কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে প্যাকেজগুলোর মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে একটি খসড়া তৈরির পরই কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে এ বিষয়ে একটি খসড়া প্রতিবেদন ইতিমধ্যে তারা তৈরি করে রেখেছে।

সূত্র জানায়, করোনার প্রভাব মোকাবিলায় আর্থিক ও নীতি সহায়তা বাবদ এখন পর্যন্ত ৩১টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি কমসুদে ঋণনির্ভর প্রণোদনা এবং বাকি ২১টি হচ্ছে নীতিসহায়তা। এছাড়া আরও দুটি প্রণোদনা প্যাকেজ প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি অনুমোদন করেছেন।

করোনার প্রভাব মোকাবিলা

করোনার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা হয় রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতনভাতা পরিশোধ বাবদ ৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল। পরে এর আকার আরও ৩ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ৮ হাজার কোটি টাকা করা হয়। দুই বছরের মধ্যে প্রথম ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ মোট ১৮টি সমান কিস্তিতে এ ঋণ শোধ করার কথা। ঋণের বিপরীতে ২ শতাংশ হারে সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। এ প্যাকেজের অর্থ ছাড়ের ৬ মাস পেরিয়ে গেছে। সে হিসেবে চলতি মাস থেকে কিস্তি পরিশোধের কথা। এর আগেই বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ৫ বছর বাড়ানোর দাবি করা হয়েছে। তারা বলেছে, রপ্তানি খাত এখনো করোনার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। এছাড়া করোনার দ্বিতীয় ধাক্কায় রপ্তানি কার্যক্রম নতুন করে আবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার থেকে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বিষয়টি এখন পর্যালোচনা পর্যায়ে রয়েছে। তবে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ কিছুটা বাড়ানো হতে পারে বলে জানা গেছে।

বড় শিল্প ও সেবা খাতে চলতি মূলধনের জোগান দিতে ৩০ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়। পরে এর আকার দুই দফায় বাড়িয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা করা হয়। এ তহবিল থেকে সাড়ে ৪ শতাংশ সুদে উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে। প্যাকেজটি ৯৫ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। বাকি অংশ বাস্তবায়নে এর মেয়াদ আগামী জুন পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে। কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে চলতি মূলধনের জোগান দিতে ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের তহবিল থেকে উদ্যোক্তাদের সাড়ে ৪ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে মাঝারি উদ্যোক্তারা ঋণ পেলেও কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা পাচ্ছেন খুবই কম। এটির মেয়াদও বাড়িয়ে আগামী মার্চ পর্যন্ত করা হয়েছে।

ঋণের বিপরীতে কিস্তি আদায় ও ঋণ শ্রেণিকরণের মেয়াদ গত ৩১ ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার পর আর বাড়ানো হয়নি। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এর মেয়াদ বাড়ানোর দাবি করা হয়েছে। বিষয়টি কেন্দ্রীয় ব্যাংক চিন্তাভাবনা করছে। কৃষি খাতে করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা করতে কৃষকদের ৪ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এ খাতে বিতরণ করা ঋণের সুদের হার ৯ শতাংশ। এর মধ্যে কৃষক দেবে ৪ শতাংশ। বাকি ৫ শতাংশ বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করবে। গত ১ এপ্রিল থেকে যেসব কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো এর আওতায় পড়বে। একই সঙ্গে আগামী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত এ প্রণোদনার আওতায় ঋণ দেওয়া যাবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতে ঋণ দিতে ৫ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল থেকে উদ্যোক্তাদের ৪ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। তবে ঋণ বিতরণের হার খুবই কম। যে কারণে এর মেয়াদও বাড়ানো হচ্ছে।

পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তহবিলের আকার ২০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৪০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। এ তহবিল থেকে উদ্যোক্তারা পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদন, উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে ঋণ নিতে পারছেন। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সুদের হার হবে ৭ থেকে ৮ শতাংশ। এটিও চলমান থাকবে। অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কৃষকদের ঋণ দিতে ৩ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হবে। ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার যেখানে ২৫ শতাংশ, সেখানে এ তহবিল থেকে ৯ শতাংশ সুদে ঋণ পাবেন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কৃষকরা। এটি প্রায় ৮০ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। এর মেয়াদ বাড়িয়ে আগামী জুন পর্যন্ত করা হচ্ছে। নীতিসহায়তার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ প্রণোদনাই বহাল রাখা হচ্ছে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ২২, ২০২১

ইউরোপে জিএসপি প্লাস সুবিধা

কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করা হোক

২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় নাম লেখাতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিষয়টি ইতিবাচক অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করে। তবে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর স্বাভাবিকভাবেই কিছু চ্যালেঞ্জ আসবে বাংলাদেশের সামনে। বাংলাদেশ এলডিসি হিসেবে বাণিজ্যে যে অগ্রাধিকার পায়, তার সবটুকু পাবে না। আবার বৈদেশিক অনুদান, কম সুদের ঋণও কমে আসবে। রফতানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নতুন কিছু শর্ত পরিপালনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় এগিয়ে থাকতে হলে বাংলাদেশকে এখন থেকেই জিএসপি প্লাস প্রাপ্তির শর্তগুলো পূরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সম্প্রতি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত এ সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় এ-বিষয়ক প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয়।

উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি একটা মর্যাদার বিষয়। এলডিসি থেকে উত্তরণ-পরবর্তী বাংলাদেশকে সবাই তখন আলাদাভাবে বিচার করবে। তবে বাংলাদেশের বড় রফতানি বাজার ইউরোপ। এলডিসি হিসেবে এ বাজারে এভরিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) আওতায় শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা পেয়ে আসছি আমরা। দেশের মোট রফতানির ৫৮ শতাংশ যায় এ বাজারে। এর মধ্যে ৬৪ শতাংশই পোশাক খাতের পণ্য। রয়েছে টেক্সটাইল, খাদ্যসামগ্রী, মাছ, বিভিন্ন কৃষিপণ্য এবং অন্যান্য হস্তশিল্পের উৎপাদিত পণ্য। ফলে ইবিএ সুবিধা প্রত্যাহার হলে গড়ে ৮ দশমিক ৭ শতাংশ হারে শুল্ক দিয়ে এ বাজারে প্রবেশ করতে হবে। এতে করে রফতানি সংকোচনের আশঙ্কা রয়ে যায়। কেননা বাংলাদেশ এখন এলডিসি হিসেবে যেসব বাণিজ্যসুবিধা পায়, উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হওয়ার পর সেগুলো পাবে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুল্কসুবিধা, মেধাস্বত্ব সুবিধা ইত্যাদি কমে যাবে, কিংবা উঠে যাবে। ফলে বিশ্ববাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আরো প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে। দেখা গেছে, এ ধরনের নানা কারণে অনেক দেশ এলডিসির তালিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সমস্যায় পড়েছে। তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। কমেছে রফতানি, বিদেশী সহায়তা কিংবা বৈদেশিক আয়ের প্রবাহ।

কভিডের কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের পোশাক শিল্পও চ্যালেঞ্জিং সময় পার করছে। তবে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের সক্রিয় পদক্ষেপের কারণে কারখানাগুলোতে পুনরায় কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে উদ্যোগী হওয়া জরুরি। শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় আসতে হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শর্ত হিসেবে বাংলাদেশের সামনে মানবাধিকার ও শ্রমমান সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক রীতি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা অভ্যন্তরীণ আইনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে। শ্রমিকবান্ধব দেশ হিসেবে নিজেদের ভাবমূর্তি ধরে রাখার পাশাপাশি মনোযোগী হতে হবে শ্রম অধিকার নিশ্চিতে। এর সঙ্গে শ্রমিকদের প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষতা বৃদ্ধিতে নজর দেয়া হবে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি পণ্য বৈচিত্র্য ও রফতানি বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে জোর দিতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে পোশাকের মতো সম্ভাবনাময় অন্য পণ্য।

আমরা জানি, টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসনের জন্য সহায়তা হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জিএসপি প্লাস সুবিধা প্রদান করা হয়। বর্তমানে পাকিস্তানসহ ২৫টি উন্নয়নশীল দেশ এ সুবিধা পাচ্ছে। তবে এখানে কিন্তু দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ও দরকষাকষির বিষয় রয়েছে। বাংলাদেশ কতটা আলোচনা দক্ষতা ও কৌশলের সঙ্গে সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারছে, তার ওপর নির্ভর করে অনেক বিষয়। পাকিস্তান ও বলিভিয়ার শ্রম অধিকার বাংলাদেশ থেকে উন্নত না হলেও তারা জিএসপি প্লাস সুবিধা পেয়ে আসছে। বাংলাদেশের প্রতিযোগী অনেক দেশই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজের অবস্থা সুসংহত করতে সক্ষম হয়েছে। ভিয়েতনাম যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এর অধীনে ২০২৭ সাল পর্যন্ত ইইউর বাজারে ভিয়েতনামের পণ্য শূন্য শুল্ক সুবিধা পাবে। চীন ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাবনাময় বড় বাজার। এলডিসি থেকে উত্তরণের পর চীনের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশে ১৬ দশমিক ২ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। এ অবস্থায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনা ও দ্বিপক্ষীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াটা লাভজনক হবে। চীনের পাশাপাশি জাপান, ভারতের মতো দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। নতুন সুযোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে উত্তরণ-পরবর্তী সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ লাভজনক হবে।

বৈশ্বিক চেইনে ব্যবসা করতে হলে বৈশ্বিক মানদণ্ড মেনেই করতে হবে। এটা শিল্পের প্রবৃদ্ধির জন্যই দরকার। এলডিসি থেকে উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জবিষয়ক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। তাই এলডিসি থেকে উত্তরণ-পরবর্তী দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল করার প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করছে অনেক সমীকরণ। দেশে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নেই। খাতভিত্তিক মজুরিকাঠামো থাকলেও তা সব খাতে নেই। দেশের প্রায় ৮৯ শতাংশ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। এক্ষেত্রে শ্রম মন্ত্রণালয়কে সক্রিয় হতে হবে। তবে সব দায় শুধু আমাদের নয়, ক্রেতাদের আরো দায়িত্ববান ভূমিকা পালন করতে হবে। বৈশ্বিক পর্যায়ের শ্রমিক আইন পরিপালনের ক্ষেত্রে ক্রেতাদেরও বৈশ্বিক পর্যায়ের দাম নিশ্চিত করতে হবে। তবে শ্রম আইন বাস্তবায়নে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নেয়া জরুরি। কারণ ৯৮ শতাংশ উদ্যোক্তাই বাংলাদেশের। এক্ষেত্রে একটি সমন্বিত শ্রম নীতি তৈরি করতে হবে, যেন কোনো কারণে উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়। শ্রম অধিকার ও সুশাসন নিশ্চিতের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মান ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৮ মাঘ ১৪২৭
Dhaka : Friday 22 January 2021

কিশোরগঞ্জে সেমিনারে বক্তারা

দক্ষ জনশক্তির অভাবে বছরে ৫ বিলিয়ন ডলার চলে যাচ্ছে অন্যদেশে

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে 'উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব' শীর্ষক সেমিনার হয়েছে। সেমিনারের মূল প্রবন্ধে বলা হয়েছে, আমাদের দেশে দক্ষ জনশক্তির অভাবে বিদেশিরা এদেশে কাজ করায় প্রতিবছর প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতির (নাসিব) যৌথ উদ্যোগে গতকাল সকালে শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. মো. আল আমিন সরকার। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অপর যুগ্ম-সচিব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর প্রধান অতিথিসহ আলোচনায় অংশ নেন বিশেষ অতিথি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, নাসিব কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মির্জা নূরুল গণি শোভন, জেলা চেম্বারের সভাপতি মুজিবুর রহমান বেলাল, জেলা নাসিব সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মো. আলাউদ্দিন প্রমুখ।

প্রবন্ধে বলা হয়, ২০১৮ সালের ১৬ মার্চ জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য উন্নত দেশের কাতারে যাওয়া। তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোলমডেল। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। যেকোন দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে অধিক উৎপাদনশীলতা। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব বলে প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়। এতে আরও বলা হয়, বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে উন্নয়নকামী বেশিরভাগ দেশ তার নাগরিকদের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

অথচ শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাংলাদেশে এখনও কম। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের অন্যান্য আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে প্রশিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় আমরা উৎপাদনশীলতায় পিছিয়ে আছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৯ মাঘ ১৪২৭
২৩ জানুয়ারি ২০২১

অপব্যয়ে বন্ধের পথে শ্যামপুর চিনিকল

রংপুর প্রতিনিধি ●

অপচয়-অপব্যয়ের কারণে প্রায় হাজার কোটি টাকার ঋণ ও লোকসানের বোঝা নিয়ে ডুবতে বসেছে ৫৫ বছরের পুরনো রংপুরের একমাত্র ভারীশিল্প শ্যামপুর চিনিকল। চলতি বছর আখ মাড়াই না করার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকার লোকসানি প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যত বন্ধ করে দেওয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। আধুনিকায়ন ও উন্নত জাতের আখের অভাবকে বিপর্যয়ের বড় কারণ মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের তথ্যমতে, ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত শ্যামপুর সুগার মিলের বর্তমান লোকসানের পরিমাণ ৪৪৪ কোটি টাকা। সুদসহ অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ ৪০৭ কোটি

হাজার কোটি টাকা ঋণ

টাকা। অবিক্রীত চিনি মজুদ আছে ৫৭৩ টন।

শ্রমিকরা জানান, আখের দাম ও মজুরিসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় ধরে এক কেজি চিনি তৈরিতে খরচ ৮০ টাকার বেশি নয়। কিন্তু মিলের বিগত দিনের ঋণ, ঋণের সুদ, পরিচালন ব্যয়সহ ৫৫ বছরের দায়-দেনা হিসাব করে উৎপাদন ব্যয় ২শ টাকার বেশি হিসাব করা হয়। শ্রমিকরা বলছেন, সব জিনিসেরই দাম বাড়ে। কিন্তু ১০-১৫ বছর ধরে চিনির বাজারদর স্থিতিশীল। বাজারে চিনির এই দাম যৌক্তিক নয়।

৫৫ বছরের পুরনো মিলটির আধুনিকায়নে কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। পুরনো মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি দিয়েই এতদিন চলছে মিলটি। আরেক দিকে পুরনো যন্ত্রপাতি মেরামতের নামেও লুটপাট চলেছে বলে অভিযোগ মিল শ্রমিকদের।

চিনিকলের মেকানিক্যাল শাখার ইনচার্জ রশিদুল ইসলাম জানান, কিছুদিন আগে মূল মেশিনের একটি অংশ অকেজো হলে তা নিজেরাই মেরামতের উদ্যোগ নেন। সব মিলিয়ে এর প্রকৃত মেরামত ব্যয় ১৫ হাজার টাকা বলে ম্যানেজমেন্টকে অবগত করেন তিনি। কিন্তু পরে ঢাকা থেকে সেটি মেরামত করিয়ে এনে খরচ ৮০ লাখ টাকা তুলে নেওয়া হয় বলে জানান তিনি।মাসের পর মাস শ্রমিকদের বেতন বন্ধ থাকলেও কর্মকর্তাদের নতুন দামি গাড়ি কেনা হয়েছে। অথচ মিল ব্যবস্থাপকের আগের গাড়িটি যথেষ্ট উপযোগী ছিল বলে আক্ষেপ করেন তারা। শ্রমিকদের অভিযোগ, যে মিল সরকার বন্ধ করতে চলেছে, সেখানে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ শুরু হয়েছে। মিলই যদি বন্ধ হয়ে যায়, এত টাকার এই প্রকল্প কোনো কাজে আসবে- প্রশ্ন তুলেছেন শ্রমিকরা। কাজে না এলেও নামমাত্র কাজ করে পুরো টাকা লুটপাট করাই উদ্দেশ্য বলে সন্দেহ করছেন তারা। উত্থাপিত অভিযোগগুলো নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার সরকার। শুধু জানালেন, লোকসান কমাতে চলতি মৌসুমে আখ মাড়াই বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন।

এই অঞ্চলে একমাত্র ভারীশিল্প শ্যামপুর চিনিকলে এক সময় তিন হাজার শ্রমিক কাজ করলেও অবসর, গোল্ডেন হ্যান্ডশেক ও মৃত্যুজনিত কারণে কমতে কমতে এখনো সাড়ে ৭শ শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি করছেন এই মিলে। ঈদের বোনাস ও পাঁচ মাসের বকেয়া বেতনের দাবি নিয়ে এত দিন তারা আন্দোলন করে আসছিলেন। এ আন্দোলন এখন পরিণত হয়েছে মিল রক্ষার আন্দোলনে। তাদের অভিযোগ, ম্যানেজমেন্টের অপব্যয়-অপচয় আর দুর্নীতির কারণে মিলটি ধ্বংসের পথে গেলেও এখন শ্রমিকদের মূল্য দিতে হচ্ছে।

শুক্রবার ২২ জানুয়ারি ২০২১ ॥ ৮ ম
আমাদের সময়

পোশাকের রপ্তানি কমেছে ৪৭ হাজার কোটি টাকার

শ্রমিকদের বেতনের জন্য সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকা ছাড়াও চলতি মূলধনের জন্য পেয়েছে প্রণোদনার অর্থ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বড় ধাক্কা খেয়েছে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাব অনুযায়ী, সদ্য সমাপ্ত ২০২০ সালে গত বছর সব মিলিয়ে রপ্তানি কমেছে ৫৭৩ কোটি ডলার বা প্রায় ৪৮ হাজার ৭০০ কোটি টাকার। এর মধ্যে পোশাক রপ্তানি কমে গেছে ৫৬০ কোটি ১৭ লাখ মার্কিন ডলারের, যা স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা। দেশের মোট রপ্তানির ৮৩ শতাংশই আসে পোশাক খাত থেকে। তবে অন্যান্য খাতের পণ্যের তুলনায় গড়ে পোশাক পণ্যের রপ্তানি কমেছে বেশি হারে।

করোনা মহামারির সময় শিল্পের টিকে থাকার স্বার্থে সরকার বড় অঙ্কের প্রণোদনা সহায়তা ঘোষণা করেছিল। এর শুরু হয়েছিল তৈরি পোশাকশিল্পকে দিয়ে। এ খাতের শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য সামান্য সুদে সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া চলতি মূলধন জোগানোর লক্ষ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার তহবিল থেকেও ঋণ পেয়েছেন এ খাতের উদ্যোক্তারা। তবে অন্যান্য খাতের মতো অভিযোগ রয়েছে, এ খাতেও অপেক্ষাকৃত ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তারা প্রণোদনার ঋণ নিতে পারেননি। আবার নামমাত্র সুদে শ্রমিকের বেতনের জন্য দেওয়া ঋণও সব কারখানা পায়নি। পোশাকশিল্প মালিকদের দুই সংগঠনের সদস্যের বাইরে কোনো কারখানা এ ঋণের সুবিধা পাননি। এ খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়ার শর্ত থাকায় অপেক্ষাকৃত ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অনেকেই বঞ্চিত হয়েছেন। সব মিলিয়ে রপ্তানি কমে যাওয়া এবং প্রণোদনার সুবিধাবঞ্চিত তৈরি পোশাক খাতের ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য এখন দুর্দিন।

পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ইত্তেফাককে বলেন, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরই ঋণের প্রয়োজন ছিল বেশি। কিন্তু তাদের অনেকেই প্রণোদনার ঋণ পাননি। ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়ার শর্ত থাকায় তাদের কাছে এ সুবিধা পৌঁছায়নি।

সূত্র জানায়, গত বছর পোশাকের দরও কমে গেছে। তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালে নিটওয়্যার পণ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হওয়া ১২ ধরনের পোশাকের দর কমেছে আগের বছরের (২০১৯ সাল) তুলনায় ৩ দশমিক ৪৭ শতাংশ। আর আট ধরনের ওভেন পোশাকের রপ্তানি মূল্য কমেছে গড়ে ১ শতাংশ।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া পিছিয়ে যাবে। তবে করোনা ভাইরাসের টিকা প্রয়োগ শুরু হওয়ায় মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরছে। অর্থনীতিবিদ ও পলিসি রিসার্স ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর ইত্তেফাককে বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে রপ্তানির এ খারাপ পরিস্থিতি আগামী মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। সব মিলিয়ে এ বছরের দ্বিতীয় ভাগের আগে (জুন পর্যন্ত) খুব অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আশার কথা হলো, প্রধান রপ্তানি গন্তব্যের দেশগুলোতে টিকার প্রয়োগ শুরু হওয়ায় মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে।

The Daily Star
DHAKA THURSDAY JANUARY 21, 2021

Labour standards to decide fate of GSP Plus in EU

Experts say at discussion of CPD and Networks Matter of Brussels

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh is yet to fully address the EU's concerns related to improving labour standards, which is vital for getting duty benefit in the trading bloc after the nation's graduation from the least-developed country (LDC) status, the Centre for Policy Dialogue (CPD) said yesterday.

The independent think-tank said Bangladesh would leave the LDC club within the next five years.

It is important to ensure that Bangladesh's shipments to its largest export market—the European Union (EU)—do not suffer a major setback in the post-graduation period, it said.

For that, Bangladesh should become eligible for the EU's GSP+ scheme, a special tariff benefit for vulnerable low and lower-middle income countries that implement 27 international conventions related to human and labour rights and protection of environment and good governance.

The observations came at a virtual dialogue on the prospects of the EU's GSP Plus benefit for Bangladesh, jointly organised by the CPD and Network Matters, a research firm based in Brussels.

Bangladesh as an LDC has been getting zero tariff benefits under the Generalised Scheme of Preferences (GSP) as part of Everything But Arms (EBA) initiative of the EU, a 27-nation trading bloc.

If the duty privileges under the EBA are withdrawn after graduation, exports of Bangladesh would face an 8.7 per cent duty on average and shipments would drop 5.7 per cent per year, CPD said.

"Overall, the continuation of tariff preference after LDC graduation is important for Bangladesh in all major markets, particularly the EU," CPD Research Director Khondaker Golam Moazzem said while presenting the keynote speech and findings of a study.

Diplomats, government high-ups, researchers and trade union leaders participated in the discussion, moderated by CPD Distinguished Fellow Mustafizur Rahman.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রথম আলো • শনিবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২১,

রুগ্‌ণ কারখানার মালিকেরা সহজে মুক্তি পাচ্ছেন না

তৈরি পোশাকশিল্প

দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের ঋণ ও সুদ মওকুফ করতে নানামুখী চেষ্টা-তদবির করছে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

দেড় থেকে আড়াই দশক আগে ব্যবসা থেকে ছিটকে গেলেও ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি ১৩৩ তৈরি পোশাক কারখানার মালিকেরা। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের ঋণ ও সুদ মওকুফ করতে নানামুখী চেষ্টা-তদবির করছে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। তবে সরকার এখনই রুগ্‌ণ কারখানার মালিকদের ঋণ অবসায়নে আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

জানা যায়, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত ২৭৯ কারখানা বিভিন্ন কারণে রুগ্‌ণ হয়ে পড়ে। ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে কারখানাগুলোর উৎপাদন বন্ধ হয়। তখন কারখানাগুলোর কাছে বিভিন্ন ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ পাওনা ছিল। তবে গত দেড় দশকে হাতে গোনা কয়েকজন উদ্যোক্তা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করেছেন। কয়েকজন উদ্যোক্তার জীবনাবসান ঘটেছে। অনেকে ঋণ পরিশোধ না করেই পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশে। ফলে রুগ্‌ণ কারখানার সংখ্যা কমে হয়েছে ১৩৩।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, বিদায়ী ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৩৩টির মধ্যে ১৩১টি কারখানার কাছে বিভিন্ন ব্যাংকের পাওনা ছিল ৬৮৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা। এর মধ্যে মূল ঋণ ৫৫২ কোটি ৫৩ লাখ টাকা ও সুদ ১৪৭ কোটি ৫ লাখ টাকা। মামলার খরচ ৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। গত ১০ মাসে সুদ আরও বেড়েছে।

এক দশকের বেশি সময় ধরে বিজিএমইএ রুগ্‌ণ কারখানার ঋণ মওকুফের দাবি জানিয়ে আসছে। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালে সরকার রুগ্‌ণ কারখানার জন্য ১ শতাংশ এককালীন অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হালনাগাদ করার সুযোগ দেয়। এতে দু-একটি কারখানা ছাড়া অন্যরা সেই সুবিধা নিতে পারেনি বা নেয়নি। তারপরও দীর্ঘদিন ধরে বিজিএমইএর নেতারা দেনদরবার করছেন।

১৯৯৫ সালে মিরপুরের মাজার রোডে পোশাক কারখানা করেন হানিফুর রহমান। তাঁর কারখানায় কাজ করতেন ১৫০ জন শ্রমিক। বছরে ১০ লাখ ডলারের বেশি পোশাক রপ্তানি হতো। ২০০৪ সালে লোকসানে পড়ে বন্ধ হয়ে যায় তাঁর কারখানা সাউদার্ন ক্রস ইন্টারন্যাশনাল। হানিফুর রহমান বলেন, 'আমরা প্রথম দিককার ব্যবসায়ী। অনেক কিছুই বুঝতাম না। ক্রেতারা নানাভাবে ঠকিয়েছে। হরতাল-অবরোধেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।'

বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক গত বছরের সেপ্টেম্বরে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির কাছে ১৩৩ কারখানার ঋণ, সুদ ও মামলার খরচ সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন। এতে তিনি বলেন, রুগ্‌ণ কারখানার মালিকদের সার্বিক অবস্থা খুবই করুণ। তাঁরা মানবেতর জীবন যাপন করছেন। এই মালিকদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযোদ্ধা, আবার অনেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ অবস্থায় তাঁদের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব।

বিজিএমইএর সভাপতির চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ওবায়দুল আজমকে আহ্বায়ক করে অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর প্রতিনিধি নিয়ে সাত সদস্যের আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। আন্তমন্ত্রণালয় সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ১৩৩টি রুগ্‌ণ কারখানার ঋণ হিসাব পর্যায়ক্রমে অবসায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ বিভাগে অনুরোধ জানানো যেতে পারে। একই সঙ্গে কারখানাগুলোর বিরুদ্ধে সম্পত্তি ক্রোক ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যক্রম স্থগিত রাখার জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হবে।

বিজিএমইএর সহসভাপতি আরশাদ জামাল বলেন, পোশাকশিল্পের ৯৮ শতাংশই দেশীয় উদ্যোক্তা। বিদেশিরা খাতটিতে আসতে চায় না। কারণ, ব্যবস্থাপনা খুবই জটিল। তাই নৈতিকভাবেই পোশাকশিল্পের অসফল উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা দরকার। তিনি আরও বলেন, 'আমরা ব্যবসায়ীদের জন্য এক্সিট পলিসি করার উদ্যোগ নিয়েছি। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দুটি ওয়ার্কিং কমিটি করা হয়েছে।'

Labour standards to decide fate of GSP Plus in EU

FROM PAGE B1

Moazzem said the EU suggested nine areas of action for Bangladesh to qualify for the GSP Plus benefit.

Some gaps need to be plugged in the EU's nine-point action plan for Bangladesh to avail the GSP Plus status after its graduation, the think-tank said.

One of the major gaps lies in the freedom of association as factory workers still need the participation of 20 per cent of their colleagues to form a union. The threshold was reduced from 30 per cent through an amendment to the labour law.

However, the 20 per cent threshold is still high when considering that many factories have thousands of workers.

Besides, representatives of various workers' organisations complain that union leaders are only allowed to be selected from workers of the establishment concerned.

This enables employers to force out union leaders by firing them for other reasons, such as 'unruly behaviour'.

However, the term 'unruly behaviour' was not properly defined in the labour law, said Moazzem.

He said that as per the law, the government has the power to stop a strike or lockout if there is concern of "serious hardship to the community" or if the protest is "prejudicial to national interest".

However, the related terms are not properly defined by law in the discriminatory anti-strike provisions.

Strikes are prohibited in an enterprise during the first three years of operation if it is "owned by foreigners or is established in collaboration with foreigners".

There is no clearly defined role of the participatory committees as they are not empowered with the right to bargain.

No definition was provided for 'disorderliness' or 'disorderly behaviour', which proved to be particularly difficult to understand for less educated workers, Moazzem added.

He said Bangladesh has already ratified the worst forms of Child Labour Convention. Through the 2018 amendment to labour law, employing children under the age of 12 in any factory or establishment has been prohibited and is a punishable offence.

Eliminating child labour in order to move towards the ratification of the Minimum Age Convention will be difficult due to the socio-economic conditions of Bangladesh, where many children work in order to provide for themselves and their families.

The Bangladesh Labour Act, 2006, and its amendments do not explicitly address the issues of violence against workers and workplace harassment.

There are no explicit laws for addressing workplace related violence issues. Even worker unrest is sometimes considered a criminal offence. Police force also gets involved in the event of an unrest turning violent, although the unrest usually stems from industrial disputes, according to the CPD's research director.

There are other laws in place to prevent violence against women, which would also be addressed in criminal courts if they turn into 'criminal offences', but harassment in the workplace is not clearly identified by the law.

And so, the consequences of such actions are not yet delineated.

Moazzem said Bangladesh has made much progress in labour rights but some progress is needed in 9 to 10 areas for further improvement to obtain the GSP Plus status to the EU after graduation.

Meanwhile, Rahman said obtaining the GSP Plus status is important for Bangladesh since the EU is the country's largest export destination.

"Labour rights and human rights need to be improved for obtaining the GSP Plus," Rahman said.

Some three fifths of Bangladesh's total exports and two thirds of the total garment export are destined for the EU, where they enjoy duty free access under the EU's EBA scheme, he added.

However, this generous preference on export would be eroded when the country graduates to a developing country in 2024, as per the rules of the EU GSP facility for LDCs.

In the case of graduation, the EU allows a three-year grace period for preparation.

Arshad Jamal Dipu, vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, and Mohammad Hatem, vice-president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, urged the government to amend the labour law with a focus on domestic issues.

For instance, some 98 per cent of the country's industrial units are run by local entrepreneurs, said Dipu.

"So, the issues of the local entrepreneurs should be addressed in the labour law," he added.

Dipu went on to say that international buyers should pay 20 to 25 per cent more than the current price for garment items from Bangladesh as it would make local suppliers more competitive.

Rensje Teerink, ambassador of the EU in Dhaka, said Bangladesh should make a roadmap to address the labour rights issues to be eligible for the GSP Plus status. At the end of last December, an important meeting was held between the EU and the government in this regard, she said.

Belal Hossain Sheikh, director of the Department of Labour, said the labour ministry will launch a database within a month on trade union registration and dispute settlements.

Calling for more labour courts in the industrial zones, Razequzzaman Ratan, president of the Socialist Labour Front, said there are some 20,000 cases pending in the labour courts and 10,000 cases in the labour tribunals.

The national action plan, which the government has been making, needs tripartite consultation, said Tuomo Poutiainen, Bangladesh country director of the International Labour Organisation.

"The country needs continuity of reforms to improve the standards and governance of the labour law," Poutiainen added.

প্রথম আলো • রোববার, ২৪ জানুয়ারি ২০২১,

৩০% কারখানা প্রণোদনার বাইরে

সিপিডি-এমআইবির জরিপ

চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের কারখানাগুলোর জন্য বিশেষ কর্মসূচি নেওয়ার পাশাপাশি দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থাপনা রোধে বিমা চালুর সুপারিশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সামগ্রিকভাবে পোশাক খাতের জন্য যে প্রণোদনা প্যাকেজ রয়েছে, তা থেকে ৭০ শতাংশ কারখানার চাহিদা পূরণ হচ্ছে। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সদস্য নয়, এমন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ছোট কারখানা মিলিয়ে বাকি ৩০ শতাংশ কারখানা প্রণোদনার বাইরে থাকছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের কারখানাগুলো বেশি বিপদে আছে। তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নিতে হবে। পাশাপাশি ছোট কারখানাগুলোর জন্য প্যাকেজ থেকে ঋণ নেওয়ার পদ্ধতি সহজ করতে হবে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ম্যাপড ইন বাংলাদেশের (এমআইবি) যৌথভাবে পরিচালিত 'কোভিড মহামারির কারণে পোশাক খাতের নাজুক পরিস্থিতি, ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা ও পুনরুদ্ধার : মাঠপর্যায়ের জরিপ থেকে যা পাওয়া গেল' শীর্ষক এক জরিপ প্রবন্ধে এসব সুপারিশ ওঠে এসেছে। গতকাল শনিবার ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে এই প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

অনুষ্ঠানে সিপিডির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান বলেন, পোশাক খাতের সমূহ বিপদ রক্ষায় সমন্বিত বিমা কর্মসূচি গ্রহণের সময় এখন। সরকার, ক্রেতা, দাতা সংস্থাসহ বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সমন্বয়েই নিতে হবে এই কর্মসূচি।

এমআইবির প্রকল্প ব্যবস্থাপক সৈয়দ হাসিবউদ্দিন হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য শিরীন আক্তার। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিট পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সম্মানিত অতিথি ছিলেন। এতে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন স্বাগত বক্তব্য দেন। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টের (সিইডি) উপদেষ্টা রহিম বি তালুকদার সমাপনী বক্তব্য দেন।

জরিপটি করা হয় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রামের ছোট, মাঝারি ও বড় মিলিয়ে ৬১০টি কারখানার ওপর। এর মধ্যে ছোট কারখানা ৫৪ শতাংশ, মাঝারি কারখানা ৪০ শতাংশ ও বড় কারখানা ৬ শতাংশ। জরিপে অংশ নেওয়া কারখানাগুলোর মধ্যে বিজিএমইএর সদস্য ৮২ শতাংশ, বাকি ১৮ শতাংশ বিজিএমইএর সদস্য নয়।

জরিপে উঠে আসে, বিদেশি ক্রেতারা ৩৩ শতাংশ ক্রয়াদেশ বাতিল করেছেন। ১৬ শতাংশ জানান, ক্রেতারা মূল্য কমিয়ে দিয়েছেন। ৭৫ শতাংশ জানান, ক্রেতা ও ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। আর ২৩ শতাংশ জবাব দেন, যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে। নতুন কাজের সুযোগও তৈরি হওয়ার কথা বলেন মাত্র ৪ শতাংশ। আর ৬০ শতাংশ জানান, মহামারির সময়ে শ্রমিকের মজুরি কমে গেছে।

পোশাক কারখানাগুলো মাস্ক পরা, তাপমাত্রা মাপা এবং স্যানিটাইজারের ব্যবহারের নিয়মকানুন শুরু থেকে মেনে চললেও জরিপে অংশ নেওয়া ১৩ শতাংশের জবাব হচ্ছে, কোনো কিছুই তাঁরা আর মানছেন না।

টেকসই পোশাক খাতের জন্য আরও কিছু বিষয়ে জোর দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে প্রবন্ধে। এগুলো হচ্ছে গুটি কয় বিদেশি ক্রেতা ও ব্র্যান্ডনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসা, বিজিএমইএ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, কারখানার আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

পোশাক কারখানাবান্ধব রাজস্বনীতি প্রণয়নের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শ্রমিকদের মজুরি মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য শিরীন আক্তার বলেন, যে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে, তা ব্যবহারের তদারক ব্যবস্থা দুর্বল।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক এ কে এনামুল হক পোশাক খাতকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে বিমা কর্মসূচি চালুর পক্ষে মত দেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সলিডারিটির সমন্বয়ক তাসলিমা আক্তার বলেন, লাভের বড় অংশ বিদেশি ক্রেতারা নিয়ে যাবেন, কিন্তু শ্রমিকদের জীবন-মান ও নিরাপত্তায় তাঁরা কোনো দায়িত্ব পালন করবেন না, এটা কোনো কথা হতে পারে না।

বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, সুইডেনের এক ক্রেতা ১৩ লাখ ডলারের একটি আদেশ দেওয়ার পর সুতার দাম বেড়েছে ২ লাখ ডলার। জানানো হলেও কোম্পানিটি দাম একটুও বাড়াতে চায়নি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার
২৩ জানুয়ারি ২০২১। ৯ মাঘ ১৪২৭

যুক্তরাষ্ট্রে স্বস্তিতে অবৈধ বাংলাদেশিরা

লাবলু আনসার, যুক্তরাষ্ট্র

১০০ দিনের মধ্যে কোনো কাগজপত্রহীন অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হবে না। ২১ জানুয়ারি থেকে এ নির্দেশ কার্যকর হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে ২০ জানুয়ারি এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

কাগজপত্রহীনদের বহিষ্কারাদেশ স্থগিত ১০০ দিন

এর ফলে বাইডেন কর্তৃক কংগ্রেসে প্রেরিত ১১ মিলিয়ন কাগজপত্রহীন অভিবাসীকে ওয়ার্ক পারমিটের পথ ধরে পাঁচ বছর পর গ্রিনকার্ড প্রদান এবং তারও তিন বছর পর সিটিজেনশিপ প্রদানের যে বিল (ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট অব ২০২১) পাসের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তার আগ পর্যন্ত আর কাউকে বহিষ্কারের আতংকে দিনাতিপাত করতে হবে না। তবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অপেক্ষায় যারা দক্ষিণের সীমান্তে অপেক্ষা করছেন, তাদের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। এমনকি, যাদের অ্যাসাইলামসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে গ্রিনকার্ডের আবেদন পেন্ডিং রয়েছে তাদের কথাও নেই। শুধু যাদের বিরুদ্ধে এরই মধ্যে বহিষ্কারের আদেশ জারি হয়েছে অথবা সীমান্ত অতিক্রম করার পর কোনো প্রোগ্রামে আবেদনই করেনি, তেমন কাগজপত্রহীনরা এ সুবিধা পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। অভিবাসন ইস্যুতে জো বাইডেনের এসব পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করে খ্যাতনামা অ্যাটর্নি ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার মঈন চৌধুরী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, সর্বশেষ সার্কুলারের সুবিধা সবচেয়ে বেশি পাবে মেক্সিকোসহ সেন্ট্রাল আমেরিকার বিভিন্ন দেশের লোকজন। বাংলাদেশির সংখ্যাও হাজার পঞ্চাশেক হতে পারে। তাই এই নির্দেশের পর কমিউনিটিতে স্বস্তি এসেছে। বিশেষ করে দায়িত্ব গ্রহণের পরই ২০ জানুয়ারি অপরাহ্নের কংগ্রেসের প্রতি অভিবাসন-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যে আহ্বান জানানো হয়েছে, সেটি অবশ্যই যুগান্তকারী একটি ঘটনা। সেখানেও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের কাগজপত্রহীনরা খুব বেশি ফায়দা পাবে বলে মনে করছি না। এজন্য ২১ জানুয়ারি ইউএস সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট সিনেটর চাক শুমারের অফিসে টেলিফোন করে অনুরোধ জানিয়েছে, শুধু কাগজপত্রহীনদের গ্রিনকার্ডের ব্যবস্থা হলে একইভাবে মেক্সিকোসহ সেন্ট্রাল আমেরিকানরাই পুরো সুবিধা পাবে।

অভিবাসন বিষয়ক প্রখ্যাত অ্যাটর্নি অশোক কর্মকার বলেন, সিএসএস-লুলাক কর্মসূচিতে যারা গ্রিনকার্ড পাননি, তারাও কাগজপত্রহীন হিসেবে ঘোষিত সুবিধা পাবেন। এ ছাড়া, যারা অ্যাসাইলামের পর শুধু ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছেন তারা বহিষ্কারের বাইরে থাকলেও এই বিলের সুবিধা পুরোপুরি ভোগ করতে সক্ষম হবেন কিনা তা জানা যাবে বিলটি পাসের পর।

উল্লেখ্য, ট্রাম্পের আমলে ইমিগ্রেশন কোর্টে ঝুলে থাকা আবেদনের সংখ্যা ১৩ লাখ ছাড়িয়েছে। এগুলো পেন্ডিংয়ের গড় সীমা আড়াই বছরের বেশি। বাইডেনের প্রত্যাশা অনুযায়ী সবাইকে লিগ্যাল স্ট্যাটাস দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হলে পেন্ডিং আবেদনের সংখ্যা রাতারাতি কমে আসবে বলে অ্যাটর্নিরা মনে করছেন।

ট্রাম্পকে ফোন করার পরিকল্পনা নেই : সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করার কোনো পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নেই বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। বুধবার ট্রাম্প বাইডেনের উদ্দেশ্যে 'অত্যন্ত উদার' একটি চিঠি লিখেছেন বলে উল্লেখ করেন বাইডেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্পকে ফোন করার পরিকল্পনা বর্তমান প্রেসিডেন্টের আছে কি না– এমন প্রশ্নের জবাবে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, 'কল করার কোনো পরিকল্পনা নেই।'

বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প উপস্থিত ছিলেন না, যা যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্টদের জন্য এক বিরল ঘটনা। সাকি বলেন, 'তিনি (বাইডেন) যা বলতে চেয়েছেন তা হলো সাবেক প্রেসিডেন্টের অনুমতি ছাড়া তার ব্যক্তিগত চিঠি তিনি প্রকাশ করতে চান না। তবে আমি বলব না ফোন কলের মাধ্যমে তিনি এই অনুমতি চাইবেন, ব্যক্তিগত যে চিঠিটি পাঠানো হয়েছে সেটির ওপর তিনি শুধু শ্রদ্ধাশীল থাকার চেষ্টা করছিলেন।'

বণিক বার্তা রোববার, জানুয়ারি ২৪, ২০২১

চামড়া শিল্পের উন্নয়নে কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স করতে হবে

—শ্রম প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, ঐতিহ্যবাহী চামড়া শিল্পের স্থায়ী কাজে শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিল্পের উন্নয়নে কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স করতে হবে। কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার পুরোপুরি চালু এবং পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে আরো আন্তরিক হওয়ার জন্য তিনি মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল রাজধানীর বিজয়নগরে পল্টন টাওয়ারে ইআরএফের সম্মেলন কক্ষে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন আয়োজিত ট্যানারি শিল্পের শ্রমিকদের ওপর করোনার প্রভাব শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, রফতানিমুখী ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পের উন্নয়নে সরকার মালিকদের পাশে আছে। শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের সুবিধাগুলো নিশ্চিত করে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি চামড়া শিল্পনগরীতে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মনিটরিং জোরদারের নির্দেশ দেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু ট্যানারি শিল্পই নয় সব খাতের বিশাল এ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে বাঁচাতে, দেশের অর্থনীতি এবং দেশকে রক্ষায় মহামারীর শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সময়োপযোগী এবং দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে সরকার শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে গার্মেন্টসসহ সব কল-কারখানায় উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে।

করোনা মহামারীর শুরুতেই গার্মেন্টস শ্রমিকসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ওপর কভিড-১৯-এর প্রভাব হ্রাস করার জন্য ৩১ দফা নির্দেশনা জারি এবং পুনরুদ্ধার প্যাকেজ ঘোষণা নিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জার্মান সরকারের অর্থায়নে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে রফানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নগদ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছি।

দৈনিক ইত্তেফাক রবিবার, ১০ মাঘ ১৪২৭ ২৪ জানুয়ারি ২০২১

করোনার মধ্যেও নতুন শ্রমিক নিয়েছে ৬০ শতাংশ গার্মেন্টস কারখানা

এই সময়ে কাজ হারিয়েছে ৩ লাখ ৫৭ হাজার
বন্ধ হয়েছে ২৩২ কারখানা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

করোনাকালেও ৬০ শতাংশ গার্মেন্টস কারখানা নতুন শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছে। অন্যদিকে এই সময়ে কাজ হারিয়েছে ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৪৫০ জন শ্রমিক এবং বন্ধ হয়েছে ২৩২টি কারখানা। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার পর এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্টের (সিইডি) এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। দেশব্যাপী ৬১০টি তৈরি পোশাক কারখানার ওপর এ জরিপ চালানো হয়। গতকাল শনিবার এক ভার্চুয়াল সংলাপে এ জরিপ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

একদিকে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কাজ হারিয়েছে, অন্যদিকে ৬০ শতাংশ কারখানা নতুন করে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি কিছুটা সাংঘর্ষিক। তবে জরিপ প্রতিবেদনে এর একটি ব্যাখ্যাও পাওয়া গেছে। এতে বলা হয়, অভিযোগ রয়েছে বহুসংখ্যক কারখানা চাকরিচ্যুত শ্রমিকদেরই কম বেতনে এবং অস্থায়ীভিত্তিতে ফের নিয়োগ দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এই খাতের পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ায় ধীরগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঋণ প্রাপ্তির জটিলতার কারণে বেশিরভাগ ছোট কারখানা ঋণের জন্য আবেদন করেনি। ৯০ শতাংশ বড় কারখানার বিপরীতে মাত্র ৪০ শতাংশ ছোট কারখানা এই আবেদন করে।

প্রতিবেদনে ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য প্রণোদনার আবেদন প্রক্রিয়া আরো সহজ করা, সদস্য নয় এমন কারখানাগুলোকে দ্রুত সমিতির সদস্যভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার প্রক্রিয়াকে নিয়মের মধ্যে আনার ওপর জোর দেওয়া হয়।

'কোভিড-১৯ বিবেচনায় পোশাক খাতে দুর্বলতা, সহনশীলতা এবং পুনরুদ্ধার : জরিপের ফলাফল' শীর্ষক ঐ সংলাপে বক্তব্য দেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে এ সময় তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তা, শ্রমিক প্রতিনিধি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। মূল প্রবন্ধ তুলে ধরেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ম্যাপড ইন বাংলাদেশের (এমআইবি) ব্যবস্থাপক সৈয়দ হাসিবুদ্দিন।

এ সময় বক্তারা সরকার ঘোষিত প্রণোদনা সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না, তা তদারকির ওপর জোর দেন। সংলাপে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শিরিন আখতার এমপি, বিকেএমই-এর সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির প্রধান তাসলিমা আখতার প্রমুখ।

যুগান্তর রোববার ২৪ জানুয়ারি ২০২১ ১০ মাঘ ১৪২৭

সানেমের জরিপ

দারিদ্র্যের হার বেড়ে ৪২ শতাংশ

যুগান্তর রিপোর্ট

করোনাভাইরাসের প্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হওয়ায় মানুষের সার্বিক আয় কমে গেছে। এর প্রভাবে আবার বেড়ে গেছে দারিদ্র্যের হার। দেশে সার্বিক দারিদ্র্যের হার বা আপার পোভার্টি রেট বেড়ে এখন ৪২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) সম্প্রতি দেশব্যাপী পরিচালিত এক খানা জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। আগে এ হার ছিল সাড়ে ২৪ শতাংশ। করোনার প্রভাবে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে সাড়ে ১৭ শতাংশ।

সানেম আয়োজিত 'দারিদ্র্য ও জীবিকার ওপর কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে শনিবার জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। জরিপের ফলাফল তুলে ধরেন সানেমের গবেষণা পরিচালক অধ্যাপক সেলিম রায়হান। আলোচনায় অংশ নেন অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এমএম আকাশ, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন প্রমুখ।

অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, সানেম নিজস্ব অর্থায়নে জরিপটি পরিচালনা করেছে। কেননা তা না হলে তহবিল পেতে দেরি হতো। এতে এমন একটা পরিপ্রেক্ষিত আমরা হারিয়ে ফেলতাম হয়তো। সেই তাড়না থেকেই নিজস্ব অর্থায়নে এই জরিপ করা হয়। এতে দারিদ্র্য, অসমতা ও কর্মসংস্থান এই তিনটি ক্ষেত্রে করোনাভাইরাসের প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে।

জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, করোনার প্রভাবে দারিদ্র্যের হার ও মাত্রা দুটোই বেড়েছে। এতে মানুষ খাদ্যবহির্ভূত ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি অনেকে সঞ্চয় ভেঙে খেয়েছেন, ঋণ নিয়েছেন, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনেছেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭ দশমিক ৫২ শতাংশ পরিবার বলেছে, তারা খাপ খাওয়ানোর পথই খুঁজে পায়নি। ফলে জীবনযাত্রার সঙ্গে আপস করে ব্যয় কমিয়েছেন। এতে বলা হয়, দারিদ্র্যের আরেকটি ফল হলো, শিক্ষাগ্রহণ ব্যাহত হওয়া। ২০১৮ ও ২০২০ সালের মধ্যে মাথাপিছু গড় শিক্ষা ব্যয় কমেছে। অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য এই হার কমেছে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫৮ শতাংশ। পাশাপাশি অনলাইন শিক্ষায় দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণও অনেক কম। কারণ তাদের অনলাইন সুবিধাটি গ্রহণের সক্ষমতা নেই।

জরিপে আরও বলা হয়, দারিদ্র্য যে বহুমুখী ধারণা তার মধ্যে শিক্ষা ও চিকিৎসায়ও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ২০২০ সালে দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হলেও ব্যক্তি পর্যায়ে বরং তা কমে গেছে। কারণ হিসেবে বলা হয়, অনানুষ্ঠানিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবাসী আয় এসেছে। এতে বিনিময় হার কমে গেছে।

জরিপে অংশ নিয়ে ৮২ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ পরিবার বলেছে, দেশের বাইরে থেকে আসা রেমিটেন্স আয় তাদের কমেছে। আগের মতো আছে বলেছে ১৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ পরিবার। ফলে রেমিট্যান্স প্রবাহ যেভাবে বেড়েছে বলা হচ্ছে সেভাবে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি।

NEW AGE
SUNDAY, JANUARY 24, 2021

Mismanagement, graft raise sugar production cost

Emran Hossain

HIGH production cost has long been a thorn in the side of state-owned sugar mills due to, as experts observed, rampant mismanagement and corruption.

The Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation in 2020 spent five times India did and three times Pakistan on producing a kilogram of sugar at Tk 183, treble the local market price of Tk 58.

The latest production cost, however, was the lowest compared to the previous four years as the BSFIC's annual loss reached about Tk 1,000 crore with about Tk 450 crore owed to cane growers and mill workers in outstanding prices, salaries and other bills.

The production cost has increased more than six times since sugar import was liberalised in 2002 with an aggressive private

'Making the highly inefficient, corruption-ridden local sugar industry to compete with the highly efficient and skilled international sugar industries is like making a kid battle a monster,' MM Akash, who teaches economics at Dhaka University, told New Age recently.

'The kid is sure to lose the battle unless protected and trained up to face the monster,' he observed.

Since the sugar import was liberalised in 2002, the country's sugar cane cultivation acreage fell by 45 per cent to slightly over 48,000 hectares in 2019 from more than 88,000 hectares in 2002, leading to over 60 per cent fall in the production, shows the Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation's data.

In 2019, until when comprehensive yearly government data was available, about 69,000 tonnes of sugar was produced compared with 2,04,000 tonnes produced in 2002.

Only once in the 47 years since the country's independence did sugar cane acreage dip so low in 1973 with sugar cane cultivated on close to 48,000 hectares in the war-ravaged Bangladesh.

In the 18 years since the sugar import was liberalised, the BSFIC saw profit only once in 2005–06, the year sugar mills had a good output plus a considerable import.

State-owned sugar mills made profit in 10 of the first 12 years after Bangladesh's independence. On the other hand, in the 17 years after 1984–85, the BSFIC saw profit only twice.

The share of the local sugar industry in meeting the country's demand fell to less than 4 per cent in 2019 from about 20 per cent in 2002, the year the import liberalisation was allowed in Bangladesh.

The gap between the production cost and the market price of sugar also saw an abnormal increase after the liberalisation.

In 2002, the production cost of each kilogram of sugar was Tk 34 while the market price was Tk 27. But in 2019, the production cost skyrocketed to Tk 219 a kilogram, nearly four times the market price of Tk 55.

While mismanagement and corruption was partially responsible for the decline in production and the spike in production cost, economists said, the import glut of cheap sugar also played a significant role in putting the local sugar industry in distress.

'After the import of cheap sugar began the local sugar industry lost their market all of a sudden finding it hard to get buyers for their costly product,' said MM Akash.

In 2002, according to BSFIC data, each kilogram of refined sugar sold for about Tk 13 on the international market against the then local market price of Tk 27.

In 2019, the international market price of a kilogram of sugar was about Tk 28 against the local market price between Tk 44 and Tk 55.

While importers profited greatly from low international market prices, state-owned sugar companies experienced a steady rise in their losses, struggling to bear the constant high fixed costs such as salaries and huge property maintenance spending as they were forced to sell their sugar at prices far less than their production cost.

Dhaka University's accounting and information systems associate professor Moshahida Sultana studied the effects of the liberalisation of sugar import on state-owned sugar mills in 2016.

'A deep sense of uncertainty set in across the local sugar industry after the import of cheap sugar began and their market share rapidly increased,' said Moshahida.

Sugar corporation officials recalled the days immediately after the liberalisation of sugar import as a nightmare with huge quantities of sugar remaining unsold at their storages across Bangladesh.

For the first six years after 2002 the state-owned sugar mills could not find a way to sell their product.

The healthier brown sugar began disappearing fast from market shelves with imported cheap white sugar taking its place, they said.

But the worst was yet to come.

In 2004, the government allowed the import of raw sugar, which was cheaper than refined sugar, saving minimum $100 per tonne for the importers.

The government also allowed sugar refineries to operate in the country on the condition that they would export half of their output and help the country keep the sugar price stable.

But raw sugar importers have never complied with the condition, putting the local industry under stress by selling cheap sugar.

In 2005–06, the government reduced the regulatory duty on sugar import to 46 per cent from 103.38 per cent in 2003–04.

In 2007, the regulatory duty was waived with the fixing of specific duty for each tonne of import — Tk 5,000 for refined sugar and Tk 2,250 for raw sugar.

The import of raw sugar increased astronomically after 2006 when the import was 1.44 lakh tonnes. In 2010, the raw sugar import reached more than 12 lakh tonnes, enough to meet the total national demand with the imported cheap raw sugar alone.

The local sugar output fell to a little over 62,000 tonnes in 2010. The sugar production increased a little over the next four years and reached 1.28 lakh tonnes in 2013–14.

But the output almost halved the next year and kept falling. It is expected to reach a historic low in 2021.

The government sugar authorities reduced the local sugar price thrice in 2006 as cheap-sugar importers always kept their price just below the government's.

The next year the authorities had to reduce the local sugar price four times with each kilogramme of the commodity selling at only Tk 25 a kilogram, a 35 per cent fall in the price in a year.

In 2007, the sugar price came down to the level of 1989-90, showed the Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation's data.

Never before the liberalisation the BSFIC faced such a volatile market, when it mostly fixed sugar price once a year.

In 2008, the corporation slightly raised its sugar price but had to change it seven times.

'Although the sugar price was falling, the production cost was not. The production cost was in fact increasing,' said MM Akash.

In 2014–15, more than 19 lakh tonnes of raw sugar was imported, which was nearly 36 per cent more than the annual demand for 14 lakh tonnes. The state-owned sugar mills produced 77,000 tonnes in that year.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Wrong steps ruin

In 2019, the raw sugar import reached almost 21 lakh tonnes, far above the country's demand for 18 lakh tonnes.

The uneven competition from the imported cheap sugar forced the BSFIC and its sugar mills to increase borrowing from banks to withstand the increasing losses.

In the process, the annual interest payable to banks rose to over Tk 500 crore in 2019 from Tk 33 crore in 2006 for the BSFIC and its sugar mills.

The burden of bank arrears and debt to sugarcane farmers also increased as the corporation and its mills failed to pay farmers and workers.

The delay in receiving payments forced many sugar cane growers to switch to other crops while those still in the cultivation of the crop began growing it on low-[illegible] fallow land, which great[illegible] affected the sugar cane quality and made the sugar industry recovery further difficult.

Economists said that there were many ways of recovering losses for the state-owned sugar mills endowed with huge land property.

High import tariffs could have bought local sugar industry some time to stand on its own feet while investment in new technology could have raised the efficiency of old sugar mills and the skills of their workers and farmers, they said.

Diversifying into products such as alcohol and the utilisation of by-products such as molasses could have been two other ways of increasing income for state-owned sugar mills, they said.

'The government actually does not want the sugar industry to survive,' said economist Anu Muhammad.

A section of government officers in collusion with importers is destroying the state-owned sugar industry in a planned way, he said.

Import of refined sugar was always an important way for the BSFIC to cope with its losses whenever the production fell before the liberalisation, showed BSFIC data.

But the BSFIC import went on going down after the liberalisation and completely stopped four years ago, data showed.

BSFIC officials noted that on occasions they were forced by successive governments to sell refined sugar at prices far less than their costs of import and production for keeping the market stable.

They were also often prevented from selling sugar during Ramadan, when sugar price reaches its peak, denying them the best opportunity to make profit, they said.

Arifur Rahman Apu, the newly-appointed BSFIC chairman, agreed that the liberalisation played an important role in pushing the state-owned sugar mills to its present distress but refused to comment further.

In 2002, the year of liberalisation, the overall loss of sugar mills was Tk 118 crore.

In 2019, the loss climbed to over Tk 1,000 crore.

In 2015, the government again imposed regulatory duty on sugar import but at a much lower rate compared to the previous time.

Economists are sceptical about the move yielding any result as the damage had already been done.

On December 2, 2020, the BSFIC suspended the operation in six of its 15 sugar mills citing increasing losses.

Bangladesh Sugar Mill Sugar Cane Growers Federation general secretary Shahjahan Ali Badshah believes that the motivation for conspiring against the state-owned sugar mills lies beyond sugar business.

'The state-owned mills have 19,000 acres of land worth Tk 30,000 crore,' said Shahjahan.

'I believe that the syndicate involved in the conspiracy is after the land,' he said.

The Daily Star SUNDAY JANUARY 24, 2021

Tk 428cr project to boost women entrepreneurship

REJAUL KARIM BYRON

The government plans to take a Tk 428 crore project to develop the skills of 256,000 unemployed and disadvantaged women to turn them into entrepreneurs and create jobs.

Besides, the project will aim to make 1,600 women self-employed by setting up 80 sales and display centres and an equal number of food corners and beauty parlours.

The project proposal may be placed at the weekly meeting of the Executive Committee of the National Economic Council on Tuesday, said an official of the planning ministry.

The Jatiyo Mohila Sangstha, a women welfare organisation under the women and children affairs ministry, will execute the project between January 2021 and December 2025.

Although women make up half the population of the country, they are yet to participate in socio-economic development in a bigger way, the ministry official said.

FROM PAGE B1

The project will look to create job opportunities for the unemployed and disadvantaged women, make them self-employed and provide them grants to turn them into skilled human resources.

A feasibility study was carried out to gauge the prospects of the project, according to a document of the planning ministry.

The project will be implemented through 80 centres in Dhaka North and South city corporations and 78 upazilas in 64 districts.

The provision of setting up training centres at the upazila level and in remote areas instead of concentrating them alone at district level has been incorporated in the detailed project plan.

Many people have become jobless because of the coronavirus pandemic, prompting the government to undertake projects to generate employment opportunities for them and increase their incomes.

The project is part of the government initiatives to make the economy more vibrant, said the planning ministry official. A database of trainees will be created.

যুগান্তর
সোমবার ২৫ জানুয়ারি ২০২১
১১ মাঘ ১৪২৭

রেশম শিল্পের সম্প্রসারণে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া হবে

—বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী

যুগান্তর প্রতিবেদন

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক বলেছেন, বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করে বিশ্বমানে রূপান্তরের জন্য সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া হবে।

রোববার দুপুরে রাজধানীর জেডিপিসি মিলনায়তনে রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী রেশম পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মু. আবদুল হাকিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, জেডিপিসির নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবুল কালাম এবং এনডিসিসহ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও বেসরকারি উদ্যোক্তারা।

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী বলেন, রেশম ও তাঁত শিল্প বাঙালি জাতির ঐতিহ্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এ শিল্পকে আধুনিক ও বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে কাজ করছে। রেশম শিল্প এবং রেশম চাষিদের ভাগ্যোন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্যবিমোচন ও রেশম চাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, কম খরচে উন্নতমানের রেশম কাপড় তৈরি করার জন্য প্রযুক্তির উৎকর্ষ অপরিহার্য। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি আনতে হবে। এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 27.01.2021

New supply chain contract among apparel federation's 2021 priority issues

APPAREL - WORLD

TBS REPORT

IAF believes the industry needs an all-out, all-forces-joined drive for digitisation

The International Apparel Federation (IAF) has set out six key issues that it intends to focus on this year to help strengthen apparel supply chains and move towards a stronger, smarter, and more sustainable industry.

The issues are contract and equity, institutional infrastructure, education and training, digitisation, transparency, and greener industry, reports just-style.com.

"The Covid-19 pandemic has made really clear that the keys to building a better (measured on the scales of people, planet, and profit) apparel industry can be found in the operation of the supply chain, including processes, relations, contracts, and the flow of finance that comprises it," IAF said.

Fazlee Shamim Ehsan, an IAF director, told The Business Standard, "We always face some pressure from buyers and development partners over transparency issues, and that is why we set some targets to make a transparent business environment that might help entrepreneurs overcome the unwanted issues."

He also expects such transparent business models from the buyers' side.

"If Bangladesh can be transparent, that might help the country reduce some unfair business pressure. Also, it will help reduce human capital and production wastage."

Bangladeshi exporters are planning to implement the priority issues by 2024 as the country is scheduled to graduate from the least developed country status that year, added Ehsan, also a director of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association.

IAF said, "It is our conviction that the solutions to escape from the deflationary spiral the industry has ended up in can largely be found upstream. The apparel industry is making a transition to a sourcing model based on flexibility and the reduction of uncertainty.

"The current predominant adversarial relations in the supply chain are a barrier to this transition. Flexibility requires

বণিক বার্তা সোমবার, জানুয়ারি ২৫, ২০২১

বাংলাদেশের পোশাক খাত

বিপদ বাড়ছে স্বল্পসংখ্যক ক্রেতানির্ভরতায়

বদরুল আলম ■

বাংলাদেশে বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোর পোশাক তৈরির কাজ করা কারখানার সংখ্যা

ব্র্যান্ড ক্রেতা	কারখানার সংখ্যা
জারা	৩৫২
এইচঅ্যান্ডএম	৩৩৬
লিঅ্যান্ডফাং	৩০৪
ওয়ালমার্ট	৩০৪
প্রাইমার্ক	২৯৭
কিক	২৬৮
সিঅ্যান্ডএ	২৬৭
নেক্সট	২৫৮
এলপিপি	২৪৯
কেমার্ট	২৪৩

দেশের রফতানি খাত এমনিতেই বৈচিত্র্যময় নয়। মোট রফতানির ৮০ শতাংশের বেশি পোশাক খাতের ওপর নির্ভরশীল। আবার এ পণ্যটির বাজারও সীমিত। একক দেশ হিসেবে রফতানি পণ্যের প্রধান গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। বৈচিত্র্য ও বাজার সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি পোশাক পণ্য তৈরি সংশ্লিষ্টদের দুর্বলতার আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে ক্রেতা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বলছেন, চলমান কভিড-১৯ মহামারীতে পণ্য বিক্রিতে গুটিকয় ক্রেতার ওপর নির্ভরতা রফতানিকারক তথা বাংলাদেশের বিপদ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষকদের দাবি, গুটিকয়েক ক্রেতার ওপর নির্ভরতার কারণেই কভিড-১৯ অনেক বেশি ভুগিয়েছে দেশের পোশাক খাতকে। একই কারণে কভিড-১৯-এর প্রভাবে সৃষ্ট বিপদ আরো বাড়ছে রফতানিকারকদের। কভিড-১৯-এর প্রভাব ও পুনরুদ্ধার পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি যৌথভাবে জরিপ পরিচালনা করে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টের (সিইডি) ম্যাপড ইন বাংলাদেশ (এমআইবি)। জরিপের ভিত্তিতে তৈরি গবেষণা প্রতিবেদনে তারা বলেছে, স্বল্পসংখ্যক ক্রেতার ওপর নির্ভরতা পোশাক খাতের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা। শুধু ছোট না, বড় আকারের কারখানাগুলোর ক্ষেত্রেও এ দুর্বলতা রয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারকদের স্বল্পসংখ্যক ক্রেতার ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ছোট-বড় সব ধরনের ক্রেতার ক্রয়াদেশ নেয়ার পরামর্শও দিয়েছে তারা।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *বণিক বার্তাকে* বলেন, বিকল্প উৎস থাকলে একটি বড় ব্র্যান্ড পণ্য না নিলে অন্য ক্রেতার সঙ্গে চুক্তি করতে পারত সরবরাহকারী। এ সুযোগ থাকলে টিকে থাকার জন্য সীমিত আকারের হলেও ক্রয়াদেশ পাওয়া যেত। কিন্তু যেহেতু সীমিতসংখ্যক ব্র্যান্ড ক্রেতার ওপর আমাদের কারখানাগুলো নির্ভরশীল, তাই সংকটের মধ্যে নতুন ক্রেতা খোঁজা বা পাওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া চলমান পরিস্থিতিতে বড় ব্র্যান্ডগুলোই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের অনেক বিক্রয়কেন্দ্র বন্ধ করতে হয়েছে, দেউলিয়া হয়েছেন অনেকে। যারা ছোট ক্রেতা, তাদের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বিপদ বাড়ছে স্বল্পসংখ্যক

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিচালন ব্যয় কম বলে তারা ছোট আকারের হলেও ব্যবসা করে টিকে থাকতে পেরেছে। আমাদের পোশাক কারখানাগুলো যদি এ ছোট ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গেও কাজ করত, তাহলে তাদের পক্ষে ব্যবসায়ও বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হতো। আবার টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টির সুযোগও থাকত।

তিনি বলেন, আগামীতে আমরা যখন লো-এন্ড থেকে মিডিয়াম এন্ডের পণ্য তৈরির দিকে ধাবিত হব, বড় আকারের উৎপাদন থেকে আমরা যখন বের হব, তখন কিন্তু বড় আকারের ক্রেতারা আমাদের ভালো সহায়তা দিতে পারবে না। বড় আকারের ক্রেতা আমাদের লাগবে কিন্তু পর্যায়ক্রমে তাদের ক্রয়াদেশও কমে আসবে আগামীতে। ওই সময় কারখানাকে অনেক ক্রেতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। সার্বিকভাবে এখনকার বিচারে, আমাদের টিকে থাকা বিবেচনায়, প্রতিরোধ, পুনরুদ্ধার ও শিল্প উন্নয়ন যে কোনো দিক বিবেচনায় আমাদের ক্রেতা বৈচিত্র্যতাও খুব প্রয়োজন।

এমআইবি কারখানাভিত্তিক যে তথ্যভাণ্ডার তৈরি করেছে, সেটির বিশ্লেষণেও গুটিকয়েক ক্রেতা নির্ভরতার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। কোন কারখানা কোন ক্রেতার জন্য পণ্য তৈরি ও সরবরাহের কাজ করে, সে চিত্র এ তথ্যে উঠে এসেছে। এতে দেখা গেছে, অনেকসংখ্যক কারখানা গুটিকয়েক ক্রেতার পণ্য সরবরাহের কাজ করে।

এমআইবির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি কারখানা কাজ করে স্পেনভিত্তিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান জারা। মোট ৩৫২ কারখানা জারার জন্য পোশাক তৈরির কাজ করে বা করেছে। জারার পরই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কারখানা দেখা যাচ্ছে সুইডিশ এইচঅ্যান্ডএমের ক্ষেত্রে। এ ব্র্যান্ডের কাজ করে বা করেছে এমন কারখানা সংখ্যা ৩৩৬টি। হংকংভিত্তিক লিঅ্যান্ডফাং-এর জন্য কাজ করে বা করেছে এমন কারখানার সংখ্যা ৩০৪টি। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালমার্টের জন্য কাজ করে এমন কারখানার সংখ্যা ৩০৪টি। আয়ারল্যান্ডভিত্তিক প্রাইমার্কের হয়ে কাজ করে বা করেছে এমন কারখানার সংখ্যা ২৯৭টি।

কভিড-১৯-এর প্রভাবে দেশের তৈরি পোশাক খাত প্রাথমিকভাবে কাঁচামালের সরবরাহ সংকটে পড়ে। দেশে তৈরি ওভেন পণ্যের আনুমানিক ৬০ শতাংশ কাপড় আমদানি হয় চীন থেকে। আর নিট পণ্যের কাঁচামাল আমদানি হয় ১৫-২০ শতাংশ। নভেল করোনাভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণের কারণে চীন থেকে কাঁচামাল আমদানি ব্যাহত হয়। পরবর্তী সময়ে কাঁচামাল সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও রফতানি গন্তব্যগুলোয় এ রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ায় চাহিদার সংকট তৈরি হয়।

চাহিদা সংকটের ধারাবাহিকতায় একের পর এক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান ক্রয়াদেশ বাতিল-স্থগিত করতে থাকে। কভিডের প্রথম ঢেউয়ে ক্রয়াদেশ বাতিল-স্থগিত করা ক্রেতাদের মধ্যে ছিল প্রাইমার্কের মতো বড় ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানও। আয়ারল্যান্ডভিত্তিক এ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ছোট-মাঝারি-বড় সব ধরনের ক্রেতাই ক্রয়াদেশ বাতিল-স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিল ওই সময়। তবে পরবর্তী সময়ে এইচঅ্যান্ডএম, ইন্ডিটেক্স, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার, কিয়াবি, টার্গেট, পিভিএইচসহ আরো কিছু ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান ক্রয়াদেশ বহালও করে। এখন কভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে ক্রেতারা ক্রয়াদেশ সরবরাহের সময়ে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে শুরু করেছে।

বিজিএমইএর তথ্য বলছে, এপ্রিল শেষে ১ হাজার ১৫০ কারখানার মোট ৩১৮ কোটি ডলারের ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হয়। এসব ক্রয়াদেশের আওতায় ছিল ৯৮ কোটি ২০ লাখ পিস পোশাক। অন্যদিকে এসব কারখানার কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ২২ লাখ ৮০ হাজার। এখন কভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে আবারো ক্রয়াদেশ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে এরই মধ্যে ক্রয়াদেশ ৩০ শতাংশ কমেছে বলেও জানিয়েছে বিজিএমইএ। এ পরিস্থিতিতে যে ক্রয়াদেশগুলো আসছে, তার বেশির ভাগই ঋণপত্র ছাড়া। আর পশ্চিমা খুচরা বাজারের অনিশ্চয়তায় পণ্যের দাম পরিশোধ নিয়েও ঝুঁকি বাড়ছে। এরই মধ্যে উপকরণ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পণ্যের মূল্য হিসেবে ক্রেতাদের কাছে ৮ বিলিয়ন ডলারের পাওনা সৃষ্টি হয়েছে। এ পাওনা আদায় নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন রফতানিকারকরা।

বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের সিইও আলী আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, পোশাক বাজারে এখনো ক্রেতা আধিপত্যই শক্তিশালী। একেবারে স্বল্প মেয়াদের ভবিষ্যতে আমার মনে হয় আমরা এ অবস্থাতেই চলতে বাধ্য হব। অর্থাৎ পোশাকের ওপর নির্ভরশীলতা আর ওই দুই বাজার ও অভিন্ন ক্রেতার ওপর নির্ভরশীলতা। এজন্যই প্রয়োজন পণ্যের পাশাপাশি ক্রেতা ও বাজার বৈচিত্র্যকরণ।

কালের কণ্ঠ
২৫ জানুয়ারি ২০২১

করোনাকালেও সচল দেশের অর্থনীতি

সংসদে আলোচনা

ক্ষুব্ধ জাতীয় পার্টির ফিরোজ রশীদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে করোনাকালেও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে। চলমান উন্নয়ন-অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে বলে মনে করেন সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় তাঁরা এমন দাবি করেন। এই আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ দলীয় সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

গতকাল রবিবার স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই আলোচনায় অংশ নেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, সরকারি দলের এ কে এম শাহজাহান কামাল ও দীপংকর তালুকদার এবং জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ। এর আগে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর টেবিলে উপস্থাপন এবং ৭১ বিধির নোটিশের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই ২০৪১ সালের মধ্যে দেশ বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশে পরিণত হবে। এ জন্য তাঁর নেতৃত্বে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেন, বৈশ্বিক মহামারি সফলভাবে মোকাবেলা করে দেশ আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। গত এক যুগে দেশে আবাসন খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। পাশাপাশি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়া পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, কর্ণফুলী বঙ্গবন্ধু টানেলসহ ২৪টি

করোনাকালেও সচল দেশের অর্থনীতি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মেগাপ্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ হলে দেশের অর্থনীতি বদলে যাবে।

বিরোধীদলীয় সদস্যের ক্ষোভ : সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তব্যের শুরুতে ক্ষোভ প্রকাশ করে কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, 'সব দলের সদস্যরা আছেন। জোট করে নির্বাচন করেছি। বিরোধী দলে বসেছি, এটা হলো গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের কারো কারো বক্তব্যে বোঝা যায় না কোন দলের সদস্য। কোনো কোনো সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টির নাম উচ্চারণ করেননি, এরশাদের নাম উল্লেখ করেন নাই। অথচ দল থেকে মনোনীত সংসদ সদস্য। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করে নির্বাচন করেছি। কিন্তু নমিনেশন দিয়েছিল আমাদের দল।' দলীয় ফোরামে এটা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সরকারের উন্নয়নের পেছনে জাতীয় পার্টির 'ভূমিকা আছে' দাবি করে ফিরোজ রশীদ আরো বলেন, আওয়ামী লীগের কোনো নেতা একবারও জাতীয় পার্টির কথা বলেন না। ২০১৪ সালে যে ধ্বংসযজ্ঞ ছিল, সেই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি না এলে নির্বাচন হতো না।

প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন, অথচ টাকা 'লুটপাট' হয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে বিরোধী দলের এই সংসদ সদস্য বলেন, ব্যাংক খাতে লুটপাট চলছে। লিজিং কম্পানির হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে টাকা চলে গেছে।

স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি বন্ধের দাবি উত্থাপন করে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে কিছু সংগঠন আছে। একটি সংগঠন আছে 'নাস্তিক নির্মূল কমিটি'। আরেকটি 'ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি'। এই নির্মূল করার ক্ষমতা এদের কে দিয়েছে? আমি জানতে চাই। তুমি কে নির্মূল করার? আমার দেশে কোর্ট-কাচারি আছে না? অনেক বিচার করেছে এই সরকার। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হচ্ছে, রাজকারদের বিচার হচ্ছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে, তুমি কেন? আমি মনে করি এদেরকেই প্রতিরোধ করা দরকার।'

কালের কণ্ঠ । ২৫ জানুয়ারি ২০২১

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে ৩২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ

রাশেদুল তুষার, চট্টগ্রাম ▷

অতিমারি করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বব্যাপী স্থবিরতার মধ্যেও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ২০২০ সালের করোনাকালীন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে ৩৯৮ কোটি ইউএস ডলার। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরেই বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে দেশি-বিদেশি ৩৭১ কোটি ডলার বা সাড়ে ৩১ হাজার কোটি টাকা।

বেজা সূত্র জানায়, বেজা গভর্নিং বোর্ড এরই মধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান নির্ধারণ ও জমির পরিমাণ অনুমোদন করেছে, এর মধ্যে সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল ৬৮টি এবং বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল ২৯টি। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে দুটি, জিটুজি অর্থনৈতিক অঞ্চল চারটি এবং ট্যুরিজম পার্ক রয়েছে তিনটি। ইতিমধ্যে পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর, মহেশখালী, শ্রীহট্ট, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল ও সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক) ১৭২টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট সাত হাজার ৩১৫ একর জমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে, যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২৩ দশমিক ৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ছাড়া প্রায় ৩ দশমিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে। এর ফলে সর্বমোট বিনিয়োগের প্রস্তাবের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ১০ লাখ লোকের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তবে করোনাকালীনও বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগকারীদের আনাগোনা ছিল উল্লেখ করার মতো। বেজার হিসাবে, গত বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১৫ ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেছে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে ৯৪টি, সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে ১২টি এবং জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৯টি বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। এই বিনিয়োগকারীরা সম্মিলিতভাবে এক হাজার ৩০৭ একর ভূমির জন্য মোট ৩৯৮ কোটি ২২ লাখ ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব করেছে। এই বিনিয়োগ প্রস্তাবে তিন লাখ ৪৫ হাজার ৭৫১ জন বাংলাদেশির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রস্তাবনার মধ্যে অনেকগুলো ইরই মধ্যে বেজার অনুমোদনও পেয়েছে।

বেজা নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২০২০ সালে বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে $ ৩৯৮ কোটি

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে এসেছে $ ৩৭১ কোটি

বিনিয়োগকারীদের পছন্দের শীর্ষে অনুমিতভাবেই রয়েছে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এই বাণিজ্যনগরে ৯৪ বিনিয়োগকারী এক হাজার ১২০ একর জমির জন্য আবেদন করেছে। এর মধ্যে স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৩৩০ কোটি ডলার এবং বিদেশিদের কাছ থেকে এসেছে ৪০ কোটি ৩৪ লাখ ডলার।

গত বছর বেজায় উল্লেখযোগ্য বিদেশি বিনিয়োগকারী দেশগুলো থেকে আসা প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে—যুক্তরাজ্যের বার্জার পেইন্টস, চীনের জিয়ানগসু ইয়াবাং ডাইস্টাফ কম্পানি, জেইহং মেডিক্যাল প্রডাক্টস, সিসিইসিসি বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়ার হাইটেক, ভারতের রামকি এনভিরো সার্ভিসেস, জার্মানির সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে ভারতের ফরটিস গ্রুপ, নেদারল্যান্ডসের লিজার্ড স্পোর্টস, সিঙ্গাপুরের ইন্টার-এশিয়া গ্রুপ, দেশীয় প্রস্তাবিত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মেট্রো স্পিনিং, ম্যাক্স সুজ, সায়মন বিচ রিসোর্ট, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন, এন মোহাম্মদ প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ, ইফাদ অটোস, রানার মোটরস লিমিটেড, সাইফ পাওয়ারটেক, ডেল্টা ফার্মা লিমিটেড ও এশিয়া কম্পোজিট মিলস লিমিটেড।

জানতে চাইলে বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী বলেন, 'করোনাকালীন বিনিয়োগের এ সুবাতাস প্রমাণ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল বিনিয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। বর্তমান সরকারের স্থায়িত্ব ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিনিয়োগের আদর্শ স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর বিনিয়োগের এ প্রবাহ চলমান থাকলে আগামী বছর বিনিয়োগকারীদের শিল্পে ব্যবহারে জমি দেওয়া আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।' তিনি বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরকে আগামীর বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের রাজধানী হিসেবে উল্লেখ করেন।

যুগান্তর
রোববার ৩১ জানুয়ারি ২০২১

জানুয়ারিতেও প্রবাসী আয় ২শ কোটি ডলার ছাড়ানোর আশা

যুগান্তর প্রতিবেদন

চলতি বছরের প্রথম মাস জানুয়ারির ২১ দিনেই দেশে ১৪৫ কোটি ৮৭ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা টাকার অঙ্কে প্রায় ১২ হাজার ৩৯৯ কোটি (প্রতি ডলার ৮৫) টাকা। মাস শেষে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ আগের মাসের মতো ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। ডিসেম্বরে এসেছিল ২০৫ কোটি ডলার।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ শেষ না হলেও এখন উন্নয়ন কার্যক্রম ও কারখানায় উৎপাদন চলছে। তাই অভিবাসী বা প্রবাসী শ্রমিকরা রোজগারে আছেন। এছাড়া যাতায়াত সীমিত থাকায় প্রবাসীরা এখন অবৈধ পথে অর্থ পাঠাচ্ছেন না। এর ওপর প্রবাসী আয়ের বিপরীতে ব্যাংকের মাধ্যমে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। সব মিলিয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে বেশি পরিমাণে প্রবাসী আয় আসছে। যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

জানা গেছে, জানুয়ারির প্রথম ২১ দিনে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংকটির মাধ্যমে ৪১ কোটি ডলার এসেছে। এরপর ডাচ-বাংলা ব্যাংক ১৭ কোটি, অগ্রণী ব্যাংক ১৫ কোটি ও সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৯ কোটি ডলার।

এদিকে বিদায়ী ২০২০ সালে দেশে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এ সময় ২ হাজার ১৭৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠান তারা, যা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি এবং ২০১৯ সালের তুলনায় ১৮ দশমিক ৬৬ শতাংশ বেশি। ২০১৯ সালে এসেছিল ১ হাজার ৮৩২ কোটি ডলার। করোনাভাইরাসের প্রকোপে অর্থনীতির নানা সূচক খারাপ থাকলেও প্রবাসী আয়ে বেশ ভালো করেছে বাংলাদেশ। তবে এ সময়েই কাজ হারিয়ে দেশে ফিরেছেন কয়েক লাখ প্রবাসী শ্রমিক। আবার যারা বিদেশে কর্মরত আছেন, তাদের অনেকের বেতন কমে গেছে। এরপরও রেমিট্যান্স আসা বেড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হলে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সে বড় ধাক্কা লাগে। যেমন, গত বছরের মার্চ ও এপ্রিলে প্রবাসী আয় কমে যায়। এরপরই অবশ্য বড় ধরনের উল্লম্ফন শুরু হয়। এখনও ঊর্ধ্বমুখী সে প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

অপরদিকে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪ হাজার ৩০০ কোটি ডলার ছুঁই ছুঁই করছিল। করোনাভাইরাসের প্রকোপের মধ্যে রিজার্ভ ৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার থেকে এ পর্যায়ে এসেছে।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার ● ২৬ জানুয়ারি ২০২১

করোনা মহামারিতেও চা উৎপাদনে রেকর্ড
এই অর্জন ধরে রাখতে হবে

২০২০ সালে দেশের ১৬৭টি চা বাগান ও ক্ষুদ্রায়তনের চা বাগান থেকে মোট ৮ কোটি ৬৩ লাখ ৯ হাজার কেজি চা উৎপাদন হয়েছে। গত বছর শুধু উত্তরবঙ্গে সমতলের চা বাগান ও ক্ষুদ্রায়তনের চা বাগান থেকে রেকর্ড পরিমাণ ১ কোটি ৩ লাখ কেজি চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হয়েছে। উৎপাদনের সব রেকর্ডকে পেছনে ফেলে দিয়েছে দেশের চা শিল্প। দেশের অন্যতম বৃহৎ এ শিল্পে এ বছর হয়েছে রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন। যার মধ্য দিয়ে পেছনে পড়েছে ১৬৫ বছরের রেকর্ড। ২০১৯ সালে দেশে চায়ের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ কোটি কেজি। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৯ কোটি কেজি চা পাতা। চা শিল্পের ইতিহাসে আগে কখনই এত পরিমাণ উৎপাদন হয়নি। উৎপাদনের রেকর্ডের বিষয়টিকে দেশের চা শিল্পের জন্য বড় সুখবর হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে চায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জিডিপিতে চায়ের অবদান দশমিক ৮১ শতাংশ। দেশে চায়ের প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে। সিলেটের মালনিছড়ায় ১৮৫৪ সালে দেশের সর্বপ্রথম চা বাগান গড়ে ওঠে। শুরু হয় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চায়ের চাষ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনুকূল আবহাওয়া, পরিমিত বৃষ্টিপাত, অনাবাদি জমিতে চাষ, সঠিক সময়ে উৎপাদন কাজ শুরু, খরার কবলে না পড়া, সঠিক সময়ে কীটনাশক প্রয়োগ, পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হওয়া প্রভৃতি কারণে চায়ের উৎপাদনে রেকর্ড হয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের (বিটিবি) মাধ্যমে জানা গেছে, গত ডিসেম্বর পর্যন্ত চায়ের উৎপাদন প্রায় ৯ কোটি কেজি। সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে চায়ের উৎপাদন ১৪ কোটি কেজিতে উন্নীত করতে কাজ করছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে চা বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনই লক্ষ্য। এদিকে চায়ের উৎপাদন বাড়লেও বাগানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা চোরাইপথে চা দেশে আনা বন্ধ করার কথা বলছে।

বিটিবি সূত্র জানিয়েছে, দেশে বর্তমানে ১৬৭টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে সিংহভাগই সিলেট বিভাগে। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলায় ৯১টি, হবিগঞ্জে ২৫টি ও সিলেট জেলায় আছে ১৯টি চা বাগান। এ ছাড়া চট্টগ্রামে ২২টি, পঞ্চগড়ে সাতটি, রাঙামাটিতে দুটি ও ঠাকুরগাঁওয়ে একটি চা বাগান রয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, করোনাকালেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দেশের সব চা বাগানের সার্বিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ছিল। করোনা পরিস্থিতিতেও উৎপাদনের এ ধারাবাহিকতা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দেশের চা শিল্প উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম।

উল্লেখ্য, চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে নবম। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দশম। গত বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন হওয়ায় একধাপ উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। চা উৎপাদনে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে চীন ও ভারত।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চা উৎপাদনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি আর ভারতীয় চা অবাধে দেশে প্রবেশ করায় চায়ের মূল্য গত বছরের চেয়ে অর্ধেকে নেমে আসে। ২০১৮ সালে চায়ের কেজি নিলামে গড়মূল্য ছিল ২৬০ টাকা। ২০১৯ সালে কমে এসে তা দাঁড়ায় ১৬০ টাকায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ১২০ টাকা কেজি হয়। করোনার কারণে ক্রেতার অভাবে চা নিলামে পাঠানো যাচ্ছে না। ফলে উৎপাদনে রেকর্ড হলেও মূল্যের দিক থেকে চা শিল্প পড়েছে বিপাকে। গত বছর উৎপাদিত চায়ের প্রতিকেজিতে বাগান কর্তৃপক্ষকে লোকসান গুনতে হয়েছে ১০০ থেকে ১২০ টাকা। ফলে বড় ক্ষতির মুখে পড়েছে বাগান মালিকরা। সূত্র বলছে, ২০২০ সালে করোনার কারণে হোটেল-রেস্টুরেন্ট বা চায়ের দোকানে জনসমাগম কমে যাওয়ায় চাহিদা প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কমে যায়।

সব কিছু ছাপিয়ে চা উৎপাদনে রেকর্ড দেশের জন্য আনন্দের সংবাদ। করোনাকালে বিশ্বজুড়ে সর্বক্ষেত্রে চলছে উৎপাদনে মন্দা। সেখানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এ পণ্য লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় চা শিল্প দেশের অর্থনীতিতে আশা সঞ্চার করেছে। তবে ভিশন ২০৪১-তে পৌঁছতে হলে এ খাতের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও নতুন নতুন পদক্ষেপ নিতে হবে। এর ফলে সুলভে দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে মানসম্মত চা রফতানি করে জাতীয় অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা পালন করতে পারবে এ খাতটি। আমরা আশা করছি, সংশ্লিষ্টরা সেসব কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন। করোনাকালে এমন একটি সুখবর দেওয়ার জন্য এ খাত সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাধুবাদ জানাই।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৬, ২০২১ ■ মাঘ ১২, ১

জাহাজ রফতানি আয় ৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

২০২৫ সালের মধ্যে জাহাজ রফতানি আয় বছরে ৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় 'জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০২১'-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। গতকাল জাতীয় সংসদে মন্ত্রিসভা কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়।

চার বছরের মধ্যে জাহাজ নির্মাণ খাতের কর্মী সংখ্যা ৩০ হাজার থেকে বাড়িয়ে এক লাখ করারও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, জাহাজ নির্মাণ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি, এ শিল্পসংশ্লিষ্ট নানা ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের বিকাশ, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস, রফতানি আয় বৃদ্ধিসহ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের টেকসই বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনাসহ জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

নীতিমালার মূল লক্ষ্য তুলে ধরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় জাহাজ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন, বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে বিশ্ব জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উপযুক্ত অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলাই হবে এ নীতিমালার লক্ষ্য। এছাড়া অধিক বিনিয়োগ ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০২৫ সালের মধ্যে জাহাজ রফতানি খাতের অবদান ৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হবে। এখন জাহাজ রফতানি করে আয় হয় ১ বিলিয়ন ডলার।

নীতিমালা অনুযায়ী অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জাহাজ শিল্পে নিয়োজিত বিদ্যমান ৩০ হাজার কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০২৫ সালের মধ্যে এক লাখে উন্নীত করা হবে জানিয়ে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাও নীতিমালার উদ্দেশ্য।

তিনি আরো বলেন, জাহাজ নির্মাণে যারা জড়িত থাকবে তাদের কীভাবে ঋণসহায়তা দেয়া যায়, ট্যাক্স ও ভ্যাটের ক্ষেত্রে তাদের কীভাবে একটু সুবিধা দেয়া যায়—এগুলো এ নীতিমালার মধ্যে আছে। এটা (জাহাজ নির্মাণ) আমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো একটি শিল্প। এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের জন্য জাহাজ তৈরি করতে পারব। এতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

এছাড়া ২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীদের অবসর সুবিধাদি বৃদ্ধি, পেনশন ব্যবস্থার সংস্কার এবং এ-সংক্রান্ত অটোমেশন কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রিসভাকে অবহিত করা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

তিনি জানান, নিবন্ধন ছাড়া ট্যুর অপারেটর পরিচালনাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ছয় মাসের জেল বা ২ লাখ টাকা বা উভয় দণ্ডের বিধান রেখে 'বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২১'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে ট্যুর কার্যক্রম পরিচালনায় ট্যুর অপারেটর ও গাইড আইনের আওতায় পর্যটকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়। ট্যুর অপারেটর কীভাবে পরিচালনা করা হবে, দেশী-বিদেশী ট্যুর অপারেটরদের কীভাবে অনুমোদন দেয়া হবে, কীভাবে নিবন্ধন দেয়া হবে, আইনে এসব উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া কল-কারখানায় বয়লার দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে 'বয়লার আইন, ২০২০'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বয়লার থেকে নিবন্ধন নম্বর অপসারণ, পরিবর্তন, বিকৃত বা অদৃশ্যমান করে অন্য বয়লার ব্যবহার করলে জেল-জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে প্রায় ১০ মাস পর মন্ত্রিসভা বৈঠকে সশরীরে অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৭ জানুয়ারি ২০২১,

এগিয়ে থাকবে বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার

২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হবে বলেই মনে করে জাতিসংঘ। এ বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ।

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

কোভিডের ধাক্কা এখনো চলছে। ২০২১ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি অনেকটা ঘুরে দাঁড়াবে, এমন কথা অনেকেই বলছে। তবে টিকাদান কর্মসূচির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। এর মধ্যে জাতিসংঘের হিসাবমতে, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৫ দশমিক ১ শতাংশ। এদিকে সরকারি ভাষ্যমতে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ বলা হলেও এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত অর্থবছরে দেশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪ দশমিক ৩ শতাংশ।

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ এগিয়ে থাকবে, এমন কথাও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

২০২০ সালকে পেছনে ফেলে এসে ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হবে বলেই মনে করে জাতিসংঘ। তারা বলছে, এ বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। এর মধ্যে উন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৪ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের দাঁড়াবে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। পরের বছর বা ২০২২ সালে তা দাঁড়াবে যথাক্রমে ২ দশমিক ৫ ও ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন প্রসপেক্টাস বা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা শীর্ষক জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এই পূর্বাভাস করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯-এর মতো সংকট শত বছরে একবারই আসে। গত বছরের শুরুতে পুরো বিশ্বকে ভয়াবহ অনিশ্চয়তা ঘিরে ধরেছিল। বাণিজ্য ও পর্যটন একরকম থমকে গিয়েছিল। চাকরি হারানো এবং উৎপাদন হ্রাস অভূতপূর্ব পর্যায়ে চলে যায়। সবচেয়ে সংকটে পড়ে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো। আয় ও সম্পদ অসমতা নতুন উচ্চতায় চলে যায়। এর ধাক্কায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকোচনের হার দাঁড়ায় ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। সেই ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার পর আর কখনো এতটা সংকোচন হয়নি।

প্রতিবেদনে বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে পৃথক প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেসব অঞ্চল কোভিডের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া অন্যতম। ফলে এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এই অঞ্চলের দেশগুলো যে অগ্রগতি অর্জন করেছিল, সেখান থেকে অনেকটাই পিছিয়ে গেছে তারা। প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ২০২০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মাথাপিছু জিডিপি প্রায় ১০ শতাংশ হারে সংকুচিত হয়েছে। নারী, শিশু, বস্তিবাসী, অভিবাসী শ্রমিক ও বয়স্ক মানুষেরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন।

দক্ষিণ এশিয়া

২০২১ সালে দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৬ দশমিক ৯ শতাংশ। জাতিসংঘ বলছে, এটা যথেষ্ট নয়। ২০২২ সালের পূর্বাভাস হচ্ছে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। অর্থাৎ ২০২২ সালের শেষে দক্ষিণ এশিয়া শেষমেশ প্রাক্-মহামারি পর্যায় অতিক্রম করতে পারবে। তবে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকবে বলে জানানো হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্যের সঙ্গে অধিকতর সম্পৃক্ততার জন্য বাংলাদেশ এবং পর্যটনের কারণে মালদ্বীপ ও নেপালের প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা বেশি হবে।

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করতে দ্রুততার সঙ্গে অর্থনীতির বহুমুখীকরণ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি মহামারিজনিত সংকটের কারণে বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনেও পরিবর্তন আসছে। বিষয়টি হচ্ছে, উন্নত দেশগুলো এখন উৎপাদনশীল কারখানা নিজেদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। তাতে অনেকেই আর সাবকন্ট্রাক্টে কাজ করাবে না। সে কারণে রপ্তানিমুখী দেশগুলোকে এখন অর্থনীতির বহুমুখীকরণ ঘটাতে হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় বৈচিত্র্য অনেক কম। বাংলাদেশের রপ্তানি এককভাবে তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। কোভিডের মতো ধাক্কা এলে এসব আর ধোপে টেকে না। সে জন্য জাতিসংঘের পরামর্শ হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার সরকারগুলোর উচিত হচ্ছে, আরও বেশি মূল্য সংযোজন করে এবং উচ্চ দক্ষতার প্রয়োজন হয়, এমন খাতে বেশি বেশি বিনিয়োগ করা। বাহ্যিক ধাক্কা সামলানোর মতো সক্ষমতা অর্জন করাই হবে এখন প্রধান অগ্রাধিকার।

শ্রমবাজারকে আনুষ্ঠানিক বাতাবরণে নিয়ে আসার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ৮০ শতাংশের বেশি শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন।

দারিদ্র্য বৃদ্ধি

তবে কোভিডের কারণে দারিদ্র্য বাড়ছে। ভারতীয় অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর টুইট অনুসারে, অধিকাংশ উন্নয়নশীল ও উদীয়মান দেশগুলোতে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি বাড়ছে ভারতে। এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের বসবাস নাইজেরিয়ায়। শিগগিরই ভারত তাকে ছাড়িয়ে যাবে।

জাতিসংঘের প্রতিবেদন

- ২০২০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মাথাপিছু জিডিপি প্রায় ১০ শতাংশ হারে সংকুচিত হয়েছে।
- নারী, শিশু, বস্তিবাসী, অভিবাসী শ্রমিক ও বয়স্ক মানুষেরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন।

বণিক বার্তা বুধবার, জানুয়ারি ২৭, ২০২১

কিছু চাকরি থেকে প্রবাসীদের বাদ দিচ্ছে ওমান

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

মন্দার মধ্যে নাগরিকদের আরো বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে প্রবাসী কর্মীদের নির্দিষ্ট কিছু চাকরি থেকে বাদ দিচ্ছে ওমান। সম্প্রতি দেশটির কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সস্তা বিদেশী শ্রমের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল অঞ্চলটির একটি দেশের এ ঘোষণা অর্থনীতিতে করোনার প্রভাবকে নতুন করে দেখিয়ে দিচ্ছে। খবর এএফপি। ৪৫ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ওমানের প্রায় ৪০ শতাংশই প্রবাসী। বেশকিছু কাজে প্রবাসীদের সুযোগ সংকুচিত হওয়ায় এরই মধ্যে প্রবাসীদের মধ্যে চাকরি হারানোর আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কয়েক বছর আগে থেকে অর্থনৈতিক মন্দা ও তেল থেকে রাজস্ব আয় কমে যাওয়ায় ওমান এবং অন্যান্য উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিলের (জিসিসি) দেশগুলো তাদের নিজস্ব নাগরিকদের কর্মসংস্থান বাড়াতে নানামুখী উদ্যোগ নিচ্ছে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই ওমানের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেয়া হলো।

ওমানের শ্রম মন্ত্রণালয় রোববার টুইটারে এক ঘোষণায় জানায়, বেসরকারি খাতের বেশ কয়েকটি পেশা জাতীয়করণ করা হবে। নির্দিষ্ট ওই পেশাগুলোয় বিদেশীদের কাজের অনুমতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আর নবায়ন করা হবে না। অর্থ, বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক পদগুলোসহ বীমা সংস্থা, দোকান ও গাড়ির ডিলারশিপের বিভিন্ন চাকরি কেবল ওমানিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এর আগে গত বছরের এপ্রিলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোকে বিশেষত সিনিয়র পদে বিদেশী কর্মীদের পরিবর্তে ওমানি নাগরিকদের প্রতিস্থাপনের নির্দেশ দেয় ওমান। সে সময় অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, বিপুলসংখ্যক প্রবাসী এখনো সরকারি সংস্থাগুলোয় পরিচালনামূলক পদে রয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় অঞ্চলটিতে অপরিশোধিত তেলের দাম কমে যাওয়ায় অর্থনৈতিক চাপের মুখে রয়েছে। এর মধ্যে নভেল করোনাভাইরাস মহামারীতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রভাবে এ আঘাত আরো ভয়াবহ হয়েছে।

The Financial Express
January 27, 2021

RMG sector relies on too few buyers

Only four brands do business with 300-plus factories, says joint survey

MONIRA MUNNI

A handful of buyers do business simultaneously with more than 300 local ready-made garment (RMG) factories, underscoring the industry's major vulnerability, according to a joint-survey.

Zara, H&M, Li & Fung and Walmart are the top four brands out of 3,600 retailers that had business during the last four years with 300 to 352 local RMG factories, showed data of Mapped in Bangladesh (MiB) that tracks export-oriented garment factories digitally.

Experts said the dependence on a small number of buyers is a major weakness not only for small-scale enterprises but also for large factories.

Due to such dependency, exporters had no other option but to accept arbitrary demands such as discounts, deferred payments, and order cancellations during the Covid-19 pandemic.

According to the MiB data, a total of 3,600 global brands, buyers and retailers have been sourcing locally RMG items from 3,211 export-oriented garment factories located in Dhaka, Gazipur, Narayanganj and Chattogram during last four years.

KiK, C&A, Next, LPP, Kmart and Mango are the six brands that have been

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

RMG sector relies on too few

sourcing from more than 200 local garment factories.

Lidl, Pep & Co, nkd, Matalan, JC Penny, Gap and Target are among the 11 brands that have business with more than 100 factories.

There are 29 brands and retailers that have business with more than 50 but fewer than 100 factories and 175 buyers do business with five to 49 factories while more than 1,300 brands did business with a single factory, the MiB data showed.

According to a latest MiB and Center for Policy Dialogue (CPD) joint study, the majority or 86 per cent of the surveyed 610 factories said that brands/buyers did not take supportive measures for caring about workers' health and financial peril of factories during the pandemic.

It also found the discontinuation of normal business ties with the buyers/brands immediately after the pandemic, which it termed "major challenge" for suppliers.

Small and medium size factories as well as Chattogram-based units were found to be behind in maintaining normal contacts.

Buyers and brands are supposed to maintain normal business contact particularly during the crisis period, discuss the issues and challenges confronted by the suppliers and try to provide predictability to the suppliers with regard to orders, prices and market situation, it said.

About one-third of the factories alleged that at least some of their orders were cancelled and necessary payment was not made.

Some 30 per cent factories reported that a section of buyers deferred shipment with timely payment while 20.5 per cent factories said buyers settled with deferred payment.

About 16 per cent factories claimed that buyers settled part of their orders at a reduced price and 1.8 per cent factories complained that buyers cancelled orders but agreed to pay the cost of raw materials.

The application of 'force majeure' clause in such incidences was widely discussed, the report said, adding a section of buyers/brands reinstated the cancelled orders.

Besides, some buyers filed for bankruptcy, which caused problems for local suppliers.

The report suggested that apparel trade bodies should encourage factories to diversify their buyers' base by including not only large scale buyers/brands but also small-scale buyers/brands.

CPD research director Khondaker Golam Moazzem said the diversified sources, both for suppliers and buyers, help mitigate the challenges emerge during any emergencies.

During the pandemic, for example, a factory's 70 per cent capacity was for a single buyer, he said, explaining that if the factory had a diversified buyers, it could have alternatives when its largest buyer declined to receive or cancel orders.

On the other hand, small buyers are less-affected compared to large ones as the former survived with their one or two stores while the biggies had to close many of their outlets.

Mohammad Abdul Momen, director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said this is nothing uncommon and added that the pre-requisite of becoming vendors of buyers and its process have been becoming stringent day by day.

Citing 90 per cent dependency on a few buyers, he said, the overwhelming reliance of factories on a single or a few buyers is insignificant, considering the size of buyers' requirements as they buy in large volume across the globe.

"Buyers want large capacity," he said, admitting the majority of exports go to 10 to 15 buyers.

When asked, BGMEA president Dr Rubana Huq said buyers' business practices during the pandemic put the industry in uncertainty.

"...uncertainty over confirmed business, shipment, payment and work in progress, allocation of capacity, optimum management of supply chain and the use of resources and economic impact and business viability," she explained.

"We do not want to name and shame any of the buyers, since we have a long history of working relationship with most of the buyers," the BGMEA chief said.

The survival of 4.1 million workers, who are the fuel of the industry, is dependent on responsible sourcing behaviour from brands and retailers, she added.

Munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৬, ২০২১

সম্ভাবনা দেখাচ্ছে নন-লেদার পাদুকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

কভিড-১৯ মহামারীতে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। খুব সামান্য সময়ের জন্য অর্থনীতির পুনরুদ্ধার নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছিল বিশ্ববাসী। তবে বর্তমানে নভেল করোনাভাইরাসের নতুন ধরন এবং আবারো শুরু হওয়া সংক্রমণপ্রবাহে এ স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠার বিষয়টি পুনরায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় অপরিহার্য পণ্য ছাড়া প্রায় সব ধরনের পণ্যের চাহিদা ব্যাপক হারে কমেছে। এর মধ্যেও আশার আলো দেখাচ্ছে দেশের রফতানি খাতের সম্ভাবনাময় পণ্য পাদুকা। এক্ষেত্রে নন-লেদার বা চামড়াবিহীন পাদুকাতেই সম্ভাবনার দ্যুতি দেখা যাচ্ছে বেশি।

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সর্বশেষ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিশ্ববাজারে ২৭ কোটি ৭১ লাখ ৩০ হাজার ডলারের নন-লেদার ফুটওয়্যার রফতানি করেছে বাংলাদেশ। এর আগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পণ্যটি রফতানি হয় ২৭ কোটি ১৫ লাখ ডলারের। এ হিসাবে গত অর্থবছর শেষে পণ্যটির রফতানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। চলমান ২০২১-২১ অর্থবছরেও প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) নন-লেদার ফুটওয়্যার পণ্যের রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ১৩ শতাংশ।

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, নন-লেদার ফুটওয়্যারের প্রধান ১০ রফতানি গন্তব্যগুলোর মধ্যে রয়েছে স্পেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, ইতালি, জার্মানি, পোল্যান্ড ও মরক্কো।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশে হাতে গোনা দু-একটি কারখানা আছে, যারা লেদার ফুটওয়্যার তৈরি করে স্বস্তিতে রয়েছে। ফুটওয়্যার রফতানি সম্প্রসারণের জন্য এখন লেদার ও সিনথেটিক ফুটওয়্যারের জন্য একই প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে। সার্বিক দিক বিবেচনায় প্রকৃত চিত্র হচ্ছে ফুটওয়্যার এখন ভালো করছে না। তবে তার মধ্যেও নন-লেদার ফুটওয়্যার বা স্নিকারের সম্ভাবনা বেশ ভালো।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল মোমেন ভুঁইয়া *বণিক বার্তাকে* বলেন, বিশ্বব্যাপী অ্যাথলেটিক পণ্যের চাহিদা সব সময়ই ভালো, বিশেষ করে ফুটওয়্যারের। আমাদের এখানে খুব বেশি উৎপাদন ক্ষেত্র ছিল না, এখন কিছু হচ্ছে। নন-লেদারের সম্ভাবনা অনেক বেশি। বিশ্বের ফুটওয়্যার বাজারের ৭০ বা প্রায় ৮০ শতাংশই নন-লেদার ফুটওয়্যারের। সিনথেটিক সুজের চাহিদা সব সময়ই ছিল। এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এ পণ্যের চাহিদা আরো বাড়ছে। নন-লেদার ফুটওয়্যারের বড় সমস্যা কাঁচামাল। এজন্য চীনের ওপরই নির্ভর করতে হয়। নন-লেদার ফুটওয়্যার লেদার ফুটওয়্যারের জন্য কোনো হুমকি নয়, কারণ লেদার ফুটওয়্যারের একটা চাহিদা সব সময়ই থাকবে। সংশ্লিষ্টদের মতে, এখন ফুটওয়্যার পণ্যে নন-লেদারের চাহিদায় ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ফুটওয়্যার পণ্যের ফ্যাশন, স্থায়িত্ব, রঙ—সব কিছুই চান ভোক্তারা। এটা চামড়াজাতে সম্ভব না হলেও নন-লেদারে সম্ভব হচ্ছে। আবার চামড়াজাত ফুটওয়্যারের দামও বেশি। নন-লেদারে পণ্যের বৈচিত্র্য বেশি। দামও জনসাধারণে সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া চামড়াজাত পাদুকায় হাঁটার আরাম তুলনামূলক কম।

বাংলাদেশ থেকে চামড়াবিহীন পাদুকা রফতানির প্রধান দেশ

২০১৯-২০ অর্থবছর

গন্তব্য	কোটি ডলার
স্পেন	৯.৩৯
ফ্রান্স	৩.৮৮
নেদারল্যান্ডস	২.০৯
দক্ষিণ কোরিয়া	১.৭৩
ভারত	১.৯২
জার্মানি	১.৪৩
পোল্যান্ড	১.১৬
ইতালি	০.৭৭
মরক্কো	০.৭৪
বেলজিয়াম	০.৬০

সূত্র : ইপিবি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্ভাবনা দেখাচ্ছে নন-লেদার

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ কারণে ভোক্তারাও এখন দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিল রেখে নন-লেদার ফুটওয়্যার ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছেন। যেমন কেউ হাঁটার জন্য এক ধরনের নন-লেদার ফুটওয়্যার আবার অন্য কাজের জন্য আরেক ধরনের পাদুকা ব্যবহার করছেন।

নন-লেদার ফুটওয়্যার প্রস্তুত ও রফতানিকারকরা বলছেন, বিশ্বের অনেক দেশেই এখন ৮৫ শতাংশের বেশি মানুষ নন-লেদার ফুটওয়্যার বা স্নিকার ব্যবহার করছে। দামি চামড়াজাত পাদুকার চাহিদাও এখন কমে গিয়েছে। এর বিপরীতে গোটা বিশ্বেই নন-লেদার ফুটওয়্যারের বাজার বড় হচ্ছে। এ সুযোগটা বাংলাদেশ এখন কেবল কাজে লাগাতে শুরু করেছে। তবে এক্ষেত্রে আমাদের মূলত চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

বাংলাদেশে নন-লেদার ফুটওয়্যার খাতে বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ম্যাফ সুজ লিমিটেড (টিকে গ্রুপ), ফরচুন সুজ লিমিটেড ইত্যাদি।

ম্যাফ সুজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসনাত মো. আবু ওবায়দা বণিক বার্তাকে বলেন, সার্বিকভাবে ফুটওয়্যার ব্যবহারে চাহিদায় অনেক বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের সিনথেটিক নন-লেদার ফুটওয়্যারে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। এখন ধীরে ধীরে হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন নন-লেদার ফুটওয়্যার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান আছে ২৫-২৬টি। নন-লেদার ফুটওয়্যারের বিষয়ে সরকারের সমর্থন প্রয়োজন। বিশেষ করে নন-লেদার ফুটওয়্যারের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে তুলতে প্রণোদনার মাধ্যমে সরকারের বিশেষ সমর্থন খুবই প্রয়োজন এ পণ্যের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে।

ফরচুন ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, আমাদের কারখানায় উৎপাদিত প্রধান পণ্য হলো স্নিকার বা নন-লেদার ফুটওয়্যার। পণ্যটিতে চামড়ার ব্যবহার একেবারেই নেই বলা যাবে না। অনেক ক্ষেত্রেই মিশ্রণ দেখা যায়। বিশ্ববাজারে এ পণ্যের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। অন্যদিকে লেদার ফুটওয়্যারের চাহিদা কমছে। আবার লেদার ফুটওয়্যারে আমরা প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠি না। কারণ ভারত ও পাকিস্তানে চামড়ার দাম অনেক কম। এ পণ্যের প্রধান চ্যালেঞ্জ সার্বিক ভৌত অবকাঠামো। সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে কাঁচামালের প্রাপ্যতা এ পণ্যের বড় চ্যালেঞ্জ। নন-লেদারে আমাদের প্রধান প্রতিযোগী চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া। এখন মিয়ানমারের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। কভিডকালেও স্নিকার্সের চাহিদা ভালো। এ পণ্যের বড় ক্রেতার মধ্যে আছে প্রাইমার্ক, এইচঅ্যান্ডএম, ডাইসম্যান, কেমার্ট, ফিলা। ভারতে স্নিকার্সের বড় বাজার আছে। দেশটিতে আমাদের রফতানি চাহিদাও বাড়ছে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৬ জানুয়ারি ২০২১,

জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের বাজার নিয়ে দুশ্চিন্তায় মালিকেরা

তৈরি পোশাকশিল্প

বিদায়ী বছরে ৬২ শতাংশ পোশাকের গন্তব্য ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানি হয়েছে জার্মানি ও যুক্তরাজ্যে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে কঠোর লকডাউনে রয়েছে জার্মানি ও যুক্তরাজ্য। সে কারণে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ দেওয়া কমিয়ে দিয়েছেন দেশগুলোর ক্রেতারা। দেশ দুটি বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় বাজার হওয়ায় দুশ্চিন্তায় আছেন পোশাকশিল্পের মালিকেরা।

পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা বলছেন, ইউরোপজুড়েই করোনা তাণ্ডব চালাচ্ছে। প্রতিদিনই মৃত্যুর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। সে কারণে লম্বা সময়ের জন্য লকডাউনে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে অনেক দেশ। তেমন কিছু হলে পোশাক রপ্তানিতে বড় বিপর্যয় নামবে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, বিদায়ী বছরে ২ হাজার ৭৪৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। এর মধ্যে ৬১ দশমিক ৯৬ শতাংশ বা ১ হাজার ৭০২ কোটি ডলারের পোশাকের গন্তব্য ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

ইইউর দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৮৯ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে জার্মানিতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০৯ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাজ্যে। তাতে জার্মানিতে ১১ দশমিক ৬২ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্যে ১৯ দশমিক ৩০ শতাংশ পোশাক রপ্তানি কমেছে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, করোনা সংক্রমণ রোধে জার্মানিতে মধ্য ডিসেম্বর থেকে লকডাউন চলছে। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন দোকান ও পরিষেবা বন্ধ করেছে সরকার। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বাসায় বসে অফিস করছেন। এদিকে করোনার নতুন ধরন বা স্ট্রেইন জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ায় নতুন করে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে চলমান লকডাউন আগামী মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে পারে। সম্প্রতি লকডাউনে অনুমোদিত কারণ ছাড়া ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।

জানতে চাইলে ফতুল্লা অ্যাপারেলসের স্বত্বাধিকারী ফজলে শামীম গত রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, ইউরোপের এক ক্রেতা ৫ হাজার পিস নিট জ্যাকেটের প্রাথমিক ক্রয়াদেশ দিয়েছিল। হঠাৎ করে গত শনিবার ক্রয়াদেশটি ২ হাজার পিসে নামিয়ে আনার জন্য মেইল করেছে। তিনি বলেন, ইউরোপের দেশগুলো তিন-চার মাসের লকডাউনে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। পরিস্থিতি বুঝতে অনেক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানই ক্রয়াদেশ দিতে সময় নিচ্ছেন।

করোনার প্রথম ঢেউয়ে ক্রয়াদেশ বাতিল ও কারখানা বন্ধ থাকায় গত এপ্রিলে পোশাক রপ্তানিতে ধস নামে। ওই মাসে মাত্র ৩৭ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়। পরের মাসে হয় ১২৩ কোটি ডলারের। তাতে গত অর্থবছর শেষে পোশাক রপ্তানি কমে যায় ১৮ শতাংশে। রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৭৯৪ কোটি ডলার। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছর ঘুরে দাঁড়াতে থাকে রপ্তানি। মাঝে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও আবার ধস নামে। শেষ পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ১ হাজার ৫৫৪ কোটি ডলারের রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩ শতাংশ কম।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, ইউরোপের ক্রেতাদের কাছ থেকে ঘরে পরার পোশাকের ক্রয়াদেশ এলেও ঘরের বাইরে পরার পোশাকের ক্রয়াদেশের অবস্থা করুণ। ইউরোপের দেশগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য লকডাউনে গেলে বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

দেশ রূপান্তর
বুধবার
২৭ জানুয়ারি ২০২১, ১৩ মাঘ ১৪২৭

ট্রেনিংয়ের ফাঁদে বাড়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার খরচ

আশরাফুজ্জামান মণ্ডল

৮১ শতাংশই ঋণ নিয়ে বিদেশ যান

বেসরকারি ট্রেনিং সেন্টারে জিম্মি করে টাকা আদায়ের অভিযোগ

ব্যয় তুলতেই ৪-৫ বছর

ঝিনাইদহের বকুল আহমেদ সিঙ্গাপুর যাওয়ার জন্য ২০১৬ সালে ভর্তি হন গাজীপুরের কাপাসিয়ার একটি প্রশিক্ষণ সেন্টারে। চুক্তি হয় দেড় মাসের প্রশিক্ষণ শেষে ৬ লাখ টাকায় দেশটিতে ৫০-৬০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি দেওয়া হবে। ভর্তির সময় জমা নেওয়া হয় পাসপোর্ট। কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে আরও দেড় লাখ টাকা দাবি করা হয়। তাতেও রাজি হন বকুল। কিন্তু সিঙ্গাপুর পৌঁছে স্বপ্নভঙ্গ হয় তার। পাঠানো হয় একটি সাপ্লাই কোম্পানিতে। যারা বিভিন্ন কোম্পানিতে লোক সরবরাহ করে। কম পারিশ্রমিকের পাশাপাশি ছিল নির্যাতন। এর মধ্যে ভিসার মেয়াদ শেষ হলে দেশে ফিরে আসেন। কিছুদিন পর আবার সাড়ে ৪ লাখ টাকা খরচ করে সিঙ্গাপুর যান বকুল।

বকুলের মতোই অভিজ্ঞতা মিয়া মোহাম্মদ স্বপন, হাসিবুর রহমান ও নাসিরউদ্দিনের। প্রত্যেকে সিঙ্গাপুর যেতে ভিন্ন ভিন্ন বেসরকারি সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেন। চুক্তির বাইরে জিম্মি করে আদায় করা হয়েছে কমপক্ষে ৭-৮ লাখ টাকা। তারপরও মেলেনি প্রতিশ্রুত কাজ ও কোম্পানি। সিঙ্গাপুর পৌঁছে নানা বিপদ সামলেছেন তারা। খরচের টাকা ওঠার আগেই শেষ হয়েছে ভিসার মেয়াদ। সিঙ্গাপুর প্রবাসী বাংলাদেশি নামে একটি গ্রুপ আছে ফেইসবুকে। সেখানে এ প্রতিবেদক গত ১১ জানুয়ারি সিঙ্গাপুর যাওয়ার খরচ ও প্রক্রিয়া জানতে একটি পোস্ট দেন। সেই সূত্র ধরে অন্তত ১০ জনের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলেছে দেশ রূপান্তর। তারা প্রত্যেকে অভিন্ন গল্প বলেছেন। সরকারি প্রক্রিয়ায় সিঙ্গাপুর যেতে খরচ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ২ লাখ ৬২ হাজার ২৭০ টাকা। দেশটির আইন অনুযায়ী, অভিবাসী কর্মী নিয়োগ পেতে হলে দুই বছরের ভিসায় দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা দিতে হয়। বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ হয় ২ লাখ ২১ হাজার টাকার মতো। কিন্তু দেশ রূপান্তর একজন শ্রমিককে খুঁজে পায়নি যিনি সরকার নির্ধারিত খরচে সেখানে যেতে পেরেছেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকদের অভিবাসন ব্যয়ের ওপর একটি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন গ্রহণ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ট্রেনিংয়ের ফাঁদে বাড়ে সিঙ্গাপুর

করতে গড়ে সবচেয়ে বেশি ৫ লাখ ৭৪ হাজার টাকা খরচ করতে হয় সিঙ্গাপুরে। যে টাকা জোগাড় করতে ৮২ শতাংশ ব্যক্তিকে ঋণ করতে হয়। চড়া ঋণের সুদ পরিশোধ করতে শ্রমিকদের হিমশিম খেতে হয়। ওই জরিপে বলা হয়েছে, সিঙ্গাপুরে একজন শ্রমিক আয় করেন গড়ে ৩৮ হাজার টাকা পর্যন্ত। এ হিসাবে অভিবাসন ব্যয়ের টাকা তুলতে তাদের ব্যয় করতে হয় দুই বছর। কিন্তু দেশ রূপান্তরের কাছে শ্রমিকরা বলেছেন, খরচের টাকা তুলতে তাদের কমপক্ষে চার-পাঁচ বছর সময় লাগে। জানা যায়, সিঙ্গাপুর দক্ষ ও অদক্ষ এ দুই ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেয়। তাদের প্রশিক্ষণ দিতে সারা দেশে ৬০টি ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে সরকারের। এর বাইরে সরকারের বিভিন্ন কারিগরি সেন্টার থেকেও প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এসব পরিচালনা করে। ২০০ টাকা ফি দিয়ে এখানে ভর্তি হওয়া যায়। তবে বিশ্বাসযোগ্যতা ও জানাশোনার অভাবে প্রায় সবাই দ্বারস্থ হন বেসরকারি ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে। বিএমইটি'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. সাকাওয়াৎ আলী দেশ রূপান্তরকে বলেন, বিদেশগামী শ্রমিকদের জন্য আমাদের ৬০টি ট্রেনিং সেন্টার আছে। সেখানে নামমাত্র খরচে ট্রেনিং নেওয়া যায়। সরকারের বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকেও বিনামূল্যে ট্রেনিংয়ের সুযোগ আছে। তবে শ্রমিকরা না জানার কারণে বেসরকারি সেন্টারগুলোতে যায়। এতে অভিবাসন ব্যয় কয়েকগুণ বাড়ছে।

প্রতারণার ফাঁদ বেসরকারি ট্রেনিং সেন্টার : সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, জনশক্তি রপ্তানিকারক রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। তবে বেসরকারি পর্যায়ে কত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তার হিসাব সংশ্লিষ্ট কেউ দিতে পারেননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেইসবুকে সিঙ্গাপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লিখে অনুসন্ধান করলে এরকম অসংখ্য পেজ চলে আসে। যেখানে 'প্রশিক্ষণ নিন সিঙ্গাপুরে ১ লাখ টাকা বেতনে চাকরি নিন' এরকম চটকদার বিজ্ঞাপন চোখে পড়বে। পেজে দেওয়া মোবাইল নম্বরে কল করা হলে অধিকাংশই বন্ধ পাওয়া যায়। তবে একজনের সঙ্গে কথা হয়েছে এ প্রতিবেদকের। কেন্দ্রটির অবস্থান গাজীপুরের টঙ্গী এলাকার কামারপাড়ায়। সানি ভাই পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি জানান, তাদের সেন্টারে ওয়েল্ডিং, টাইলস ফিটিংসহ তিন ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হয়। ভর্তি ফি ৩৮ হাজার টাকা। তিন মাসের প্রশিক্ষণ শেষে মোট ৬ লাখ টাকায় সিঙ্গাপুরে একটি ভালো চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। যার প্রাথমিক বেতন হবে ৫০-৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত। অথচ সিঙ্গাপুর প্রবাসীরা জানিয়েছেন, দেশটিতে দীর্ঘদিন বাস করা একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিকও ৫০-৬০ হাজার টাকা বেতন পান না।

২০১৪ সালে সিঙ্গাপুর যাওয়া মুন্সীগঞ্জের মিয়া মোহাম্মদ সুপন বলেন, আমি শুনতে পাই সিঙ্গাপুর যাওয়ার জন্য ট্রেনিং লাগবে। পরিচিত একজনের মাধ্যমে এক ব্যক্তি আমাকে সাভারের একটি ট্রেনিং সেন্টারে নিয়ে যান। তিনি ওখানকার ট্রেইনার। ৪০ হাজার টাকায় ভর্তি হই। এজন্য পাসপোর্ট জমা নেয়। কথা ছিল তিন মাস পর তারা ৬ লাখ টাকায় সিঙ্গাপুর পাঠাবে। কিন্তু তিন মাস পর আমি পরীক্ষা দিলে পাস করতে পারিনি। পরে বুঝছি তাদের হাতে ভিসা ছিল না বলে তারা আমাকে ইচ্ছা করে পাস করতে দেয়নি। অনেককে তারা এটা করে। চার মাস পর পরীক্ষায় পাস করি। এবার বলে আরও ২ লাখ টাকা দিতে হবে। আমি রাজি হই না। পাসপোর্ট চাইলে বলে চুক্তি হইছে এজন্য দেওয়া যাবে না। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার সব কথা ছিল মৌখিক। কোনো প্রমাণপত্র নাই। তারা টাকা জমা দেওয়ার রসিদও দেয় নাই। পরে আমি বাধ্য হই এই টাকা দিতে। কারণ ততদিনে ট্রেনিং, পাসপোর্ট, থাকা-খাওয়াসহ ১ লাখ টাকার ওপর খরচ হয়েছে। সিঙ্গাপুর পাঠানোর পর দেখা গেল আমাকে একটা সাপ্লাই কোম্পানিতে দিয়েছে। যারা বিভিন্ন কোম্পানিতে শ্রমিক বিক্রি করে দেয়।

শ্রমিকরা জানান, সিঙ্গাপুরে অনেক বাংলাদেশি ভিসাবাণিজ্য করে। লাখ লাখ টাকা নিয়ে একেকটি ভিসা তারা বিক্রি করে দেন। অথচ সিঙ্গাপুরের ভালো মানের একটি কোম্পানির ভিসা মাত্র ৩৫৫ ডলার।

ড. সাকাওয়াৎ আলী বলেন, আমরা অনেকবার বেসরকারি প্রশিক্ষণ সেন্টারের বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি। খরচ কমানোর জন্য বলাও হয়েছে। তবে তারা মানছে না। আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।

প্রথম আলো • শনিবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২১,

২১ দিনে এসেছে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা

প্রবাসী আয়

করোনাকালে দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে ভালো সূচক হয়ে ওঠা রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এখনো গতিশীল ধারায় আছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

> **এখন সব অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলে আসছে। প্রবাসী আয় বিতরণ সহজ হয়েছে। এর ফলে আয় বাড়ছে। এটা ধরে রাখতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।**
>
> **আরফান আলী**, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যাংক এশিয়া

- মাসের শেষে প্রবাসী আয় ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪,৩০০ কোটি ডলার ছুঁই ছুঁই।

চলতি বছরের প্রথম ২১ দিনে দেশে ১৪৫ কোটি ৮৭ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা বাংলাদেশের প্রায় ১২ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ৮৫ টাকা ধরে)। মাসের শেষে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ অবশ্য আগের মাসের মতো ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ শেষ না হলেও এখন উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে, কারখানায়ও উৎপাদন চলছে। তাই অভিবাসী বা প্রবাসী শ্রমিকেরা রোজগারে আছেন। এ ছাড়া যাতায়াত সীমিত থাকায় প্রবাসীরা এখন অবৈধ পথে অর্থ পাঠাচ্ছেন না। এর ওপর প্রবাসী আয়ের বিপরীতে সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা দিচ্ছে। সব মিলিয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে বেশি পরিমাণে প্রবাসী আয় আসছে। তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

জানা গেছে, চলতি জানুয়ারি মাসের প্রথম ২১ দিনে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংকটির মাধ্যমে ৪১ কোটি ডলার এসেছে। এরপর ডাচ-বাংলা ব্যাংক ১৭ কোটি, অগ্রণী ব্যাংক ১৫ কোটি ও সোনালী ব্যাংক ৯ কোটি ডলার এনেছে।

এদিকে বিদায়ী ২০২০ সালে দেশে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এই বছরে তাঁরা পাঠান ২ হাজার ১৭৪ কোটি ডলার, যা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি এবং ২০১৯ সালের তুলনায় ১৮ দশমিক ৬৬ শতাংশ বেশি। ২০১৯ সালে এসেছিল ১ হাজার ৮৩২ কোটি ডলার।

করোনাভাইরাসের প্রকোপে অর্থনীতির নানা সূচক খারাপ থাকলেও প্রবাসী আয়ে বেশ ভালো করেছে বাংলাদেশ। তবে এই সময়েই কাজ হারিয়ে দেশে ফিরেছেন প্রায় আড়াই লাখ প্রবাসী শ্রমিক। আবার যাঁরা বিদেশে কর্মরত আছেন, তাঁদের অনেকের বেতন কমে গেছে। এরপরও রেমিট্যান্স আসা বেড়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হলে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সে বড় ধাক্কা লাগে। যেমন, গত বছরের মার্চ ও এপ্রিলে প্রবাসী আয় কমে যায়। এরপরই অবশ্য বড় ধরনের উল্লম্ফন শুরু হয়। এখনো সেই প্রবণতা অব্যাহত আছে। এতেই প্রবাসী আয়ে নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে। সেই সুবাদে অর্থনীতির সবচেয়ে ভালো সূচক হিসেবেই ২০২০ সাল পার করে প্রবাসী আয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে যেখানে ১৪৫ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় আসে, সেখানে মার্চে তা কমে ১২৮ কোটি ৬৮ লাখ ডলারে নামে। তা ২০১৯ সালের একই মাসে ছিল ১৪৫ কোটি ৮৬ লাখ ডলার। করোনাভাইরাস প্রকট আকার ধারণ করায় এপ্রিলে প্রবাসী আয় আরও কমে হয় ১০৮ কোটি ডলার। তবে এরপরই প্রবাসী আয় বাড়তে থাকে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিরও নতুন নতুন রেকর্ড হতে শুরু করে।

মে মাসে রেমিট্যান্স আসে ১৫০ কোটি ডলার, যা জুনে বেড়ে দাঁড়ায় ১৮৩ কোটি ডলার। আর ঈদের আগের মাস জুলাইয়ে এক লাফে প্রবাসী আয় ২৬০ কোটি ডলারে ওঠে। কোনো একক মাস হিসেবে এই আয় এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এরপরে আগস্টে ১৯৬ কোটি ডলার, সেপ্টেম্বরে ২১৫ কোটি ডলার, অক্টোবরে ২১০ কোটি ডলার, নভেম্বরে ২০৭ কোটি ডলার ও ডিসেম্বরে ২০৫ কোটি ডলার আসে।

গত বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪ হাজার ৩০০ কোটি ডলার ছুঁই ছুঁই করছিল। করোনাভাইরাসের প্রকোপের মধ্যে রিজার্ভ ৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার থেকে এই পর্যায়ে এসেছে।

প্রবাসী আয় বাড়াতে ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া শুরু করে সরকার। অনেক ব্যাংক ৩ শতাংশ পর্যন্ত প্রণোদনা দিচ্ছে। এতেই প্রবাসী আয় গতি পায়। আর প্রবাসী আয়ের বড় একটা অংশ বিতরণ হয় এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে।

জানতে চাইলে ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরফান আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন সব অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলে আসছে। প্রবাসী আয় বিতরণ সহজ হয়েছে। এর ফলে আয় বাড়ছে। এটা ধরে রাখতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২১,

জামানত ছাড়াই পাঁচ লাখ টাকার ঋণ

কর্মসংস্থান ব্যাংক

৮ শতাংশ সরল সুদে এ ঋণ দেওয়া হচ্ছে। ঋণের মেয়াদ পাঁচ বছর। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছর।

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

দেশের বেকার ও অর্ধবেকারদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য জামানত ছাড়াই ২০ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছে কর্মসংস্থান ব্যাংক। 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ নীতিমালা'র আওতায় বেকার যুবক ও যুব নারীরা ৮ শতাংশ সরল সুদে এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য। পাঁচ বছরের জন্য এ ঋণ দেওয়া হচ্ছে। তবে ঋণ পাচ্ছেন তাঁরাই, যাঁদের সরকারি, আধা সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক ১৪ জানুয়ারি এক প্রজ্ঞাপন জারি করে বলেছে, বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ নীতিমালার আওতায় বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ৭০০ কোটি টাকা ঋণসুবিধা দিয়েছে।

প্রণোদনা বাস্তবায়নের অগ্রগতির চিত্র নিয়ে গত মঙ্গলবার বৈঠক করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। সেখানে কর্মসংস্থান ব্যাংক জানায়, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে গত ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ৫৬৮ কোটি ৩১ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আর ঋণ পেয়েছেন ৩৭ হাজার ৭০২ জন। গড়ে একেকজন ঋণ পেয়েছেন দেড় লাখ টাকার বেশি। মুজিব বর্ষে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছিল ২ লাখ জনকে।

১৯৯৮ সালে গঠিত হয় কর্মসংস্থান ব্যাংক। ব্যাংকটির ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ২৪টি শাখা রয়েছে। ব্যাংকটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল বেকার যুবকদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, কুটির শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া, দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যাংকটি সেই উদ্দেশ্য পূরণে ঋণও দিয়ে যাচ্ছে। তবে যে পরিমাণ ঋণের চাহিদা রয়েছে, সে পরিমাণ ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা নেই ব্যাংকটির।

কারা ঋণ পাবেন

ঋণ পাওয়ার জন্য একসময় অষ্টম শ্রেণি পাসকে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমানে তা পঞ্চম শ্রেণি পাসে নামিয়ে আনা হয়েছে। ঋণ আবেদনকারীকে বেকার বা অর্ধবেকার হতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছর। তবে বিশেষ বিবেচনায় ৪০ বছর পর্যন্ত বয়স শিথিলযোগ্য।

এ ছাড়া ঋণ পেতে হলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বিসিক, বিডা, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনসহ (এসডিএফ) অন্যান্য সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। ঋণখেলাপিরা ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। একই গ্রাহক বা গ্রুপ একাধিক প্রকল্পে ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলেও বিবেচিত হবেন না। তবে ৮ শতাংশ সরল সুদে ঋণ দেওয়া হলেও কিস্তি খেলাপি হলে এই সুদ নেওয়া হবে ১০ শতাংশ হারে।

জামিনদার লাগবে

প্রকল্প এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এবং যাঁর বাড়িঘর ও জমিজমা আছে ও ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন কেউ জামিনদার হতে পারবেন। আবেদনকারীর পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তিও হতে পারবেন জামিনদার। একটি জেলার কোনো বাসিন্দা ওই জেলার আওতাধীন যেকোনো শাখার উদ্যোক্তার ঋণের বিপরীতে নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি দিতে পারবেন। জামিনদার হতে পারবেন সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরাও।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. তাজুল ইসলাম সম্প্রতি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ চার মাস আগে আমাদের ৭০০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে ৩৫০ কোটি টাকা পাওয়া গেলেও বাকি টাকা পাওয়ার অপেক্ষায় আছি।'

The Financial Express January 27, 2021

Japanese investors urged to recruit IT workers from BD

State Minister for Information and Communication Technology (ICT) Zunaid Ahmed Palak on Tuesday called upon the Japanese investors to establish Offshore Development Centre (ODC) in order to recruit skilled IT workers from Bangladesh, reports BSS.

He spoke as the chief guest at the virtual inauguration programme of 'Bangladesh Japan B2B IT Business Matchmaking Meeting 2021', jointly arranged by Bangladesh embassy in Japan and Bangladesh Association of Software and Information Service (BASIS), says a press release.

Later, Palak officially inaugurated the B2B matchmaking programme.

"Bangladesh is currently 34th in the World Economic Forum's Integrated Development Index. By 2030, Bangladesh will be the 24th largest economy in the world," Palak told the virtual event.

According to the Oxford International Institute, the state minister said, Bangladesh ranks second in the global online workforce.

He said that the smart use of ICT in all sectors of the country is playing a role as a driving force in achieving this success.

Mentioning that various programmes are being taken and implemented under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina with the aim of creating skilled manpower with technological knowledge, Palak said 39 high-tech parks are being constructed to provide cost effective services to companies interested in investing in the ICT sector.

"Sheikh Kamal IT Incubation Center, School of Future in 64 districts and 13,000 Sheikh Russell Digital Labs are being set up in different educational institutions," he said.

A target of $ 5 billion in revenue from the IT sector has been set for 2025, he added.

Referring to Japan as a long-time friend and development partner of Bangladesh, Palak said the B2B matchmaking programme would play an important role in connecting Bangladesh with Japanese IT companies, expanding business, and developing Bangladesh's IT sector.

NM Ziaul Alam, senior secretary, Department of Information and Communication Technology; Ito Naoki, ambassador of Japan to Bangladesh; Shahabuddin Ahmed, ambassador of Bangladesh to Japan; Dr Zafar Uddin, secretary to the Ministry of Commerce; Hayakawa Yuho, country representative of the Japan International Cooperation Agency (JICA) in Bangladesh; Yuji Ando, country representative of the Japan External Trade Organization (JETO); and Syed Almas Kabir, president of BASIS, also spoke.

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

বণিকবার্তা

শুক্রবার, জানুয়ারি ১, ২০২১

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জে দুজন করে নিহত হয়েছেন। এছাড়া বরিশাল ও ময়মনসিংহে একজন করে নিহত হয়েছেন। গতকাল এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

টাঙ্গাইল : গতকাল ভোরে ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কের কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন পিকআপের হেলপার শহিদুল ইসলাম (২২) ও বায়েজিদ বোস্তামী (২০)। এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কামাল হোসেন জানান, গতকাল ভোরে ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কের কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গায় দ্রুতগতির একটি পিকআপভ্যান পেছন থেকে একটি ট্রাককে সজোরে আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপ হেলপার শহিদুল ও বায়েজিদ বোস্তামী মারা যান।

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার ১৭ পৌষ ১৪২৭

Dhaka : Friday 1 January 2021

কলাপাড়ায় বিদ্যুতে নিহত ১ আহত ১

প্রতিনিধি, কলাপাড়া (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর কলাপাড়া পৌরশহরের চিংগড়িয়ায় নির্মাণাধীন ভবনে রড বাঁধতে গিয়ে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে নির্মাণ শ্রমিক সাহেব সিকদার (৩০) নিহত হয়েছে। এ সময় তাকে বাঁচাতে গিয়ে অপর এক শ্রমিক সেরাজ হোসেন আহত হয়েছে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে একজন নিহত হওয়ার খবর পেয়েছেন হাসপাতাল থেকে। এ ব্যাপারে আইনী পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তুতি চলছে। নিহত সাহেব সিকদার পৌর শহরের সিকদার সড়কের খবির সিকদারের ছেলে।

প্রথম আলো • সোমবার, ৪ জানুয়ারি ২০২১,

সোনারগাঁয়ে ফ্রিজ তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

প্রতিনিধি, *সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার সাদিপুর এলাকায় অবস্থিত 'ইলেকট্রো মার্ট লিমিটেড' নামে কোম্পানির অঙ্গপ্রতিষ্ঠান কনকা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ তৈরির কারখানায় গতকাল রোববার আগুন লেগে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে উপজেলার সাদিপুর এলাকায় অবস্থিত কারখানাটিতে এই আগুন লাগে। দিনভর আগুন নেভাতে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট। সন্ধ্যা ছয়টায়ও কারখানাটির তিনতলা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও জানা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগীয় উপপরিচালক দেবাশীষ বর্ধন প্রথম আলোকে বলেন, ফ্রিজ তৈরির কারখানায় প্রচুর ককশিট, প্লাস্টিক, প্লাস্টিকের দানা, কাপড়জাতীয় জিনিস ও পেট্রলিয়াম প্রোডাক্ট থাকায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়। তিনি আরও বলেন, কারখানার স্টোররুম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি। তিনতলাবিশিষ্ট ওই ভবন থেকে কনকা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ তৈরি করে বাজারজাত করা হতো।

বেলা ১টা ২২ মিনিটে ভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় তলার আগুন নিভে গেলেও তৃতীয় তলা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ধোঁয়া বের হচ্ছিল। আগুনে কারখানার ফ্রিজ তৈরির সব ধরনের সরঞ্জাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ধ্বংসস্তূপে পানি ঢেলে মালামাল উদ্ধারের চেষ্টা করেন ফায়ার সার্ভিস ও কারখানার কর্মচারীরা।

এ বিষয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চেষ্টা করেও কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি। এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ফায়ার সার্ভিস।

সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আতিকুল ইসলাম বলেন, আগুন লাগার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সার্বিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সহযোগিতা করছেন। তবে শেষ পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

২ জানুয়ারি ২০২১

kantho.com

কালের কণ্ঠ

বাস পিষে দিল কার নিহত ৪

সারা দেশে আরো নিহত ৬

চকরিয়া (কক্সবাজার) : গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের বরইতলী মাদরাসা গেটের কাছে যাত্রীবাহী বাস ও মাটি পরিবহনে নিয়োজিত ডাম্পারের সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে বাসটি পাশের খাদে পড়ে যায়। এ ঘটনায় ঘটনাস্থলে ওই ডাম্পারের একজন ও হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুজন মারা গেছে। এ ছাড়া গুরুতর আহত অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে আরা চারজন যাত্রী। নিহত তিনজন হলেন পেকুয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের মৌলভীপাড়ার শফিউল আব্বাসের ছেলে ডাম্পার চালক মোহাম্মদ মানিক (২৬), মুরারপাড়ার শাহাব উদ্দিনের ছেলে শ্রমিক মো. তারেকুল ইসলাম বাবু (২২) ও দক্ষিণ মেহেরনামা বলিরপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের আবু বক্করের ছেলে মমতাজ আহমদ (২৮)।

যুগান্তর

শনিবার ২ জানুয়ারি ২০২১

১৮ পৌষ ১৪২৭

গাজীপুরে ছয়তলা থেকে পড়ে ২ নির্মাণ শ্রমিক নিহত

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে নির্মাণাধীন ভবনের ছয়তলা থেকে মাটিতে পড়ে দুই শ্রমিক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিহত হয়েছে। নিহতরা হলো কুমিল্লা জেলার ফুলবাড়ি থানার আটিয়াবাড়ী মাস্টারপাড়া এলাকার আব্দুল মুন্নাফের ছেলে আব্দুস সালাম (৪৫) এবং জামালপুরের বকশীগঞ্জ থানার বিরানিরচর এলাকার আবু বক্করের ছেলে শাকিব (২৫)। জিএমপি'র বাসন থানার এসআই আল আমিন জানান, গাজীপুর মহানগরের নলজানী এলাকায় শেখ সাদী খন্দকারের নির্মাণাধীন আটতলা ভবনে প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার কাজ করছিল ওই দুই শ্রমিক। সন্ধ্যায় ভবনের ছয়তলায় লিফটের কাজ করার সময় সালাম ও শাকিব হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায়। সহকর্মীরা তাদের উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর

শনিবার ২ জানুয়ারি ২০২১

১৮ পৌষ ১৪২৭

চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পিকনিকের আয়োজনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে শহরের সুমিরদিয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফয়জুল মন্ডল (৩৫) সুমিরদিয়ার মৃত তাজউদ্দিনের ছেলে। তিনি ইটভাটার শ্রমিক ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার খ্রিস্টীয় নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পিকনিকের আয়োজন করে ওই এলাকার যুবকরা। রাত ১০টার দিকে আয়োজনস্থলে বিদ্যুতের সংযোগ দিতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ফয়জুল। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

২ জানুয়ারি ২০২১। ১৮

ছয় তলা থেকে পড়ে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

গাজীপুর প্রতিনিধি

নির্মাণাধীন ভবনের ছয়তলা থেকে মাটিতে পড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- কুমিল্লার আবদুস সালাম (৪৫) ও জামালপুরের শাকিব (২৫)। তারা গাজীপুরের ভাড়া বাসায় থাকতেন। পুলিশ, গাজীপুর মহানগরের নলজানী এলাকায় শেখ সাদী খন্দকারের নির্মাণাধীন ভবনে বৃহস্পতিবার কাজ করছিল ওই দুই শ্রমিক। সন্ধ্যায় ভবনের ৬ তলায় লিফটে কাজ করার সময় সালাম ও শাকিব হঠাৎ মাটিতে পড়ে যান। পরে সহকর্মীরা তাদের গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো ৪ জানুয়ারি ২০২১, ২০ পৌষ ১৪২৭

আনন্দের বাড়িতে লাশের সারি

সড়ক দুর্ঘটনা

ময়মনসিংহের হাসপাতাল থেকে নবজাতককে আনার পথে মা-বাবা, চাচা-চাচি, ফুফুসহ নিহত সাতজন। অপর দুই জেলায় নিহত ৪।

প্রথম আলো ডেস্ক

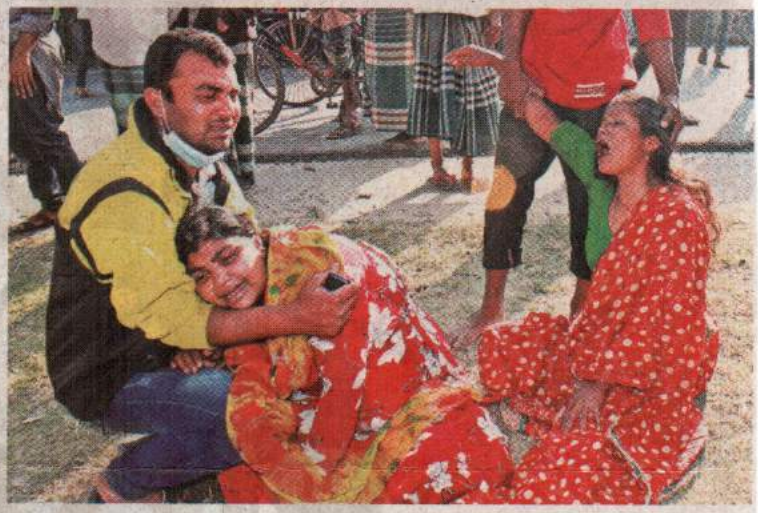

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় গাছতলা বাজারসংলগ্ন এলাকায় বাস ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ছয়জনসহ মোট সাতজন নিহত হয়েছেন। মরদেহ দেখে স্বজনদের আহাজারি। গতকাল দুপুরে নেত্রকোনার শ্যামগঞ্জ বাজারে হাইওয়ে থানার সামনে। ছবি : আনোয়ার হোসেন

পাঁচ দিন আগে মাসুমা বেগমের কোল আলো করে আসে ফুটফুটে কন্যাসন্তান। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হয়। গতকাল রোববার হাসপাতাল থেকে মা-মেয়েকে আনতে যান বাবাসহ পরিবারের চারজন। পরিবারটির ছয়জনই বাড়ি ফিরেছেন, কিন্তু জীবিত নয়, লাশ হয়ে। ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার গাছতলা বাজার এলাকায় বাস ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তাঁরা প্রাণ হারান। নিহত হন অটোরিকশার চালকও। এ দুর্ঘটনার কারণে নতুন অতিথির আনন্দের পরিবর্তে পরিবারটিতে নেমে আসে শোকের ছায়া।

এ ছাড়া গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় পাবনার ঈশ্বরদীতে তিনজন এবং গাজীপুরে এক পোশাকশ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন।

পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ময়মনসিংহে নিহত ব্যক্তিরা হলেন নেত্রকোনার পূর্বধলার আগিয়া ইউনিয়নের চেচুয়ালেন্দি গ্রামের মো. ফারুক (২৫), তাঁর স্ত্রী মাসুমা বেগম (২০), নবজাতক মেয়ে (বয়স ৫ দিন), ফারুকের ভাই নিজামউদ্দীন (২৯), ভাবি জোসনা বেগম (২৫) ও বোন জুলেখা খাতুন (৩৫)। নিহত অপর ব্যক্তি হলেন অটোরিকশাচালক। তবে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি।

তারাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল খায়ের *প্রথম আলোকে* বলেন, ময়মনসিংহ শহর থেকে নেত্রকোনার পূর্বধলায় যাচ্ছিল একটি অটোরিকশা। ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা মহাসড়কের গাছতলা বাজারসংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ঢাকাগামী একটি বাসের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যাওয়ায় ঘটনাস্থলেই সাতজন প্রাণ হারান। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে চালক বাদে সবাই যাত্রী ছিলেন। বাসটি নিজের বাঁ পাশ থেকে ডানের দিকে সরে আসায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

নিহত ফারুকের চাচাতো ভাই আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, এক সপ্তাহ আগে ফারুকের প্রসূতি স্ত্রী মাসুমাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পাঁচ দিন আগে তিনি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। গতকাল মা-মেয়ে আনতে গিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান মা-মেয়েসহ একই পরিবারের ছয়জন। ঘটনাটি মর্মান্তিক। নতুন অতিথির আগমন উপলক্ষে বাড়িতে উৎসব হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে ফিরেছে সারিবদ্ধ লাশ।

পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী লালন শাহ সেতুর গোলচত্বরে গতকাল সাতটার দিকে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নছিমন উল্টে যায়। এতে নছিমনে থাকা পাঁচ শ্রমিক গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাঁদের উদ্ধার করে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার চরদামুকিয়া গ্রামের আবদুল খালেক (৩৩) ও পশ্চিম বাহিরচর গ্রামের আনিছুর রহমান (৪৪)। তাঁরা নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের শ্রমিক ছিলেন। তাঁরা কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থেকে রূপপুরে যাচ্ছিলেন।

ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ নাসির উদ্দিন বলেন, নিহত দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নছিমনের চালক পালিয়ে গেছেন।

এদিকে একই উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের ছিলিমপুর এলাকায় আওতাপাড়া-পাকশী সড়কে গতকাল সকালে ট্রাকের ধাক্কায় শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নছিমন চালক আবদুর রহমান (৪৫) প্রাণ হারান। তাঁর বাড়ি কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামে।

গতকাল বাসায় দুপুরের খাবার খেয়ে বাইসাইকেলে করে কাজে ফিরছিলেন গাজীপুরে পোশাক কারাখানার কর্মী আবুল হাসেম (২২)। মহানগরীর বাসন নাওজোর এলাকায় ভোগড়া বাইস-কোনাবাড়ী সড়কে পৌঁছানোর পর তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় একটি কাভার্ড ভ্যান। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসেমের বাড়ি শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার আয়নাপুর কাংশা গ্রামে। তিনি গাজীপুর নগরীর ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের নাওজোর পূর্ব উত্তরপাড়ায় জনৈক খালেকুজ্জামানের বাসায় ভাড়ায় থাকতেন। কাজ করতেন ইসলামপুর রোড কড্ডা নন্দুন জে কে স্পিনিং কটন অ্যান্ড সিনথেটিক মিলস লিমিটেডে 'সিনিয়র হেলপার' হিসেবে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন এলাকার বাসন থানার ওসি কামরুল ফারুক জানান, দ্রুতগতিতে আসা একটি কাভার্ড ভ্যান বাইসাইকেল আরোহী এক পোশাকশ্রমিককে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। তাঁকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কাভার্ড ভ্যান জব্দ ও চালককে আটকের চেষ্টা চলছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২০ পৌষ
৪ জানুয়ারি ২০২১

সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে টিপরদী রতনদী এলাকায় গতকাল কনকা ইলেকট্রনিকসের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে —ইত্তেফাক

সোনারগাঁওয়ে ইলেকট্রনিকস কারখানায় আগুন, আহত ২

■ সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে কনকা ইলেকট্রনিকসের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রবিবার বেলা ১১টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে টিপরদী রতনদী এলাকায় ঐ কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। কারখানায় টিফিনের সময় থাকায় বড় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে ভয়ে তিন তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে এক শ্রমিক ও আগুনের তাপে আতিকুল ইসলাম নামের এক ইঞ্জিনিয়ার আহত হয়েছেন। আহতদের সোনারগাঁও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আগুন লাগার খবরে উৎসুক লোকজন ভিড় করায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। আগুনে ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ করা হয়নি।

অগ্নিকাণ্ডে কারখানার যন্ত্রাংশ, কাঁচামালসহ ভেতরের অধিকাংশ মালামাল পুড়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিটের সাড়ে ৪ ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের নারায়ণগঞ্জের উপপরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফীন জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করি। তবে প্রধান ফটক নির্মাণাধীন থাকায় ভেতরে প্রবেশে আমাদের বেগ পেতে হয়েছে। আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানানো সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আরো জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে স্টোর রুম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। প্লাস্টিক ও পেট্রোলিয়াম পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৫ জানুয়ারি ২০২১
২১ পৌষ ১৪২৭

বান্দরবানে তিনজনসহ সড়কে নিহত ৮

...ঙ্গে দুই মুড়হুদায় ছাত্রের হানি

চুয়াডাঙ্গা ও দামুড়হুদা : দামুড়হুদায় পৃথক দুর্ঘটনায় মাদ্রাসাছাত্র ও শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মাদ্রাসাছাত্র আলিফ (৭) দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চিৎলা নতুনপাড়ার জিয়াউর রহমানের ছেলে ও চিৎলা দারুল আরকাম নূরানী মাদ্রাসার শিশু শ্রেণির ছাত্র। দামুড়হুদার জুড়ানপুরে সোমবার সকালে রাস্তা পার হতে গিয়ে ইজিবাইকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এছাড়া কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সদাবরীমোড়ে ট্রলির ধাক্কায় হাকিম ফরাজী (৪০) নামের এক ইটভাটা শ্রমিক নিহত হন। তিনি ধান্যঘরা গ্রামের নুরু ফরাজীর ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ জানুয়ারি ২০২১

দুই বাসের সংঘর্ষে দুই চালক নিহত

■ অভয়নগর (যশোর) সংবাদদাতা

অভয়নগরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই চালক নিহত ও তিন জন আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার যশোর খুলনা মহাসড়কের চেঙ্গুটিয়া রোমান জুট মিলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, দুই বাসের চালক নূর ইসলাম (৫০) ও মিন্টু (৫১)।

জানা যায়, গতকাল খুলনা মহাসড়কের চেঙ্গুটিয়া রোমান জুট মিলের সামনে হানিফ পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরিত দিক থেকে আসা নয়নমনি পরিবহনের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই চালক নিহত হয়েছেন। এ সময় নিলুফাসহ আরো দুই জন যাত্রী আহত হন। এ সময় স্থানীয়রা নওয়াপাড়া ফায়ার স্টেশনে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একদল উদ্ধার কর্মী

ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। নওয়াপাড়া হাইওয়ে থানার ওসি শাহাবুদ্দিন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

এলাকা সূত্রে জানা গেছে, রোমান জুট মিলের গন্দা রাস্তার পাশে ফেলে রাখায় সেখানে সৃষ্ট আগুন থেকে ধোঁয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার
২ জানুয়ারি ২০২১। ১৮ পৌষ ১৪২৭

রেস্টুরেন্টে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৩

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

আড়াইহাজারে রেস্টুরেন্টের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ৩ কর্মচারী দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল উপজেলার দুবাই প্লাজার রয়েল রেস্টুরেন্টে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধদের মধ্যে ফরিদ (৪৪) নামের একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দগ্ধ বাকিরা হলেন রাসেল (১৮) ও সামসুল হক (২১)। আড়াইহাজার দমকল বাহিনীর কর্মকর্তা শাহজাহান জানান, রেস্টুরেন্টের কর্মচারীরা অসাবধানতাবশত তিতাস গ্যাসের সুইচ খোলা রেখেই জুমার নামাজে চলে যান। এর মধ্যে সারা কক্ষে গ্যাস ছড়িয়ে থাকে। নামাজ শেষে এসে তারা চুলায় আগুন দেওয়া মাত্রই সারা কক্ষে আগুন ধরে যায়। এ সময় কক্ষে রক্ষিত একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে তিনজন দগ্ধ হন। আগুনে রেস্টুরেন্টের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র পুড়ে যায়। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক শরিফ হোসেন জানান, বিকাল সোয়া ৩টার দিকে দগ্ধদের গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়।

সংবাদ
রোববার ১৯ পৌষ ১৪২৭
: Sunday 3 January 2021

চট্টগ্রামে ——

গাড়ির ধাক্কায় পোশাক কর্মীর মৃত্যু

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় এক পোশাক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল ডবলমুরিং থানাধীন এলাকায় কুলসুম বেগম (২৪) নামে ওই পোশাক শ্রমিক কর্মস্থলে যাওয়ার সময় গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয়েছেন। এদিকে সকাল ৭টার দিকে আগ্রাবাদ চৌমুহনীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত কুলসুম বেগম আগ্রাবাদ এলাকার একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত ছিলেন। তিনি ওই এলাকার পান্নাপাড়ার বাসিন্দা আলী আকবরের স্ত্রী। চমেক সূত্রে জানা গেছে, পোশাক শ্রমিক কুলসুম বেগম সকালে রিকশায় কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। আগ্রাবাদ চৌমুহনীতে পৌঁছালে ময়লাবাহী একটি গাড়ি রিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন কুলসুম। পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর | বুধবার ৬ জানুয়ারি ২০২১ | ২২ পৌষ ১৪২৭

দুই স্কুলছাত্রসহ সড়কে নিহত সাত

যুগান্তর ডেস্ক

পাবনার চাটমোহরে দপ্তরি, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে মোটরসাইকেল আরোহী, লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে যুবলীগকর্মী, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ ও নড়াইলের লোহাগড়ায় ২ স্কুলছাত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নারী এবং ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ওষুধ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

চাটমোহর (পাবনা) : চাটমোহরে মোটরসাইকেল ও ট্রলির সংঘর্ষে নিহত শহীদুল ইসলাম (২৯) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি। চাটমোহর-বাঘাবাড়ী সড়কের গুনাইগাছা প্রাইমারি স্কুল মোড়ে মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন রুহুল আমিন নামে অপর একজন। শহীদুল ইসলাম ভাঙ্গুড়া উপজেলার কলকতি গ্রামের বাসিন্দা ও কলকতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি-কাম নৈশপ্রহরী।

রামগঞ্জে যুবলীগ কর্মী ও গফরগাঁওয়ে ব্যবসায়ীর প্রাণহানি

দরবেশপুর ইউনিয়নের আলিপুর বাজারের পূর্ব মোড়ে সোমবার রাত ৩টার দিকে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। পরে ঢামেক হাসপাতালে মঙ্গলবার মারা যান।

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) : হাজীগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত নবম শ্রেণির ছাত্র ফাহিম মুনতাসীর শামীম হাজীগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সহসম্পাদক মো. জাকির হোসেন মিন্টুর ছেলে। চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়কের হাজীগঞ্জ বাস টার্মিনাল মসজিদ এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যায় সে দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং মঙ্গলবার ভোরে হাসপাতালে মারা যায়।

লোহাগড়া (নড়াইল) : লোহাগড়ায় ইজিবাইকচাপায় নিহত স্কুলছাত্র রাজু (৬) পারশালনগর গ্রামের রাকিব মিয়ার ছেলে ও স্থানীয় মন্ডলভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থী। বাড়ির পাশের রাস্তা পার হওয়ার সময় সোমবার বিকালে সে দুর্ঘটনায় পড়ে।

প্রথম আলো • বুধবার, ৬ জানুয়ারি ২০২১,

ডালচাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

মাদারীপুরের কালকিনির ভাউতলীতে গতকাল মঙ্গলবার গাছের ডালচাপা পড়ে দুলাল সরদার (৪৫) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গাছ কাটার সময় বড় একটি ডাল দুলালের ওপর পড়লে তিনি আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রতিনিধি, মাদারীপুর

কালের কণ্ঠ ৭ জানুয়ারি ২০২১

সড়কে ঝরল আট প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে গতকাল বুধবার মাটিভর্তি ডাম্পারের চাপায় এক মাদরাসা শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। একই দিন শরীয়তপুর, খাগড়াছড়ি, নাটোরের লালপুর, হবিগঞ্জ এবং রাজধানীর ডেমরায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এর আগে গত মঙ্গলবার বগুড়া এবং গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে দুজন মারা গেছেন। বিস্তারিত নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) : বাঁশখালীতে নিহত মো. জসীম উদ্দিন চৌধুরী (৫০) উপজেলার সরল ইউনিয়নের সরল গ্রামের মৃত শফিকুর রহমানের ছেলে। তিনি রাউজান বেসরকারি মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন।

শরীয়তপুর : শরীয়তপুরে নিহত বিজয় দাস (৪০) নোয়াখালী সদরের কান্তি দত্তের ছেলে। তিনি শরীয়তপুর টাইলস সিটির ম্যানেজার পদে চাকরি করতেন। পুলিশ জানায়, গতকাল সকালে বিজয় ও তাঁর সহকর্মী হাবিবুর রহমান মোটরসাইকেলে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। শরীয়তপুর-ঢাকা মহাসড়কের পালং উত্তর বাজার অটোস্ট্যান্ডে পৌঁছার পর একটি মালবাহী ট্রলির সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

খাগড়াছড়ি : খাগড়াছড়িতে নিহত নুসরাত জাহান (১৮) মাটিরাঙ্গার হারুন অর রশিদের মেয়ে। গতকাল দুপুরে খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কের আলুটিলা বড় ব্রিজের কাছে একটি ট্রাক ও মাহিন্দ্রার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মাহিন্দ্রার আরোহী নুসরাত মারা যান এবং তাঁর মাসহ পাঁচজন আহত হয়।

নাটোর : লালপুরে নিহত ইলিয়াস (৩০) উপজেলার শেরপাড়া গ্রামের ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে। লালপুর থানার ওসি সেলিম রেজা জানান, গতকাল সকালে ইলিয়াস বাড়ি থেকে বাইসাইকেলে করে সালামপুর বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে সেন্টারপাড়া এলাকায় পৌঁছানোর পর একটি পাওয়ার ট্রলির সঙ্গে তাঁর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জে নিহত রাজু মিয়া (২০) সদর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের মোছাব্বির মিয়ার ছেলে। গতকাল দুপুরে মাটি কাটার সময় একটি ট্রাক্টর উল্টে এরই শ্রমিক রাজুর ওপর পড়ে।

ডেমরা : ডেমরা চৌরাস্তা এলাকায় নিহত পথচারী সেলিম মিয়া (৫৮) ডেমরার বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় এলাকার মৃত নূরউদ্দিন মিয়ার ছেলে। গতকাল চৌরাস্তা এলাকায় একটি কাভার্ড ভ্যান ও একটি যাত্রীবাহী পরিবহন ওভারটেক করার সময় পথচারী সেলিম মিয়াকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

বগুড়া : শিবগঞ্জে নিহত ফারাজ উদ্দিন কুড়াহার আইনাপাড়া এলাকার ওয়াহেদ আলীর ছেলে। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিহার ইউনিয়নের সিঙ্গারগাড়ি মোড়ে অটোভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই অটোভ্যানচালক ফারাজ উদ্দিন মারা যান। আহত মোটরসাইকেলচালক তোহাব হোসেনকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাইবান্ধা : সুন্দরগঞ্জে নিহত কারিউল ইসলাম (৩৫) উপজেলার লাল চামার কাজির গ্রামের ছবেদ আলীর ছেলে। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভাটি কাপাসিয়া মোশাররফের ঘাট থেকে ছেড়ে যাওয়ার সময় একটি বালুবাহী ট্রাক্টর এরই শ্রমিক কারিউলকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

সংবাদ
ধবার ২২ পোষ ১৪২৭
Wednesday 6 January 2021

বোয়ালমারীতে পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত ২

প্রতিনিধি, বোয়ালমারী (ফরিদপুর)

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে পৃথক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছে। গত সোমবার মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বোয়ালমারী পৌরসভার সোতাশী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় মোটরসাইকেল ও ইটবাহী থ্রি হুইলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। নিহতের নাম বাদল মুন্সি। সে আলফাডাঙ্গা উপজেলার বারাংকুলা গ্রামে বৈবাহিক সূত্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তার আদি বাড়ি নরসিংদী। অপরদিকে উপজেলার শেখর ইউনিয়নের সহস্রাইল বাজারে গত সোমবার দুপুর টিনের দোকানের টিনের নিচে চাপা পড়ে এক ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত যুবকের নাম বদু মোল্যা, সে উপজেলার রূপাপাত ইউনিয়নের সূর্যোগ গ্রামের আলতা মোল্যার ছেলে।

কালের কণ্ঠ

৭ জানুয়ারি ২০২১

ট্রেনের ধাক্কায় দুই যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর মালিবাগের গুলবাগ এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তিরা হলেন নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার মুসলিম উদ্দিনের ছেলে নুরুল ইসলাম (২৮) এবং মোস্তফার ছেলে মো. রাকিব (২৭)। তাঁরা দুজনই এসিআই কম্পানিতে সেলসম্যানের চাকরি করতেন। ঢাকা রেলওয়ে থানার (কমলাপুর) ওসি রকিব উল হোসেন কালের কণ্ঠকে জানান, গতকাল দুপুরে রেললাইন পার হওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তাঁরা। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

পদ্মায় পড়ে বাবুর্চি নিখোঁজ

ফরিদপুরে পদ্মা নদীতে পড়ে নিখোঁজ হয়েছেন বালুবাহী বাল্কহেডের বাবুর্চি আবু তালেব। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চরভদ্রাসন উপজেলার ভাঙ্গার মাথা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বাল্কহেডের চালক বলেন, বালু ভর্তির পর যাত্রা করার সময় তালেব পা পিছলে নদীতে পড়ে যান। প্রতিনিধি, ফরিদপুর

যুগান্তর | রোববার ১০ জানুয়ারি ২০২১ | ২৬ পৌষ ১৪২৭

যুবক শিশুসহ সড়কে নিহত আট

চাঁদপুর : চাঁদপুর শহরের পুরান বাজারে অটোবাইক উল্টে নিহত রাজু (১৫) ওই অটোবাইকের চালক ও পূর্ব জাফরাবাদ পাটওয়ারী পুল এলাকার ফারুক শেখের ছেলে। দুর্ঘটনায় আরও দুই কিশোর আহত হয়েছে। পূর্ব জাফরাবাদ আমজাদ আলী সড়কে শনিবার এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর

শুক্রবার ৮ জানুয়ারি ২০২১ • ২৪ পৌষ ১৪২৭

সড়কে সাত জেলায় সাত প্রাণহানি

গাজীপুর : গাজীপুরে বাসচাপায় নিহত কাঠমিস্ত্রি মো. হাশেম (৫৫) গাইবান্ধার সদর থানার মৃত মোনতাজ মিস্ত্রির ছেলে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নগরীর পোড়াবাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর

রোববার ১০ জানুয়ারি ২০২১
২৬ পৌষ ১৪২৭

বালিয়াকান্দিতে ট্রেন-ট্রাক সংঘর্ষে আহত ৩

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা টুঙ্গীপাড়া আন্তঃনগর ট্রেনের সঙ্গে একটি ট্রাকের সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের নারায়ণপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ৯টার দিকে টুঙ্গীপাড়া থেকে রাজশাহী যাচ্ছিল টুঙ্গীপাড়া এক্সপ্রেস। এ সময় নারায়ণপুর মন্দির সংলগ্ন রেলগেট দিয়ে একটি মিনি ট্রাক পার হচ্ছিল। এতে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকটি উল্টে যায়। এ সময় নারায়ণপুর গ্রামের ট্রাকচালক আবু রাসেদ আলি, একই গ্রামের এখলাছ শেখ ও নবাবপুর ইউনিয়নের বড়হিজলী গ্রামের মনিরুল ইসলাম আহত হন। এদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আবু রাসেদকে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপর ২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

প্রথম আলো • শনিবার, ৯ জানুয়ারি ২০২১,

নারায়ণগঞ্জ

কারখানায় আগুন

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় পারটেক্স গ্রুপের স্টার পার্টিকেল বোর্ডের কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে কারখানার যন্ত্রপাতি ও বোর্ড তৈরির উপকরণ পাটকাঠি পুড়ে গেছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে মদনপুরের হরিপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ১১টি ইউনিট দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কারখানাটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন জানান, কারখানায় বোর্ড মেরামত ও তৈরির সময় আগুনের সূত্রপাত। তাৎক্ষণিকভাবে কারখানার অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র দিয়ে কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুনে বোর্ড তৈরির উপকরণ পাটকাঠি ও যন্ত্রপাতি পুড়ে গেছে।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

যুগান্তর

শুক্রবার ৮ জানুয়ারি ২০২১
২৪ পৌষ ১৪২৭

সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ১

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার বিস্ফোরণে রফিকুল ইসলাম (৬০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। চানমারী এলাকায় ৭ তলা ভবন 'ডিম হাউস'-এর নিচ তলায় বৃহস্পতিবার বেলা ২টায় 'সেফটি ফার্স্ট ফায়ার প্রটেকশন' নামে একটি দোকানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে সিলেন্ডারটির নিচের অংশ রফিকুল ইসলামের মাথায় আঘাত করলে মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তিনি নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুরের মমিন উল্লাহর ছেলে। দোকান মালিক রিয়াজ ঘটনার পর থেকে মোবাইল ফোন বন্ধ করে আত্মগোপন করেছেন বলে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায়।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৮ জানুয়ারি ২০২১,

নারায়ণগঞ্জ

বিস্ফোরণে নিহত ১

নারায়ণগঞ্জ নগরের চাঁদমারী এলাকায় দোকানে অগ্নিনির্বাপণ সিলিন্ডারে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ভরার সময় বিস্ফোরণে একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম রফিকুল ইসলাম (৫০)। তিনি চাঁদমারী এলাকার 'সেফটি ফার্স্ট ফায়ার প্রটেকশন' দোকানের কর্মচারী। তাঁর বাড়ি লক্ষ্মীপুরে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আরেফিন বলেন, অগ্নিনির্বাপণযন্ত্রের ছোট সিলিন্ডারে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্দিষ্ট চাপ ও তাপে ভরার সময় ওই বিস্ফোরণ ঘটে। এতে দোকানের কর্মচারীর মাথা উড়ে যায়।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২৭ পৌষ
১১ জানুয়ারি ২০২১

পুলিশ সদস্যসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পুলিশ সদস্যসহ তিন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত হয়েছেন। গত শনিরার ও গতকাল রবিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। ব্যুরো, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর—

স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ : আড়াইহাজারে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে রাস্তার খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে সুমিত কুমার কর হৃদয় (২৪) নামে এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। গত শনিবার রাতে ঢাকা-আড়াইহাজার সড়কে উপজেলার ফকিরবাড়ী স্থানে পেছন থেকে আরেকটি মোটরসাইকেল ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হৃদয় উপজেলার পাঁচগাঁও দেওয়ানপাড়া গ্রামের শেখর রঞ্জন করের ছেলে। তিনি নরসিংদী জেলা পুলিশে কর্মরত ছিলেন।

চরফ্যাশন (ভোলা) : চরফ্যাশনে মালবাহী টেম্পোর চাপায় লালমহন উপজেলার চর উমেদ ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহত আশরাফুল আলম টুলু (৪০) লালমোহনের পশ্চিম চর উমেদ ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) শাহে আলম কুট্টির ছেলে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার সঙ্গে থাকা জয়। গতকাল মোটরসাইকেলযোগে বিআরডিবি হয়ে শশীভূষণ বাজারে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চট্টগ্রাম : নগরীতে পিকআপের সঙ্গে সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এলাকায় এক জন নিহত ও চার জন আহত হয়েছেন। গতকাল বহদ্দারহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. সেকান্দর (৬৫) অটোরিকশাচালক। তিনি নগরীর চান্দগাঁও থানার মৌলভী পুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দা।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২৭ পৌষ
১১ জানুয়ারি ২০২১

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫ আহত ১০

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

তালায় রবিবার সকালে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে দুই জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ১০ জন। এছাড়া একই দিন বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো তিন জন নিহত হয়েছেন। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

সুনামগঞ্জ: যাত্রীবাহী বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে সোহেল মিয়া (৩২) নামে সিএনজি অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। তার বাড়ি সিলেটের লালাবাজার এলাকায়। সকালে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার শান্তিগঞ্জ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কের জয়কলস হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১২ জানুয়ারি ২০২১
কালের কণ্ঠ
kantho.com

জান-মাল বাঁচাতে ঘরে ঢুকে শেষ চার প্রাণ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

কালিয়াকৈরে কলোনিতে আগুন

পুড়েছে অর্ধশতাধিক বসতঘর

তদন্ত কমিটি গঠন

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে রান্নার কাজে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার থেকে লাগা ভয়াবহ আগুনে দগ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রীসহ চারজন নিহত হয়েছেন, যাঁরা সবাই পোশাক কারখানার শ্রমিক ছিলেন। আগুনে পাশাপাশি থাকা অর্ধশতাধিক বসতঘর পুড়ে গেছে। গতকাল সোমবার ভোরের দিকে উপজেলার কালামপুর পূর্বপাড়া রেললাইন পাকামাথা এলাকার নব্বই কলোনিতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এসে প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিহতরা হলেন—গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানার সন্ধ্যাইলপুর গ্রামের মুন্নী বেগম (৩০) ও তাঁর স্বামী মিলন মিয়া (৪০); তাঁদের প্রতিবেশী জরিপপুর গ্রামের আশরাফ আলীর ছেলে ফরহাদ হোসেন এবং একই জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের উসমান গনির ছেলে আবদুল আউয়াল (৪০)। ফরহাদ হোসেন, আবদুল আউয়াল ও মুন্নী-মিলন দম্পতি পাশাপাশি কক্ষের ভাড়াটে ছিলেন। আগুন লাগার পর নিহতদের মধ্যে কেউ একে অন্যের জীবন বাঁচাতে গিয়ে, কেউ নিজের জমানো টাকা বা পরনের কাপড় আনতে গিয়ে আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এ সময় আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। প্রত্যক্ষদর্শী, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ জানায়, কালিয়াকৈরের কালামপুর পূর্বপাড়া রেললাইন পাকামাথা এলাকায় জনি মিয়া, আলী হোসেন, লিটন মিয়া, জাকির একই স্থানে কলোনি বানিয়ে ভাড়া দেন; সেই কলোনিতে নব্বইটি পরিবার থাকতে পারে বলে নাম দেওয়া হয় নব্বই কলোনি। কলোনির জনি মিয়ার অংশের একটি কক্ষে গত কয়েক দিন ধরেই সিলিন্ডারের গ্যাস লিকেজ করছিল। বিষয়টি জানতে পেরে কলোনির ম্যানেজারসহ পাশের ভাড়াটে লোকজন ওই গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করতে নিষেধ করেন ওই ভাড়াটিয়াকে। তাঁদের নিষে উপেক্ষা করে ওই ভাড়াটে সিলিন্ডারের ওপর ইটচাপা দিয়ে গ্যাস ব্যবহার করে আসছিলেন। গতকাল ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সেই কক্ষে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে ও আগুন লেগে যায়। মুহূর্তেই আগুন ওই কলোনির বিভিন্ন ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। কলোনিতে থাকা লোকজন আতঙ্কিত হয়ে তাঁদের ছেলেমেয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু ওই চারজন আগুনে দগ্ধ হয়ে ঘরের ভেতর মারা যান। পরে ফায়ার সার্ভিস ও কালিয়াকৈর থানা পুলিশ নিহতদের লাশ উদ্ধার করে।

নিহত আব্দুল আউয়ালের স্ত্রী আকলিমা বেগমের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে এলাকার আকাশ-বাতাস। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ঘরে আগুন দেখে তিনি ও তাঁর স্বামী পাঁচ বছরের ছেলে আকাশ ও তিন বছরের প্রতিবন্ধী ছেলে রাকিবকে নিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু ঘরে থাকা সম্বল ৪৫ হাজার টাকা আনতে আগুনের মধ্যেই ঘরে ছুটে যান তাঁর স্বামী; কিন্তু আর বেরিয়ে আসতে পারেননি।

নিহত ফরহাদের স্ত্রী লিপি বেগম বলেন, আগুন দেখে তিনি ও তাঁর স্বামী নিজেদের দুই মেয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু দগ্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলা পাশের ঘরের ভাড়াটে মুন্নীকে উদ্ধার করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে স্বামী ফরহাদও মারা যান। আগুনে মুন্নীর স্বামী মিলনও মারা গেছেন।

কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা কবিরুল আলম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের ডাইরেক্টর অপারেশন লে. কর্নেল জিল্লুর রহমানকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ফায়ার সার্ভিস। গাজীপুর সিআইডির ক্রাইম জোনের এসআই শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য পুড়ে যাওয়া মালামালের ছাই জব্দ করা হয়েছে।

খবর পেয়ে কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী হাফিজুল আমিন, গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম জহিরুল ইসলাম, কালিয়াকৈর থানার ওসি মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, কালিয়াকৈর পৌরসভার মেয়র মজিবুর রহমান প্রমুখ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

কালিয়াকৈর থানার ওসি মনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন, নিহতদের লাশ উদ্ধারের পর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সিআইডি ও পিবিআইয়ের দুটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করেছে।

কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী হাফিজুল আমিন বলেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহত প্রত্যেক পরিবারকে নগদ ২০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অন্য ক্ষতিগ্রস্তদের শুকনো খাবার, কম্বলসহ বিভিন্ন অনুদান দেওয়া হবে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১২ জানুয়ারি ২০২১

ভালুকায় পেপার মেশিনে পিষ্ট হয়ে শ্রমিক নিহত

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ভালুকায় পেপার্স মিলের মেশিনে পিষ্ট হয়ে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সোমবার ভোরে উপজেলার ছোট কাশর গ্রামের ভূঁইয়া পেপার্স মিল কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিক মেহেদী হাসান (২০) উপজেলার হবিরবাড়ি ইউনিয়নের পাড়াগাঁও গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেহেদী হাসান চলতি মাসের ৭ তারিখে ওই পেপার মিলে চাকরিতে যোগ দেন। সোমবার ভোরে কোনো এক সময় কাগজের ব্যারেলের ওপর মেহেদী হাসান ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমন্ত অবস্থায় কাগজের ব্যারেলের সঙ্গে চলমান বেল্টের ওপর দিয়ে মেশিনের ভেতরে ঢুকে পড়লে মেশিনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

সকালে শ্রমিকরা এসে মেহেদীর লাশ কাগজের ময়লার সঙ্গে পড়ে থাকতে দেখে। খবর পেয়ে গফরগাঁও সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজা খাতুন ও ভালুকা মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। গত বছরও ওই কারখানায় এভাবে মেশিনে পিষ্ট হয়ে আরও এক শ্রমিক নিহত হন।

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল করিম ভূঁইয়া বলেন, আমি ঢাকায় আছি, আমাকে পাঠানো সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখেছি কাগজের সঙ্গে ছেলেটি মেশিনের ভেতরে ঢুকে পড়ে মারা যায়।

গফরগাঁও সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজা খাতুন বলেন, আমি ও ওসি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এটি একটি দুর্ঘটনা। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১২, ২০২১

ঠাকুরগাঁওয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত ২

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল পীরগঞ্জ উপজেলা রেলস্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন সুবাহান ও রুহুল। তারা দুজনই ঠাকুরগাঁও জজ কোর্টের কর্মচারী ছিলেন।

নিহত সুবাহান জেলা সদরের আকচা ইউনিয়নের কাজিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও সালন্দর ইউনিয়নের দেওগাঁ গ্রামের বাসিন্দা রুহুল আমিন।

পীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন অফিসার মো. মিরাজ আলী জানান, গতকাল সকাল ৮টায় ঘনকুয়াশার মধ্যে অফিসের কাজে বাড়ি থেকে বের হন আব্দুস সুবাহান ও রুহুল আমিন। মোটরসাইকেলযোগে জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা রেলস্টেশন আবাসিক এলাকার প্রবেশ রাস্তা দিয়ে রেললাইন পার হওয়ার সময় তাদের মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে আসা দ্রুতযান এক্সপ্রেস ট্রেনটি তাদের ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান সুবাহান ও রুহুল।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার, ২৯ পৌষ ১৪২৭ | ১৩ জানুয়ারি ২০২১

কেরানীগঞ্জে দুই লাশ উদ্ধার

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে পৃথক ঘটনায় দুই লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন করেরগাঁও এলাকার রতনের খামারের সামনে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ থেকে মো. রিপন আহমেদ (২৭) নামে এক বিকাশ ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে আলামীন শেখ (২৩) নামে এক হকারের লাশ উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় বুড়িগঙ্গা নদীর কেরানীগঞ্জ প্রান্তের পারগেন্ডারিয়া এলাকায় টিপু ডক ইয়ার্ডের সামনে ভাসমান অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত রিপনের ছোট ভাই রায়হান আহমেদ বলেন, আমার ভাই পূর্ব বন্দ ডাকপাড়া এলাকায় বিকাশ ও মোবাইল ফোনে ফ্ল্যাক্সিলোডের ব্যবসা করত। সোমবার রাত ১১টা সময় আমার ভাইয়ের ফোন থেকে কেউ একজন ফোন দিয়ে বলে এই লোকটিকে (ফোনের মালিককে) চেনেন কি না? উনার লাশ করেরগাঁও রোডে পড়ে আছে। ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে থানা পুলিশকে খবর দেই।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক রাজীব জানান, রিপনের পরিবারের ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তার লাশ ও তার মোটরসাইকেল উদ্ধার করি। নিহতের শরীরে অনেক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

অন্যদিকে সদরঘাট নৌ পুলিশের উপপরিদর্শক মো. শহিদ জানান, আলামীনের পিতার নাম আবু সাইদ শেখ, গ্রামের বাড়ি পিরোজপুরের আমতলা এলাকায়। আলামীন সদরঘাট এলাকায় লঞ্চে লঞ্চে ফেরি করে রুটি বিক্রি করত। লোকমুখে জানা যায়, সে সাঁতার জানতো না। গত শুক্রবার শেষবারের মতো তাকে রুটি বিক্রি করতে দেখা যায়। এরপর থেকেই সে নিখোঁজ ছিল। গতকাল বুড়িগঙ্গায় লাশ উদ্ধারের খবর শুনে আলামীনের চাচা ওহেদুল শেখ আসলে লাশটি আলামীনের বলে শনাক্ত করেন।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন, লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

The Daily Star DHAKA WEDNESDAY JANUARY 13, 2021,

Road crash kills two

OUR CORRESPONDENT, MYMENSINGH

At least two people were killed and four others injured in a tragic road accident at Netrakona Sadar upazila yesterday morning.

The deceased were identified as Selim Mia (35) and Emdadul Haque (37), both farm workers in profession.

Officer-in-Charge of Netrakona Sadar Police Station Md Tajul Islam said the accident took place on the Kendua-Madan in Raintreetola area of the upazila around 7:30am, when a sand-laden human-hauler from Netrakona town skidded off the road and crashed into some farm workers huddled around a fire beside the road, he said quoting locals.

Police have seized the human-hauler, but its driver managed to flee the scene. A case was lodged in this regard.

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১২ জানুয়ারি ২০২১,

বাসে হঠাৎ আগুন, দগ্ধ হয়ে ঘুমন্ত চালকের মৃত্যু

কিশোরগঞ্জের ভৈরব

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ভৈরব*

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে গতকাল সোমবার ভোরে হঠাৎ একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন বাসটির চালক আবুল হোসেন (৫৮)। তিনি ওই বাসে ঘুমিয়েছিলেন। ভৈরব বাসস্ট্যান্ড এলাকা লাগোয়া বঙ্গবন্ধু সরণিতে রাখা ছিল বাসটি।

গতকাল দগ্ধ হয়ে নিহত চালক আবুল হোসেনের বাড়ি নরসিংদীর পলাশের খালিশারটেক গ্রামে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, গতকাল পুড়ে যাওয়া বাসটি ভৈরব ও ঢাকার মধ্যে যাতায়াত করে। বাসটি দুই দিন ধরে বাসস্ট্যান্ড এলাকা লাগোয়া বঙ্গবন্ধু সরণিতে থামিয়ে রাখা ছিল। গতকাল সকালে এটির ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা। এ কারণে চালক আবুল হোসেন রাতে বাসের ভেতরে ঘুমিয়েছিলেন। ভোর পাঁচটার দিকে বাসটি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। পরে পুরো বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ততক্ষণে বাসের ভেতরে থাকা চালক দগ্ধ হয়ে মারা যান।

ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহিন বলেন, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ধারণা করছেন, চালক আবুল হোসেন হয়তো কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। সেখান থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে।

এ নিয়ে আট দিনের ব্যবধানে ভৈরবে দুটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। এর আগে ৩ জানুয়ারি ভৈরব বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে আসা একটি চলন্ত বাসে আগুন ধরে যায়। আগুনে বাসের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে গেলেও এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার, ২৯ পৌষ ১৪২৭ | ১৩ জানুয়ারি ২০২১

রাঙ্গামাটিতে বেইলি ব্রিজ ভেঙে ট্রাক নদীতে, নিহত ৩

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো আট জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

রাঙ্গামাটিতে বেইলি ব্রিজ ভেঙে ট্রাক নদীতে পড়ে চালকসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো আট জনের মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার ও গতকাল মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

রাঙ্গামাটি : রাঙ্গামাটির কুতুকছড়িতে ইটের কংকরবোঝাই ট্রাক পারাপারের সময় বেইলি ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ে ট্রাকের চালকসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। গতকাল কুতুকছড়ি বাজারসংলগ্ন রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কের বেইলি ব্রিজ নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, চালক আরাফাত হোসেন এবং তার দুই সহযোগী বাচ্চু ও জাহিরুল ইসলাম। বর্তমানে রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ঘটনার পর নানিয়ারচর সেনা জোন, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস যৌথ বাহিনী উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। রাঙ্গামাটি কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা কবির হোসেন জানান, তিন জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

খবর পেয়ে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক এ কে এম মামুনুর রশিদ, সড়ক ও জনপদের নির্বাহী প্রকৌশলী শাহে আরিফিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল তাপশ রঞ্জন ঘোষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

উখিয়া (কক্সবাজার): কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের বালুখালী টিভি টাওয়ার এলাকায় সেন্টমার্টিন সার্ভিসের ধাক্কায় টমটম চালকসহ দুই জন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন—টমটম চালক পালংখালী বটতলী এলাকার জাফর আলম ও নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ইউনিয়নের নোয়াপাড়ার মনির আহমদ (২২)।

পীরগাছা (রংপুর) : পীরগাছায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আলতাব হোসেন (৫০) নামে এক বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার উপজেলার দেউতি এলাকায় রংপুর-সুন্দরগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আলতাব উপজেলার পানসিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উপজেলার বটতলায় পশুখাদ্যের ব্যবসায়ী।

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার): কুলাউড়ায় ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক বাঁকে মোড় নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক শাহ আলম (৪০) নিহত হয়েছেন। গত সোমবার উপজেলার ৪ নম্বর জয়চণ্ডী ইউনিয়নের ঘাগটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার কাহনিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

নেত্রকোনা : মদনে লড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে গেলে দুই জন নিহত এবং তিন জন আহত হয়েছেন। গতকাল কাইলাটি ইউনিয়নের মৌজে বালি নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—শিবপ্রসাদপুর গ্রামের ভ্যানচালক সেলিম মিয়া (৩৮) এবং মৌজেবালি গ্রামের কৃষক এমদাদুল হক (৩০)।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

কালের কণ্ঠ

৩০ পৌষ ১৪২৭। ১৪ জানুয়ারি ২০২১

গুলশানে আমিরাত ভিসা সেন্টারে এসি বিস্ফোরণ, নিহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর গুলশানে সংযুক্ত আরব আমিরাত দূতাবাসের ভিসা প্রসেসিং কার্যালয়ে এসি বিস্ফোরণে আবদুল আজিজ (৩৫) নামে এক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল বুধবার এসি মেরামত করার সময় এ বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন আরো সাতজন।

গুলশান ২ নম্বরে ৯৩ নম্বর রোডের ১৪ তলাবিশিষ্ট এম্পোরি ফিন্যানশিয়াল সেন্টারের নিচতলায় এই এসি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভিসা প্রসেসিং কার্যালয়। তবে মূল দূতাবাস বা রাষ্ট্রদূতের বাসভবন এই এলাকায় নয়। ভবনটির কেন্দ্রীয় এসি মেরামত করার সময় বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। এতে এসি মেরামতকর্মী আজিজ ঘটনাস্থলেই মারা যান।

গুলশান থানার ওসি আবুল হাসান বলেন, 'ওই ভবনে এসি বিস্ফোরণের ঘটনায় সাতজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছয়জনকে ইউনাইটেড হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আর এসি বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে আমিরাত দূতাবাসের ভিসা প্রসেসিং সেন্টারে।'

ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, ভবনটির নিচতলার কিছু অংশ এসি কন্ট্রোল রুম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এসি বিস্ফোরণের একপর্যায়ে আগুন ধরে যায়।

ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার, ৩০ পৌ
১৪ জানুয়ারি ২০২১

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চাচা-ভাতিজাসহ তিন জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চাচা-ভাতিজাসহ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউএনওসহ আরো ছয় জন। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) : সরিষাবাড়ীতে বুধবার সকালে বাসচাপায় মোটরসাইকেলের আরোহী চাচা ও ভাতিজার মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা হলেন—কামরাবাদ ইউনিয়নের বড় বাড়িয়া গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে ছাইদুল ইসলাম (২০) ও তার ভাতিজা খোকন মিয়ার ছেলে আকাশ (১৪)। মোটরসাইকেলে করে তারা শিমলা বাজার হতে বাড়ি ফিরছিলেন। পপুলার ব্রিজ এলাকায় এলে ঢাকাগামী বাস মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়।

তারাগঞ্জ (রংপুর) : তারাগঞ্জ উপজেলায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে নাইটকোচের সুপারভাইজার রেজাউল করিম মারা গেছেন। বুধবার সকালে উপজেলার রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের খুনিয়ার দোলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত রেজাউল করিম রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার জাগি সুটিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। এ সময় নাইটকোচের দুই জন যাত্রী আহত হয়।

তারাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি কেরামত আলী জানান, মঙ্গলবার রাতে নাইটকোচটি যাত্রী নিয়ে ঢাকা থেকে দিনাজপুরের উদ্দেশে যাত্রা করে। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের তারাগঞ্জ উপজেলার খুনিয়ার দোলা নামক স্থানে পৌঁছলে একই দিক থেকে ছেড়ে আসা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে কোচের সুপারভাইজার মারা যায়।

সমকাল

১৪ জানুয়ারি ২০২১ | ৩০ পৌষ ১৪২৭

ঝিনাইদহের শৈলকূপা

ট্রাক-করিমন মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৬

■ শৈলকূপা (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী করিমনের (তিন চাকার স্থানীয় যান) মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের মদনডাঙ্গার শ্রীরামপুর নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। একজন ছাড়া তাৎক্ষণিক নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। তারা সবাই নির্মাণ শ্রমিক বলে জানা গেছে। তাদের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া জেলার হাতিয়া আব্দালপুর গ্রামের একটি বাড়িতে নির্মাণকাজ শেষে করিমনে সিমেন্ট মিক্সচার মেশিনসহ বাড়ি ফিরছিলেন তারা। শৈলকূপার কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের মদনডাঙ্গা এলাকার শ্রীরামপুর নামক স্থানে এলে শ্রমিকবাহী করিমনের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা কুষ্টিয়াগামী সিমেন্ট বোঝাই একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ৬ শ্রমিক নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় নিহতদের ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠান। আহত চার শ্রমিককে একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শৈলকূপার রামচন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই শামীম আহম্মেদ জানান, সদর উপজেলার কলামনখালী গ্রামের কাসিম মন্ডল (৪৭) ছাড়া এখনও নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। তবে সবাই ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বাসিন্দা। আহত চারজনের মধ্যে তিনজনের পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন– সদর উপজেলার কলামনখালি গ্রামের করিমনের চালক রাব্বি হাসান (৩০), দক্ষিণ কাষ্টসাগরা গ্রামের রিপন হোসেন (৩৫) ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলার শাখারিদাহ গ্রামের মেহেদি হাসান (৩২)। তাদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সমকাল

শনিবার। ১৬ জানুয়ারি ২০২১। ২

নৌকায় দগ্ধ হয়ে ঘুমন্ত মাঝির মৃত্যু আহত ৪

■ কিশোরগঞ্জ অফিস

কিশোরগঞ্জের নিকলীতে নৌকায় আগুন লেগে জহুর উদ্দিন নামে এক মাঝি মারা গেছেন। নৌকায় থাকা তার ছেলে বাপ্পীসহ গুরুতর আহত হয়েছেন চারজন। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারা সবাই নৌকায় ঘুমিয়ে ছিলেন। অন্যরা হলেন– আবুল হাশেম, তারেক মিয়া ও গিয়াস উদ্দিন।

শুক্রবার উপজেলার সিংপুর ইউনিয়নের বাজারঘাটে এই ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া জহুর উদ্দিন নিকলীর মগলহাটি গ্রামের মৃত করিম উদ্দিনের ছেলে। আহত আবুল হাশেম একই ইউনিয়নের নগর গ্রামের আবু সামার ছেলে, তারেক মিয়া মীরহাটি গ্রামের ইসরাফিলের ছেলে ও গিয়াস উদ্দিন জারইতলা ইউনিয়নের সাজনপুর গ্রামের জহির উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সিংপুর বাজারে পৌষ মেলা ছিল। মেলা শেষে জহুর উদ্দিন তার ছেলে ও সঙ্গে থাকা লোকজন নিয়ে সিংপুর বাজারঘাটে ধনু নদীতে নৌকায় ঘুমিয়ে পড়েন।

শুক্রবার ভোরে নৌকায় আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা গিয়ে নৌকার ভেতর থেকে দগ্ধ পাঁচজনকে উদ্ধার করেন। তাদের বাজিতপুরের জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পর ঢাকায় পাঠানো হয়। ঢাকায় নেওয়ার পথে মাঝি জহুর উদ্দিনের মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের ধারণা, রাতে মশার কয়েল থেকে কম্বলে আগুন লাগে। পরে নৌকায় থাকা রান্নার কাজে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩০ পৌষ ১৪২৭
Dhaka : Thursday 14 January 2021

চট্টগ্রামে পুকুরে মিলল চালকের মরদেহ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম মহানগরীর একটি পুকুরে রিকশাচালক মোহাম্মদ কবিরের মরদেহের সন্ধান পাওয়া গেছে। বন্দর থানাধীন সল্টগোলা মিস্ত্রি পুকুর পাড় এলাকার মসজিদের পুকুর থেকে ওই রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছেন ডুবুরিরা। গত মঙ্গলবার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আগ্রাবাদ স্টেশনের ডুবুরি দল মরদেহটি উদ্ধার করেন। মোহাম্মদ কবিরের ভাইয়ের বরাত দিয়ে স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর সুবর্ণচর এলাকায়। গ্যারেজ থেকে রিকশা নিয়ে চালাতেন। মৃগী রোগ থাকায় তিনি পুকুরে ডুবে যান। ফায়ার সার্ভিস জানায়, সল্টগোলা মিস্ত্রি পুকুর পাড় এলাকার মসজিদের পুকুরে মোহাম্মদ কবির গত সোমবার দুপুরের দিকে পুকুরে গোসল করতে গেলে নিখোঁজ হন।

ইত্তেফাক

১৫ জানুয়ারি ২০২১

পঞ্চগড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু

■ পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড়ে বৃহস্পতিবার পিকআপ-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলেন রাজমিস্ত্রি উসমান গনি (৫০)। জেলার সদর উপজেলার পঞ্চগড়-ঢাকা মহাসড়কের শিংপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। উসমান গনি সদর উপজেলার পঞ্চগড় ইউনিয়নের সুরিডিটা এলাকার আব্দুর রহমানের ছেলে। পঞ্চগড় থানার ওসি আবু আককাছ আহমেদ জানান, পিকআপটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক। অভিযোগ পেলে পরবর্তীতে আইনিব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে বাস উলটে সাত যাত্রী আহত

গাংনী (মেহেরপুর) সংবাদদাতা জানান, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজের সামনে বৃহস্পতিবার ভোরে একটি যাত্রীবাহী বাস উলটে হেলপারসহ সাত যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সমকাল
রোববার | ১৭ জানুয়ারি ২০২১ | ৩

তেজগাঁওয়ে গাড়ির সার্ভিসিং সেন্টারে আগুন, দগ্ধ ১২

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের গুলশান লিংক রোডে একটি গাড়ির সার্ভিসিং সেন্টারে অগ্নিকাণ্ডে ১২ জন দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল শনিবার এ ঘটনা ঘটে। পরে আহতদের উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। সেখানে গুরুতর দগ্ধ চারজনকে ভর্তি করা হয়েছে। অপর আটজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

আহতরা হলেন– ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনাল নামে ওই সার্ভিসিং সেন্টারের ইঞ্জিনিয়ার সাকিবুল ইসলাম শিমুল, হায়দার আলী, কর্মচারী মো. জুয়েল, টেকনিশিয়ান রবিউল ইসলাম, সুনাম, গাড়িচালক আলী আকবর, রুবেল হাওলাদার, মাসুদ রানা, মো. রিপন, শাহিন, আহাদ ও সুমন।

ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাসেল শিকদার জানান, দোতলা ভবনের নিচতলার ওয়ার্কশপে দুপুর ২টার দিকে আগুন লাগে। সার্ভিসিংয়ের সময় একটি প্রাইভেটাকারের ইঞ্জিন অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গেলেও তার আগেই আগুন নিভে যায়।

আহতরা হাসপাতালে জানান, ঘটনার সময় ওয়ার্কশপের ভেতর একই সঙ্গে কয়েকটি গাড়ির সার্ভিসিং চলছিল। এর মধ্যে হঠাৎ একটি প্রাইভেটকারের ইঞ্জিন থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। সেই আগুন আশপাশেও ছড়িয়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা প্রায় সবাই দগ্ধ হন। তাদের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন গিয়ে তাদের উদ্ধার করেন।

সার্ভিসিং সেন্টারের ম্যানেজার হাবিবুর রহমান পাশা জানান, আগুনে প্রথমে ওই গাড়ির ভেতরের অংশের জিনিসপত্র পুড়ে যায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও আগুনের শিখায় ঝলসে যান।

বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক পার্থ শংকর পাল জানান, দগ্ধদের মধ্যে গাড়িচালক আলী আকবর বেশি দগ্ধ হয়েছেন। তার শরীরের ২০ ভাগ পুড়ে গেছে। এ ছাড়া জুয়েলের শরীরের ১৮, রবিউল ও রুবেলের ১৪ ভাগ পুড়ছে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ওসি বিপ্লব কিশোর শীল সমকালকে বলেন, ফায়ার সার্ভিস বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। পাশাপাশি পুলিশও ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। এ ক্ষেত্রে কোনো পক্ষের গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৫ জানুয়ারি ২০২১
১ মাঘ ১৪২৭

বাউফল (পটুয়াখালী) : লঞ্চের ধাক্কায় নৌকা ডুবিতে নিখোঁজ জেলে মনির হোসেন মৃধার (৩২) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। চার দিন পর বৃহস্পতিবার বাউফল উপজেলার ধুলিয়া লঞ্চঘাট এলাকার তেঁতুলিয়া নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

NEW AGE
SATURDAY, JANUARY 16, 2021,

One killed as auto-rickshaw hits police car

Our Correspondent
Moulvibazar

A TEA garden worker was killed and four other people were injured when a CNG-run auto-rickshaw collided head on with a police car that was in a motorcade escorting a local member of parliament at Kamalganj in Moulvibazar on Friday.

The accident took place at about 10:30am at Magurchhara area near Lauwachhara National Park in the upazila.

Kamalganj Police Station and Srimangal Upazila Health Complex officers said that MP Abdus Shahid was going to attend a government function at Kamalganj on Friday morning.

A speeding auto-rickshaw rammed into the police car at about 10:30pm.

Five passengers of the auto-rickshaw were badly injured, said Kamalganj Police Station officer-incharge Arifur Rahman.

They were admitted to Srimangal Upazila Health Complex.

The injured are Liton Nayek, 25, Chunu Roy, 45, Mamni, 20, Gauri Roy, 50, and Sabita Roy, 20.

Liton Nayek and Chunu Roy were shifted to Sylhet Osmani Medical College Hospital as their condition deteriorated, but Liton died in the evening, said Srimangal Upazila Health Complex doctor Pinaki.

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২ মাঘ ১৪
১৬ জানুয়ারি ২০২১

সাভারে বাসচাপায় পোশাক শ্রমিক নিহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বাসচাপায় এক তৈরি পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছে। নিহতের নাম রিয়াজুল ইসলাম (২৪)। গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের নবীনগর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিয়াজুল টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার নছোপা গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে। সে আশুলিয়ার চক্রবর্তী মোল্লা কলোনিতে ভাড়া থেকে স্থানীয় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় সুপারভাইজার হিসেবে চাকরি করত। সাভার হাইওয়ে পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকালে রিয়াজুল নবীনগরে একটি চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। এ সময় পলাশ পরিবহন নামে একটি বাস তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই রিয়াজুলের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে নিহতের মৃতদেহ উদ্ধার করে সাভার হাইওয়ে থানা পুলিশ। তবে এ ঘটনায় বাস কিংবা চালককে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

সাভার হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, নিহত পোশাক শ্রমিক রিয়াজুলের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঘাতক বাসটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

অন্যদিকে সাভার বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) সামনে ঠিকানা পরিবহনের বাসকে সাভার পরিবহনের একটি বাস পেছন থেকে ধাক্কা দিলে ঠিকানা পরিবহনের ২০ যাত্রী আহত হয়। সাভার হাইওয়ে থানা পুলিশ বাস দুটিকে থানায় নিয়ে গেছে। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
সোমবার ১৮ জানুয়ারি ২০২১
৪ মাঘ ১৪২৭

নারী-শিশুসহ সড়কে ১৩ জনের প্রাণহানি

বগুড়া ও শেরপুর : বগুড়ায় মহাসড়কে ট্রাক উল্টে নিহত চালক রাসেল দিনাজপুর সদরের সিংড়ি এলাকার খোকন আলীর ছেলে। শহরতলির বাঁঘোপাড়া এলাকায় রোববার দুপুরে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। অপরদিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শেরপুরের কাঁঠালতলা এলাকায় ট্রাকের পেছনে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আব্দুল খালেক নামের এক যুবক নিহত হন।

সোমবার, জানুয়ারি ১৮, ২০২১ ■ মাঘ ৪, ১৪২৭ বণিক বার্তা

সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও পাবনায় শনিবার রাত ও রোববার একাধিক সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

বগুড়া : জেলার শেরপুর উপজেলা ও আদমদীঘি উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন।

শেরপুর উপজেলার শাহবন্দেগী ইউনিয়নের হামছায়াপুর কাঁঠালতলায় থেমে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়া পিকআপের হেলপার আব্দুল খালেক (৩৯) নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে নিহত হেলপার টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার লাইকল এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে।

বগুড়ার শেরপুর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, পঞ্চগড় থেকে কাঠবোঝাই পিকআপটি ঢাকার পথে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ওই স্থানে পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং মহাসড়কের পাশে দাঁড়ানো পাথরবোঝাই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ওই পিকআপের হেলপার আব্দুল খালেক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। মরদেহ উদ্ধার করে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া চালক পালিয়ে গেলেও দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপটি জব্দ করা হয়েছে।

অন্যদিকে বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলা সদরের ডহরপুর গ্রামের রাজমিস্ত্রি আবু বক্কর (৫০) শনিবার রাত ৮টার দিকে আদমদীঘি বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে ছাতিয়ানগ্রাম সড়কে ডহরপুর রাস্তায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টর তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। আহত আবু বক্করকে আদমদীঘি হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত আবু বক্কর উপজেলা সদরের ডহরপুর গ্রামের রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে। সে রাজমিস্ত্রির কাজ করত।

বগুড়ার আদমদীঘি থানার অফিসার ইনচার্জ জালাল উদ্দিন জানান, ট্রাক্টরটি আটকের চেষ্টা চলছে।

সিরাজগঞ্জ : জেলার উল্লাপাড়ায় বিধবা ভাতা নিতে আসার পথে মহাসড়ক পারাপারের সময় প্রাইভেটকারের চাপায় বেজারি রানী (৫৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন।

গতকাল দুপুরে হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কে উল্লাপাড়া উপজেলার দবিরগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বেজারি রানী উল্লাপাড়া উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের উত্তর কালিকাপুর গ্রামের মৃত কমলের স্ত্রী।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম হিরো জানান, ওই নারী বিধবা ভাতা উত্তোলনের জন্য দবিরগঞ্জ বাজার এলাকায় ব্যাংক এশিয়ায় (এজেন্ট শাখা) আসছিলেন। মহাসড়ক পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির প্রাইভেটকার তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তিনি মারা যান।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট আমিনুল ইসলাম খবরটি নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সেখানে কাউকে পায়নি এবং ঘাতক যানবাহনটি জব্দ করা সম্ভব হয়নি।

পাবনা : পাবনার চাটমোহরে দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে আনোয়ার হোসেন ফেলা (৭৯) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিনজন। শনিবার রাত ৮টার দিকে পাবনা-চাটমোহর সড়কের মুলগ্রাম ইউনিয়নের রেলবাজার মোহাম্মদপুর কওমি মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত ফেলা উপজেলার মুলগ্রাম ইউনিয়নের চকউথলী গ্রামের মৃত ওয়াজ সরদারের ছেলে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১৯ জানুয়ারি ২০২১ | ৫ মাঘ ১৪২৭

পুলিশসহ সড়কে নিহত ১৩

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যসহ ১৩ জন নিহত হয়েছেন। রোববার রাত থেকে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে। লালমনিরহাটে ট্রাকের চাপায় একজন এসআই ও এক কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে। চুয়াডাঙ্গায় আলমসাধু ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মারা গেছেন স্বামী-স্ত্রী। এ সময় আরও ৩ জন আহত হয়েছেন। হবিগঞ্জের মাধবপুরে মৃত মাকে দেখতে গিয়ে সড়কে প্রাণ গেল ছেলের। এছাড়া ঢাকার ধামরাই, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, জামালপুর, হবিগঞ্জ, পিরোজপুর, নেত্রকোনা ও মানিকগঞ্জে বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনায় বাকিদের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ঘনকুয়াশার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস, এতে ২০ যাত্রী আহত হয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

লালমনিরহাট : ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী হাতীবান্ধা থানার দুই পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। সোমবার দুপুরে হাতীবান্ধা উপজেলার খানের বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে চালক পলিয়ে গেছেন। নিহতরা হলেন—হাতীবান্ধা থানা পুলিশের বিশেষ শাখার (ডিএসবি) এসআই আব্দুল মতিন ও কনস্টেবল হাজী মুজিবুল ইসলাম।

এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুইজন। সোমবার বিকালে নগরীর কাপ্তানবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কামরুল নগরীর বিষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা।

চট্টগ্রাম : কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় ইব্রাহিম নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নগরীর টাইগারপাস মোড়ে রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইব্রাহিম চকবাজার থানার ল্যাবরেটরি স্কুল এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

মোহনগঞ্জ (নেত্রকোনা) : সোমবার বিকালে নিজ হাড্ডুলি চাপায় চালক বাদশা মিয়া (২০) নিহত হয়েছেন। তিনি ঝিমটি গ্রামের রমজান মিয়ার ছেলে। ঝিমটি-তেতুলিয়া সড়কে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

ধামরাই (ঢাকা) : ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ধামরাইয়ের কচমচ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় লেগুনা ও দ্রুতি পরিবহণের একটি বাসের সংঘর্ষে কমলা বেগম নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি ধামরাই উপজেলার গাংগুটিয়া ইউনিয়নের দত্তনালাই গ্রামের গোলাম মোস্তফার স্ত্রী।

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) : সরিষাবাড়ীতে নসিমন (ভটভটি) খাদে পড়ে চালক আনিছুর রহমান আনিছের (৪৫) মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলার মহাদান ইউনিয়নের ফয়েজ মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। মহাদান ইউনিয়নের করগ্রাম গ্রামের আব্দুস ছাত্তারের ছেলে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৯ জানুয়ারি ২০২১,

নারায়ণগঞ্জ

শ্রমিক নিখোঁজ

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা থেকে শীতলক্ষ্যা নদীতে পড়ে গিয়ে সাদ্দাম হোসেন (২৮) নামের এক পোশাকশ্রমিক নিখোঁজ হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় বন্দরের নবীগঞ্জ খেয়াঘাটে এ ঘটনা ঘটে। সাদ্দাম বন্দরের নবীগঞ্জ উত্তরপাড়া এলাকার মামুনের বাড়িতে পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন। তিনি সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইলের লিচুলিয়া পোশাক কারখানায় কাজ করতেন বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে বন্দর থানার ওসি ফখরুদ্দীন ভূঁইয়া জানান, সকাল সাড়ে আটটার দিকে অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই একটি নৌকা নবীগঞ্জ খেয়াঘাট থেকে হাজীগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। মাঝনদীতে যাওয়ার পর প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকাটি হেলেদুলে ওঠে। এতে নৌকার মাঝি কালুন মিয়া, পোশাকশ্রমিক সাদ্দাম হোসেনসহ তিনজন নদীতে পড়ে যান। মাঝিসহ এক যাত্রী নৌকায় উঠতে পারলেও নিখোঁজ হন সাদ্দাম। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরিদল তাঁর খোঁজে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

সংবাদ
মঙ্গলবার ৫ মাঘ ১৪২৭
Thuesday 19 January 2021

ভাটার টানে ট্রলার ডুবে ঘুমন্ত শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে ভাটার টানে ট্রলার ডুবে ঘুমন্ত ১ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আরো এক শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছে। গত রোববার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার তালা গ্রামের মধুমতি নদীর বালুরঘাট থেকে ১ শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। উদ্ধারকৃত শ্রমিক হলেন, ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার আব্দুল্লাহপুর গ্রামের আব্দুল গণির ছেলে রিপন চৌকিদার (২২)। ওই ট্রলারের অপর শ্রমিক একই গ্রামের শাহজাহান পাটোয়ারীর ছেলে বিল্লাল পাটোয়ারী (২৮) নিখোঁজ রয়েছেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার
২০ জানুয়ারি ২০২১। ৬ মাঘ ১৪২৭

সড়ক দুর্ঘটনায় ইজি বাইক চালক নিহত

মানিকগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় শাহ আলম নামে এক ইজিবাইক চালক নিহত হয়েছেন। মানিকগঞ্জ-সিংগাইর সড়কের কিটিংচর এলাকায় গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম শাহ আলমের বাড়ি সিংগাইর উপজেলার আংকারা গ্রামে। পুলিশ জানায়, মানিকগঞ্জ-সিংগাইর সড়কের কিটিংচর নামক স্থানে সোমবার সকালে বাস-ইজিবাইক সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ইজিবাইক চালক শাহ আলম নিহত হন। আহত হন ১৫ জন। গুরুতর আহত পাঁচজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। –মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

সময়ের আলো
মঙ্গলবার ● ১৯ জানুয়ারি ২০২১

সড়ক যেন মৃত্যুফাঁদ

বাসের চাকায় থেমে গেল দম্পতির জীবন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

আকাশ ও মিতুর এই ছবি এখন কেবলই স্মৃতি। তাদের মেয়ে আফরানের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ● সময়ের আলো

একমাত্র মেয়ে আফরানকে (৪) নিয়ে রাজধানীর দক্ষিণখানের মোল্লারটেক এলাকায় ভাড়া থাকতেন আকাশ ইকবাল (৩৩) ও মায়া হাজারিকা মিতু (২৫) দম্পতি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করতেন। রোজ সকালে অফিসেও যেতেন একসঙ্গে। মোটরসাইকেলে করে স্ত্রীকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে নিজের কর্মস্থলে যেতেন স্বামী আকাশ। অফিস শেষে দুজনে বাসায়ও ফিরতেন একসঙ্গে। একমাত্র মেয়েকে নিয়েই কাটত তাদের অবসর। গত সপ্তাহে স্কুলেও ভর্তি করিয়েছিলেন মেয়েকে। তাকে নিয়ে বেশ সুখেই ছিলেন এ দম্পতি। কিন্তু এ সুখ এরপর পৃষ্ঠা : ৯ কলাম ৫

আর বেশি দিন স্থায়ী হলো না। বেপরোয়া গতির একটি বাসা মুহূর্তেই কেড়ে নিয়েছে তাদের জীবন। সোমবার রাজধানীর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সড়কে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। বিমানবন্দর সড়কে পদ্মা অয়েল পাম্পের পাশে আজমেরি পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় চিরকালের জন্য থেমে যায় তাদের জীবন। সে সঙ্গে তাদের একমাত্র মেয়ে আফরানের জীবনেও ছিটকে পড়ল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে। এ ঘটনায় বাসটি জব্দ করা গেলেও চালক ও হেলপার পলাতক। নিহত আকাশের ফুফাতো ভাই মো. মিজানুর রহমান মিন্টু জানান, ফরিদপুর সদর থানার ধুলদি গ্রামের শেখ জাফর আকবালের ছেলে আকাশ। স্ত্রী মায়ার বাড়িও একই এলাকায়। ৬-৭ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। একমাত্র মেয়ে আফরানকে নিয়ে তারা দক্ষিণখান মোল্লারটেক তেঁতুলতলা উদয়ন স্কুলের পাশে একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন। উত্তরায় একটি ডেভেলপার কোম্পানিতে আকাশ আর বিমানবন্দরে হোটেল লেক ক্যাসেল রেস্টুরেন্টে চাকরি করতেন মায়া। তিনি আরও জানান, প্রতিদিন মোটরসাইকেলে করে একসঙ্গে বাসা থেকে বের হতেন তারা। মায়াকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে নিজের অফিসে যেতেন আকাশ। অফিসে যাওয়ার সময় মেয়েকে তার নানা-নানির কাছে রেখে যেতেন। সোমবারও তারা একসঙ্গে বের হয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েকে নিয়ে আর ফেলা হলো না। বাসচাপায় তাদের সব স্বপ্ন নিভে গেল। একটি দুর্ঘটনায় সব শেষ হয়ে গেল। মা-বাবাকে হারিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তৈরি হয়েছে মেয়েটির। এ ছাড়া গ্রামে থাকা আকাশের মা-বাবাও পরিবারের উপার্জনক্ষম ছেলে ও তার স্ত্রীর মৃত্যুতে ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা পড়েছেন। তাদের মৃত্যুতে আফরানের কী হবে তাই ভেবে পাচ্ছে না পরিবার ও স্বজনরা।

বিমানবন্দর থানার এসআই ইমরান হোসেন জানান, সোমবার সকালে স্বামী-স্ত্রী মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় পদ্মা অয়েল পাম্পের পাশে আজমেরি পরিবহনের একটি বাস তাদের মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তারা নিহত হন। ঘটনার পরপরই বাসটি জব্দ করা হলেও চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে নিহত মায়ার বাবা মানিক মিয়া বাদী হয়ে বিমানবন্দর থানায় সড়ক পরিবহন আইনে একটি মামলা করেছেন। চালক ও হেলপারকে ধরতে সম্ভাব্য সব জায়গায় অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে দুজনের লাশের ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মেকানিকের মৃত্যু : রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পাশে একটি ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহমেদ সোবহান (২১) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোবহান পাশের একটি মোটরসাইকেল ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। ওয়ার্কশপের মালিক মনির জানান, সোবহানের বাবার নাম শাহজাহান। পরিবারের সঙ্গে চকবাজার কামালবাগ এলাকার দেবীদাসঘাট লেনের ৩০/৮ বাসায় থাকতেন সোবহান। চার ভাইয়ের মধ্যে ছোট ছিলেন তিনি। মনির আরও জানান, দুই মাস ধরে সোবহান তার ওয়ার্কশপে কাজ করছে। সোমবার দুপুরে কাজ করার এক ফাঁকে পাশের ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে যায় সে। একটু পর ওই দোকানের মালিক দিলীপ এসে জানান, সোবহান তার দোকানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে আছে। অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকাল ৩টায় মৃত ঘোষণা করেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২১ জানুয়ারি ২০২১
৭ মাঘ ১৪২৭

ফরিদপুরে ৪ জনসহ সড়কে নিহত ১৩

যুগান্তর ডেস্ক

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাস উল্টে ৪ যাত্রী নিহত ও আহত হয়েছেন ৩০ জন। এছাড়া রাজধানীতে বাসসের টেলিফোন অপারেটরসহ ২ জন, পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ছেলে, ময়মনসিংহের ত্রিশালে ১ জন, পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় ট্রলিচালক, চট্টগ্রামের চন্দনাইশে পথচারী ও রাউজানে মাদ্রাসাছাত্রী, দক্ষিণ সুনামগঞ্জে শিশু এবং কক্সবাজারের উখিয়ায় মোটরসাইকেল আরোহীর প্রাণ গেছে। যুগান্তর প্রতিবেদন এবং প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : মাওয়া-ভাঙ্গা হাইওয়ে এক্সপ্রেস মহাসড়কের বগাইল টোল প্লাজার ওপর একটি লোকাল বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৪ জন নিহত হয়েছেন। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় নতুন টোল প্লাজার আইল্যান্ডের ওপর উঠে বাসটি উল্টে যায়। নিহতরা হলেন— চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার আলমাছের ছেলে রশিদ মোল্লা (৫২), ফরিদপুরের নগরকান্দা থানার ডাঙ্গি গ্রামের জাহানারা বেগম (৪৫) ও একই থানার আইনপুর গ্রামের নাছিমা বেগম (৩০) ও অজ্ঞাত নারী (২০)।

রাজধানী : ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) একটি ময়লার গাড়িচাপায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সিনিয়র টেলিফোন অপারেটর মোহাম্মদ খালিদ মুন্না (৫৩) নিহত হয়েছেন। গেণ্ডারিয়ার দয়াগঞ্জ মোড়ে বুধবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুন্না ছিলেন মোটরসাইকেল আরোহী। অপরদিকে বুধবার সকালে কামরাঙ্গীরচর সিকশন বেড়িবাঁধে পিকআপের ধাক্কায় আব্দুর রশিদ নামে এক পথচারী নিহত হন।

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) : কলাপাড়ার মহিপুর থানার নিজশিববাড়িয়া গ্রামে বুধবার সকালে টমটম উল্টে চাপা পড়ে নিহত স্কুলছাত্রের নাম বাবুল (১১)। দুর্ঘটনায় তার বাবা টমটমচালক রুহুল আমিনের বাম পা ভেঙে গেছে। মোয়াজ্জেমপুর থেকে নিজের টমটমে চাদল গাছ নিয়ে আমতলা গ্রামের স-মিলে যাচ্ছিল তারা।

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) : ত্রিশালে বাস ও সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ফাতেমা (৫০) ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার নওপাড়া গ্রামের ভাটিরচরের বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় ৫ জন আহত হয়েছেন। ত্রিশাল-বালিপাড়া সড়কের শেখ বাজার মোড়ে বুধবার এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভাণ্ডারিয়া ও মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) : ভাণ্ডারিয়া উপজেলার তেলিখালী মাদ্রাসাসংলগ্ন এলাকায় ট্রলি উল্টে নিহত চালক হেলাল উদ্দিন (২৮) মঠবাড়িয়া উপজেলার ছোট মাছুয়া গ্রামের আ. জব্বার হাওলাদারের ছেলে। তেলিখালী থেকে মালামাল নিয়ে ভাণ্ডারিয়ার দিকে আসার সময় বুধবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর
বুধবার ২০ জানুয়ারি ২০২১
tutorial.jugantor@gmail.

দুই নারীসহ সড়কে নিহত ৪

আগৈলঝাড়ায় আহত ৭

যুগান্তর ডেস্ক

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে হ্যালোবাইক চালক, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ ও দিনাজপুরে ২ নারী এবং ঝালকাঠিতে অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছে। বরিশালের আগৈলঝাড়ায় আহত হয়েছে ৭ টেম্পোযাত্রী। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) : হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ সড়কে বাস ও হ্যালোবাইকের সংঘর্ষে নিহত হ্যালোবাইক চালক শাহ আলম (৪৫) উপজেলার পৌর আঙ্গারিয়া মহল্লার মৃত দলিল উদ্দিন বেপারির ছেলে। পরে বাসটি খাদে পড়ে গেলে ১৩ যাত্রী আহত হয়।

শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) : শিবগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত শওকত আরা (৬০) মোবারকপুর ইউনিয়নের রানীবাড়ি গ্রামের তাফজুল ইসলামের স্ত্রী। বাবার বাড়ি চাকলা থেকে হেটে নিজ বাড়ি ফেরার পথে তিনি দুর্ঘটনায় পড়েন।

ঝালকাঠি : ঝালকাঠিতে লেগুনা ও অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত অটোরিকশাচালক সোহেল খলিফা (৩৩) দক্ষিণ বাউকাঠি গ্রামের জালাল খলিফার ছেলে।

সংবাদ
বুধবার ৬ মাঘ ১৪২৭
Wednesday 20 January 2021

গোপালগঞ্জে সড়কে ঝরল ২ প্রাণ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে মাছবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রিক্সার ওপর পড়ে রিক্সা যাত্রীসহ ২ জন নিহত হয়েছেন। গত সেমবার রাত ৯টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার মান্দারতলায় এ সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলেন রিক্সাচালক গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার পারকশলী গ্রামের বাবলু শেখের ছেলে মো. রিয়াজুল শেখ ও রিক্সাযাত্রী বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার কাটাবুনিয়া গ্রামের লাল গাজীর ছেলে সুজন গাজী।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার
২১ জানুয়ারি ২০২১, ৭ মাঘ ১৪২৭

সড়কে প্রাণ গেল ৪ জনের

রূপান্তর ডেস্ক

রাজধানীসহ দেশের তিন জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ঢাকার পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। পটুয়াখালীর মহিপুরে গাছবোঝাই টমটম উল্টে এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ছাড়া পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় মালবাহী ট্রলি উল্টে এর চালক নিহত হয়েছেন। বিস্তারিত আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে :

ঢাকা : পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গতকাল দুপুরে গেণ্ডারিয়া এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় মো. খালিদ (৫৫) নামে মোটরসাইকেল চালক এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। খালিদ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসস-এর টেলিফোন অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়া একইদিন সকালে কামরাঙ্গীরচর সিকশন বেড়িবাঁধে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আব্দুর রশিদ (৬০) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন।

পটুয়াখালী : মহিপুরে গাছবোঝাই টমটম উল্টে বাবুল (১১) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে সদর ইউনিয়নের নিজশিববাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছেলে বাবুলকে সঙ্গে নিয়ে টমটমে চাম্বল গাছ বোঝাই করে মোয়াজ্জেমপুর থেকে মহিপুরের সামিলে নিয়ে যাচ্ছিলেন রুহুল আমিন। পথে নিজশিববাড়িয়া এলাকায় পৌঁছালে টমটমটি রাস্তার পাশে খাদে উল্টে পড়ে যায়। এতে গাছের নিচে চাপা পড়ে বাবুলের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। মহিপুর থানার ওসি মনিরুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়।

পিরোজপুর : ভাণ্ডারিয়ায় মালবাহী ট্রলি উল্টে এর চালক হেলাল উদ্দিন (২৮) নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার তেলিখালী মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হেলাল উদ্দিন মঠবাড়িয়া উপজেলার ছোট মাছুয়া গ্রামের আ. জব্বার হাওলাদারের ছেলে।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ৭ মাঘ ১৪২৭
Thursday 21 January 2021

বালিয়াকান্দিতে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রতিবন্ধীর মৃত্যু

প্রতিনিধি, বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী)

রাজশাহী-গোপালগঞ্জ রেল রুটের রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর এলাকায় টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে এক প্রতিবন্ধী কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। ওই কৃষকের নাম, আবু কেচির শেখ ওরফে কেচির পাগল (৩৫)। সে উপজেলার বেতেঙ্গা গ্রামের আসমত শেখের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কেচির শেখ একজন প্রতিবন্ধী কৃষক। গতকাল বুধবার জামালপুর বাজার থেকে ট্রেন লাইন দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। গোপালগঞ্জ থেকে রাজশাহীগামী টুঙ্গিপাড়া অসাবধানতাবশত কাটা পড়ে মারা যান। এতে তার দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। রাজবাড়ীর রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার তন্ময় দত্ত জানান, বুধবার সকালে ট্রেনে কাটা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি একজন প্রতিবন্ধী কৃষক।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার
২১ জানুয়ারি ২০২১। ৭ মাঘ ১৪২৭

ভাঙ্গায় বাস উল্টে নিহত ৪

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস উল্টে চারজন নিহত হয়েছেন। ভাঙ্গা উপজেলার বগাইল নামক স্থানে গতকাল এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হন আরও ২৫ জন। নিহতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন চুয়াডাঙ্গার আবদুর রশিদ মোল্লা (৫৭) ও জাহানারা বেগম। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. নিজামউদ্দিন।

মহাসড়কে উল্টে গেল ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি : নিজস্ব প্রতিবেদক- রাজশাহী জানান, রাজশাহীতে মোটরসাইকেল চালককে বাঁচাতে গিয়ে মহাসড়কে উল্টে গেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি পিকআপ গাড়ি। এতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িচালক গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন আরও চারজন। এছাড়া মোটরসাইকেলের চালকও আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠ পালপাড়া ঢালান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের গাড়িটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন থেকে পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর যাচ্ছিল।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ৭ মাঘ ১৪২৭
Thursday 21 January 2021

দুই জেলায় সড়কে ঝরল দুই চালক

ঝালকাঠি

জেলা বার্তা পরিবেশক, ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে সড়ক দুর্ঘটনায় সোহেল খলিফা (৩৩) নামে এক অটোরিকশা চালক নিহত এবং দুই যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে। আহতদের বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার নবগ্রাম-ঝালকাঠি সড়কের বাউকাঠি কাজীবাড়ি এলাকায় লেগুনা ও অটোরিকশার সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঝালকাঠি থানার উপ-পরিদর্শক অচিন্ত কুমার পাল বলেন, নিহত অটোরিকশাচালকের লাশ পরিবারের অনুরোধে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। আহত পিংকির অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সমকাল
২১ জানুয়ারি ২০২১

টঙ্গীতে প্যাকেজিং কারখানায় আগুন

■ টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে একটি প্যাকেজিং কারখানায় আগুন লেগে পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় তিন শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সাতাইশ তিলারগাতি এলাকায় এসকে ট্রিমস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

কারখানার ম্যানেজার আব্দুল মালেক তালুকদার জানান, কারখানার ভেতরে কার্টন তৈরির করগেট মেশিনে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে তা আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। পরে কারখানার শ্রমিক ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র অফিসার ইকবাল হাসান জানান, আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে করেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ২২ জানুয়ারি ২০২১
৮ মাঘ ১৪২৭

থানচিতে ৫ শ্রমিকসহ সড়কে নিহত ১০

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় বান্দরবানের থানচিতে জিপ উল্টে পাঁচ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া চুয়াডাঙ্গায় বাইসাইকেল আরোহী, হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে মোটরসাইকেল আরোহী, পাবনার চাটমোহরে যুবক, ফেনীর সোনাগাজীতে শিশু এবং লক্ষ্মীপুরে বৃদ্ধের প্রাণ গেছে। বরিশালের গৌরনদীতে কোস্টগার্ডের ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশের এসআইসহ চার সদস্য আহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বান্দরবান : থানচি উপজেলায় বৃহস্পতিবার নির্মাণাধীন সীমান্ত সড়কে জিপ গাড়ি উলটে পাঁচ শ্রমিক নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। মিয়ানমার সীমান্তবর্তী থানচি উপজেলার সদর ইউনিয়নের সীমান্ত সড়কে শ্রমিক বোঝাই জিপটি উলটে পাহাড়ের খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। নিহতদের চারজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন—চট্টগ্রামের বাজালিয়ার বাসিন্দার সিদ্দিক আহমেদের ছেলে মোহাম্মদ আশু (৫০) ও রুমা উপজেলার বাকলাই পাড়ার বাসিন্দার লালতম বমের ছেলে পায়েল বম (২৭), সাদ্দাম (২৪) এবং নাসির হোসেন (৩০)।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ৯ মাঘ ১৪২৭
২৩ জানুয়ারি ২০২১

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীসহ নিহত ১৪

শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) : গাছের সঙ্গে মাটি বহনকারী ট্রলির ধাক্কা লেগে ট্রলিচালক শিবগঞ্জ উপজেলার বড় দাদপুর সবলডাঙ্গা গ্রামের সানাউল্ল ওসমান (৪৫) নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে শিবগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের কয়লার দিয়াড় গ্রামে তার ভাইরা মানিকের বাড়ি বেড়াতে এসে শখ করে ট্রলি চালাতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২২ জানুয়ারি ২০২১,

নারায়ণগঞ্জ

লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীতে ঢেউয়ের তোড়ে অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে নিখোঁজের তিন দিন পর সাদ্দাম হোসেন (২৮) নামের একজনের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। গতকাল সকাল ১০টার দিকে বন্দর উপজেলার নবীগঞ্জ এলাকায় লাশটি পাওয়া যায়। সাদ্দাম নবীগঞ্জ এলাকার মোসলেম উদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে। তিনি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিক ছিলেন। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ্ আরেফিন জানান, সকালে শীতলক্ষ্যা নদীতে লাশ ভাসতে দেখে লোকজন ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে কর্মীরা গিয়ে লাশটি উদ্ধার করেন।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নিবার, জানুয়ারি ২৩, ২০২১ ■ মাঘ ৯, ১৪২৭ বণিক বার্তা

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় নিহত ৬

এদিকে একই দিন সন্ধ্যায় শেরপুর উপজেলার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ধনকুণ্ডি এলাকায় কাভার্ড ভ্যান ও পিকআপের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপের চালক হিরা মিয়া (২৫) নিহত হন। তিনি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার গারুদাহ গ্রামের বকুল মিয়ার ছেলে।

হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জাহাঙ্গীর পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবার, ৮ মাঘ ১৪
২২ জানুয়ারি ২০২১

ইসলামপুরে ট্রেনের ধাক্কায় রিকশা আরোহীর মৃত্যু

■ জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরের ইসলামপুরে অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ে ট্রেনের ধাক্কায় এক জন রিকশা আরোহীর প্রাণ গেছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে ঋষিপাড়া রেলক্রসিংয়ে রিকশাযোগে পার হওয়ার সময় দেওয়ানগঞ্জ থেকে আগত ঢাকাগামী কমিউটার-২ ট্রেনের ধাক্কায় তিনি মারা যান। নিহত জয়নাল জামালপুর পৌর এলাকার চামড়া গুদামের খলিলুর রহমানের ছেলে। তিনি জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের ওয়ার্ড বয় ছিলেন। দুর্ঘটনায় আহত রিকশা চালক খলিলকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জামালপুর রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা মোহাম্মদ খবির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর

শুক্রবার ২২ জানুয়ারি ২০২১
৮ মাঘ ১৪২৭

আড়াইহাজারে স্পিনিং মিলে ভয়াবহ আগুন

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

আড়াইহাজারে পৌরসভা এলাকার ঝাউগড়ায় জাহিন স্পিনিং মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে কয়েক কোটি টাকার মালামাল ও যন্ত্রপাতি পুড়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে মিলটি পুরো ভস্মীভূত হয়ে যায়।

আড়াইহাজার ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ইনচার্জ শাহজাহান জানান, রাত ১টায় আগুন লাগার পর বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টায় তা নিয়ন্ত্রণে আসে। আড়াইহাজার, কাঞ্চন, মাধবদী ও সোনারগাঁয়ের সাতটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতি এখনো নিরূপণ করা যায়নি।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম জানান, কিভাবে আগুন লাগল তা এখনো জানা যায়নি। এ ঘটনায় তদন্ত করে যদি কারও দোষ পাওয়া যায় অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালের কণ্ঠ

৯ মাঘ ১৪২৭। ২৩ জানুয়ারি ২০২১

গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দুই শিশুসহ নিহত ৩

বিশেষ প্রতিনিধি, কক্সবাজার ৮

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ইউনিয়নে বেলুনে গ্যাস ভরার কাজে ব্যবহৃত সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দুই শিশুসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ইউনিয়নের মাতারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গতকাল শুক্রবার এই ঘটনা ঘটে। এতে ইউনিয়নের মিয়াজির পাড়ার বলির পাড়ার আজিজুর রহমানের ছেলে এরশাদুর রহমান (১০) ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অন্য দুজন চিকিৎসাধীন।

আহত মিয়াজির পাড়ার জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে এহসান (১২) ও বেলুন বিক্রেতা মোহাম্মদ জসিমকে (৩৫) কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁদের। বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করতে গিয়ে আরো ১৫ জন আহত হয়। আহতদের কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মাতারবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাস্টার মোহাম্মদউল্লাহ বলেন, 'শাহ মজিদিয়া মাদরাসার বার্ষিক ধর্মীয় সভার আয়োজন ছিল। এই উপলক্ষে সকাল থেকে মাদরাসাসংলগ্ন এলাকাগুলোয় নানা ধরনের দোকানপাট বসে। পাশের স্কুল মাঠের বেলুনের একটি দোকান থেকে বিস্ফোরণটি ঘটে।'

মহেশখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, 'মাতারবাড়ীর ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত। ঘটনার তদন্ত করা হবে।'

বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

শনিবার
২৩ জানুয়ারি ২০২১। ৯ মাঘ ১৪২৭

বরফ কলে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ১

বরগুনা প্রতিনিধি

পাথরঘাটায় বরফ কলের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পাথরঘাটা পৌরসভায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শাহজাহান ওরফে সম্রাটের (৪৫) বাড়ি পিরোজপুরের পাড়েরহাটের বাদুড়া গ্রামে। তিনি ওই বরফ কলের মিস্ত্রি ছিলেন। দমকল বাহিনী ও এলাকাবাসী জানায়, পৌরসভার নগর এলাকার আলম মোল্লার বরফ মিলে হঠাৎ একটি বিকট শব্দ হয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর সদস্যরা সম্রাটকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে পাথরঘাটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। গ্যাসের বিষাক্ত গন্ধে দমকল বাহিনীর দুজন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পাথরঘাটা ইউএনও সাবরিনা সুলতানা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এদিকে, সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত দল গঠনের প্রক্রিয়া চলছে বলে জেলা প্রশাসক হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন।

যুগান্তর

শনিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২১

পাথরঘাটায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ১

অসুস্থ শতাধিক

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি

বরগুনার পাথরঘাটায় বরফ কলের অ্যামোনিয়া গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজন নিহত হয়েছেন। বিষাক্ত গ্যাসে দুই দমকল কর্মীসহ শতাধিক ব্যক্তি অসুস্থ হয়েছেন। বিস্ফোরণে অ্যামোনিয়া গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসী। আহতদের উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে পৌর শহরের ৯নং ওয়ার্ডে মোল্লা আইস ফ্যাক্টরিতে হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ফ্যাক্টরির মিস্ত্রি শাজাহান হোসেন সম্রাট মারা যান। তার বাড়ি পিরোজপুরের বাদুরা গ্রামে।

বিস্ফোরণের পর এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। এতে শতাধিক ব্যক্তি শ্বাসকষ্ট নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে দুই দমকল কর্মীসহ সাতজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩০ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের দায়িত্বরত চিকিৎসক আবুল ফাত্তাহ।

সমকাল
শনিবার। ২৩ জানুয়ারি ২০২১। ৯

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রাণ গেল চারজনের

■ কক্সবাজার, মহেশখালী ও পাথরঘাটা প্রতিনিধি

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় শুক্রবার বেলুনের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলে একজন নিহত হয়েছেন এবং দু'জন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এছাড়া বরগুনার পাথরঘাটায় বরফকলের অ্যামোনিয়া গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় নারী-শিশুসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়েছে।

মহেশখালীর মাতারবাড়ী ইউনিয়নে দুর্ঘটনায় নিহতরা হলো– ৫ নম্বর ওয়ার্ড মিয়াজির পাড়ার জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে এহসান (১২) ও বলিরপাড়ার আজিজুর রহমানের ছেলে এরশাদুর রহমান (১০) এবং বেলুন বিক্রেতা চকরিয়া হারবাংয়ের বাসিন্দা মোহাম্মদ জসিম (৩৫)। আহতদের হাত ও পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গতকাল সকালে মাতারবাড়ী ইউনিয়নের মাতারবাড়ী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ উল্লাহ জানান।

মহেশখালী ও পাথরঘাটায় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। গুরুতর আহতদের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও চকরিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতরা হলো– মাতারবাড়ী বলিরপাড়ার এলাকার রাজাঘাটের কায়সারুল ইসলামের ছেলে জেহাদুল ইসলাম (১২), কালামারছড়া ইউনিয়নের নূর মোহাম্মদের ছেলে মারুফ (১২), মাতারবাড়ী সিকদারপাড়ার ফরিদুল আলমের ছেলে সাদেকুল ইসলাম রাহাত (১৩), একই এলাকার পশ্চিম সিকদারপাড়ার আবদুল মান্নানের ছেলে মো. নূরী (১৩), সিকদারপাড়ার আবদুল মোনাফ তুহিন, সিকদারপাড়ার বদনের ছেলে জয়নাল (১২), জসিমের ছেলে সেকাব উদ্দীন (১৫), শাপলাপুর ষাইটমারার নুরুল হকের ছেলে আক্কাস (১৮) এবং একই এলাকার কবির আহমদের ছেলে নবী (১৫)।

মাতারবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাস্টার মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, গতকাল মাতারবাড়ী শাহ মজিদিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক ধর্মীয় সভার আয়োজন ছিল। এ উপলক্ষে সকাল থেকে মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকাসহ স্থানীয় মাতারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে দোকানপাট বসে। সেখানে পার্শ্ববর্তী উপজেলা চকরিয়া থেকে শিশুদের খেলনা বেলুন বিক্রির জন্য গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে দোকান বসে। সেই সিলিন্ডার বিস্ফোরণের বিকট শব্দে মেলায় আগতরা আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। এতে তিনজন নিহত ও ১০ জন গুরুতর আহত হয়। এ সময় বেশ ক'টি দোকানের মালপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার জন্য জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা দেন।

সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জাহেদুল ইসলাম জানিয়েছেন, ময়নাতদন্ত ও গুরুতর আহতদের চিকিৎসার জন্য জন্য লাশ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান জানান, মাতারবাড়ীর ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করা হবে। আহত ও নিহতের পরিবারকে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, সিলিন্ডারে অতিরিক্ত গ্যাস থাকায় এ বিস্ফোরণ হয়। অন্যদিকে বরগুনার পাথরঘাটায় বিস্ফোরণে অসুস্থদের মধ্যে গুরুতর ২০ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের স্বাভাবিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। গতকাল রাত ১২টার দিকে পাথরঘাটা পৌরশহরের ৯নং ওয়ার্ডে আলম মোল্লার মালিকানাধীন মোল্লা আইস ফ্যাক্টরির বরফ মিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তি হলেন, পিরোজপুরের পারেরহাট উপজেলার বাদুরা গ্রামের মৃত আব্দুল জলিল মিয়ার ছেলে শাহজাহান হোসেন ওরফে সম্রাট (৫৫)।

বরফ মিলের প্রতিবেশী মোহাম্মদ জসিম মিয়া জানান, রাত ১২টার দিকে হঠাৎ বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। ঘর থেকে বাইরে নেমে দেখি অ্যামোনিয়া গ্যাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকার মানুষ বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করে খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে। পরে পাথরঘাটা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনকে খবর দিলে তারা এসে অসুস্থদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে। এ সময় বাসিন্দারা ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। সকালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারা বাড়ি ফেরেন। অসুস্থদের উদ্ধার করার সময় মারুফ হোসেন ও রেজাউল করিম নামের দু'জন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঘটনার পরপরই বরগুনা-২ আসনের সাংসদ শওকত হাচানুর রহমান রিমন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবরিনা সুলতানা, পাথরঘাটা থানার ওসি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন রোগীদের ওষুধসহ শীতবস্ত্র দিয়েছেন।

পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আবুল ফাতাহ জানান, আহতদের সর্বাত্মক চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। তবে অক্সিজেন সংকট দেখা দেওয়ায় চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে বলে জানান তিনি।

পাথরঘাটা ফায়ার সার্ভিসের ফায়ারম্যান মারুফুজ্জামান জানান, সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তবে গ্যাসের তীব্রতার কারণে তারা কাছে ভিড়তে পারেনি। এক ঘণ্টা পর গ্যাসের তীব্রতা কিছুটা কমে যাওয়ায় কৌশলগতভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তারা।

যুগান্তর
শনিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২১
E-mail: anandonagar@

রাজধানীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে শুক্রবার বেলা ১টায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা যান নির্মাণ শ্রমিক জহিরুল। জহিরুল ইসলামের সহকর্মী মো. শফিকুল ইসলাম জানান, তারা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে আগারগাঁও ৬০ ফিট মোড়ে রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটির ওপর কাজ করছিল জহিরুল। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি নিচে পড়ে যান। পরে তাকে উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হলে বেলা ১টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সময়ের আলো
রোববার ● ২৪ জানুয়ারি ২০২১
ঘ ১৪২৭

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩

● সময়ের বাংলা ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ ৩ জন নিহত হয়েছে। এসব ঘটনায় ২ জন আহত হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, সংবাদদাতা ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

দিনাজপুর : দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় বিআরটিসি বাস ও ট্রাক্টরের সংঘর্ষে মো. আজিজার রহমান (৩৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

শনিবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার ফরক্কাবাদ দেওয়ানজি দীঘি সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আজিজার রহমান গ্রামীণ ব্যাংকের বোচাগঞ্জ উপজেলার হাটরামপুর শাখায় কর্মরত ছিলেন। সকালে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে তিনি এই দুর্ঘটনার শিকার হন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর থেকে ছেড়ে আসা বিআরটিসি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ট্রাক্টরটি উল্টো পাশ দিয়ে যাওয়া মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে আজিজার রহমান মারা যান।

বরিশাল : বরিশালের বাকেরগঞ্জে ইটবোঝাই পিকআপের ধাক্কায় সাইদুল ইসলাম (৪০) নামের এক অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছে দুজন। শনিবার সকালে বাকেরগঞ্জে উপজেলার ফরিদপর ইউনিয়নে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদুল ইসলাম বাউফল উপজেলার ধুলিয়া ইউনিয়নের খরজাকাঠী গ্রামের সিরাজ মৃধার ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ইটবোঝাই একটি পিকআপের সঙ্গে একটি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক সাইদুল ইসলাম নিহত হয়। এ সময় অটোরিকশায় থাকা রাবেয়া বেগম (৩৫) ও তার ছেলে নাজমুল (৬) আহত হয়েছে।

সমকাল
শনিবার । ২৩ জানুয়ারি ২০২১ । ৯

পুলিশ-কলেজছাত্র শিশুসহ নিভে গেল ১৪ প্রাণ

সড়ক

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের টাঙ্গাইল সদর উপজেলার করটিয়া বাইপাস এলাকায় গতকাল দুপুর আড়াইটায় ট্রাক ও মিনিট্রাকের সংঘর্ষে শিশুসহ দু'জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মিনিট্রাকের চালক। নিহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির এসআই জিয়াউর রহমান বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা উত্তরবঙ্গগামী একটি ট্রাক করটিয়া এলাকায় পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢাকাগামী একটি আসবাবপত্র বোঝাই মিনিট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মিনিট্রাকের দু'জন নিহত হন।

সময়ের আলো ২৫ জানুয়ারি ২০২১

বরিশালে মাহেন্দ্র-কাভার্ড ভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত

কোচ

বরিশাল : বরিশাল নগরী থেকে একটি মাহেন্দ্র আলফা যাত্রী নিয়ে রহমতপুরের দিকে যাচ্ছিল। মাহেন্দ্রটি মহাসড়কের রেইনট্রিতলা এলাকা অতিক্রমকালে আরেকটি মাহেন্দ্রকে ওভারটেক করছিল। এ সময় বিপরীতমুখি একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে মাহেন্দ্রটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মাহেন্দ্রের চালক ও যাত্রীসহ সাতজন আহত হন। এদের মধ্যে গুরুতর আহত চালক মো. বেলাল এবং যাত্রী মো. হাসিবুল ও আশ্রাব আলীকে শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী বিমানবন্দর থানার সহকারী উপপরিদর্শক মো. জামাল হোসেন জানান, দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যান এবং মাহেন্দ্রটি আটক করা হয়েছে। তবে কাভার্ড ভ্যানের চালক পালিয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ২৪ জানুয়ারি ২০২১
১০ মাঘ ১৪২৭

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ৯ প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীতে যুবকসহ ৩ জন, চুয়াডাঙ্গায় ১ জন, নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ট্রাক্টরচালক, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ২ জন, শেরপুরের শ্রীবরদীতে শিশু এবং বরিশালের বাকেরগঞ্জে অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

রাজধানী : বনানী সৈনিক ক্লাব এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় নিহত যুবকের পরিচয় মেলেনি। ওই এলাকায় ফুটওভার ব্রিজের নিচ থেকে শুক্রবার রাত ৩টার দিকে লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া জয়কালী মন্দিরের পাশে বাসের ধাক্কায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা : চুয়াডাঙ্গায় চলন্ত আলমসাধু থেকে রাস্তায় পড়ে নিহত কাঠমিস্ত্রি সাহাদত হোসেন (২৬) জেলা শহরতলি দৌলাতদিয়াড় গ্রামের জামির হোসেনের ছেলে। তিনি শুক্রবার দুপুরে আলমসাধুতে দর্শনায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় পড়েন।

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) : কিশোরগঞ্জে ট্রাক্টর উলটে নিহত চালক তারিকুল ইসলাম (২৩) ওই ইউনিয়নের সোনাকুড়ি মাঝপাড়া গ্রামের মহির উদ্দিনের ছেলে। রণচণ্ডী ইউনিয়নের সোনাকুড়ির দোলায় শনিবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গাইবান্ধা : সুন্দরগঞ্জ উপজেলার রামজীবন ইউনিয়নের সুর্বণদহ শিমুলতলীতে ভটভটি ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন—উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়নের সাহাবাজ গ্রামের কফিল উদ্দিনের ছেলে সিএনজি যাত্রী আশরাফুল ইসলাম (৩০) ও পার্শ্ববর্তী কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার কাঁঠালবাড়ি গ্রামের পুতুল কর্মকারের ছেলে সিএনজি যাত্রী রাহুল কর্মকার (১৮)। গাইবান্ধা-সুন্দরগঞ্জ সড়কে শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সুন্দরগঞ্জে ২ অটোরিকশাযাত্রী নিহত

শ্রীবরদী (শেরপুর) : শ্রীবরদীতে ব্যাটারিচালিত অটোবাইকচাপায় নিহত আশা মনি (৭) আবুয়ারপাড়া গ্রামের আব্দুর রশিদের মেয়ে। উপজেলার শ্রীবরদী-শেরপুর সড়কের লংগড়পাড়া এলাকায় শনিবার দুপুরে সজুব সাথী স্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বাকেরগঞ্জ ও আগৈলঝাড়া (বরিশাল) : বাকেরগঞ্জে পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত অটোরিকশাচালক সাইদুল ইসলাম (৪০) বাউফল উপজেলার ধুলিয়া ইউনিয়নের খরজাকাঠী গ্রামের সিরাজ মৃধার ছেলে। তিনি বাকেরগঞ্জের দুর্গাপাশা ইউনিয়নের ভোজমহল গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। দুর্ঘটনায় অটোরিকশা যাত্রী রাবেয়া বেগম ও তার ছেলে নাজমুল (৬) আহত হয়। অপরদিকে আগৈলঝাড়ায় ইজিবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৭ জন আহত হয়েছেন।

The Daily Star
DHAKA SUNDAY JANUARY 24, 2021,

Four die as trawler sinks in the Bay

13 rescued by Coast Guard

OUR CORRESPONDENT

Members of Bangladesh Coast Guard recovered four bodies from the Bay of Bengal yesterday, few hours after a fishing trawler capsized.

At least 13 persons were rescued and nine others remained missing as of 5:00pm. The rescue operation was still going on till the time this report was filed.

Lt Arifuzzaman Rony, in-charge of Coast Guard's Saint Martin's station, said the trawler capsized around 65 kilometres away from Saint Martin's Island early yesterday.

The trawler named FB Janjabil might have capsized due to thick fog and adverse weather, he told The Daily Star.

On information, two rescue vessels of Bangladesh Coast Guard rushed to the spot and started a recuse operation. Later, officials of Bangladesh Navy also joined them.

The survivors were scheduled to take Navy's Chattogram jetty to brief journalists about the accident, Lt Rony said.

সময়ের আলো
মঙ্গলবার ● ২৬ জানুয়ারি ২০২১

কংক্রিটের আঘাতে শ্রমিকের মৃত্যু

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাংলাদেশ অটো ইন্ডাস্ট্রিজের একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় কংক্রিটের আঘাতে মো. শাহীন (৩২) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। মো. শাহীন গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার মান্দুরা শেখ বাড়ির মৃত মনছুর আহমেদের ছেলে। কারখানার শ্রমিক মো. হৃদয় বলেন, সোমবার দুপুরে বাংলাদেশ অটো ইন্ডাস্ট্রিজের কারখানায় পাইলিংয়ের কংক্রিট ভাঙার কাজ করছিলেন মো. শাহীন। এ সময় হঠাৎ জমানো কংক্রিটের বড় একটি খণ্ড তার বুকে এসে আঘাত করে। এ সময় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আমরা তাকে মিরসরাই মাতৃকা হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দেশ রূপান্তর
রবিবার
২৪ জানুয়ারি ২০২১, ১০ মাঘ ১৪২৭

মোংলায় রেললাইনের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু

মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

বাগেরহাটের মোংলায় রেললাইনের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মো. আব্দুল্লাহ (২৪) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মোংলা-খুলনা রেললাইনের মোংলার দিগরাজ এলাকায় গতকাল শনিবার বিকেলে মাটির কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। এ সময় মাটি কাটায় ব্যবহৃত একটি যন্ত্র ছুটে ওই শ্রমিকের মাথায় লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহত মো. আব্দুল্লাহ (২৪) যশোরের বাঘার উপজেলার নারকেলবাড়িয়া গ্রামের মো. রাবান্নির ছেলে। তার মরদেহ ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার করে থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

বণিক বার্তা
জানুয়ারি ২৪, ২০২১ ■ মাঘ

নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ জয়পুরহাট

জয়পুরহাটে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে মিঠু হোসেন (৩৫) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক মারা গেছেন। গতকাল জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালের নির্মাণাধীন ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর জাহান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মিঠু হোসেন সদর উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।

ওসি আলমগীর জানান, মিঠু হোসেন নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন। গতকাল দুপুরে আধুনিক জেলা হাসপাতালের সপ্তম তলায় কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দেশ রূপান্তর
সোমবার
২৫ জানুয়ারি ২০২১, ১১ মাঘ ১৪২৭

দুই শিশুসহ সড়কে প্রাণ গেল ৫ জনের

রূপান্তর ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গত শনিবার রাত থেকে গতকাল রবিবার সকাল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে নওগাঁর মান্দা উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশু নিহত হয়েছে। সিরাজগঞ্জের সদর ও কাজিপুর উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে খাদে পড়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বিস্তারিত আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবরে :

নওগাঁ : মান্দায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় সাদিয়া খাতুন (৫) ও মাহিমা আক্তার (৭) নামে দুই শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল সকালে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়ক ও চকরঘুনাথ হাজির মোড় নামক স্থানে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সকাল ১০টার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়ক পার হতে গিয়ে দ্রুতগতির একটি ভটভটির চাপায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাদিয়ার। অপরদিকে বেলা ১১টার দিকে চকরঘুনাথ হাজির মোড় নামক স্থানে রাস্তা পারাপারের সময় ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশার ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় মাহিমা। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। মান্দা থানার ওসি দুর্ঘটনা দুটির সত্যতা নিশ্চিত করেন।

সিরাজগঞ্জ : পৃথক স্থানে দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গতকাল সকালে সদর উপজেলায় পিকআপ উল্টে আমির হোসেন (৩৫) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া শনিবার রাতে কাজিপুর পুরাতন বাজার এলাকায় বালুবাহী ট্রাক্টরের চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে এর চালক শাকিল হোসেন (১৯) প্রাণ হারিয়েছেন।

খাগড়াছড়ি : মানিকছড়িতে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে মো. আব্দুল ছাত্তার (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত সাত জন। গতকাল সকালে উপজেলার ওসমান পল্লী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার
২৫ জানুয়ারি ২০২১, ১১ মাঘ ১৪২৭

কমলাপুরে তৈরি পোশাক কারখানার গুদামে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর কমলাপুরে একটি তৈরি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। আগুনে পোশাক রাখার একটি গোডাউনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে আগুনে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। গতকাল রবিবার সকালে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার এরশাদ হোসেন দেশ রূপান্তরকে জানান, কমলাপুরের বিআরটিসি বাস টার্মিনালের পাশে সাততলা ভবনে রয়েছে অলি গার্মেন্টস। ছয়তলায় রয়েছে এটির একটি গোডাউন। রবিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে গোডাউনে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে সোয়া ১১টায় আগুন নিভায়। এর আগে সাড়ে ৯টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ নিশ্চিত হতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কারখানার ছয়তলা থেকে প্রথমে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পরই আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসে। এতে আশপাশের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৬ জানুয়ারি ২০২১,

পাঁচ জেলায় নিহত ৮

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

দিনাজপুরের হাকিমপুরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেছে মোটরসাইকেল আরোহী চাচা-ভাতিজার। গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার নয়াপাড়া-বোয়ালদাড় সড়কের বটতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এর আগে সকালে বীরগঞ্জে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন এক সাইকেল আরোহী।

এ ছাড়া আরও চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ট্রাকচাপায় প্রাণ গেছে দুই স্কুলছাত্রের। গত রোববার বিকেল থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

দিনাজপুরের হাকিমপুরে নিহত দুজন হলেন রংপুরের বদরগঞ্জের বানুয়াপাড়া গ্রামের জামালউদ্দিন প্রামাণিকের ছেলে মো. নজরুল ইসলাম (৪৫) ও তাঁর ভাতিজা সাখাওয়াত হোসেন (২৫)।

হাকিমপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোস্তাফিজার রহমান বলেন, হাকিমপুর থেকে মোটরসাইকেলে করে রংপুরের বদরগঞ্জে বাড়িতে ফিরছিলেন নজরুল ও সাখাওয়াত। বেলা আড়াইটার দিকে হাকিমপুরের বটতলী এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁরা দুজন নিহত হন।

বীরগঞ্জ থানার ওসি আবদুল মতিন প্রধান বলেন, সকালে শ্বশুরবাড়ি থেকে সাইকেলে করে উপজেলার এলাইগাঁও গ্রামে নিজ বাড়ি ফিরছিলেন আজিজার রহমান (৪৪)। পথে একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দিলে সড়কে ছিটকে পড়েন আজিজার। এরপর ট্রাকের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ট্রাকচাপায় নিহত দুই স্কুলছাত্র হলো উপজেলার পূর্ব সদরদী গ্রামের আবুল খায়ের ফকিরের ছেলে সাকিব ফকির (১৫) ও নাজিরপুর গ্রামের সানোয়ার মাতুব্বরের ছেলে শাহিন মাতুব্বর (১৬)। সকালে দুই বন্ধু মোটরসাইকেলে করে ভাঙ্গা যাচ্ছিল। হামেরদী মোড়ে একটি বাসকে পাশ কাটাতে গিয়ে তারা একটি ট্রাকের সামনে পড়ে যায়।

পঞ্চগড়ের আটোয়ারীর সোনাপাতিলায় দুপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বিশনী বেওয়া (৭৫) নিহত হয়েছেন। তিনি বোদাপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার দরবস্তিয়ায় দুপুরে ইঞ্জিনচালিত ভ্যান উল্টে এর চালক রুহুল আমিন (৪০) নিহত হয়েছেন। তিনি আশাশুনির বুধহাটা শেতপুর গ্রামের বাসিন্দা।

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া ক্যানাল ঘাট নামক এলাকায় রোববার বিকেলে বাসচাপায় নিহত হন জোছরা বেগম (৪০)। তিনি উপজেলার উত্তর দৌলতদিয়া হোসেন মণ্ডলপাড়ার বাবু মণ্ডলের স্ত্রী।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দেশ রূপান্তর
বুধবার
২৭ জানুয়ারি ২০২১, ১৩ মাঘ ১৪২৭

সড়কে প্রাণ গেল ছাত্রলীগ নেতাসহ ৪ জনের

রূপান্তর ডেস্ক

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মো. তাসনিমুল হাসান তানভীর সিকদার (২৪) নামে এক ছাত্রলীগ নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চেচুরিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। উপজেলার পূর্ব বড়ঘোনা ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আবু শামা মোহাম্মদ ইউসুফ সিকদারের ছেলে তানভীর চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক ছিলেন।

স্বজনদের বরাত দিয়ে বাঁশখালী থানার ওসি মো. শফিউল কবির জানান, ছাত্রলীগ নেতা তানভীর নিজ বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে গুনাগরি যাচ্ছিলেন। চেচুরিয়া এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের অনুরোধে ময়নাতদন্ত ছাড়া তানভীরের লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত ২ : গত সোমবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার ভাটপাড়া ও সরাইল উপজেলার কলিকচ্ছ এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধসহ দুজন নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের আবু সায়েদকে (৮০) নিজ বাড়ির সামনে একটি মাইক্রোবাস ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কে ছিটকে পড়েন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।

অপরদিকে সরাইলের সূর্যকান্দি থেকে পিকআপ ভ্যান নিয়ে চালক হাকিম মিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। সূর্যকান্দি তিনরাস্তার মোড়ে আসার পর পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর হাকিম মারা যান। তিনি সদর উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামের মনু মিয়ার ছেলে।

জামালপুরে ট্রাকচাপায় নিহত ১ : জামালপুরে ট্রাকচাপায় শাহাব উদ্দিন (৬০) নামে একজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার তিতপল্লা শিমুলতলি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাহাব সদর উপজেলার শাহবাজপুর চিকারপাড় গ্রামের বাসিন্দা। নারায়ণপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আব্দুল লতিফ মিয়া জানান, রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি ড্রাম ট্রাক শাহাব উদ্দিনকে চাপা দেয়, এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। প্রতিবেদনটিতে প্রতিনিধিদের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১২ মাঘ ১৪২৭
২৬ জানুয়ারি ২০২১

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনা

দুই স্কুলছাত্রসহ চার জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই স্কুলছাত্রসহ চার জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে আরো পাঁচ জন। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গার হামেরদী নামক স্থানে সোমবার দুপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলো চুমুরদী ইউনিয়নের পূর্বসদরদী গ্রামের আবুল খায়ের ফকিরের নবম শ্রেণির পড়ুয়া সন্তান সাকিল ফকির (১৫) ও হামেরদী ইউনিয়নের নাজিরপুর গ্রামের সানোয়ার মাতুব্বরের অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া সন্তান শাহীন মাতুব্বর (১৪)। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওমর ফারুক জানান, খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

সাতক্ষীরা : সাতক্ষীরায় বাঁশ ভর্তি ইঞ্জিন ভ্যান উলটে রাস্তার পাশে পুকুরে পড়ে চালকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সাতক্ষীরা সদর উপজেলার দরবাস্তিয়া সরকারি প্রাইমারী স্কুলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইঞ্জিন ভ্যান চালকের নাম মো. রুহুল আমিন। সাতক্ষীরা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সংবাদ
মঙ্গলবার ১২ মাঘ ১৪২৭
Tuesday 26 January 2021

সিরাজদিখানে বাস-কার সংঘর্ষ : আহত পাঁচ

প্রতিনিধি, সিরাজদিখান (মুন্সীগঞ্জ)

ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের সিরাজদিখান থানার কুচিয়ামোড়া নামকস্থানে প্রাইভেটকার,হাইয়েজ, ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় প্রাইভেটকার চালক প্রাইভেটকারে থাকা ৩ যাত্রীসহ পাঁচ যাত্রী আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আজ সোমবার সকাল পৌনে ৭টায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর আহতদের ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়েছে। খবর পেয়ে সিরাজদিখান থানা পুলিশ ও হাসারা হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। সিরাজদিখান থানার ওসি এসএম জালালউদ্দিন জানান, সোমবার সকাল আনুমানিক ৭টার দিকে মাওয়া থেকে ঢাকাগামী আরাম পরিবহন একটি যাত্রীবাহী বাস প্রাইভেটকার) এবং বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাক সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে ৫ জন যাত্রী আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৭ মাঘ ১৪
৩১ জানুয়ারি ২০২১

রাজধানীতে ভবন থেকে পড়ে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

এর আগে সকাল ৯টার দিকে খিলগাঁওয়ের নবীনবাগে নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবন থেকে পড়ে রাকিব (২৪) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক মারা গেছেন। মৃত রাকিবের সহকর্মী শরিফ জানান, রাকিব দেড় মাস ধরে বনশ্রীর সি ব্লকের নির্মাণাধীন ঐ ভবনে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। সকালে ঐ ভবনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান। নওগাঁর সাপাহার উপজেলার আইহাই গ্রামে তার বাড়ি। এছাড়া বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে হাজারীবাগের বউবাজার এলাকায় রাজু বেকারির পাশে একটি নির্মাণাধীন ভবনে পাইপ ফিটিংয়ের কাজ করার সময় নিচে পড়ে গিয়ে শাহজালাল (৩৫) নামে এক স্যানিটারি মিস্ত্রীর মৃত্যু হয়। তার বাড়ি চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার আকানিয়া গ্রামে। তিনি মোহাম্মদপুরের বছিলা এলাকায় সপরিবারে থাকতেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার
২৮ জানুয়ারি ২০২১। ১৪

বাসের চাপায় ৭১ টিভির ভিডিও এডিটর গোপালের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর গুলশানের নন্দা ফুটওভার ব্রিজের কাছে ভিক্টর ক্লাসিক পরিবহনের চাপায় একাত্তর টিভির ভিডিও এডিটর গোপাল সূত্রধরের (৩৫) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তার বাবার নাম চৈতানন সূত্রধর এবং মায়ের নাম শেফালী রানী সূত্রধর। গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার নগরভদ্র গ্রামে। তিন ভাই-বোনের মধ্যে গোপাল ছোট। সকাল ও সূর্য নামে দুই কন্যাসন্তানের জনক ছিলেন গোপাল। একাত্তর টিভি কর্তৃপক্ষ জানায়, ২০১৪ সাল থেকে একাত্তর টিভিতে কর্মরত ছিলেন গোপাল। এর আগে বেসরকারি টিভি চ্যানেল ইন্ডিপেন্ডেন্টে কাজ করেছেন। বিকাল সাড়ে ৪টায় অফিস শেষে মোটরসাইকেলে বাসায় ফিরছিলেন গোপাল। গুলশানের নন্দা ফুটওভার ব্রিজের কাছে ভিক্টর ক্লাসিক পরিবহনের একটি বাস গোপালের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। গুলশান থানার ওসি আবুল হাসান বলেন, ভিক্টর ক্লাসিক পরিবহনের বাসটি জব্দ করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে বাসের চালক ও হেলপার পলাতক রয়েছে। তাদের ধরতে অভিযান চলছে।

সময়ের আলো
২৭ জানুয়ারি ২০২১

পুরান ঢাকায় প্লাস্টিকের গোডাউনে আগুন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

পুরান ঢাকার চানখারপুলে হোসেনি দালানের পাশে একটি প্লাস্টিক গোডাউনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট আধা ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ আগুন লাগে। এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। প্রাথমিকভাবে আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের অপারেটর জানান, সন্ধ্যা ৬টার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। আধা ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তারা আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।

সময়ের আলো
শুক্রবার ● ২৯ জানুয়ারি ২০২১

ছাদ থেকে পড়ে গৃহকর্মী নিহত

● চৌহালী (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে পরিছন নেছা (৫৫) নামে এক গৃহকর্মী নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে এনায়েতপুর থানার কেজি মোড় এলাকার তালুকদারবাড়ীতে এ ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতাল মর্গে ওই গৃহকর্মীর মরদেহ পাঠানো হয়। নিহত পরিছন নেছা গোপিনাথপুর আরকান্দি গ্রামের মৃত আয়নাল হকের স্ত্রী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁতি আফসার আলী তালুকদারের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করছিলেন। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত চলছে বলে জানান এনায়েতপুর থানার ওসি আতাউর রহমান।

সময়ের আলো শুক্রবার ● ২৯ জানুয়ারি ২০২১

দুই জেলায় দেওয়ালধস ও মাটিচাপায় ৪ শ্রমিকের মৃত্যু

● সময়ের আলো ডেস্ক

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার দেউন্দি চা-বাগানে ইটের দেওয়াল ধসে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে ভবনের ভিত্তি খুঁড়তে গিয়ে মাটিচাপা পড়ে ২ নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

হবিগঞ্জ : চুনারুঘাট উপজেলার দেউন্দি চা-বাগানে ইটের দেওয়াল ধসে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার দেউন্দি চা বাগান ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– বাগানে আমিন মালের ছেলে স্বপন মাল (৩৪) ও দীনেশ বাকতির ছেলে অজিত বাকতি (৩০)। দেউন্দি চা বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি প্রবীর বুনার্জি জানান, তারা বাগানের ফ্যাক্টরির পুরাতন ভবন ভাঙার কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধনতাবশত দেওয়ালটি ভেঙে তাদের ওপরে পড়ে যায়। বাগানের কর্মচারীরা তাদের উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সদর আধুনিক হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার মিন্তি শর্মা নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগার কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) : শ্রীনগরে ভবনের ভিত্তি খুঁড়তে গিয়ে মাটিচাপা পড়ে ২ নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ হাসাড়া কালিখোলা সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, ওই এলাকার ইতালি প্রবাসী আফজাল শেখ হাসাড়া থেকে পুটিমারা যাওয়ার ইটের রাস্তা খুঁড়ে আন্ডার পাস তৈরি করে ভবন নির্মাণের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করেন। শ্রমিকরা মাটি খুঁড়ে বড় গর্ত খুঁড়ে বেজমেন্ট তৈরি করে। এ সময় নির্মাণ শ্রমিক রুবেল (৩২), সচিন (২৮) ও জিল্লু শেখ (৫০) বেজমেন্টের গর্তে মাটিচাপা পড়ে। ঘটনাস্থলেই সচিন মণ্ডল ও রুবেলের মৃত্যু হয়। জিল্লু শেখকে উদ্ধার করে ঢাকার মিডফোর্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর ওই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে এবং স্থানীয়রা আফজাল শেখের বাড়ি ঘেরাও করে রাখে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আফজাল শেখকে তাদের হেফাজতে নেয়। স্থানীয়রা জানায়, গত বছরও আফজাল শেখ রাস্তা খুঁড়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে কাজ শুরু করলে তা স্থানীয়দের বাধার মুখে প্রতিহত হয়। নিহত শচীন মণ্ডল বীরতারা ইউনিয়নের সাতগাঁও গ্রামের দিলিপ মণ্ডলের ছেলে। রুবেল মধ্য হাসাড়া গ্রামের রেজাই করিমের ছেলে। শ্রীনগর থানার ওসি হেদায়াতুল ইসলাম ভূঞা জানান, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে আটক করা হয়েছে।

সমকাল
শুক্রবার | ২৯ জানুয়ারি ২০২১

ট্রেনে কাটা পড়ে রাজমিস্ত্রি নিহত

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে লিটন (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে শাহজাহান রি-রোলিং মিল এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। নিহত লিটন কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারীর মৃত হযরত আলীর ছেলে। সে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার জাজিরা বিবিরবাজার এলাকায় বসবাস করত। লিটন পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় নিহত ব্যক্তি মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে ট্রেনলাইন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল।

নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে পুলিশের এসআই আবু বক্কর জানান, ট্রেনে কাটার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা মৃতদেহ উদ্ধার করে রেলওয়ে ফাঁড়িতে নিয়ে এসেছি। পরে নিহতের স্বজনরা এসে লাশ শনাক্ত করেছেন।

কালের কণ্ঠ শুক্রবার। ১৫ মাঘ ১৪ kalerkantho

মুন্সীগঞ্জে মাটিচাপায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় মাটিচাপায় দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার হাঁসাড়া কালিখোলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকরা হলেন শচীন মণ্ডল (৩২) ও রুবেল (৩২)।

এ ঘটনায় আহত শ্রমিক জিল্লু শেখকে রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রবাসী আফজাল শেখ রাস্তা খুঁড়ে নিচে দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে শ্রমিক নিয়োগ করেন। এ জন্য বড় গর্ত তৈরির একপর্যায়ে হঠাৎ মাটিধসে শ্রমিকরা চাপা পড়েন। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন আফজালের বাড়ি ঘেরাও করেন। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শ্রীনগর থানার এসআই মুজাহিদ জানান, পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। বাড়ির মালিককে আটক করা হয়েছে।

The Daily Star
JANUARY 29, 2021,

Road accidents kill two

STAR REPORT

Two people were killed in road accidents in two districts on Wednesday, according to reports from our correspondents.

Our Patuakhali correspondent reports, a truck driver was killed as the truck loaded with rods fell into a ditch in Barguna's Patharghata upazila at night.

The accident took place near Abdus Salam Ideal Madrasa in Patharghata Municipality. The deceased was identified as Abu Bakar (30) , said Patharghata Police Station Officer-in-Charge Md Shahabuddin.

Abu Bakar's assistant Naeem said the accident happened while the vehicle was being loaded with rods in Kakchira area. The trucker died on the spot.

Our Dinajpur correspondent adds, a truck hit a motorcycle from the opposite direction on Dinajpur-Gobindaganj regional highway at Laxmipur village in Phulbari upazila, leaving the biker dead.

Lebu Islam (25) from Stationpara in Phulbari died on the spot, said Phulbari Police Station OC Fakhrul Islam.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৭ মাঘ ১৪
৩১ জানুয়ারি ২০২১

সোনারগাঁওয়ে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় শিশুশ্রমিক নিহত

■ সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

সোনারগাঁওয়ে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সাইকেল আরোহী এক শিশুশ্রমিক নিহত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার জামপুরের মরিচটেক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুর নাম মাহফুজ (১২)। বাসা থেকে সাইকেল যোগে কাজে যাওয়ার সময় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সে নিহত হয়। এ ঘটনায় স্থানীয়রা চালকসহ কাভার্ড ভ্যানটি আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

নিহত মাহফুজ সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা থানার সুলতানপুর গ্রামের আব্দুল সামাদের ছেলে। সে সোনারগাঁওয়ে হাতুড়ীয়াপাড়ার একটি বাড়িতে পরিবারসহ ভাড়া থেকে এলাকার একটি স্পিনিং মিলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত।

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ওসি মনিরুজ্জামান জানান, শিশু মাহফুজের সাইকেলকে একটি কাভার্ড ভ্যান (ঢাকা মেট্রো উ- ১৪-২৩৬৫) ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়। খবর পেয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের লাশ উদ্ধার করে। ঘটনার পরই এলাকাবাসী চালক জাকির হোসেনকে কাভার্ড ভ্যানসহ আটক করে।

সময়ের আলো
শনিবার ● ৩০ জানুয়ারি ২০২১

সরু গলিতে ধসে পড়ল দেওয়াল প্রাণ গেল দুজনের

● চট্টগ্রাম ব্যুরো

নগরীর আগ্রাবাদ ডেবারপাড় এলাকায় দেওয়াল চাপা পড়ে দুজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে সরু গলিতে বাসায় ফেরার পথে একটি ঘরের দেওয়াল ধসে পড়লে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হচ্ছেন– মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (৭০) ও আল আমিন (৩০)। ডবলমুরিং থানা পুলিশ জানায়, নিহত শহীদুল্লাহ পেশায় একজন গাড়ি চালক। নোয়াখালীর বসুরহাটে তার বাড়ি। আল আমিন ব্যবসায়ী। মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরে বাড়ি।

NEW AGE
SUNDAY, JANUARY 31, 2021,

Child among two killed in road accidents

Our Correspondent · Gazipur

A MAN and a 12-year-old boy were killed and three others injured in two road accidents in Gazipur on Saturday.

The deceased are Mehedi Hasan, 12, and Shamim Hossain, 35.

Mehedi of Jhenaigati in Sherpur was a pickup-van driver's assistant and Shamim of Kamarkhand in Sirajganj is a readymade garment worker.

A stone-laden truck plying on the wrong side of the road crashed into a standing paper-laden pickup-van on Dhaka–Mymensingh Highway, said the police.

The crash severely injured the pick-up van driver Azad Hossain and his assistant Mehedi who were trying to fix a problem in the pickup at the time, said Gazipur Metropolitan Police's Sadar police officer-in-charge Rafiqul Islam.

They were taken to Shaheed Tajuddin Ahmad Medical College Hospital, where duty doctors declared Mehedi dead. The driver was shifted to Dhaka Medical College Hospital for better treatment, the officer said.

In a separate incident, Shamim was killed in the spot and two of his colleagues got injured as a car hit their rickshaws on the way to their workplace in the morning.

Salma highway police station officer-in-charge Nasir Uddin Majumder said Shamim and his two colleagues were going to their factory at Safipur on a rickshaw in the morning when a car hit it and fled the scene.

দেশ রূপান্তর
রবিবার
৩১ জানুয়ারি ২০২১, ১৭ মাঘ ১৪২৭

দুই শিশুসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

রূপান্তর ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় শিশু, গাজীপুরে পৃথক দুর্ঘটনায় দুই অটোরিকশা যাত্রী ও শিশু এবং মাদারীপুরে ট্রলিচাপায় শ্রমিক নিহত হন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) : সোনারগাঁ উপজেলার মরিয়টেক এলাকায় কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মাহফুজ নামে ১২ বছরের এক শিশু শ্রমিক নিহত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ৭টার দিকে বাড়ি থেকে সাইকেলযোগে কাজে যাওয়ার সময় কাভার্ডভ্যানটির ধাক্কায় সে মারা যায়। মাহফুজ সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা থানার সুলতানপুর গ্রামের বাসিন্দা। সে মরিয়টেক এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে বিআর স্পিনিং মিলসে শ্রমিকের কাজ করত। কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ওসি মনির হোসেন জানান, কাভার্ডভ্যান চালক জাকির হোসেনকে আটক করা হয়েছে।

গাজীপুর : গাজীপুরের কালিয়াকৈরে পৃথক ট্রাকের ধাক্কায় শামীম হোসেন (৩৬) ও রাসেল হোসেন (২৫) নামে দুই অটোরিকশা যাত্রী নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে উপজেলার পল্লীবিদ্যুৎ জোড়াপাম্প ও বোয়ালী-চা বাগান সড়কের বোয়ালী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সালনা হাইওয়ে থানার ওসি মীর গোলাম ফারুক জানান, সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিয়াকৈর উপজেলার পল্লীবিদ্যুৎ জোড়াপাম্প এলাকায় একটি অটোরিকশাকে পেছন থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে যাত্রী শামীম হোসেন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। অপরদিকে একই দিন বিকেলে উপজেলার বোয়ালী এলাকায় একটি ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশা যাত্রী রাসেল নিহত হন। রাসেল টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার ডাপলাপাড়া গ্রামের মৃত আরজু মিয়ার ছেলে। এদিকে নগরীর পোড়াবাড়ি বাজারে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় মেহেদী হাসান (১২) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। শনিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মেহেদী টঙ্গী পশ্চিম থানার গাজীপুরা চৌরাস্তা এলাকার শরিফের বাড়ির ভাড়াটিয়া এবং শেরপুরের ঝিনাইগাতী থানার বারুয়া বাজার জারুলতলা গ্রামের জুলহাস আকন্দের ছেলে। সে পিকআপ ভ্যানের হেলপার হিসেবে কাজ করত। দুর্ঘটনায় পিকআপ চালক আজাদ হোসেন (৩৭) গুরুতর আহত হয়েছেন। তার বাড়িও ঝিনাইগাতী।

মাদারীপুর : মাদারীপুর সদর উপজেলার মঠেরবাজার এলাকায় শনিবার দুপুরে বিদ্যুতের খুঁটি ভর্তি একটি ট্রলির নিচে চাপা পড়ে রঞ্জু (৪০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় মতলেব (৬০) নামে আরেক শ্রমিক আহত হন। হতাহতদের বাড়ি পাবনার ঈশ্বরদীতে।

যুগান্তর | রোববার ৩১ জানুয়ারি ২০২১
১৭ মাঘ ১৪২৭

ভবন থেকে পড়ে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর বনশ্রী ও হাজারীবাগে ভবন থেকে পড়ে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে বনশ্রীতে রাকিব (২৪) ও হাজারীবাগে মো. শাহজালাল (৩৫) মারা যান।খিলগাঁও থানা পুলিশ জানায়, শনিবার সকাল ৯টার দিকে বনশ্রী সি ব্লকে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে রাকিব আহত হন। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রাকিবের সহকর্মী শরিফুল জানায়, রাকিব দেড় মাস ধরে ওই ভবনে রাজমিস্ত্রি হিসাবে কাজ করছিলেন। সকালে ১৪তলা ভবনটির ১৩তলায় মোটর দিয়ে পানি দিচ্ছিলেন। হঠাৎ নিচে পড়ে যান। রাকিবের বাড়ি নওগাঁর সাপাহার উপজেলায়। তার বাবা মৃত সোলাইমান। হাজারীবাগ থেকে শাহজালালকে উদ্ধারকারী সহকর্মী মো. ফয়েজ জানান, শনিবার বিকালে শাহজালাল বৌবাজার রানা বেকারির গলির সামনে একটি নয়তলা ভবনের তৃতীয়তলায় দাঁড়িয়ে পাইপ ফিটিংয়ের কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত উপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। তাকে সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর | রোববার ৩১ জানুয়ারি ২০২১
E-mail: anandonagar@

দোহারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কিশোর গাজীপুরে হোটেল মালিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নবাবগঞ্জ ও গাজীপুর প্রতিনিধি*

ঢাকার দোহার উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সুমন (১৬) নামে এক কিশোর মারা গেছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার মুকসুদপুর ইউনিয়নের পশ্চিম মৌড়া গ্রামে মানিক মৃধার মুরগির ফার্মে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত সুমন ওই ফার্মে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো। সুমন ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার উজান দাসপাড়া গ্রামের সুলতানের ছেলে। নিহতের বড় ভাই রাশেদ জানান, সম্প্রতি সুমন দোহারের পশ্চিম মৌড়া গ্রামে মানিক মৃধার মুরগির ফার্মে কাজ করতে আসে। শনিবার দুপুরে ফার্মে মুরগির খাবার দেয়ার সময় সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। তাকে উদ্ধার করে দোহার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের রাজাবাড়ী এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হোটেল মালিক মারা গেছেন। শনিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত খালিদ হাসান মিলু (২৮) গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী থানাধীন রাজাবাড়ী এলাকার আয়নাল হকের ছেলে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, রাজাবাড়ী এলাকার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে খালিদ হাসান মিলুর একটি খাবার হোটেল রয়েছে। সকালে ওই হোটেলের সামনে খালিদ হাসান মিলুসহ ৪/৫ জন সাইনবোর্ড টানাচ্ছিল। এক পর্যায়ে ওপরে থাকা বিদ্যুতের তারের সঙ্গে সাইনবোর্ডের স্পর্শ লাগে। এ সময় ওই খালিদ হাসান মিলুসহ চার-পাঁচজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে খালিদ হাসান মিলু মারা যায়। কোনাবাড়ী থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) মো. মমিন মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর | রোববার ৩১ জানুয়ারি ২০২১ | ১৭ মাঘ ১৪২৭

গাজীপুরে তিনজনসহ সড়কে নিহত ৯

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামের রাউজানে বৃদ্ধ, গাজীপুর ও কালিয়াকৈরে তিনজন, দিনাজপুরে পরিবহন শ্রমিক, বান্দরবানে পাড়া প্রধান, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে শিশু, বরিশালের আগৈলঝাড়ায় একজন এবং কিশোরগঞ্জের ভৈরবে এক বাবা নিহত হয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

রাউজান (চট্টগ্রাম) : রাউজানে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত নুর মোহাম্মদ (৬৯) সদর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের পূর্ব রাউজানের জরিপ আলী চৌধুরী বাসিন্দা। রাঙ্গামাটি সড়কের পূর্ব রাউজানে শুক্রবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গাজীপুর ও কালিয়াকৈর : গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পোড়াবাড়ি বাজারে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত মেহেদী হাসান (১২) মেট্রোপলিটন টঙ্গী পশ্চিম থানার গাজীপুরা চৌরাস্তা এলাকার শরিফ হোসেনের বাড়ির ভাড়াটিয়া। সে শেরপুরের ঝিনাইগাতী থানার বারুয়া বাজার জারুলতলা গ্রামের জুলহাস আকন্দের ছেলে। অপরদিকে কালিয়াকৈরে পল্লীবিদ্যুৎ ও নন্দারচালা এলাকায় শনিবার পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন দুজন। তারা হলেন শামীম হোসেন ও সোহেল রানা।

দিনাজপুর : দিনাজপুর শহরের সরকারি কলেজ মোড়ে বাস চাপায় নিহত পরিবহন শ্রমিক সুজন রায় (২৭) সদর উপজেলার নতুন ভুষিরবন্দর এলাকার দেবী চরন রায়ের ছেলে। শনিবার বেলা আড়াইটায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বান্দরবান : রোয়াংছড়িতে ট্রাকচাপায় শনিবার নিহত বোমাং সার্কেলের পাড়া প্রধানের নাম নিথোয়াইর উ মারমা (৫০)। তিনি রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের হিমাগিরি পাড়া কারবারি।

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) : সোনারগাঁ উপজেলার জামপুর মরিচটেক এলাকায় শনিবার কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় নিহত বাইসাইকেল আরোহী মাহফুজ (১২) সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা থানার সুলতানপুর গ্রামের আব্দুল সামাদের ছেলে। সে বাসা থেকে কাজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়।

ভৈরবে মেয়েকে দেখতে এসে লাশ হলেন বাবা

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) : আগৈলঝাড়ায় ভ্যান উল্টে নিহত চালক জালাল মোল্লা (৬০) উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের পূর্ব সুজনকাঠী গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার এ দুর্ঘটনায় ভ্যানের যাত্রী স্কুলশিক্ষক আবুল কালাম আজাদ আহত হন।

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) : ভৈরব-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়ক পার হওয়ার সময় অটোরিকশা চাপায় নিহত আব্দুর রাজ্জাক (৬৫) সুনামগঞ্জ জেলার বিষ্ণুপুর থানার বাগগাঁও গ্রামের ইজ্জত আলীর ছেলে। পৌর শহরের শহীদ আইভি রহমান পৌর স্টেডিয়ামের সামনে শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আবদুর রাজ্জাক তার মেয়েকে দেখতে এসে জীবন হারালেন।

কালাই (জয়পুরহাট) : কালাই উপজেলার শিমুলতলী এলাকায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত যুবকের নাম আল আমিন (২৫)। তিনি কালাই পৌরসভার আঁওড়া মহল্লার অধিবাসী। দুর্ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন।

কালের কণ্ঠ | ৩০ জানুয়ারি ২০২১

বাসের রেষারেষি প্রাণ গেল দুই যাত্রীর

সড়কে আরো নিহত ২

ছেলে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি জানান, গতকাল শুক্রবার সকালে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকার পুনিয়াউটের মোড়ে সড়কে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কিছু ভ্যানচালকদের ওপর উঠে পড়ে। এতে মো. আল-আমিন (৩৮) নামের এক ভ্যানচালক নিহত ও আরো দুজন আহত হন। আল-আমিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার খাড়েরা ইউনিয়নের খেওড়া গ্রামের মো. আবু তাহেরের ছেলে।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার, ২০ পৌষ ১৪২৭ | ৪ জানুয়ারি ২০২১

সাভারে নিখোঁজের ছয় দিন পর শ্রমিকের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে নিখোঁজের ছয় দিন পর সাজেদুল ইসলাম (১৮) নামের এক গার্মেন্টস শ্রমিকের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল ভোরে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের ঝাউচরের ধলেশ্বরী নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করে সাভার মডেল থানা পুলিশ। এ ঘটনায় পুলিশ এক হত্যাকারীকে গ্রেফতার করেছে।

নিহত সাজেদুল নাটোর জেলার নলডাঙ্গা থানার বাশিলা মধ্যপাড়া এলাকার মোস্তাক শাহর ছেলে। সে তার বাবা মার সঙ্গে তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের হরিণধরা এলাকার ভাড়া থেকে স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করত। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিহতের মা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে সাভার থানায় মামলা করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক | শনিবার, ১৮ পৌষ ২ জানুয়ারি ২০২১

কেশবপুরে ভ্যানচালক খুন

■ কেশবপুর (যশোর) সংবাদদাতা

কেশবপুরে ইদ্রিস আলী (১৮) নামের এক ভ্যানচালককে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মঙ্গলকোট ইউনিয়নের বসুন্তিয়া গ্রাম থেকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করেছে। ইদ্রিস আলী উপজেলার শ্রীফলা গ্রামের সাহাবুদ্দীন সরদারের ছেলে। মঙ্গলকোট ইউনিয়নের বিট পুলিশিং কর্মকর্তা ফজলে রাব্বী বলেন, হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে যশোর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার, ২০ পৌষ ৪ জানুয়ারি ২০২১

বগুড়ায় চলন্ত মাইক্রোবাস থেকে চালক বন্ধুকে ফেলে দিয়ে হত্যা

■ স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া ও নন্দীগ্রাম সংবাদদাতা

চলন্ত মাইক্রোবাস থেকে চালক বন্ধুকে ঠেলে ফেলে দিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত শনিবার মধ্যরাতে নন্দীগ্রাম উপজেলার তেঘড়ি এলাকায় বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ঐ চালকের নাম আনোয়ার হোসেন বুলু (৩৭)। তিনি নওগাঁর আত্রাই উপজেলার জাতআমরুল গ্রামের মৃত মোজাম্মেল হকের ছেলে। এ ঘটনায় দুই বন্ধুকে আটক করেছে পুলিশ। আটক দুই জন হলেন—আরিফুল ও ইসলাম হোসেন। তারাও একই উপজেলার বাসিন্দা।

আটক আরিফুল ও ইসলাম হোসেন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে জানান, শনিবার রাতে কয়েক জন মিলে একটি মাইক্রোবাসে করে নওগাঁর আত্রাই থেকে বগুড়ার একটি অভিজাত হোটেলের বারে মদপান করতে যান। মদপান শেষে আত্রাই উপজেলায় ফিরছিলেন। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাইক্রোবাসের ভেতরে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হাতাহাতি শুরু হয়। এ সময় আনোয়ার হোসেন তাদের থামানোর চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে অন্যরা চলন্ত মাইক্রোবাস থেকে চালককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। এ সময় অপর একটি চলন্ত ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই আনোয়ার হোসেন নিহত হন। এমন পরিস্থিতির মধ্যে অন্যরা পালিয়ে যান। তারা দুই জন মিলে আনোয়ারের লাশ বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেলে স্বজনরা তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

নিহত আনোয়ারের বড় ভাই মাজাহারুল ইসলাম বলেন, যাত্রীরা মদপান করে বগুড়া থেকে ফেরার পথে তার ভাইকে চলন্ত মাইক্রোবাস থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছেন।

নন্দীগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুল ইসলাম বলেন, আত্রাই থানার পুলিশ আটক দুই জনকে নন্দীগ্রাম থানায় পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মাইক্রোবাসের যাত্রীরা মদপান করে বগুড়া থেকে ফিরছিলেন। এর মধ্যে আত্রাই উপজেলায় কর্মরত সরকারি অফিসের গাড়িচালকও আছেন। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

যুগান্তর | রোববার ৩ জানুয়ারি ২০২১ | ১৯ পৌষ ১৪২৭

বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ ট্রাকচালকের লাশ

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীর থেকে ইয়াকুব আলী (৪৩) নামে নিখোঁজ এক ট্রাকচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে ফতুল্লার দাপা শৈলকুড়ার জামানের ঘাটের কাছ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ইয়াকুব কিশোরগঞ্জের নিকলী থানার ভিটি ভাড়াটিয়া গ্রামের মৃত আলতু মিয়ার ছেলে। তিনি ফতুল্লার আলীগঞ্জে স্ত্রী ও ৫ সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন। ইব্রাহীম মিয়া নামের এক ব্যক্তির ট্রাক ভাড়ায় চালাতেন। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি আসলাম হোসেন যুগান্তরকে জানান, ইয়াকুবের কাছে ইব্রাহীম ৯২ হাজার টাকা ট্রাক ভাড়া পান। আর ইয়াকুবের দাবি, ইব্রাহীম তার কাছে ৭৪ হাজার টাকা পাবেন। এ নিয়ে ২৯ ডিসেম্বর আলীগঞ্জে মীমাংসার জন্য দুজন বসেন। কথাবার্তার একপর্যায়ে ইয়াকুব টাকা পরে দেবেন বলে উঠে চলে যান। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

ওসি আরও জানান, নিখোঁজের দুদিন পর ইয়াকুবের চাচা মিকাইল মিয়া থানায় অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশের একটি দল ইয়াকুবের সন্ধান করছিল। এরই মধ্যে ইয়াকুবের লাশ পাওয়া যায়। তার শরীর ফুলে গেছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তবে এ বিষয়ে আরও জানতে আমাদের কয়েকটি দল কাজ করছে।

সমকাল | মঙ্গলবার। ৫ জানুয়ারি ২০২১। ২১

পোশাক শ্রমিককে গাছে বেঁধে নির্যাতন

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

পোশাক কারখানার শ্রমিক সিরাজুল ইসলাম কাজ শেষে রাতে বাসায় ফিরছিলেন। কয়েক যুবক রাস্তা থেকে তাকে ধরে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে মারধর শুরু করে। এক পর্যায়ে অপহৃত সিরাজের মোবাইল থেকেই অপহরণকারীরা তার স্বজনদের ফোন করে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। বিকাশের মাধ্যমে তাদের ২০ হাজার টাকা পাঠান সিরাজের স্বজনরা। গাজীপুর মহানগরের ভাওরাইদ এলাকায় ঘটে যাওয়া অপহরণের এ ঘটনার ৭ দিন পর হীরা ইসলাম ও মামুন হোসেন নামে দুই অপহরণকারীকে গতকাল সোমবার গ্রেপ্তার করেছেন র‍্যাব ১-এর সদস্যরা। সংঘবদ্ধ একটি চক্র ওই এলাকায় পথচারীদের নেশা জাতীয় নানা দ্রব্য খাইয়ে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে আসছিল বলে র‍্যাবের কাছে স্বীকার করেছে গ্রেপ্তার হওয়া মামুন ও হীরা।

র‍্যাব ১-এর গাজীপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, ঝিনাইগাতি উপজেলার লয়খা গ্রামের জমশেদ আলীর ছেলে সিরাজুল ইসলাম গাজীপুরের হাতিয়াব এলাকায় থেকে পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। ২৮ ডিসেম্বর কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে তিনি অপহৃত হন। অপহরণকারীরা তাকে ধরে নির্জন একটি বাগানে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। সিরাজের ওপর নির্যাতন চালিয়ে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে।

যুগান্তর | সোমবার ৪ জানুয়ারি ২০২১ | ২০ পৌষ ১৪২৭

চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর হাজারীবাগে এক গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে শেখ মো. কাবির হাসনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ভিকটিমের ভাই বাদী হয়ে রোববার এ মামলা করেন। রোববার রাতে হাজারীবাগ থানার ওসি সাজেদুর রহমান সাজিদ বলেন, ধর্ষণের শিকার ওই গৃহকর্মীকে রোববার বিকালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওই চিকিৎসক পলাতক আছেন। তাকে ধরতে অভিযান চলছে।

ধর্ষণের শিকার ওই গৃহকর্মীর ভাই অভিযোগ করে বলেন, চিকিৎসক শেখ মো. কাবিরের বাসায় গত আড়াই বছর ধরে আমার বোন গৃহকর্মীর কাজ করেন। কাজে যোগ দেওয়ার বেশ কিছুদিন পর থেকেই আমার বোনকে ধর্ষণ করত। চিকিৎসকের স্ত্রী বিষয়টি একদিন দেখে ফেলে। বিষয়টি আমার বোন আমাদের খুলে বললে আমরা এর প্রতিকার চাই। পরে কাবির আমাদের পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে মীমাংসা করতে চান। আমাদের মুখ বন্ধ করে রাখতে এবং মামলা না করতে হুমকি দেয়। তার হুমকি উপেক্ষা করেই আমরা থানায় গিয়ে অভিযোগ করি।

বণিকবার্তা
শনিবার, জানুয়ারি ২, ২০২১

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ ১৮ জেলে

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বরিশাল

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে মহিপুরের ১৮ জেলে ট্রলারসহ ২৩ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। গত ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এফবি আল-হাসান নামে ওই মাছ ধরা ট্রলারটি মৎস্যবন্দর মহিপুর মেসার্স মনোয়ারা ফিশঘাট থেকে গভীর সমুদ্রে যায়। এর পর থেকে ট্রলারের কোনো জেলের সঙ্গে মালিক ও স্বজনদের যোগাযোগ হয়নি। এসব তথ্য নিখোঁজ জেলেদের স্বজনরা জানিয়েছেন।
নিখোঁজ জেলেরা হলেন: লতাচাপলী ইউনিয়নে মুসুল্লিয়াবাদ গ্রামের ট্রলার মাঝি মো. নজরুল ইসলাম (নজির মাঝি), মহিপুর সদর ইউনিয়নের নজিবপুর গ্রামের আল-আমিন, বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট বগি এলাকার শাকিল, শামিম, তোফাজ্জেল হোসেন ফকির, রমজান তালুকদার, শাহ আলম, আ. আজিজ, খলিল, হোছেন এবং লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার হাফিজুল্লাহ, কাশেম, ইউসুফ, বাবুল, আবুল কাশেম, কবির হোসেন, বাবলু ও জগন্নাথ।
কুয়াকাটা আলীপুর মৎস্য আড়তদার সমবায় সমিতির সভাপতি মো. আনছার উদ্দিন মোল্লা বলেন, নিখোঁজ জেলেদের অনুসন্ধান অব্যাহত রেখে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীকে বিষয়টি অবহিত করেছি। এছাড়া দেশের সম্ভাব্য বিভিন্ন এলাকায় খোঁজখবর নেয়া হয়েছে।
মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, নিখোঁজ জেলেদের নাম উল্লেখ করে একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কালের কণ্ঠ
৫ জানুয়ারি ২০২১

গাজীপুরে অপহৃত গার্মেন্টকর্মী উদ্ধার আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুরে অপহরণের শিকার এক গার্মেন্টকর্মীকে উদ্ধার এবং এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই যুবককে আটক করেছে র‍্যাব। গত রবিবার গভীর রাতে গাজীপুর মেট্রোপলিটন সদর থানার পোড়াবাড়ী এলাকা থেকে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করার সময় একটি ছুরি, চাপাতি ও দুটি মোবাইল ফোনসেট উদ্ধার করা হয়। র‍্যাব-১ গাজীপুর ক্যাম্পের কমান্ডার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গত ২৮ ডিসেম্বর রাত ৮টার দিকে সদর থানার ভাওরাইদ থেকে গার্মেন্টকর্মী সিরাজুল ইসলাম (২৭) অপহরণের শিকার হন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার, জানুয়ারি ২০২১। ২

নিরাপত্তারক্ষীকে কুপিয়ে ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া

বগুড়ার গাবতলী উপজেলার সাবেক পাড়ায় গতকাল রূপালী ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়েছে। এ সময় ডাকাতদের হামলায় দুই আনসার সদস্য আহত হন। আহতরা হলেন– মাসুদ রানা ও হাবিবুর রহমান। বর্তমানে তারা বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গাবতলী থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাবতলী উপজেলার শেষ সীমানায় পীরগাছা বাজার এলাকার সাবেক পাড়ায় রূপালী ব্যাংকে গতকাল ভোর পাঁচটার দিকে দুজন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত ডাকাতির চেষ্টা করে। ব্যাংকের

(পেছনের পৃষ্ঠার পর) ছাদের সিঁড়ি ঘরের তালা ভেঙে তারা ব্যাংকে প্রবেশ করে। দুর্বৃত্তরা ব্যাংকের কলাপসিবল গেট কেটে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে আনসার সদস্যরা তাদের বাধা দিলে ডাকাতরা তাদের ছুরিকাঘাত করে। এ সময় আনসার সদস্যরা চিৎকার করলে ডাকাতরা পালিয়ে যায়। গাবতলী রূপালী ব্যাংক সাবেক পাড়া শাখার ম্যানেজার মোতাহার হোসেন জানান, মুখোশ পরা দুজন দুর্বৃত্ত ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা করে। এ সময় তারা আনসার সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। তবে তারা ভোল্ট ভাঙার চেষ্টা করলেও পারেনি। পরে তারা পালিয়ে যায়। বগুড়া গাবতলী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার সাবিনা ইয়াসমিন জানান, গাবতলীর সাবেক পাড়ায় রূপালী ব্যাংক একটি ভাড়া বাসায় তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছিল। ব্যাংকের সিসি টিভি ফুটেজে দেখা যায় ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে মুখোশ পরিহিত দুজন দুর্বৃত্ত ডাকাতির চেষ্টা করে। আনসাররা বাধা দিলে ডাকাতরা তাদের ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে। তবে ব্যাংকের কোনো ক্ষতি বা ভোল্ট লুটের কোনো কিছু ডাকাতরা করতে পারেনি। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২২ পৌষ
৬ জানুয়ারি ২০২১

গুলি করে বিকাশকর্মীর টাকা ছিনতাই

■ সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা

সিংগাইরে বিকাশকর্মীকে গুলি করে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার জামশা সারারিয়া ব্রিজে এমনটি ঘটে। জামশা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মিজানুর রহমান মিঠু জানান, মানিকগঞ্জ থেকে আসা বিকাশকর্মী এস আর লিটন জামশা সারারিয়া বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। সারারিয়া ব্রিজের ফাঁকা স্থানে পৌঁছালে পেছন থেকে দুইটি মোটরসাইকেল যোগে ছিনতাইকারীরা লিটনের পথ গতিরোধ করে। প্রথমটি ফাঁকা এরপর তাকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি করতে থাকে তারা। এক পর্যায়ে লিটনের হাঁটুতে গুলি করে বিকাশ কার্ড ও টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। গুলিবিদ্ধ লিটনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জামশা গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হলে চিকিৎসক তার পায়ের হাঁটু থেকে দুইটি গুলি বের করে। পরে তাকে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না কত টাকা ছিনতাই হয়েছে।

থানার ওসি মো. রকিবুজ্জামান বলেন, এটা দস্যুতা। পিস্তল দেখিয়েছে কিন্তু ফায়ারিং হয়নি। মোটরসাইকেলের প্লাগশর্ট হয়ে যে শব্দ হয়েছে ওটাই গুলির শব্দ মনে করে সে মোটরসাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন। টাকা নেয়নি তবে বিকাশের কার্ড নিয়েছে। কত টাকা নিয়েছে তার হিসাব এখনো হয়নি। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২০ পৌষ
৪ জানুয়ারি ২০২১

জামালপুরে অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার

■ জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুর শহরের নাওভাঙা চর থেকে রবিবার ওয়াসিম (২৮) নামে এক অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সে শহরের পাথালিয়া গুয়াবাড়িয়া এলাকার তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার রাত ১২টার দিকে অটোরিকশা গ্যারেজে রেখে সে বাসায় যায়। রাত ৩টার দিকে তার স্ত্রীর ডাক-চিৎকারে প্রতিবেশীরা গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওয়াসিমের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

এ বিষয়ে সদর থানার ওসি মো. রেজাউল ইসলাম খান বলেন, লাশের গায়ে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্ট্রোক করে মারা যেতে পারে সে। তবে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ব্যাপারে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
৬ জানুয়ারি ২০২১। ২২ পৌষ ১৪২৭

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

ফেনী প্রতিনিধি

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে আবুল কালাম (৫৫) নামে ফেনীর এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন। রবিবার রাতে দেশটির ফ্রি স্টেইট সিটিতে তাকে গুলি করে সন্ত্রাসীরা। আবুল কালাম দাগনভূঞা উপজেলার পূর্বচন্দ্রপুর ইউনিয়নের পাটোয়ারি বাড়ির হাবিবুর রহমানের ছেলে। নিহতের স্বজনরা জানায়, রবিবার রাতে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা তার দোকানে লুট করে যাওয়ার সময় তাকে গুলি করে চলে যায়। পরে উপস্থিত লোকজন তাকে উদ্ধার করে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৭ জানুয়ারি ২০২১,

মানিকগঞ্জ

যুবককে কুপিয়ে হত্যা

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে গ্রামের একটি খেত থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর নাম শনিরাম মালো (৩২)। তিনি রাজনগর গ্রামের বাসিন্দা। জেলা শহরের লক্ষীমণ্ডপ এলাকার একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করতেন শনিরাম। পুলিশ জানায়, গতকাল সকালে বাড়ি থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে একটি খেতে শনিরামের রক্তাক্ত লাশ দেখতে পান এলাকাবাসী। খবর পেয়ে দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ হাসপাতালের আরএমও এরফান আনছারী বলেন, লাশের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের মারাত্মক ক্ষত রয়েছে। দুই হাতেরই কবজিতেও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৭, ২০২১

পাবনায় রাজমিস্ত্রিকে পিটিয়ে হত্যা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ পাবনা

পাবনার আটঘড়িয়া উপজেলায় আকরাম আলী (৪২) নামে এক রাজমিস্ত্রিকে পিটিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার দেবোত্তর ইউনিয়নের পাটেশ্বর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে গতকাল সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। আকরাম জেলার চাটমোহর উপজেলার ফৈলজানা ইউনিয়নের কচুগাড়ী গ্রামের মৃত আ. সামাদের ছেলে।

পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা আকরামকে বুধবার রাতের কোনো এক সময় পিটিয়ে হত্যা করে মরদেহ ওই এলাকায় ফেলে পালিয়ে যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আটঘড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসিফ মো. সিদ্দিকুল ইসলাম জানান, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। এ সময় মরদেহের পাশ থেকে একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ।

সমকাল শনিবার | ৯ জানুয়ারি ২০২১ | ২৫

রাজশাহীতে দুই সংবাদকর্মীর ওপর বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের হামলা

■ রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী পৌরসভার নির্বাচনী প্রচারের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন দুই সংবাদকর্মী। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার শাহাপুর পেয়াদাপাড়া এলাকায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ও বর্তমান মেয়র মুক্তার আলীর কর্মী-সমর্থকরা এ হামলা চালায়। হামলায় আহত হয়েছেন মাছরাঙা টেলিভিশনের রাজশাহীর ক্যামেরাপারসন মাহফুজুর রহমান রুবেল এবং দীপ্ত টিভির ক্যামেরাপারসন রফিকুল ইসলাম।

সংবাদকর্মী মাহফুজুর রহমান রুবেল বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আকস্মিকভাবে তাদের ওপর হামলা

রাজশাহীতে দুই সংবাদকর্মীর

[১৫ পৃষ্ঠার পর]

চালায় মুক্তার আলীর সমর্থকরা। হামলাকারীরা আমার গলা চেপে ধরে শ্বাসরোধে হত্যার চেষ্টা চালায়। হামলাকারীরা আমার মোবাইল ফোনটি ভেঙে ফেলেছে। তারা ক্যামেরা ভাঙারও চেষ্টা করে। এ সময় দীপ্ত টিভির ক্যামেরাপারসন রফিকুল ইসলামকেও মারধর করা হয়। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শহিদুজ্জামান শহিদের পক্ষে প্রচার চালানোর কারণে রাজশাহী জেলা যুব মহিলা লীগের এক নারীনেত্রীকেও লাঞ্ছিত করে হামলাকারীরা। হামলার শিকার দুই সংবাদকর্মী প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

রুবেল জানান, বাঘায় যুব মহিলা লীগের নেত্রীরা নৌকার প্রচার চালাচ্ছিলেন। ওই সময় বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকরা নৌকার লিফলেট নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলছিল। এই দৃশ্য তারা ক্যামেরায় ধারণ করছিলেন। তখনই বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকরা তাদের ওপর আক্রমণ করে। এক সমর্থক তার গলা টিপে ধরে বলে, 'সাংবাদিকের বাচ্চা তোকে আজ মেরেই ফেলব।' এরপর স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে। এ ঘটনায় থানায় খবর দেওয়া হলেও পুলিশ রহস্যজনক কারণে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে আসেনি। পরে রুবেল থানায় অভিযোগ দেন।

এ ব্যাপারে বাঘা থানার ওসি নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা ঘটনাটি দেরিতে জানতে পেরেছি। পরে হামলার শিকার সংবাদকর্মীকে ফোন করেছিলাম। তিনি থানায় এসে জানিয়েছেন, বিদ্রোহী মেয়র প্রার্থী মুক্তার সাহেবের লোকজন হামলা করেছে। লিখিত কোনো অভিযোগ দেননি।'

আড়ানী পৌরসভা নির্বাচনে এবার আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী শহিদুজ্জামান শহিদ। এখানে বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন বর্তমান মেয়র মুক্তার আলী।

যুগান্তর | শনিবার ৯ জানুয়ারি ২০২১ | ২৫ পৌষ ১৪২৭

কামরাঙ্গীরচরে ছুরিকাঘাতে কিশোর নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে ছুরিকাঘাতে এক কারখানার কর্মচারী সিফাত (১৪) নিহত হয়েছে। তারা মসজিদের কাছে বরিশাল কলোনি গলিতে শুক্রবার বিকালে এ ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর রাত ১০টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার জামাল ভূঁইয়ার ছেলে। মায়ের নাম রাশেদা বেগম। তবে তার ছোটবেলাতেই বাবা-মা আলাদা হয়ে যান। কামরাঙ্গীরচরে নানা-নানির কাছে থেকে এলাকার ফজলুর হকের বোর্ড কারখানায় কাজ করত সে।

নিহতের খালু আব্দুল রহমান জানান, শুনেছি বিকালে বাসার কাছের ওই গলিতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হালিম খাচ্ছিল সিফাত। একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে কথা কাটাকাটি হয়। পরে সিফাতের ডান পায়ের উরুতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায় সে। খবর পেয়ে স্বজনরা তাকে প্রথমে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে রাতে নিয়ে যাওয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সহকর্মী চান মিয়া জানান, সিফাতের সঙ্গে আকাশ, রিফাত, সুমন নামে আরও তিন বন্ধু ছিল। স্থানীয় শুভসহ কয়েকজন তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। কামরাঙ্গীরচর থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ছুরিকাঘাতের বিস্তারিত কারণ জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে রাখা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক রবিবার, ২৬ পৌষ ১৪২৭ | ১০ জানুয়ারি ২০২১

গোবিন্দগঞ্জে ব্রিজের নিচ থেকে নিরাপত্তাকর্মীর লাশ উদ্ধার

■ গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা

গোবিন্দগঞ্জে শনিবার সকালে ব্রিজের নিচ থেকে চায়না কোম্পানির নিরাপত্তা কর্মী রাজু মিয়ার লাশ উদ্ধার করছে পুলিশ। রাজু তালুককানুপুর ইউনিয়নের সমসপাড়া গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে। পরিবার জানায়, শুক্রবার কর্মস্থল থেকে বাড়ির উদ্দেশে বের হয়ে নিখোঁজ ছিল রাজু। এরপর শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে নয়া বাজার এলাকার ব্রিজের নিচে স্থানীয়রা তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। গোবিন্দগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ এ কে এম মেহেদী হাসান বলেন, মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। হত্যার কারণ এখনো জানা যায়নি। রাজু মহাসড়ক সম্প্রসারণ কাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না কোম্পানিতে নিরাপত্তা কর্মীর দায়িত্বে ছিল। তার শরীর ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

সমকাল শনিবার | ৯ জানুয়ারি ২০২১

সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

উপজেলার বড়গোবিন্দপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মাদকাসক্ত সাইফুল ইসলামের হামলায় সাংবাদিক ও তার ছেলেমেয়েসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে সাংবাদিক খোরশেদ আলম বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আহতরা হলেন সাংবাদিক খোরশেদ আলম, তার দুই শিশুসন্তান খুশি আক্তার (৩) ও অনিক হাসান (১০)।

উপজেলার বড়গোবিন্দপুর এলাকায় প্রতিদিনের মতো বাড়ির পাশে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে থাকা অবস্থায় রহিম বাদশার ছেলে মাদকাসক্ত সাইফুল ইসলাম ওই সাংবাদিকের তিন বছরের শিশুকন্যা খুশি আক্তারকে হাতে নিয়ে মাটিতে আছাড় দেওয়ার ভয় দেখায়। তখন ভয় পেয়ে কান্না করতে থাকলে শিশুর ভাই অনিক এগিয়ে ছেড়ে দিতে বলে। মাদকাসক্ত সাইফুল অনিকের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে বুকের মধ্যে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়।

অনিকের চিৎকার শুনে শিশুর বাবা খোরশেদ আলম ঘটনাস্থলে গিয়ে মারধরের কারণ জানতে চাইলে মাদকাসক্ত সাইফুল ইসলাম বাঁশের লাঠি নিয়ে আসে। পরে খোরশেদ আলমের মাথায় আঘাত করার চেষ্টা করে। এ সময় খোরশেদ আলম দৌড় দিলে মাটিতে পড়ে যান। তখন খুন করার উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে জখম করে। সাইফুল আলমকে খুন করে ফেলবে বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়। তাৎক্ষণিক কালিয়াকৈর থানায় ফোন দিলে এএসআই আনিছ ঘটনাস্থলে আসেন। তখন সাইফুল ইসলাম পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় রাতেই খোরশেদ আলম বাদী হয়ে কালিয়াকৈর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। খোরশেদ আলম জানান, মাদকাসক্ত সাইফুল তাকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করেন।

ওসি মনোয়ার হোসেন চৌধুরী জানান, অভিযোগ পেয়েছেন। তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোমবার ২৭ পৌষ ১৪২৭ Monday 11 January 2021

গোবিন্দগঞ্জে শ্রমিকের দেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

গোবিন্দগঞ্জে রাজু মিয়া (৩০) নামের এক শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শনিবার সকাল ৮টার দিকে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার তালুক কানুপুর ইউনিয়নের ঢোকা ডাঙ্গা বিলের নয়াপাড়া ব্রিজের নিচ থেকে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। রাজু মিয়া উপজেলার তালুককানুপুর ইউনিয়নের পূর্ব সমসপাড়া গ্রামের মেজোম্মেল ওরফে বাদশা মিয়ার ছেলে। থানা সূত্রে জানা গেছে, রংপুর-বগুড়া মহাসড়ক প্রশস্তকরণ কাজে নিয়োজিত চায়না কোম্পানিতে শ্রমিকের কাজ করত। শুক্রবার কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যায় রাজু নিখোঁজ হয়। গতকাল সকালে স্থানীয়রা নয়াপাড়া ব্রিজের নিচে মৃতদেহ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি একেএম মেহেদী হাসান পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুরতহাল শেষে লাশ গাইবান্ধা মর্গে প্রেরণ করে।

সমকাল
শুক্রবার | ৮ জানুয়ারি ২০২১ | ২৪

জলমহাল দখলচেষ্টা

ধর্মপাশায় জেলেকে গলা কেটে হত্যা

■ সুনামগঞ্জ ও ধর্মপাশা প্রতিনিধি

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশার সুনই জলমহালের দখল নিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় এক জেলে নিহত এবং উভয়পক্ষের কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছেন। জলমহালে থাকা একপক্ষের স্থাপনা (খলা) পুড়িয়ে দিয়েছে অপরপক্ষের লোকজন। গতকাল বৃহস্পতিবারের এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। দ্বন্দ্বে জড়িত দু'পক্ষের মধ্যে একপক্ষে (হামলাকারী) স্থানীয় সংসদ সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন রতনের ভাই উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন রুখন ছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ধর্মপাশার বৃহৎ জলমহাল সুনই নিয়ে দুই মৎস্যজীবী সমিতির দ্বন্দ্ব চলছে অনেক দিন ধরে। জলমহালের খাজনা পরিশোধ করে দু'পক্ষই মহালের মালিকানা দাবি করে আসছে। একপক্ষ সম্প্রতি এমপি রতনের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছিল। এই দ্বন্দ্বের জের ধরে গতকাল রাত সাড়ে ৮টায় জলমহালের পাড়ে থাকা একপক্ষের মাছের খলায় আরেকপক্ষ আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন শ্যামাচরণ বর্মণ নামের ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধ জেলেকে গলা কেটে হত্যা করে। আহত হয় ২৫ জন।

সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান জানান, জলমহালটির ইজারা নিয়ে স্থানীয় দুটি মৎস্যজীবী সমিতির দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। দুই সমিতির নেতা চন্দন বর্মণ ও সুবীর বর্মণ মহালের খাজনা জমা দিয়ে রশিদ দেখিয়ে জলমহালের দখল নিতে চাইলে জেলা প্রশাসন কাউকেই দখল বুঝিয়ে দেয়নি। কিন্তু দু'পক্ষই সেখানে মাছ ধরার জন্য স্থাপনা (খলা) নির্মাণ করেছে। চন্দন বর্মণের পক্ষ উচ্চ আদালত থেকে স্থগিতাদেশ পায়। জলমহাল অন্যপক্ষের লোকজনও দখলে রেখেছিল। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেখানকার স্থাপনা উচ্ছেদ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিলেও তিনি নির্দেশ প্রতিপালন করেননি। বিষয়টি বারবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ অবস্থায় সুবীর বর্মণের লোকজন অন্যপক্ষের স্থাপনায় হামলা করেছে। এ সময় চন্দন বর্মণের বাবা শ্যামাচরণ বর্মণ খুন হন।

The Daily Star | SATURDAY JANUARY 9, 2021,

RMG worker stabbed to death in N'ganj

OUR CORRESPONDENT, *Narayanganj*

A readymade garment worker was stabbed to death allegedly by his brother-in-law at Nayabazar in Narayanganj Sadar upazila early yesterday.

The victim Sumon Miah, 26, of Kishoreganj, used to live with his sister and her husband at a rented house in Nayabazar, said police.

Sumon's sister Hosne Ara, also a witness of the incident, said Sumon criticised her husband Habibullah, 32, for taking drugs and not providing any money for family expenditures.

At one point, the conversation turned into a feud and became violent as Sumon told Habibullah that he could not even provide milk to his infant child, she said.

Sumon went out of the house making the statement but Habibullah followed him and stabbed him to death just outside their house, she added.

The incident happened around 12:30am yesterday. Hearing Sumon scream, locals rushed to the spot and sent him to Narayanganj General Hospital where doctors declared him dead.

Aslam Hossain, officer-in-charge of Fatullah Model Police Station, said the body was sent to morgue for autopsy.

Sumon's brother Mohammad Rubel filed a case against Habibullah.

Meanwhile, police arrested the accused and placed him before a district court last evening.

The district's Senior Judicial Magistrate court recorded Habibullah's confessional statement and sent him to jail.

প্রথম আলো • শনিবার, ৯ জানুয়ারি ২০২১,

মুন্সিগঞ্জ

কিশোরের লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় নিখোঁজের ১৭ দিন পর ডোবা থেকে মো. হাসান (১৭) নামের এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে হোসেন্দী বাজারসংলগ্ন নয়াপাড়া এলাকায় তার লাশ পাওয়া যায়। সে হোসেন্দী গ্রামের মো. শামীম হোসেনের ছেলে। হাসান বাজারে কামারের কাজ করত। স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত ২২ ডিসেম্বর রাতের খাবার খেয়ে পাশের আলাদা একটি টিনের ঘরে ঘুমিয়েছিল হাসান। মধ্যরাতে হাসানের ঘরের দরজায় শব্দ শুনতে পান তার বাবা-মা। সে সময় হাসানের দরজা খোলা থাকলেও হাসান ঘরে ছিল না। পরে তাকে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন স্বজনেরা। গতকাল বাড়ির পাশের ডোবায় হাসানের অর্ধগলিত লাশের সন্ধান পান তার বাবা-মা। হাসানের মা হাসিনা বেগমের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, নিখোঁজের পর থেকে হাসানকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়। কোথাও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গতকাল সকালে বাড়ির পাশের ডোবার কচুরিপানা ও ময়লায় তাঁর ছেলের লাশ তাঁরা দেখতে পান। গজারিয়া থানার ওসি মো. রইছ উদ্দিন বলেন, প্রাথমিকভাবে বোঝা যাচ্ছে, এটি হত্যাকাণ্ড।

প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার
১০ জানুয়ারি ২০২১ । ২৬ পৌষ

বঙ্গোপসাগরে ২২ দিন পর ১৮ জেলেকে উদ্ধার করেছে নৌবাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদক

বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ২২ দিন ভাসমান থাকার পর ফিশিং 'বোট এফবি আল হাসান' থেকে ১৮ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। গত ৮ জানুয়ারি নৌবাহিনীর জাহাজ নির্মূল ও অতন্দ্র গভীর সমুদ্রে টহলরত অবস্থায় সেন্টমার্টিনের ৮৩ নটিক্যাল মাইল দূরে ভাসমান অবস্থায় ফিশিং বোটটিকে জেলেসহ উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত জেলেরা হলেন- কাশেম কেরানী (৬০), বাবুল (৩২), আল আমিন (২০), হোসেন (২৭), তোফাজ্জল (৫০), খলিল (৩৬), শাকিল, আজিজ (৬৭), নজরুল (৫৯), শামীম সিকদার (২৬), আবুল কাশেম (৪৫), কবির উদ্দিন (৪২), জগন্নাথ (৪৫), ইউসুফ (৩৬), রমজান (৫০), হাফিজ (৩৫), শাহ আলম (৪০) ও বাবলু (৩৪)। জেলেদের বরাত দিয়ে আইএসপিআর জানায়, গত ৯ ডিসেম্বর ফিশিং বোটটি ১৮ জন মাঝি নিয়ে মাছ ধরতে সমুদ্রে যায়।

NEW AGE
TUESDAY, JANUARY 12, 2021,

Medical rep stabbed to death in Narsingdi

Our Correspondent · Narsingdi

A MEDICAL representative was stabbed to death by miscreants at Bhelanagar in Narsingdi on Sunday night.

The deceased, Naimur Rahman, 25, of village Taranagar in Natore Sadar, was a medical representative of veterinary medicine company Century Agro Limited in Narsingdi.

Some unidentified assailants stopped Naimur, who was riding a motorcycle, near Union Land office premises and stabbed him indiscriminately to death, said Narsingdi Sadar police sub-inspector Nur Hossain.

He said that the assailants fled the scene after confirming his death.

On information, the police seized his motorcycle and sent his body to Narsingdi General Hospital morgue for post-mortem examination.

A case was filed in this regard and the police was trying to arrest the killers, said Narsingdi Sadar police officer-in-charge Biplob Kumar Datta.

বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার
১২ জানুয়ারি ২০২১। ২৮

টঙ্গীতে শ্রমিক বিক্ষোভ সড়ক অবরোধ আহত ৩

টঙ্গী প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গী বিসিক এলাকায় রেডিসন গার্মেন্টস লিমিটেড নামক পোশাক কারখানায় শ্রমিক নির্যাতনের অভিযোগে গতকাল ওই কারখানার ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে শিল্প পুলিশ শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ করলে তিন শ্রমিক আহত হন। আহতরা হলেন মো. সানি হোসেন, অছিমা আক্তার ও রোমানা আক্তার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রিপা ও জামানসহ বেশ কয়েকজন শ্রমিক জানান, ওই কারখানার এক লাইনচিফ সোলায়মান বহিরাগত সন্ত্রাসী দিয়ে রনি নামে এক শ্রমিককে মারধর ও নারী শ্রমিকদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করেন। এ ঘটনাটি অন্য শ্রমিকদের মধ্যে জানাজানি হলে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে লাইনচিফের শাস্তির দাবি জানান। কারখানা কর্তৃপক্ষ লাইনচিফের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না নেওয়ায় শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে গত রবিবার কারখানার মূল ফটকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এ ঘটনার পর কারখানা কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেন। পরে গতকাল সকালে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে লাইনচিফ সোলায়মানকে বহিষ্কার ও শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদে কারখানার মূল ফটকে বিক্ষোভ করেন।

সংবাদ
বুধবার ২৯ পৌষ ১৪২৭
Wednesday 13 January 2021

টঙ্গীতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠি : আহত ৩

প্রতিনিধি, টঙ্গী (গাজীপুর)

গত সোমবার সকালে টঙ্গীর বিসিক এলাকার রেডিসন গার্মেন্টসের এক পোশাক শ্রমিককে মারধরের প্রতিবাদে বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জে ৩ শ্রমিক আহত হয়েছে। এ ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আহতরা হচ্ছে- মো. সানি হোসেন, অছিয়া আক্তার ও রোমানা আক্তার। পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকরা জানায়, একটি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার কারখানার ভেতরে সুইং সেকশনের শ্রমিক রনি ও লাইনচিফ সোলেমানের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। পরে ঘটনার দিন রাতেই বাসায় ফেরার পথে বহিরাগত লোকজন কারখানার সামনে রনিকে মারধর করে। এর জের ধরে শনিবার শ্রমিকরা কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে ওই কর্মচারীকে অপসারণের দাবি জানালে কারখানা কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানায়। পরদিন রোববার কারখানার মূল ফটকে কারখানা বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এ বিষয়ে কারখানাটির মানব সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা এনামুল হক জানান, শ্রমিকদের এ আন্দোলনটি অযৌক্তিক। শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধান করা হবে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি দক্ষিণ) মো. নূরে আলম বলেন, টঙ্গী বিসিক এলাকার বেশকিছু পোশাক কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করতে চেয়েছিল শ্রমিকরা।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার
১৩ জানুয়ারি ২০২১ ।

টঙ্গীতে যাত্রীবাহী বাসে ডাকাতি, আহত ৪

টঙ্গী প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গী পশ্চিম থানাধীন কামারপাড়া এলাকায় গতকাল ভোরে জামালপুরগামী উত্তরা পরিবহনের একটি বাসে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় যাত্রীবেশী ডাকাতদের ছুরিকাঘাতে চারজন আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন সৌদি প্রবাসী মো. চাঁন মিয়া (৪৫), তার ছোট ভাই সুরুজ্জামান (৩৫), শাহদুল ইসলাম (৩০) ও মো. সোলাইমান (২৫)। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ডাকাতদলের দুই সদস্য টঙ্গীর শিলমুন এলাকার মোস্তফা কামালের ছেলে শাওন (২৮) ও মরকুন এলাকার নাহিদ মোল্লার ছেলে সিয়ামকে (২২) আটক ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি বাস, একটি সুইচ গিয়ার ও দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় টঙ্গী পশ্চিম থানায় ডাকাতি মামলা হয়েছে।

অস্ত্রসহ দুই ডাকাত আটক

আহত সোলাইমান জানান, গতকাল ভোরে তার সৌদি প্রবাসী ভাই চাঁন মিয়াকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রিসিভ করে গ্রামের বাড়ি জামালপুর যাওয়ার উদ্দেশে উত্তরা পরিবহনের একটি বাসে ওঠেন। এ সময় যাত্রীবেশে একদল ডাকাতও ওই বাসে ওঠে। বাসটি টঙ্গী বাটা কারখানার সামনে পৌঁছলে ডাকাত দলের এক সদস্য তাদের কাছ থেকে বাসভাড়া চায়, পরে তারা ব্যাগ থেকে টাকা বের করার সময় কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডাকাত দলের অন্য সদস্যরা চারপাশ থেকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ৫ হাজার সৌদি রিয়াল, দুটি মোবাইল সেট, এক ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ১২ হাজার টাকা লুটে নেয়। এ সময় চাঁন মিয়া ও তার স্বজনদের চিৎকার শুনে ডিউটিরত টঙ্গী পশ্চিম থানার এসআই সোহরাব ওই বাসের পিছু নেন এবং বাসটি আটক করে দুই ডাকাতসহ একটি সুইচ গিয়ার ও দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করেন। তবে ডাকাত দলের অন্য সদস্যরা পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ আলম জানান, এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে, ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত বাসসহ সরঞ্জামি জব্দ করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

সমকাল
মঙ্গলবার । ১২ জানুয়ারি ২০২১

পাওনা টাকা দেবে বলে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য ডেকে নিয়ে গার্মেন্ট শ্রমিককে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। রোববার রাতে নবীগঞ্জে কাইতাখালি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে ওই নারীকে নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ধর্ষক মাসুদ বন্দরের নবীগঞ্জ এলাকার বড়বাড়ির ভুলু মিয়ার ছেলে।

ওসি ফখরুদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, ওই তরুণী এবং ধর্ষক মাসুদ রিভারভিউ মার্কেটের একটি গার্মেন্টে একসঙ্গে কাজ করতেন। সেই সুবাদে তরুণীর কাছ থেকে মাসুদ পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নেয়। কথা ছিল বেতন পেলেই টাকা পরিশোধ করে দেবে। কিন্তু কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও মাসুদ টাকা দিচ্ছিল না।

সংবাদ
বুধবার ২৯ পৌষ ১৪২৭
Wednesday 13 January 2021

ভৈরবে ফের বাসে আগুন : চালক হত

প্রতিনিধি, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)

ভৈরবে মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে ফের বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় আবুল হোসেন (৫৫) নামে বাস চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত আবুল হোসেন নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার খালিশার টেকের কিতাব আলীর ছেলে। গত সোমবার ভোরে শহরের দুর্জয় মোড়ের বেস্ট ইলেক্ট্রনিক্স শো রুমের সামনে পার্কিং করা বাসে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, শহরের প্রধান সড়কে বিসমিল্লাহ পরিবহনটি পার্কিং করে। পরে রাতের খাবার শেষে নিহত চালক আবুল হোসেন বাসেই ঘুমিয়ে পড়েন।

সমকাল
বৃহস্পতিবার । ১৪ জানুয়ারি ২০২১

ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে ট্রাকচালক খুন

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মাছ বাজার এলাকায় ছিনতাই করে পালানোর সময় একদল টোকাইকে ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন খোকন মিয়া (২৯) নামের এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল বুধবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। খোকন পেশায় ট্রাকচালক ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃত করে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাত সোয়া ১টার দিকে খোকন তার ট্রাকে করে মাছ নিয়ে যাত্রাবাড়ী মাছের আড়তে যান। ওই সময় মাছ বাজারের অদূরে কয়েকজন টোকাই এক পথচারীকে ঘিরে ধরে ছিনতাই করছিল। এমন দৃশ্য দেখে খোকন তাদের ধাওয়া করলে টোকাই দলের সদস্যরা তার পেটে ছুরিকাঘাত করে। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ সেখানেই পড়ে থাকেন। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে গতকাল ভোর সোয়া ৪টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

যাত্রাবাড়ী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শাহিনুর রহমান বলেন, আশপাশের লোকজনের কাছ থেকে তারা জানতে পেরেছেন, টোকাইদের একটি গ্রুপ এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। এরা বয়সে কিশোর। ঘটনার পর মাছ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে কয়েক টোকাইকে আটক করা হয়েছে। স্বজনরা জানান, খোকন সপরিবারে যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় থাকতেন। তার বাবার নাম শামসুল হক। তাদের গ্রামের বাড়ি বরিশালের গৌরনদীতে।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ১৪ জানুয়ারি ২০২১
৩০ পৌষ ১৪২৭

টঙ্গীর বোগদাদিয়া দরবার শরিফ

কক্ষ থেকে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন, টঙ্গী

গাজীপুরের টঙ্গীতে বোগদাদিয়া দরবার শরিফের ভেতরে একটি কক্ষ থেকে তাইতুল ইসলাম জাহাঙ্গীর (৪০) নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পূর্ব থানা পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় টঙ্গীর মধুমিতা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তিনি নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা থানার চেমটি গ্রামের বদির মিয়ার ছেলে।

উপ-পরিদর্শক নাদির-উজ-জামান বলেন, জাহাঙ্গীর পেশায় একজন নিরাপত্তা কর্মী। ঘটনার দিন বিকালে নিজ ঘরের সিলিংয়ের সঙ্গে গলায় গামছা পেঁচানো ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে লোকজন পুলিশে খবর দেয়। সন্ধ্যায় খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে বোগদাদিয়া দরবার শরিফের পক্ষ থেকে কেউ স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ জানুয়ারি ২০২১

আশুলিয়ায় চালককে হত্যা করে ইজিবাইক ছিনতাই

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় চালককে নৃশংসভাবে হত্যা করে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে আশুলিয়ার কাইচাবাড়ির এলাকার আঞ্চলিক সড়কের পাশে পরিত্যক্ত একটি মাঠ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতের নাম মোফাজ্জল হোসেন (৪০)। তিনি নওগাঁ জেলার দামুরহাট থানার আড়ানগর গ্রামের মোজাফফর হোসেনের ছেলে। আশুলিয়ার কাইছাবাড়ি এলাকার শাহাদাত হোসেনের বাড়িতে পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন। তার মাথার পিছনে জখমের চিহ্ন রয়েছে।

নিহতের স্বজনের বরাত দিয়ে আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জসিম উদ্দিন বলেন, প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার ভোরে বাসা থেকে ইজিবাইক নিয়ে বের হন মোফাজ্জল। পরে সকাল ৮টার দিকে কাইচাবাড়ি এলাকার একটি সড়কে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে সাভার মডেল থানা পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ইজিবাইকের জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে।

নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে আশুলিয়া থানায় হত্যা মামলা করা হয়েছে।

যুগান্তর

শুক্রবার ১৫ জানুয়ারি ২০২১
১ মাঘ ১৪২৭

মৃত্যু নিয়ে স্বজনদের অভিযোগ

ধর্ষণের বিষয় জানাজানি হওয়ায় গৃহকর্মীর আত্মহত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কলাবাগানে এক গৃহকর্মী কিশোরীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার রাত ৯টার দিকে কলাবাগানের ৫৮ নর্থ সার্কুলার রোডের একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। লাশটি বাথরুমের অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় গলায় ওড়না পেঁচানো ছিল। স্বজনদের অভিযোগ, ওই বাড়ির নিরাপত্তাকর্মীর দ্বারা ধর্ষণের পর বিষয়টি জানাজানি হওয়ায় অপমানে ক্ষোভে সে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত নিরাপত্তাকর্মী জুনায়েদকে (৫১) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বর্তমানে তিনি কলাবাগান থানা পুলিশ হেফাজতে তিন দিনের রিমান্ডে আছেন।

পুলিশের নিউমার্কেট জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) আবুল হাসান যুগান্তরকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের আলামত আমরা পেয়েছি। এরপরেই লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা যাবে। তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় রিমান্ডে থাকা জুনায়েদকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভবনের বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকেও ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। এদিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই কিশোরীর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এরপর ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান ডা. সোহেল মাহমুদ বলেন, তার প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করে কেমিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর ধর্ষণ হয়েছে কিনা বা তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বলা যাবে। ওই কিশোরীর বাড়ি নোয়াখালী হাতিয়া উপজেলায়।

সমকাল

রোববার । ১৭ জানুয়ারি ২০২১ ।

গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে ঢাকায় এসে লাশ হয়ে ফিরল তানিয়া

■ ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

বাবা অসুস্থ, তাই সংসারের ভার নিজের কাঁধে নিতে চেয়েছিল তানিয়া। গৃহকর্মীর কাজ করে সংসার টানতে গিয়ে জীবনের ইতি ঘটেছে তার। সাড়ে তিন মাস আগে ঢাকায় কাজ করতে এসে তানিয়া বাড়ি ফিরেছে লাশ হয়ে। নিহত তানিয়া আক্তার (১৭) ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার সরিষা ইউনিয়নের মারুয়াখালী গ্রামের তোতা মিয়ার মেয়ে। এ ঘটনায় গৃহকর্ত্রীকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় লোকজন।

জানা গেছে, দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে তানিয়া ছিল সবার বড়। তাদের বাবা পেশায় দিনমজুর। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে কয়েক মাস ধরে কাজে যেতে পারেন না। এ অবস্থায় তানিয়া ঢাকার বনানী এলাকায় একটি বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নেয়। সাড়ে তিন মাস আগে থেকে মাসিক ৬ হাজার টাকা বেতনে কাজ করছিল মেয়েটি। তানিয়াদের পাশের বাঁধাটি গ্রামের আবদুল কাদির বনানীর ওই বাসায় কাজ জুটিয়ে দেন। আড়াই মাস আগে তানিয়ার বাবার বিকাশ নম্বরে মাত্র ৫ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন তানিয়ার গৃহকর্ত্রী। এরপর আর কোনো টাকা পাঠাননি। গত শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ তানিয়ার বাবার মোবাইল নম্বরে কল করেন গৃহকর্ত্রী বদরুন নাহার। মেয়ের অসুস্থতার কথা জানিয়ে দ্রুত তাকে ঢাকায় আসতে বলা হয়। এরপর তারা রওনা হন। কিন্তু গাজীপুরের শ্রীপুর এলাকায় যেতেই বিকেলে ফের ফোন আসে তানিয়ার বাবার মোবাইলে। বলা হয়, তানিয়াকে চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। ওই সময় তানিয়ার বাবা তাদের অবস্থানের কথা জানালে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলা হয়। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর রাত সাড়ে ৯টার দিকে একটি অ্যাম্বুলেন্স এসে থামে পরিবারটির কাছে। ভেতরে দেখেন তানিয়ার নিথর দেহ। সঙ্গে ছিলেন গৃহকর্ত্রী বদরুন নাহারও। সেখান থেকে গৃহকর্ত্রী চলে যেতে চাইলে কৌশলে নিয়ে যাওয়া হয় তানিয়ার বাড়িতে। পরে সেখানে এলাকার লোকজন তাকে আটক করে আঠারবাড়ি তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

পুলিশ শনিবার বেলা ২টার দিকে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। সেসঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স চালককে পুলিশ তাদের হেফাজতে নেয়। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে গৃহকর্ত্রী বদরুন নাহার অসংলগ্ন তথ্য দিয়েছে। তানিয়ার মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডায়রিয়া হওয়ার কথা বলছেন। আঠারবাড়ি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এসআই জিয়াউর রহমান বলেন, তানিয়ার বাম কান ফোলা। নাক ও কান দিয়ে রক্ত বের হওয়ার আলামত পাওয়া গেছে। এ ছাড়া শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন তারা পাননি।

তানিয়ার বাবা তোতা মিয়া বলেন, মেয়েকে কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার মেয়েকে মেরে ফেলা হয়েছে। মেয়ে হত্যার বিচার চান তিনি।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার ওসি আবদুল কাদের মিয়া বলেন, গৃহকর্ত্রী তাদের কাছে দাবি করছে তিন-চার দিন ধরে ডায়রিয়া হয়েছিল মেয়েটির। এ কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য ময়নাতদন্তের জন্য লাশ রোববার মর্গে পাঠানো হবে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২১,

রূপগঞ্জ

ধর্ষণের অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার এক কিশোরীকে (১৬) অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় মেয়েটির বাবা গতকাল দুজনকে আসামি করে থানায় মামলা করেছেন। আসামিরা হলেন তারাব পৌরসভার রাব্বি মিয়া (২১) ও তাঁর খালা নাজমা বেগম। এজাহার সূত্রে জানা যায়, মেয়েটি একটি তেল শোধনাগারের শ্রমিক। গত মঙ্গলবার রাতে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাব্বি ও তাঁর সহযোগীরা মেয়েটিকে অপহরণ করে বন্দর উপজেলার কেওঢালা এলাকায় নিয়ে যান। সেখানে নাজমা বেগমের বাড়িতে আটকে রেখে মেয়েটিকে ধর্ষণ করেন রাব্বি। গত বুধবার পরিবারের সদস্যরা মেয়েটিকে উদ্ধার করেন।

সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৪ মাঘ ১৪২৭
১৮ জানুয়ারি ২০২১

ফকিরাপুলের বুক বাইন্ডিং কারখানা থেকে শিশু শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর মতিঝিলের ফকিরাপুল এলাকার একটি বুক বাইন্ডিং কারখানা থেকে এক শিশু শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ঐ শিশুর নাম শুভ (১০)। গতকাল রবিবার রাতে পুলিশ তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠিয়েছে। কারখানার লোকজন জানিয়েছে, ঐ শিশু শ্রমিক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তবে পুলিশ বলছে, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন না পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাচ্ছে না।

কারখানাটির মালিক আনিস জানান, ফকিরাপুল কোমর উদ্দিন গলিতে তার বুক বাইন্ডিং কারখানা অবস্থিত। তিন দিন আগে শুভর তার ভাই শাওন কাজ করার জন্য শুভকে তার কারখানায় দিয়ে যায়। এরপর তিনি শুভকে কারখানায় চাকরি দেন। শুভ এখানে কাজ করত এবং কারখানায়ই মাচার ওপরে থাকত। রবিবার সবার অগোচরে শুভ ফ্যানের হুকের সঙ্গে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দেয়। তবে কী কারণে ফাঁস দিয়েছে সে বিষয়ে কিছুই জানতে পারেননি তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৫ মাঘ ১৪
১৯ জানুয়ারি ২০২১

লক্ষ্মীপুরে ব্রিক ফিল্ডের শ্রমিক হত্যা

■ লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরে চা খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে ব্রিক ফিল্ডের শ্রমিক কাশেম আলীকে (২৮) হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। পরে রাস্তার পাশে গাছের সঙ্গে মাফলার পেঁচিয়ে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়। সোমবার সকাল ৯টার দিকে সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আন্ধারমানিক গ্রামে স্থানীয়রা গাছের সঙ্গে কাশেম আলীর ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায়। কাশেমের গলায় মাফলার প্যাঁচানো থাকলেও হাঁটু ভাঙা অবস্থায় মাটিতে লেগেছিল। নিহত কাশেম আন্ধারমানিক গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে। তিনি স্থানীয় জসিম ব্রিক ফিল্ডে শ্রমিকের কাজ করতেন।

তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওমর ফারুক ইবনে হুছাঈন ভুলু বলেন, ধারণা করা হচ্ছে কাশেমকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এ ব্যাপারে লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোসলেহ উদ্দিন বলেন, হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৬ মাঘ ১৪২৭
২০ জানুয়ারি ২০২১

তিন দিনেও মেলেনি ট্রাকচালকের খোঁজ

■ বড়াইগ্রাম (নাটোর) সংবাদদাতা

তিন দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন সুমন আলী (২৮) নামে এক ট্রাকচালক। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ইসলামপাড়া গ্রামের ইলিয়াস আলীর ছেলে। জানা যায়, রোববার বিকালে তিনি চুয়াডাঙ্গা থেকে একটি ধানের খড়বোঝাই ট্রাক নিয়ে মানিকগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেন। রাত ৮টার দিকে বনপাড়া বাইপাস মোড়সংলগ্ন কলাহাটা এলাকায় ট্রাক থামিয়ে চা পান করেন তিনি। পরে হেলপার আব্দুর রহমানকে গাড়িতে থাকতে বলে টয়লেটে যাওয়ার কথা বলে চলে যান। এরপর থেকে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। এ ঘটনায় গত সোমবার রাতে নিখোঁজ সুমনের ছোট ভাই ইমন আলী বড়াইগ্রাম থানায় জিডি করেছেন।

বড়াইগ্রাম থানার ওসি আনোয়ারুল ইসলাম জানান, এ ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন থানায় মেসেজ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রযুক্তির সহযোগিতা নিয়ে তাকে উদ্ধারে সব রকম চেষ্টা অব্যাহত আছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৬ মাঘ ১৪২
২০ জানুয়ারি ২০২১

শ্রীপুরে দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামিসহ আরো পাঁচজন গ্রেফতার

গোয়ালন্দে কলেজছাত্রীর অশ্লীল ছবি পোস্টকারী চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

গাজীপুরের শ্রীপুরে গৃহবধূ অপহরণ ও গণধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে প্রতিবন্ধী কিশোরী ধর্ষণে চার জন ও জামালপুরের বকশীগঞ্জে গার্মেন্টস কর্মী ধর্ষণের ঘটনায় এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে কলেজছাত্রীর অশ্লিল ছবি পোস্টকারী প্রতারককে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা জানান, ময়মনসিংহের ভালুকা হতে জোরপূর্বক অপহরণ করে গাজীপুরের শ্রীপুরে এনে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও তা ভিডিও ধারণ করে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার প্রধান আসামি সোহাগকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-১। র‍্যাব-১-এর পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের স্পেশালাইজড় কোম্পানির অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মুনির হাসানের নেতৃত্বে অভিযানে জয়দেবপুর থানার মনিপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার কার হয়। এসময় তার কাছ থেকে ধর্ষণের এবং পর্নোগ্রাফির ভাইরাল ভিডিওসহ একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত সোহাগ মিয়া ভালুকা থানার ভরাডোবা গ্রামের মো. আলাল মিয়ার পুত্র।

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) সংবাদদাতা জানান, সোমবার ফরিদগঞ্জের সৈয়দপুর গ্রামে ভিক্ষুকের শ্রবণপ্রতিবন্ধী এক কিশোরীকে কৌশলে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে দলবেঁধে ধর্ষণ করে সিএনজি স্কুটার ও ইজিবাইক চালকসহ ছয় যুবক। এ ঘটনায় পুলিশ চার জনকে আটক করে মঙ্গলবার চাঁদপুর আদালতে প্রেরণ করে। গ্রেফতারকৃতরা হলো জামাল হোসেনের ছেলে টিটু, আইটপাড়া গ্রামের আ. মান্নানের ছেলে শিপন, একই গ্রামের মিজানুর রহমান রিপন ও কামতা গ্রামের আ. মালেক।

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা জানান, উপজেলার নীলাক্ষিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে এক গার্মেন্টস কর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে সোমবার রাতে নীলাক্ষিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া গ্রামের নাজমুল হক বাবুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত ১৪ জানুয়ারি রাতে জন্ম নিবন্ধনের কাগজ করে দেওয়ার কথা বলে ঐ নারীকে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে ডেকে নিয়ে অপর একজনের সহায়তায় জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

সময়ের আলো
বুধবার • ২০ জানুয়ারি ২০২১

গৃহপরিচারিকা নির্যাতন স্বামী-স্ত্রী গ্রেফতার

• পার্বতীপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

পার্বতীপুরে সাথী (১২) নামে এক গৃহপরিচারিকাকে মারধর ও অমানবিক নির্যাতনের অভিযোগে গৃহকর্তা সদরুল ইসলাম (৫০) ও তার স্ত্রী সেলিনা বেগম শেলীকে (৪০) পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সোমবার রাতে পার্বতীপুর শহরের নতুনবাজার মহল্লার নিজ বাড়ি থেকে তাদের গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্ত এ দম্পতিকে দিনাজপুর আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। গৃহপরিচারিকাকে নির্যাতনের অভিযোগে সাথীর মা মিনা বেগম (৪০) বাদী হয়ে ১৭ জানুয়ারি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পার্বতীপুর মডেল থানায় মামলা করেন। পার্বতীপুর মডেল থানার ওসি মোখলেছুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সময়ের আলো
২০ জানুয়ারি ২০২১

কিশোর চালককে হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই

• নওগাঁ প্রতিনিধি

নওগাঁ সদর উপজেলার চণ্ডিপুর ইউনিয়ন গঙ্গাকান্দির একটি মাঠ থেকে সবুজ হোসেন (১৬) নামের এক কিশোর ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সে আত্রাই উপজেলার নির্জাপুর মাওড়া পাড়া গ্রামের সাজ্জাত হোসেনের ছেলে। মঙ্গলবার তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের বাবা সাজ্জাত হোসেন জানান, সবুজ হোসেন সোমবার সকালে ভ্যান নিয়ে বের হয়। সে রাতে বাড়ি ফেরেনি। মঙ্গলবার জানতে পারি আমার ছেলে সবুজকে কে বা কারা মেরে ফেলে রেখে গেছে। নওগাঁ সদর মডেল থানার ওসি মো. সোহরাওয়ার্দী হোসেন জানান, রাতের কোনো এক সময় তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে আমরা ধারণা করছি।

কালের কণ্ঠ
১৪২৭। ২০ জানুয়ারি ২০২১

তথ্যসেবা কেন্দ্রে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ১

জামালপুর প্রতিনিধি ▷

জামালপুরের বকশীগঞ্জের নিলাক্ষিয়া ইউনিয়ন পরিষদ তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন এক পোশাককর্মী (২০)। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইউনিয়ন পরিষদে এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সোমবার রাতে বকশীগঞ্জ থানায় মামলা করেন। পরে প্রধান আসামি কেন্দ্রটির উদ্যোক্তা নাজমুল হাসান বাবুকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নাজমুল নিলাক্ষিয়া পশ্চিমপাড়া গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। বাবুর সহযোগী মামলার অন্য আসামি ময়না মিয়া (২৬) একই গ্রামের সুরুজ মিয়ার ছেলে (২৬)। তিনি পলাতক। পুলিশ ও ভুক্তভোগীর পরিবার জানায়, ভুক্তভোগীর বাড়ি শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলায়। তিনি বকশীগঞ্জ উপজেলার নিলাক্ষিয়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে বড় হয়েছেন। ঢাকায় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। গত বছর করোনাভাইরাসের কারণে চাকরি হারান তিনি। সম্প্রতি ঢাকার একটি তৈরি পোশাক কারখানায় চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের জন্ম নিবন্ধনের প্রয়োজন হয় তাঁর। জন্ম নিবন্ধন সনদ তুলতে তিনি তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা নাজমুল হাসান বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নাজমুলের কথা অনুযায়ী ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় তিনি তথ্যসেবা কেন্দ্রে যান।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার • ২১ জানুয়ারি ২০২১

বিভিন্ন জেলার সংবাদ শিরোনাম

শার্শায় গাঁজাসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি : শার্শা থানার ছোট মান্দারতলা গ্রাম থেকে ৪ কেজি গাঁজাসহ মোছা. মনি আক্তার (৩৭) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ফরিদপুরে নিখোঁজ চালকের লাশ উদ্ধার

ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুর শহরের কৈজুরী ইউনিয়নের বাইপাস সড়কের আলালপুর নামক এলাকা থেকে নিখোঁজ অটোবাইকচালক শুভ সিকদারের (১৮) রক্তাক্ত লাশ বুধবার উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুভ সিকদার কৈজুরী ইউনিয়নের পশড়া এলাকার ওয়াজেদ শিকদারের ছেলে।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ৭ মাঘ ১৪২৭
Thursday 21 January 2021

আখাউড়ায়

গৃহকর্মী কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা, থানায় অভিযোগ দায়ের

জেলা বার্তা পরিবেশক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় এক গৃহকর্মীকে সিঙ্গাপুর ফেরত এক প্রবাসী কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কিশোরীর মা বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। থানায় অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার উত্তর ইউনিয়নের রামধননগর গ্রামের সাত্তার মিয়ার পুত্র মো. আজাদ মিয়ার (৪৪) বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করতেন ওই কিশোরী। মো. আজাদ মিয়া সম্প্রতি সিঙ্গাপুর থেকে দেশে এসেছেন। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মো. আজাদ মিয়া ওই কিশোরীকে ঘরের কাজের ফাঁকে কৌশলে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এরপর আজাদ মিয়া কিশোরী ও তার পরিবারকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দেন যাতে ঘটনাটি কাউকে না জানানোর জন্য।

এলাকায় লোক মুখে বিষয়টি গত সোমবার বিষয়টি জানাজানি হলে খবর পেয়ে আখাউড়া থানা পুলিশ মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু হুমকির কারণে মেয়েটির পরিবার দরিদ্র ও নিরীহ বিধায় এ ঘটনা কিশোরী ও তার মা ধর্ষণের বিষয়টি অস্বীকার করেন। গত মঙ্গলবার কিশোরীর মাকে আজাদ মিয়া ডেকে নিয়ে ফের হুমকি ধামকি এবং গালমন্দ করে। এরপর মেয়েটি ও তার মা নিজেই থানায় হাজির হয়ে অভিযোগ দায়ের করেন।

আমাদের সময়
শুক্রবার ২২ জানুয়ারি ২০২১ ॥ ৮ মাঘ ১৪২৭

১৯ জেলেকে ফেরত দিল মিয়ানমার

টেকনাফ প্রতিনিধি •

কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদ থেকে চারটি ট্রলারসহ ধরে নিয়ে যাওয়া ১৯ বাংলাদেশি জেলেকে ফেরত দিয়েছে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি)। তবে ফেরত দেওয়ার আগে দেশটির নৌবাহিনী জেলেদের শারীরিক নির্যাতন করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপসংলগ্ন নাফ নদ এলাকা দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে তারা ফিরে আসেন। এর আগের দিন তাদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নিয়ে যায় বিজিপি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নুরুল আমিন বলেন, ধরে নিয়ে যাওয়া ১৯ জেলেকে ফেরত দিয়েছে বিজিপি। নাফ নদে মাছ শিকার করতে গেলে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার সকালে শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা কবির আহমদ, মো. বাইলা, মো. এনামুল্লাহ, আমির হোসেনের মালিকানাধীন নৌকা দিয়ে মাঝিমাল্লাসহ নাফ নদে মাছ ধরতে যান জেলেরা। এ সময় মিয়ানমার থেকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) একটি স্পিডবোটযোগে এসে বিজিপির সদস্যরা অস্ত্রের মুখে তাদের জিম্মি করে ধরে নিয়ে যান।

বিজিবির টেকনাফ-২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফয়সল হাসান খান জানান, বুধবার রাত ১২টার পর সেই জেলেরা ছাড়া পান। পরে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যান। টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও লোকজন অভিযোগ করেছেন, মিয়ানমারের নৌবাহিনী ওই জেলেদের ছেড়ে দেওয়ার আগে শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার
২২ জানুয়ারি ২০২১, ৮ মাঘ ১৪২৭

ন্যায্যমূল্যের দাবি বাঁশখালীতে লবণচাষিদের মানববন্ধন

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর উপকূলীয় সরল এলাকায় লবণ উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা লবণের ন্যায্যমূল্যের দাবি এবং চাষিদের আর্থিক প্রণোদনা ও সহযোগিতা করার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সরলের হাজী নবাব আলী চৌধুরী লবণ মাঠ এলাকায় এ মানববন্ধন হয়।

বাঁশখালীর উপকূলীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের ব্যানারে কয়েকশ লবণ উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী এ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন। এতে বক্তব্য রাখেন উপকূলীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি সালাউদ্দিন চৌধুরী মানিক, নুরুল কাদের, ইসমাঈল মেম্বার, মো. মোস্তাফিজ, মো. ইদ্রিস, মনির আহমদ, মো. নাছির, নবী হোছন, কবির আহমদ, মনির উদ্দিন, মো. রাশেদ, বজল আহমদ, আবদুস ছবুর, আবু তালেক, মো. জসিম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, প্রতি মণ লবণ উৎপাদনে ২০০ টাকার বেশি খরচ হলেও চাষিরা ১২০-১৫০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। যার কারণে বর্তমানে চাষিরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভালো দাম না পাওয়ায় লবণচাষিরা এখন খুবই হতাশ। এছাড়া চাহিদা কম থাকায় বেশকিছু লবণ ব্যবসায়ী লবণ মজুদ করে রাখেন।

সমকাল
শনিবার । ২৩ জানুয়ারি ২০২১ । ৯

ইলেকট্রিশিয়ানকে পিটিয়ে হত্যা

অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

সাভারের আশুলিয়ায় পূর্বশত্রুতার জের ধরে এক ইলেকট্রিশিয়ানকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহতের নাম শাহজাহান খন্দকার মনা (৫০)। এ ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। শুক্রবার পুলিশ সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। এ ছাড়া আশুলিয়ার একটি সড়কের পাশ থেকে শাহিন উদ্দিন নামে এক অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আশুলিয়া | পিটিয়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আটককৃতরা হলো– আশুলিয়ার ডেভাবর নতুনপাড়া এলাকার জমির মোল্লার ছেলে নুরুজ্জামান, একই এলাকার গোলাম রসুলের ছেলে রেজাউল ইসলাম পারভেজ এবং মো. লিটনের ছেলে মেহেদী হাসান নাজমুল।

আশুলিয়ার পল্লীবিদ্যুৎ ডেভাবর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন ইলেকট্রিশিয়ান শাহজাহান খন্দকার মনা। বৃহস্পতিবার রাতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্বশত্রুতার জেরে এলাকার কয়েকজন তাকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে আহত করে পালিয়ে যায়। এ সময় পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে ভর্তি করলে গতকাল সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান শাহজাহান।

আশুলিয়া থানার পুলিশ উপপরিদর্শক (এসআই) ফজর আলী জানান, খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এখন পর্যন্ত তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আশুলিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, আশুলিয়ায় একটি সড়কের পাশ থেকে শাহিন উদ্দিন নামে এক অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে দক্ষিণ গাজিরচটের আয়নাল মার্কেট এলাকায় বাঁশতলা মসজিদের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত শাহিন উদ্দিন পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার চর নাগদাহ গ্রামের হারুন বেপারীর ছেলে। তিনি আশুলিয়ার কাঠগড়া এলাকায় ভাড়া থেকে অটোরিকশা চালাতেন বলে জানা গেছে।

আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামরুজ্জামান জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুটি মামলা করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার
২৩ জানুয়ারি ২০২১, ৯ মাঘ ১৪২৭

কুমিল্লা, জয়পুরহাটে শিশু-কিশোরের লাশ উদ্ধার

বগুড়ায় শিশুকে হত্যা করে পরিবারকে ফোন

রূপান্তর ডেস্ক

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) : মেঘনা উপজেলায় নিখোঁজের ১০ দিন পর রিফান হোসেন (৫) নামে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে ওমরাকান্দা সেতুর নিচ থেকে শিশুটির অর্ধগলিত মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। উপজেলার ভাওরখোলা ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের শরীফ হোসেনের ছেলে রিফান হোসেন ১২ জানুয়ারি সকাল থেকে নিখোঁজ ছিল।

জয়পুরহাট : কালাইয়ে রিপন (১৬) নামে এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মোস্তশা মোড় এলাকায় একটি আলুরক্ষেত থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত কিশোর ক্ষেতলাল উপজেলার মাঝিয়াস্থল গ্রামের আনোয়ার হোসেন বাবলুর ছেলে। রিপন ক্ষেতলাল উপজেলার নিশ্চিন্তা বাজারে একটি অটোচার্জার গ্যারেজে মিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করত। কালাই থানার ওসি সেলিম মালিক বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, অটোচার্জার ছিনতাইকে কেন্দ্র করে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার
২৩ জানুয়ারি ২০২১

বাঁশখালী উপজেলা

সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে চট্টগ্রামভিত্তিক একটি পত্রিকার প্রতিনিধির ওপর হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বেলাল নামের ওই হামলাকারীকে গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা সদরের জিএস প্লাজার সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার বেলাল বাঁশখালীর উত্তর জলদী বাহার উল্লাহপাড়ার মৃত আবদুল মাজেদের ছেলে।

মামলায় উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি বাঁশখালী পৌরসদরে একটি মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিল হয়। এতে দাওয়াত না দেওয়াকে কেন্দ্র করে ওই মাদ্রাসার পরিচালক এবং দৈনিক চট্টগ্রাম মঞ্চ পত্রিকার বাঁশখালী প্রতিনিধি শফকত হোসাইন চাটগামীর ওপর হামলা চালান বেলাল। ১৭ জানুয়ারি বেলাল শফকতের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে মারধর ও মোটরসাইকেল তুলে দিতে চেষ্টা করে। পরে শফকত বেলালসহ অজ্ঞাত তিন-চারজনের নামে বাঁশখালী থানায় মামলা করেন।

বাঁশখালী থানার ওসি সফিউল কবীর বলেন, শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা সদরের জিএস প্লাজার সামনে থেকে বেলালকে গ্রেপ্তার করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই দীপক কুমার সিংহ। বেলালকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। তার নামে আরও কোনো মামলা আছে কি না, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সংবাদ
শুক্রবার ৮ মাঘ ১৪২৭
Friday 22 January 2021

নড়াইলে শ্রমিককে হত্যার অভিযোগ

যশোর অফিস

নড়াইলের লোহাগড়ায় বালু জাহাজ শ্রমিক আজমল ফারাজিকে (৩৫) হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজমল কালিয়া উপজেলার পাঁচগ্রাম ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া গ্রামের প্রয়াত মোজাফফর ফারাজির ছেলে। এ ঘটনায় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করেছে।

পুলিশ ও আজমলের পরিবারের সদস্যরা জানান, আজমল লোহাগড়া উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের সারুলিয়া গ্রাম এলাকায় নবগঙ্গা নদীতে বালুর জাহাজের বাবুর্চির কাজ করতেন। গত মঙ্গলবার রাতে আজমলের লাশ তার সহকর্মী শ্রমিক মিল্টন তাদের বাড়িতে দিয়ে আসেন। তখন পরিবারের সদস্যদের মিল্টন জানান, আজমল হৃদরোগে মারা গেছেন। পরে দেখা যায় আজমলের মাথায় আঘাতের চিহ্ন। বিষয়টি লোহাগড়া থানাকে জানানো হয়।

এ ব্যাপারে লোহাগড়া থানার ওসি সৈয়দ আশিকুর রহমান জানান, লাশের ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার দুপুরে নড়াইল সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর | শনিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২১
৯ মাঘ ১৪২৭

কুমিল্লায় নৈশপ্রহরীকে পিটিয়ে হত্যা

কুমিল্লা ব্যুরো

বরুড়ায় আবুল হাসেম (৫০) নামের এক নৈশপ্রহরীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। উপজেলার নলুয়া চাঁদপুর বাজারে শুক্রবার এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তাকে বাঁচাতে গিয়ে তার বড় ভাই ও বাজারের অপর এক নৈশপ্রহরী আহত হয়েছেন। আবুল হাসেম নলুয়া চাঁদপুর গ্রামের হাসান আলীর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, নৈশপ্রহরী আবুল হাসেম বাজারে দায়িত্ব পালনকালে একটি রাইস মিলের সামনে শুক্রবার ভোরে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করছিলেন। এ সময় রাইস মিলের সামনে আগুন জ্বালানো নিয়ে মিল মালিক বাবুল ও তার সহযোগীরা নৈশপ্রহরী আবুল হাসেমের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু করে। একপর্যায়ে তারা তাকে পিটিয়ে আহত করে। এতে হাসেমের চিৎকারে তার ভাই আবু তাহের ও বাজারের অপর নৈশপ্রহরী সুরুজ মিয়া ঘটনাস্থলে এলে তাদেরকেও পিটিয়ে আহত করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আবুল হাসেমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। বরুড়া থানার ওসি ইকবাল বাহার মজুমদার জানান, ঘটনায় জড়িতদের আটক করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সমকাল যুগান্তর বণিকবার্তা সোমবার, জানুয়ারি ২৫, ২০২১
২৩ জানুয়ারি ২০২১ | ৯ মাঘ ১৪২৭ শনিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২১
৯ মাঘ ১৪২৭

চালকের গলায় ছুরি ধরে অটোরিকশা ছিনতাই

■ ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় চালকের গলায় ছুরি ধরে সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ে পালানোর সময় তিন ছিনতাইকারীকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে জনতা। বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনায় আটক হওয়া তিন ছিনতাইকারীকে শুক্রবার বিকেলে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

উপজেলার ঢাকুয়া ইউনিয়নের হরিগাঁও গ্রামের দৌলত মিয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালিয়ে নিজের সংসার চালান। গত বৃহস্পতিবার রাতে ভাড়ায় চালানোর জন্য অটোরিকশা নিয়ে বের হন দৌলত। যাত্রীবেশে ছয় ব্যক্তি তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ধোবাউড়া উপজেলার গোয়াতলা এলাকায় যাওয়ার জন্য ৪০০ টাকায় অটোরিকশাটি ভাড়া করে। কিন্তু তারাকান্দার কেন্দুয়া বাজার পার হয়ে ফাঁকা জায়গায় যেতেই ছয় সদস্যের চক্রটি চালক দৌলতের গলায় ছুরি ধরে অটোরিকশাটি থামাতে বলে। রাত দেড়টার দিকে চালককে মারধর করে অটোরিকশাটি নিয়ে পালানোর সময় বিপরীত দিক থেকে অন্য একটি গাড়ি এসে পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। চালক দৌলতের চিৎকারে গাড়িটি থেকে লোকজন বের হওয়ায় ছিনতাইকারী দলের সদস্যরা পালানোর চেষ্টা করে। চিৎকার শুনে এলাকার লোকজনও ছুটে যায়। ধাওয়া দিয়ে আটক করা হয় তিন ছিনতাইকারীকে।

তারা হলো– মাসকান্দা গ্রামের সোহেল রানা ওরফে সজীব, মেহেদী হাসান ও গোয়াতলা গ্রামের মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে শান্ত।

মুন্সীগঞ্জে নিখোঁজ সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন, মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জ সদরের পূর্ব মুক্তারপুরের কাছে ধলেশ্বরী নদীতে ট্রলারডুবি হওয়ার নিখোঁজের পাঁচদিন পর জয়নাল মুন্সি (৩৮) নামে এক সবজি বিক্রেতার লাশ শহরের হাটলক্ষ্মীগঞ্জের কাছে ধলেশ্বরী নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করে মুক্তারপুর নৌ-পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে শহরের হাটলক্ষ্মীগঞ্জের কাছে নদীতে স্থানীয় লোকজন ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। জয়নাল রামেরগাঁও গ্রামের আয়ুব আলী মুন্সির ছেলে। মুক্তারপুর নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কবির হোসেন খান জানান, রোববার মুক্তারপুর পুরোনো ফেরিঘাট থেকে সবজি নিয়ে চালকসহ ছয়জন নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলেন। পথে ঘন কুয়াশার কারণে কিছু দূর যাওয়ার পর ট্রলারটি একটি জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায়। তখন পাঁচজন তীরে উঠতে পারলেও সবজি বিক্রেতা জয়নালের খোঁজ মেলেনি।

আশুলিয়ায় চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

আশুলিয়া (ঢাকা) প্রতিনিধি

আশুলিয়ায় শাহিন উদ্দিন (২৬) নামের এক অটোচালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই করেছে ছিনতাইকারী চক্র। শুক্রবার সকালে লাশ আশুলিয়ার আরিয়ারা মোড় এলাকার একটি নির্জন স্থান থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত শাহিন উদ্দিন পাবনার মৃত হারুন ব্যাপারীর ছেলে বলে জানা গেছে। তিনি আশুলিয়ার কাঠগড়া এলাকায় অটোরিকশা চালাতেন। আশুলিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শেখ নাসের জানান, আড়িয়ারা মোড় এলাকার একটি নির্জন স্থানে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা।

কর্মচারীকে ধর্ষণের অভিযোগে ওষুধ কারখানার মালিক গ্রেফতার

গাজীপুরে এক নারী কর্মচারীকে ধর্ষণের অভিযোগে ওষুধ কারখানার মালিক মো. আওলাদ হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার বিকালে গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানার আমবাগ সড়ক মোড়ের বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আওলাদ হোসেন (৪৫) কোনাবাড়ী এলাকার আমবাগ সড়ক মোড়ের মৃত রমজান আলীর ছেলে। সে আরগান ফার্মাসিউটিক্যাল নামক একটি ওষুধ কারখানার মালিক ও কোনাবাড়ী বাজারের রনু সুপার মার্কেটের স্বত্বাধিকারী। ■ বণিক বার্তা প্রতিনিধি, গাজীপুর

যুগান্তর
সোমবার ২৫ জানুয়ারি ২০২১
১১ মাঘ ১৪২৭

মেয়েকে উক্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায়

সাংবাদিককে গরম পানি দিয়ে ঝলসে দেওয়ার অভিযোগ

যুগান্তর প্রতিবেদন, *সোনারগাঁ*

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার মেঘনা শিল্পনগরী এলাকায় এক কলেজছাত্রীকে উক্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় ওই ছাত্রীর বাবার গায়ে ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে ঝলসে দেওয়া হয়েছে। পেশায় তিনি একজন সাংবাদিক। শনিবার বিকালে উক্ত্যক্তকারী যুবক কাইয়ুম মিয়ার বোনজামাই জয়নাল মিয়া গরম পানি দিয়ে সাংবাদিকের শরীর ঝলসে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। আহত সাংবাদিককে সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় আহত সাংবাদিক, রোববার সন্ধ্যায় বাদী হয়ে দুজনকে আসামি করে সোনারগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

আহত সাংবাদিক জানান, জয়নাল মিয়ার শ্যালক কাইয়ুম মিয়া দীর্ঘদিন ধরে তার মেয়েকে উক্ত্যক্ত করে আসছে। এ বিষয়ে জয়নাল মিয়ার কাছে বিচার চাইলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে সে আমার ওপর গরম পানি ঢেলে দেয়। অভিযুক্ত জয়নালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো কথা বলতে রাজি হননি। সোনারগাঁ থানার ওসি (তদন্ত) খন্দকার তবিদুর রহমান জানান, অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সময়ের আলো
সোমবার ● ২৫ জানুয়ারি ২০২১

সাভারে পরকীয়ার জেরে তরুণকে হত্যা

● সাভার প্রতিনিধি

সাভারে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত মোহাম্মদ পারভেজ (২০) নামে এক তরুণ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। রোববার সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা পারভেজকে মৃত ঘোষণা করেন। এর আগে শনিবার রাতে নিজ বাসায় পারভেজের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। সে সাভার পৌরসভার বিনোদবাইদ মহল্লার বাসিন্দা। বাসা-বাড়িতে কাচ লাগানোর মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করত পারভেজ। সাভার থানা পুলিশ জানিয়েছে, পরকীয়ার জেরে পারভেজের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। সাভার থানার ওসি এএফএম সায়েদ জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় একটি মামলা করেছে পারভেজের পরিবার। তার ওপর হামলা চালানোর ঘটনায় জড়িত এক গৃহবধূ ও তার স্বামী পলাতক। সাভার থানা পুলিশ জানায়, ওই গৃহবধূকে পারভেজ উত্ত্যক্ত করত। এ কারণে ওই গৃহবধূ ও তার স্বামী গত শনিবার রাত ৮টার দিকে পারভেজের বাসায় ঢুকে তার ওপর হামলা চালায়। ছুরি দিয়ে পারভেজের শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে তারা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় ব্যক্তিরা পারভেজকে উদ্ধার করে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সকাল ৮টার দিকে সে মারা যায়। সাভার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাইফুল ইসলাম জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ওই গৃহবধূ একজন নৃত্যশিল্পী। তার সঙ্গে পরকীয়ার জেরে পারভেজের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১১ মাঘ ১
২৫ জানুয়ারি ২০২১

আড়াইহাজারে ডাকাতের হামলায় ট্রাকের হেলপার নিহত

■ আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ)সংবাদদাতা

আড়াইহাজারে ডাকাতের হামলায় বিল্লাল হোসেন (২২) নামের এক ট্রাকের হেলপার নিহত হয়েছে। রবিবার ভোরে উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দৈবই এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত বিল্লাল মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার শাহীবাগ গ্রামের আবু কালামের ছেলে। নিহতের বাবা কালাম জানান, তার ছেলে বিল্লাল ট্রাকের হেলপার। ঐ ট্রাক দিয়ে তার ছেলে ঢাকা থেকে সবজি নিয়ে সিলেটের দিকে যাচ্ছিল। ভোরে ট্রাকটি আড়াইহাজার উপজেলার সাতগ্রাম ইউনিয়নের দৈবই নামক স্থানে পৌঁছলে চার-পাঁচ জন ডাকাত ট্রাকটি থামিয়ে টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এই সময় চালক ও হেলপারের সঙ্গে ডাকাতদের ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে ডাকাত দল হেলপার বিল্লালকে ছুরিকাঘাত করে। পরে তাকে উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সময়ের আলো
সোমবার ● ২৫ জানুয়ারি ২০২১

তিন জেলায় গৃহবধূসহ ৪ জনের লাশ উদ্ধার

● সময়ের বাংলা ডেস্ক

রাজশাহী ও ঢাকার সাভারে এক গৃহবধূসহ চার জনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রাজশাহী ব্যুরো প্রধান, ধামইরহাট (নওগাঁ) ও আশুলিয়া প্রতিনিধির পাঠানো খবর–

রাজশাহী : রাজশাহীতে স্বামীর বাড়ি থেকে মীম খাতুন (২১) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে কাটাখালী থানার বাখরাবাজ দক্ষিণপাড়া এলাকার আব্দুল হালিমের ছেলে আরিফের বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার হয়। কাটাখালী থানার ওসি (তদন্ত) মতিয়ার রহমান বলেন, আরিফের দাবি রাত সাড়ে ১১টার দিকে চার বছরের মেয়েকে নিয়ে মীম ও আরিফ ঘুমাতে যান। রাত আড়াইটার দিকে ঘুম ভাঙলে আরিফ দেখেন, তার স্ত্রী ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় বৈদ্যুতিক তার পেঁচিয়ে ঝুলছে। সকালে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। তবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা তা নিশ্চিত নয়। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

আশুলিয়া : সাভারের বিরুলিয়ার শ্যামপুরের গোলাপগ্রাম ও আড়াপাড়া থেকে দুটি লাশ উদ্ধার করেছে সাভার মডেল থানা পুলিশ। রোববার সকালে ও দুপুরে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়। নিহতদের একজনের নাম ফজলুল হক। তিনি মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানার রাহতপুর গ্রামের মৃত আমিন উদ্দিনের ছেলে। ফজলুল সাভারের পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের দেহরক্ষী ছিলেন। নিহত অন্যজনের নাম পারভেজ হোসেন। তিনি সাভারের আড়াপাড়ার এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, শনিবার বিকালে ফজলুল মতিঝিলে যাওয়ার জন্য মানিকগঞ্জের নিজ বাড়ি থেকে বের হন। রাতে পরিবারের সদস্যরা তার ফোন বন্ধ পায়। তার হাত-পা বেঁধে হত্যা করে লাশ বিরুলিয়ার শ্যামপুরের গোলাম গ্রামের একটি নির্জন স্থানে ফেলে যায়। রোববার সকালে স্থানীয়রা তার লাশ দেখে সাভার মডেল থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে নিহতের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। অন্যদিকে সাভারের আড়াপাড়া এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে পারভেজ হোসেনকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার দুপুরে পুলিশ এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তার মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। সাভার মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সাইফুল ইসলাম বলেন, পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য লাশ দুটি রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কী কারণে তাদের দুজনকে হত্যা করা হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ধামইরহাট (নওগাঁ) : ধামইরহাট উপজেলা পরিষদের পশ্চিম গেট সংলগ্ন যাত্রী ছাউনি থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সকালে খবর পেয়ে লাশটি উদ্ধার করে। স্থানীয়রা জানায়, কয়েকদিন ধরে ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্থানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে স্থানীয় সামাজিক সংগঠন মানবসেবা ও সচেতন মহল তাকে যাত্রী ছাউনিতে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। সেখান থেকেই তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

NEWAGE
TUESDAY, JANUARY 26, 2021

Husband flees allegedly after strangling wife

Staff Correspondent

A WOMAN was allegedly killed by her husband in the capital's Demra area on Sunday night.

The deceased, Rashida Begum, 24, was from Noakhali while her husband, Mohammad Junaid, hailed from Sonargaon of Narayanganj.

Junaid is a car driver and Rashida worked at a factory at Demra, said Demra police inspector (operation) Nur-e-Alam Siddique.

The couple had been living at a rented house in Demra Staff Quarter area for one month since their marriage.

On Sunday morning, neighbours found the door of the house locked from outside. They broke open the door after Rasheda's family reached the scene in the afternoon as they failed to contact her over phone. The body was found lying on the bed.

Police sent the body to Mitford Hospital morgue for autopsy on Sunday night.

The police inspector suspected that Rashida might have been strangulated with a rope on Saturday night.

The victim's brother Rusell filed a case with Demra police station in this connection and the police began a hunt for the husband.

সময়ের আলো মঙ্গলবার ● ২৬ জানুয়ারি ২০২১

দুই জেলায় ৩ লাশ উদ্ধার

● সময়ের বাংলা ডেস্ক

কুষ্টিয়া ও গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থেকে তিনটি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধির পাঠানো খবর–

কুষ্টিয়া : কুষ্টিয়ায় পৃথক দুই স্থান থেকে এক কৃষক ও এক প্রতিবন্ধীর লাশ উদ্ধার করেছে কুষ্টিয়া পুলিশ। সোমবার কুমারখালী ভড়ুয়াপাড়া মাঠ থেকে কৃষক সবুর ও সদর থানা এলাকার জগতি ফুলবাড়িয়া সুগার মিলের পেছনের ক্যানাল থেকে কেরামত হোসেন কেরাই নামের এক প্রতিবন্ধীর লাশ উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, কুমারখালী উপজেলার বাওলাট ইউনিয়ন ভড়ুয়াপাড়া মাঠে সবুর নামের ওই কৃষকের জবাই করা লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। কৃষক সবুর ভড়ুয়াপাড়া গ্রামের মৃত আলিমুদ্দিনের ছেলে। অন্যদিকে কুষ্টিয়া ফুলবাড়িয়া সুগার মিলের পেছনের ক্যানেল থেকে প্রতিবন্ধী কেরামত হোসেনের লাশ উদ্ধার করা হয়। সে ওই এলাকার আলাউদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে। এলাকাবাসীরা জানান, রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয় কেরামত। সকালে ক্যানেলের পাশে তার লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসী। পুলিশ লাশ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

গাইবান্ধা : গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার রাখাল বুরুজ ইউনিয়নের মিয়াপাড়ার একটি পুকুরের কচুরিপানার নিচ থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় হামিদুল ইসলাম (৩৬) নামের এক অটোভ্যান চালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত হামিদুল মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নের পুনতাইড় শিংজানী গ্রামের মৃত মজিবর রহমানের ছেলে। পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্র জানায়, রোববার রাত ৯টার দিকে ব্যাটারিচালিত অটোভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন তিনি। বাড়ির লোকজন বারবার তার মোবাইলে কল করেও ফোনটি বন্ধ পায়। সোমবার দুপুর ৩টার দিকে উপজেলার রাখাল বুরুজ ইউনিয়নের মিয়াপাড়ার একটি পুকুরের কচুরিপানার নিচে বস্তাবন্দি মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করে।

বুধবার ১৩ মাঘ ১৪২৭
Wednesday 27 January 2021

কুষ্টিয়ায় দুই মরদেহ উদ্ধার

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় আলাদা ঘটনায় আমিরুল ইসলাম ও ক্যারাই বিশ্বাস নামে দু'জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার কুষ্টিয়া সদর ও কুমারখালী উপজেলা থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে কুমারখালী উপজেলার ভড়ুয়াপাড়া মাঠের শস্যক্ষেতে আমিরুল ইসলাম সবুর (৪৩) নামে এক কৃষকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে কুমারখালী থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করে। গত রোববার রাতে আমিরুল বাড়ি থেকে বের হয়ে আর বাড়ি ফিরেনি। শরীরে আঘাতের চিহ্ন না থাকলেও মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করছে পুলিশ। এদিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার সুগার মিল এলাকার মরাগড়াই খাল থেকে ক্যারাই বিশ্বাস নামে মানসিক ভারসাম্যহীন এক যাটোর্ধ ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ক্যারাই বিশ্বাসের বাড়ি কুষ্টিয়া সুগার মিল এলাকার কাটাজুলাপাড়ায়। পুলিশ মরদেহ দু'টি উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার
২৭ জানুয়ারি ২০২১। ১৩ মাঘ ১৪

খুঁজতে গিয়ে ছেলে দেখলেন ডোবায় ভাসছে বাবার লাশ

কুমিল্লা প্রতিনিধি

দাউদকান্দিতে খুঁজতে গিয়ে ছেলে দেখলেন ডোবায় ভাসছে বাবা শাহ আলমের (৫৫) লাশ। পেশায় কারখানা শ্রমিক শাহ আলমের লাশ ডোবা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে উপজেলার বারপাড়া ইউনিয়নের মারকাজ মসজিদের পাশের একটি ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত শাহ আলম উপজেলার কানড়া গ্রামের সুনো মিয়ার ছেলে। তিনি স্থানীয় শহীদনগর সোনালি আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজের শ্রমিক ছিলেন। নিহতের ছেলে শাহেদ জানান, জরুরি কাজে ছবি তোলার জন্য তার বাবা সোমবার সন্ধ্যায় ঘর থেকে বের হন। রাতে তিনি বাড়ি ফেরেননি। পরে পরিবারের সদস্যরা রাতভর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন। সকালে শাহেদ বাবার খোঁজে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে বাবার কর্মস্থল শহীদনগর সোনালি আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজে যাচ্ছিলেন। শাহেদ তার বাবার লাশ সড়কের পাশের ডোবার পানিতে দেখে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করেন। দাউদকান্দি মডেল থানা ও হাইওয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। দাউদকান্দি মডেল থানার ওসি মো. নজরুল ইসলাম জানান, নিহতের মাথার পেছনে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার
২৮ জানুয়ারি ২০২১। ১৪

গার্মেন্টকর্মী ধর্ষণ, ইউপি সদস্য গ্রেফতার

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

পাওনা টাকা দেওয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে গার্মেন্টকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে ইউপি সদস্য ও তার সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল ধরঞ্জী এলাকা থেকে গ্রেফতারকৃতরা হলেন- পাঁচবিবি উপজেলার ধরঞ্জী ইউনিয়নের সদস্য শাহাবুল ইসলাম (৪২) ও তার সহযোগী দুদু (৩২)। মামলা সূত্রে জানা যায়, ঢাকার ওই গার্মেন্টকর্মীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে পাঁচবিবির নন্দইল গ্রামের জাহিদ হোসেন প্রায় দেড় লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। পরে ওই টাকা ফেরতের আশ্বাস দিয়ে ইউপি সদস্য শাহাবুল তাকে মির্জাপুরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে।

কালের কণ্ঠ
২৯ জানুয়ারি ২০২১

শিবপুরে নার্সকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ

মদনের ঘটনায় মামলা গোয়ালন্দে গ্রেপ্তার ১

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার আগুতিয়া এলাকায় এক নার্সকে (২০) সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার ভিডিও চিত্রও ধারণ করেছে অভিযুক্তরা। গত মঙ্গলবার রাতের এ ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এদিকে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে এক কিশোরীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে তার সৎবাবা গ্রেপ্তার হয়েছেন। নেত্রকোনার মদনে বড় বোনকে বিয়ে না দেওয়ায় ছোট বোনকে 'ধর্ষণের' ঘটনায় মামলা হয়েছে।

শিবপুরের ঘটনায় গত বুধবার রাতে দুজনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতপরিচয় দুজনকে আসামি করে শিবপুর মডেল থানায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগী নার্সের (তরুণী) বাবা। তাঁদের মধ্যে দুই আসামি হলেন শিবপুরের মজলিশপুর এলাকার তারা ভূইয়ার ছেলে হারুন ভূইয়া (২০) এবং একই এলাকার মতিন কমান্ডারের ছেলে মনির ভূইয়া (২০)। মনির গ্রেপ্তার হয়েছেন।

ভুক্তভোগীর পরিবার ও পুলিশ জানায়, ভুক্তভোগী তরুণী নরসিংদীর একটি হাসপাতালের নার্স। চাকরির সুবাদে তিনি নরসিংদীতেই থাকেন। গত মঙ্গলবার সকালে তাঁর বাবা ও ছোট বোন পার্শ্ববর্তী গ্রামে অন্যীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। সন্ধ্যায় অভিযুক্ত হারুন ভূইয়া তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন থেকে তরুণীকে ফোন করে বলেন, তাঁর (তরুণী) ছোট বোনকে নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে, তিনি যেন দ্রুত আসেন। তখন তিনি ছোট বোনের নম্বরে ফোন করলেও যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে রাতেই বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। রাত পৌনে ১০টার

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৭ মাঘ ১৪২
৩১ জানুয়ারি ২০২১

রাজধানীতে ভবন থেকে পড়ে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

নার্সের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর আদাবর, রামপুরা ও হাজারীবাগে পৃথক তিনটি ঘটনায় গতকাল শনিবার এক নার্স ও দুই নির্মাণ শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতরা হলেন, নার্স বন্দনা রাণী (২৪), নির্মাণ শ্রমিক রাকিব (২৪) ও শাহজালাল (৩৫)। নার্স বন্দনা রাণী রাজধানীর শ্যামলী বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন।

আদাবর থানার এসআই শংকর বালা জানান, শনিবার দুপুর ১টার দিকে আদাবর রিংরোডের একটি বাড়ির দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ থেকে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না দিয়ে প্যাঁচানো অবস্থায় নার্স বন্দনা রাণীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। বন্দনার গ্রামের বাড়ি যশোর জেলার বাগাড়পাড়া উপজেলায়। তার বাবার নাম আনন্দ পাল।

প্রথম আলো • রোববার, ৩১ জানুয়ারি ২০২১,

ঘিওর

কিশোরীর লাশ উদ্ধার

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় আওয়ামী লীগের এক নেতার বাড়ির কিশোরী গৃহপরিচারিকার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অন্তরা আক্তার (১৪) নামের ওই কিশোরীর বাড়ি শিবালয় উপজেলার নিহালপুর গ্রামে। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘিওরের কুস্তা গ্রামে উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আবদুল মতিনের বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে গৃহপরিচারিকার কাজ করে অন্তরা। গত বৃহস্পতিবার সকালে সে 'বিষপান' করে। এরপর তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে হয়। শুক্রবার রাতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। গতকাল সকালে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রিয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৭ মাঘ ১৪২৭
Dhaka : Sunday 31 January 2021

চট্টগ্রামে পোশাকর্মীকে খুন স্বামী-সতীন গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম নগরীতে ফাজানা আক্তার বুলু (২৭) নামে এক নারী পোশাককর্মীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় স্বামী ও সতীনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই দুইজন মিলে তাকে খুন করে আত্মহত্যা করেছে বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাতে নগরীর খুলশী থানার বাটালি হিল এলাকায় ইসলাম কলোনির একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ফারজানা ওই কলোনির বাসিন্দা শরীফ মিয়ার স্ত্রী। ঘটনার পর পুলিশ শরীফ মিয়া (৩০) ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী রিনা আক্তারকে (২৩) গ্রেপ্তার করেছে।

খুলশী থনার পরিদর্শক (তদন্ত) আফতাব হোসেন জানিয়েছেন, শরীফ পেশায় অটোরিকশা চালক। ফারজানা ও রিনা দু'জনেই পোশাক কারখানার কর্মী। ফারজানাকে খুনের ঘটনায় তার ভাই আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মামলা করেছেন। এতে বলা হয়েছে, চার বছর আগে ভালোবেসে শরীফকে বিয়ে করেন ফারজানা। কিন্তু বছরখানেক আগে শরীফ আবার রিনাকে বিয়ে করে নগরীর ওয়্যারলেস কলোনি এলাকায় আলাদা বাসা নিয়ে বসবাস শুরু করেন। এতে ফারজানার সঙ্গে শরীফের মনোমালিন্য শুরু হয়। সম্প্রতি শরীফ রিনাকে নিয়ে বাটালি হিলের বাসায় উঠলে তাদের মধ্যে প্রতিদিন ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত। এদিকে পারিবারিক দ্বন্দ্বের জের ধরে ফারজানাকে খুন করা হয়েছে বলে জানিয়ে নগর পুলিশের বায়েজিদ বোস্তামি জোনের সহকারী কমিশনার পরিত্রাণ তালুকদার বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, শরীফের তিন স্ত্রী আছে। এর মধ্যে দুই স্ত্রী ফারজানা ও রিনাকে নিয়ে শরীফ এক বাসায় থাকত। পারিবারিক ঝগড়ার একপর্যায়ে শরীফ ও রিনা মিলে শ্বাসরোধ করে ফারজানাকে খুন করে। এরপর লাশের গলায় ওড়না পেঁচিয়ে সেটি রান্নাঘরের চালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। তিনি বলেন, রাত ১০টার দিকে এ ঘটনার পর নিজেদের পরিকল্পনা মতো রিনা ঘুমানোর ভান করে। শরীফ বাইরে চা খেতে যায়। ঘণ্টাখানেক পর বাসায় রিনা চিৎকার শুরু করে। শরীফ বাসায় যায়। দু'জন মিলে মানুষকে জানানোর চেষ্টা করে ফারজানা আত্মহত্যা করেছে।

NEWAGE
SUNDAY, JANUARY 31, 2021,
রবিবার
৩১ জানুয়ারি ২০২১।

Youth killed in Jashore

Our Correspondent · Jashore

A YOUNG man was hacked to death at Shirili Modonpur village under Monirampur upazila in Jashore at around 10:00pm on Friday.

The deceased was Mukul Hossain, 32, worker of a welding workshop in Jashore town and a native of the village. He was also involved in drug peddling once, and accused in 8 cases with Monirampur police station, police said.

The police detained five suspects in this connection on Saturday, said sub-inspector Zialul Haque of Monirampur police station.

'He was killed over theft of two bicycles in his locality,' locals said.

Police and locals said that the youth was hacked to death by a number of miscreants in a secluded place in Modonpur village.

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

-গাজীপুর প্রতিনিধি

সিএনজি চালককে কুপিয়ে হত্যা

শাহাব উদ্দিন নামে এক সিএনজি চালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ। গত রাত সাড়ে ৮টার দিকে কক্সবাজারের শহরের বিজিবি ক্যাম্প এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শাহাব উদ্দিন (৩৫) বিজিবি ক্যাম্পসংলগ্ন দক্ষিণ সাহিত্যিক পল্লী এলাকার মৃত গুরা মিয়ার ছেলে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিপক্ষের লোকজন তার সঙ্গে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শাহাব উদ্দিনের বড় ভাই নুরুল কবির জানান, পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষ বাসা থেকে ডেকে নিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। ঘাতক শনাক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

রাববার
৩১ জানুয়ারি ২০২১। ১৭ মাঘ ১৪২৭

নার্সের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর আদাবরের বাসা থেকে এক নার্সের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি হলেন বন্দনা রানী (২৪)। গতকাল বেলা ১টায় আদাবর রিংরোড জাহাজ বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, খবর পেয়ে বাসার দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ থেকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। বন্দনা শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। আদাবরে থাকতেন তিনি। তার কয়েকজন সহকর্মী জানিয়েছেন, তিনি মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন।

প্রথম আলো • শনিবার, ২ জানুয়ারি ২০২১,

বন্ধ চিনিকল খোলার দাবি

মানববন্ধন ও সমাবেশ

গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন ফরিদপুর চিনিকলে কর্মরতদের সন্তানেরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাষ্ট্রায়ত্ত ছয়টি চিনিকল বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার রাজধানীতে পৃথক কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ও 'ফরিদপুর চিনিকল পরিবার'। আধুনিকায়নের মাধ্যমে বন্ধ চিনিকল চালু করা, শ্রমিক-কর্মচারী এবং আখচাষিদের পাওনা পরিশোধের দাবি জানিয়েছে তারা।

রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে গতকাল বিকেলে সমাবেশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন। সমাবেশে বলা হয়, চিনিকলগুলো বন্ধ হলে এক লাখের বেশি মানুষ চাকরি হারাবেন। আখ চাষের সঙ্গে যুক্ত প্রায় পাঁচ লাখ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ ছাড়া দেশ আমদানিনির্ভর হয়ে পড়লে চিনির দাম বেড়ে যাবে এবং খাদ্যনিরাপত্তায় ঝুঁকি তৈরি হবে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা, বাসদ (মার্ক্সবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য ফখরুদ্দিন কবির, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম, শ্রমিকনেতা মাসুদ রেজা প্রমুখ। শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি রাজু আহমেদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। সঞ্চালক ছিলেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মানিক হোসেন।

অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা বলেন, চিনিকলগুলো শুধু চিনিই উৎপাদন করে না, এর অনেক উপজাত হাসপাতালের জীবাণুনাশক, জৈবসারসহ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। তিনি চিনিকল বন্ধের বিরোধিতা করে বলেন, চিনিকলগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগের পর আবার চালু করা হবে—এমন আশ্বাসে মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

বন্ধ চিনিকল চালু করা ও চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের দাবিতে ফরিদপুর চিনিকলের শ্রমিকদের মানববন্ধন। গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

অন্য বক্তারা বলেন, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৮টি চিনিকল রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ এখন রাষ্ট্রক্ষমতায়। তারা কীভাবে চিনিকল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল, এই প্রশ্ন উঠেছে। এ ছাড়া পাটকল বন্ধ করার সময় বলা হয়েছিল, দুই মাসের মধ্যে সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। কিন্তু ছয় মাসেও সব পাওনা পরিশোধ করা হয়নি।

এর আগে গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন ফরিদপুর চিনিকলে কর্মরতদের সন্তানেরা। 'ফরিদপুর চিনিকল পরিবার'-এর ব্যানারে আয়োজিত এই মানববন্ধন থেকে চিনিকল বন্ধ না করা ও শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা আদায়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম মানববন্ধন সঞ্চালনা করেন। তাঁর বাবা ফরিদপুর চিনিকলে চাকরি করতেন। মানববন্ধনে তিনি বলেন, কয়েকটি চিনিকল আখমাড়াই মৌসুম থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে। কলগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীরা পাঁচ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। আয়োজকদের একজন হুমায়ুন চাকলাদার অভিযোগ করেন, আমদানি করা চিনিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। অথচ দেশে রাসায়নিকমুক্ত চিনি কারখানায় পড়ে থাকে।

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ১৯ পৌষ ১৪২

৩ জানুয়ারি ২০২১

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে গাইবান্ধায় রংপুর সুগার মিলের এমডি অবরুদ্ধ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জের রংপুর সুগার মিলের ৯২ শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মিলের এমডি নূরুল কবিরকে গতকাল শনিবার দুই ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। সকাল ১০টায় এমডির কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে তাকে অবরুদ্ধ করেন শ্রমিকরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে দুপুর ১২টায় শ্রমিকরা এমডির কার্যালয়ের সামনে থেকে সরে যান।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। রংপুর সুগার মিলের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি আবু সুফিয়ান অভিযোগ করে বলেন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের প্রজ্ঞাপনকে পাশ কাটিয়ে কোনো প্রকার নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। সম্প্রতি আখ মাড়াই স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে শ্রমিক-কর্মচারী ও আখচাষিদের অসন্তোষের মুখে গত বৃহস্পতিবার হঠাৎ করে চিনিকলের কারাখানা বিভাগের ৯২ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে মৌখিক নির্দেশে চাকরিচ্যুতির কথা জানিয়ে দেন মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূরুল কবির। পহেলা জানুয়ারি থেকে তারা আর কাজে যোগ দিতে পারবেন না বলে জানান তিনি।

রংপুর সুগার মিলের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, গত ২০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার চিফ অব পার্সোনেল মো. রফিকুল ইসলাম প্রেস রিলিজে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, আখ মাড়াই স্থগিত হওয়া চিনিকলগুলোর কোনো শ্রমিক-কর্মচারীর চাকরি যাবে না। তাদের বেতনভাতা আগের মতোই নিয়মিত প্রদান করা হবে। কিন্তু কোনো প্রজ্ঞাপন বা নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এ চিনিকলের কারখানা বিভাগের ৯২ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে বলে ৩১ ডিসেম্বর মৌখিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা কেউ মেনে নেবে না।

রংপুর চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো নূরুল কবির জানিয়েছেন, আখ মাড়াই বন্ধ হওয়ায় কারখানায় কোনো কাজ না থাকায় (কাজ নাই, মজুরি নাই) ভিত্তিক ৯২ জন শ্রমিককে প্রথম পর্যায়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আমি জরুরি কাজে ঢাকায় যাচ্ছি। সেখান থেকে অনুমতি নিয়ে এসে তাদের নিয়োগের জন্য চেষ্টা করব।

প্রথম আলো • শনিবার, ২ জানুয়ারি ২০২১,

শ্রমিক সমাবেশ বাজারদরের সঙ্গে সংগতি রেখে শ্রমিকদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়াসহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল বিকেলে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে গার্মেন্টি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র জেলা শাখা সমাবেশ করে। ছবি : প্রথম আলো

প্রথম আলো • সোমবার, ৪ জানুয়ারি ২০২১,

শ্রমিক বিক্ষোভ আইরিশ গ্রুপের ওমরফু সোয়েটার নামের বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়া, ৩০০ শ্রমিকের বকেয়া বেতন-ভাতা ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শ্রমিকেরা। গতকাল দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২০ পৌষ ১৪২৭
Dhaka : Monday 4 January 2021

বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিতে

টেকনাফ স্থলবন্দরে শ্রমিকদের তিন ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন

প্রতিনিধি, টেকনাফ (কক্সবাজার)

কক্সবাজারের টেকনাফ স্থলবন্দরে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবি নিয়ে শ্রমিকরা তিন ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছে। গতকাল সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিতে বন্দর শ্রমিকরা কার্যক্রম বন্ধ রাখেন। পরে সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ও স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বৈঠকের মাধ্যমে দাবি পূরণের আশ্বাসে কাজে ফিরেন শ্রমিকরা।

বন্দর শ্রমিকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে টেকনাফ স্থলবন্দরে পর্যাপ্ত জেটি, টয়লেটসহ ক্যান্টিন নির্মাণের দাবি করে আসছিল শ্রমিকরা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা এখন পূরণ করেনি। তারই অংশে গতকাল সকালে শ্রমিকরা বন্দরে মালামাল লোড-আনলোডিং বন্ধ রাখেন। এ সময় শ্রমিকরা বন্দর ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের সামনে ভীড় জমায়। পরে সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি আবদুল আমিন, বন্দর ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ মনির শ্রমিক নেতা আজগর মাঝি, মোহাম্মদ করিম ও স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক শেষে এক সপ্তাহের মধ্যে শ্রমিকদের দাবি পূরণের আশ্বাসে কাজে ফিরে যান তারা। বন্দর শ্রমিক মাঝি মোজাহেদ বলেন, 'বন্দরে রাত-দিন কাজ করে ক্লান্ত হওয়ার পরও শ্রমিকদের বিশ্রামের কোন ব্যবস্থা নেই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকরা কাঠ লোড-আনলোডিং করলেও নেই কোন পর্যাপ্ত জেটি, টয়লেট ও ক্যান্টিন নির্মাণের দাবি করে আসলেও তা এখনও পূরণ হয়নি।

এ বিষয়ে টেকনাফ স্থলবন্দর ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট ব্যবস্থাপক মো. জসীম উদ্দীন চৌধুরী জানান, 'শ্রমিকদের সঙ্গে সামন্য ভুল বুঝাবুঝির কারণে কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ ছিল। পরে আবার দ্রুত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

জানতে চাইলে টেকনাফ স্থলবন্দরের সিএন্ডএফ অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি আবদুল আমিন জানান, 'শ্রমিকদের কর্মবিরতির কারণে বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসে তাদের দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে, তাদের কাজে ফিরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৫ জানুয়ারি ২০২১

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো আধুনিকায়ন করে চালু করার দাবি

প্রতিবেদক, *জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*

পাটপণ্যের চাহিদা পূরণ ও রপ্তানির সুযোগ হাতছাড়া হলে তা হবে কর্মসংস্থান, শিল্প, অর্থনীতি ও জাতির জন্য আত্মঘাতী। দেশ ও বিশ্বব্যাপী পাটের চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো আধুনিকায়ন করে চালু করতে হবে।

গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে পাট-সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের আহ্বায়ক শহিদুল্লাহ চৌধুরী সংবাদ সম্মেলনে অবিলম্বে আধুনিকায়ন করে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল চালু, ২০১৬ সালে অধিগ্রহণকৃত ছয়টি পাটকল ও সাতটি বস্ত্রকল আধুনিকায়ন করে চালু এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাটকলশ্রমিকদের ও অধিগ্রহণকৃত পাটকল ও সুতাকলশ্রমিকদের পাওনা একসঙ্গে পরিশোধের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পাট-সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুল আহসান। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী পাটজাত পণ্যের বিপুল চাহিদার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত পাট ও পাটপণ্য উৎপাদনকারী প্রধানতম দুটি দেশ। ভারতের নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে রপ্তানি করার মতো সামর্থ্য নেই। এ সম্ভাবনাকে তাই কাজে লাগাতে বাংলাদেশকে দ্রুত বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি ছিল। অথচ পাটশিল্প নিয়ে পূর্বাপর ভাবনাচিন্তা, গবেষণা, জরিপ না করেই সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ করে দিল। এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সংগঠনের নেতারা বলেন, পাটপণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াতে আগ্রাসী নীতি নিতে হবে। এ কাজে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হলো দেশের চাহিদা পূরণ ও রপ্তানির সুযোগ হাতছাড়া করা। এটি হাতছাড়া হলে দেশের শিল্প, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান তথা জাতির জন্য হবে আত্মঘাতী।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২৪ জানুয়ারি পাটকলশ্রমিকদের ভূমিকা নিয়ে দেশব্যাপী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

যুগান্তর
বুধবার ৬ জানুয়ারি ২০২১

কালিয়াকৈরে জাতীয় মোটর শ্রমিক পার্টির আলোচনা সভা

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর এলাকায় সরকার মার্কেটে মঙ্গলবার বিকালে গাজীপুর জেলা জাতীয় মোটর শ্রমিক পার্টির কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীপুর জেলা জাতীয় মোটর শ্রমিক পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল করিম সিকদার। বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় জাতীয় পার্টির সদস্য ও জাতীয় মোটর শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি আব্দুল লতিফ সরকার, আলাউদ্দিন ভূঁইয়া, খোকন মিয়া, মোয়াজ্জেম হোসেন, কবীর হোসেন, রহিম শেখ, মীর ইউসুফ, শাহ আলম, দেলোয়ার হোসেন, ফিরোজ মিয়া প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২০ পৌষ ১
৪ জানুয়ারি ২০২১

শ্যামপুর চিনিকল বন্ধের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার, রংপুর

রংপুরের একমাত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্যামপুর চিনিকল বন্ধের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে শ্যামপুর চিনিকল রক্ষা কমিটি। গতকাল নগরীর একটি অডিটরিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে চিনিকল খুলে দেওয়ার দাবিতে ১৩ জানুয়ারি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এর পরেও দাবি মানা না হলে লাগাতার হরতাল এবং অবরোধের মাধ্যমে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চিনিকল রক্ষা কমিটির সমন্বয়ক আবদুল কুদ্দুস। লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করা হয়, চিনি কল লোকসানের কথা বলে বন্ধ করার পাঁয়তারা করা হচ্ছে। অথচ জাপান, থাইলান্ড এই চিনি কল কিনতে চাচ্ছে। তাহলে তারা কেন কিনবে?। তারা বলেন, শ্যামপুর চিনি কল এলাকায় বিপুল পরিমাণ আখ উৎপাদিত হলেও মিল বন্ধ হওয়ার কারণে আখ শুকিয়ে খড়িতে পরিণত হচ্ছে। এই চিনি কলের ওপর নির্ভরশীল শত শত শ্রমিক হাজার হাজার আখচাষি মানবেতর দিন কাটাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চিনি কল রক্ষা কমিটির সদস্য মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত হোসেন, আনোয়ার হোসেন বাবলু, ডা. মামুন ও চিনিকল শ্রমিক নেতা খতিবর রহমান সুলতান মাহমুদ প্রমুখ।

প্রথম আলো • শনিবার, ২ জানুয়ারি ২০২১

নারায়ণগঞ্জ

শ্রমিক ফ্রন্টের বিক্ষোভ

শ্রমিকদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধের চক্রান্তের প্রতিবাদে এবং বাজারদরের সঙ্গে সংগতি রেখে শ্রমিকের মজুরি পুনর্নির্ধারণসহ বিভিন্ন দাবিতে নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে শহরের ২ নম্বর রেলগেট এলাকায় এ কর্মসূচির আয়োজন করে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা। সংগঠনের নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক খোরশেদ আলম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন, আইনবিষয়ক সম্পাদক মো. মহসিন প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, অবিলম্বে শ্রমিকের ইনক্রিমেন্ট না দেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে। বাজার মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে নতুন করে মজুরি নির্ধারণ করার আগপর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

যুগান্তর
বুধবার ৬ জানুয়ারি ২০২১
E-mail: anandonagar

পুনরায় মিল চালু, বকেয়া মজুরি ও সব পাওনা পরিশোধসহ বিভিন্ন দাবিতে মঙ্গলবার রাজধানীর ডেমরায় পাটকল সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ যুগান্তর

ডেমরায় বকেয়া বেতন দাবিতে পাটকল শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ডেমরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

বন্ধ পাটকল চালু ও বকেয়া মজুরিসহ আইনসঙ্গত সব পাওনা পরিশোধের দাবিতে ডেমরায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত করিম জুট মিলের শ্রমিকরা। সারুলিয়া ও ডেমরায় মঙ্গলবার বিকালে তারা এ বিক্ষোভ করেন। মিছিল শেষে শ্রমিকরা ডেমরা বাজারে পাট-সুতা-বস্ত্রকল ও সংগ্রাম পরিষদের সভায় অংশ নেন। সভায় অবিলম্বে দেশের ২৫টি বন্ধ পাটকল শ্রমিকদের আগের ও বর্তমানসহ সব পাওনা পরিশোধের দাবি জানানো হয়। বন্ধ পাটকলগুলোতে পুরাতন মেশিনের পরিবর্তে আধুনিক ও দ্রুত উৎপাদনমুখী স্বয়ংক্রিয় মেশিন স্থাপন করে নতুন যাত্রা শুরুর আহ্বানও জানান তারা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিষদের আহ্বায়ক শহিদুল্লাহ চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক লুৎফর রহমান, সদস্য আনোয়ার আলী ও সংগ্রাম পরিষদের আঞ্চলিক নেতা রহিম মেম্বারসহ শ্রমিক নেতারা। পাটকল শ্রমিকরা বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত করিম জুট মিলে ২০১৯ সালের ৫ সপ্তাহ বকেয়া মজুরি, স্থায়ী শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি, পিএফ ও বর্ধিত বেতন, ২০১৯-২০ অর্থবছরের ঈদুল আজহার বোনাস, ২০১৫ সাল থেকে বাকি ৪টি বৈশাখী ভাতা ও ৮টি উৎসব বোনাস ও ছুটির পাওনা আমরা পাচ্ছি না। সেই সঙ্গে উৎপাদনশীলতা কমিশনের রোয়েদাদ ২০১৫ কার্যকরের পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছে না। তাছাড়া মৃত ব্যক্তিদের গ্র্যাচুইটি, পিএফ ও ইন্স্যুরেন্স এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। পাটকল বন্ধ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে শ্রমিকদের সব পাওনা পরিশোধ করার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। পাটকল বন্ধের পর বর্তমানে ৭ মাস চলছে। এমতাবস্থায় কর্মহীন শ্রমিকরা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। পাট-সুতা-বস্ত্রকল ও সংগ্রাম পরিষদের নেতারা জানান, দেশের ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলে স্থায়ী ৫৫ হাজারসহ অস্থায়ী প্রায় ৮৫ হাজার শ্রমিক ও সুতাকলের আরও কয়েক হাজার শ্রমিক রয়েছেন। পাটকলগুলোর আধুনিকায়ন করলেই পাটশিল্পে আর লোকসান গুনতে হবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাটশিল্প বাঁচাতে দায়িত্ব নিতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ জানুয়ারি ২০২১

শুল্ক প্রত্যাহার দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

■ স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া

বিড়িতে বৈষম্যমূলক শুল্ক প্রত্যাহারসহ সাত দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে জেলা বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারী ঐক্য ইউনিয়ন। সোমবার বগুড়া রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন শেষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন শ্রমিক নেতারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এম কে বাঙ্গালী, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দীন বিএসসি, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক হেরিক হোসেন, প্রচার সম্পাদক শামীম ইসলাম, বগুড়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি মো. আব্দুস সালাম প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বিড়ির ওপর অতিরিক্ত চার টাকা মূল্যস্তর প্রত্যাহার, বিড়িতে অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহার, সিগারেটের ন্যায় বিড়িতেও তিনটি মূল্যস্তরকরণ, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, জাল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি ও ব্যান্ডরোলবিহীন বিড়ির ব্যবসা বন্ধ, ভারতের ন্যায় বিড়ি শিল্পকে সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নসহ সাত দফা দাবি তুলে ধরেন।

যুগান্তর
বুধবার ৬ জানুয়ারি ২০২১

এ ওয়ান বিডি লিমিটেড

বকেয়া বেতন-ভাতা আদায়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

যুগান্তর প্রতিবেদন

বিদেশি মালিকানাধীন এ ওয়ান বিডি লিমিটেড নামের একটি পোশাক কারখানার ১১শ' শ্রমিকের এক বছরের বকেয়া বেতন-ভাতা আদায়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে মঙ্গলবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন। একই সঙ্গে ওই কারখানার মালিক বাংলাদেশ থেকে যেন পালিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা, বেআইনিভাবে বন্ধ করা কারখানাটি খুলে দেওয়া ও আইনি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। দাবি পূরণ না হলে আগামী ১৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করা হবে বলেও জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ঢাকা ইপিজেডে অবস্থিত বিদেশি মালিকানাধীন (ইতালি) এ ওয়ান বিডি লিমিটেড ২০২০ সালের ১৮ এপ্রিল প্রায় ১১শ' শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে বন্ধ করে দেয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আরিফা আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. ফরিদুল ইসলাম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২২ পৌষ
৬ জানুয়ারি ২০২১

বকেয়া বেতনের দাবিতে ডিএসসিসিতে বিক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের দৈনিক মজুরিভিত্তিতে (অস্থায়ী) শ্রমিক। গতকাল মঙ্গলবার ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব দপ্তরের সামনে এ বিক্ষোভ হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত বছরের জুন মাস থেকে তারা দৈনিক মজুরিভিত্তিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে কর্মরত আছেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে মশক নিধন কাজের জন্য তাদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিয়োগ করা হয়। নিয়োগের ৫ মাস পর তাদেরকে ওয়ার্ড থেকে প্রত্যাহার করে সচিব দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়। তখন থেকে নিয়মিত হাজিরা নেওয়া হচ্ছে তাদের। সচিব দপ্তরে নিয়মিত দায়িত্বও পালন করছেন। তবে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বেতন এখনো পাননি তারা। কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাও নেয়নি। এতে পরিবার নিয়ে তারা বিপদে রয়েছেন। এ বিষয়ে ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী সাংবাদিকদের জানান, বেতন পাচ্ছেন না, এটা ঠিক না। ডিএসসিসির বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মী বেশি রয়েছে। আমরা সেটা সমন্বয় করছি। শিগ্‌গির এ সমস্যার সমাধান করা হবে।

প্রথম আলো • বুধবার, ৬ জানুয়ারি ২০২১,

পাওনা আদায়ে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা

ঢাকা ইপিজেডের বন্ধ হওয়া বিদেশি কোম্পানি এ ওয়ান বিডি নামের পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানায় সংগঠনটি। বিজ্ঞপ্তি

The Financial Express

Wednesday | January 6, 2021

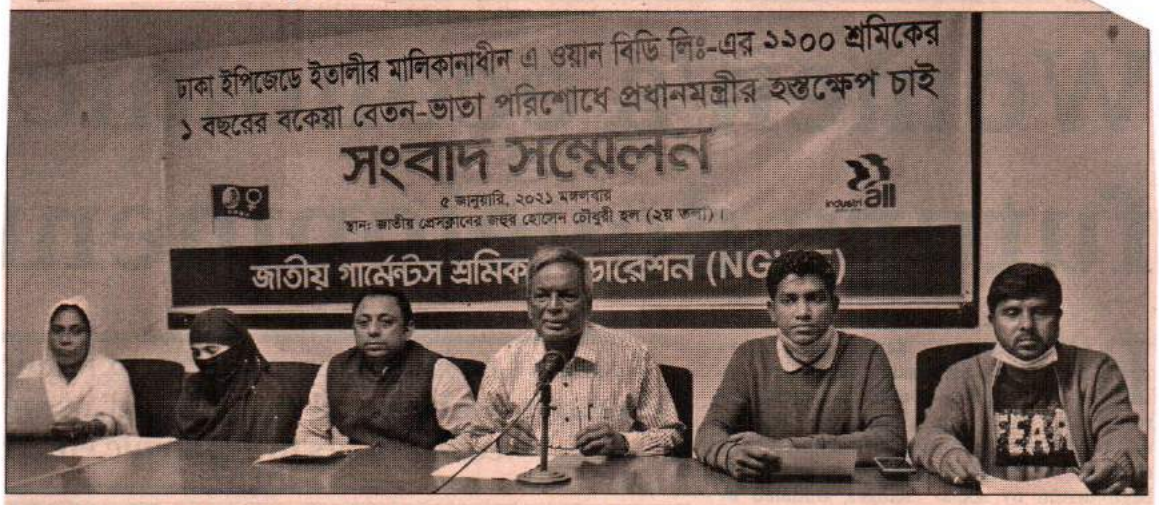

Jatiya Garments Sramik Federation holds a press conference at the National Press Club in the city on Tuesday, seeking the Prime Minister's intervention in payment of one year's arrear salaries and allowances of 1100 workers of Italy-owned A-One (BD) Ltd in Dhaka EPZ — Focus Bangla

যুগান্তর | বুধবার ৬ জানুয়ারি ২০২১ | ২২ পৌষ ১৪২৭

মন্ত্রণালয়ের সামনে কাতার প্রবাসীদের বিক্ষোভ

যুগান্তর প্রতিবেদন

দ্রুত কর্মস্থলে ফিরতে 'রি-এন্ট্রি পারমিটের' দাবিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেছেন করোনাভাইরাসের কারণে কাতার থেকে ছুটিতে দেশে আসা কর্মীরা। মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে কাতার প্রবাসীরা মন্ত্রণালয়ের ফটকের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কাতারের আমিরের ছবি নিয়ে 'আমাদের দাবি, মানতে হবে; কাতার, যেতে চাই'; প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাই' স্লোগান দেন।

প্রবাসীরা বলছেন, করোনা মহামারির কারণে দেশে এসে আটকে পড়া ১২ হাজার কর্মী চার মাস ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশ কর্মীর আকামার (কাজের অনুমিত) মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে। কর্মস্থলে ফিরতে 'রি-এন্ট্রি পারমিটের' আবেদন করা হলেও তা গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাদের অনেকেই অভিযোগ করেন, কাতারে বাংলাদেশ দূতাবাসের বিলম্বের কারণে তাদেরও যেতে দেরি হচ্ছে।

বিক্ষোভের এক পর্যায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন মন্ত্রণালয়ের ফটকের সামনে আসেন। তিনি প্রবাসীদের উদ্দেশে হ্যান্ড মাইকে বলেন, আপনাদের যে তালিকা আমরা পেয়েছিলাম তা কাতারে আমাদের দূতাবাসে পাঠিয়েছি। তারা ওখানে প্রত্যেকটা কোম্পানিতে খোঁজ করে জানছে কাদের কাজ এখনই হবে। সেই তালিকা পেলে আপনাদের আমরা জানাতে পারব অথবা মালিকরা আমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে জানাবেন। তখন আপনারা কাতার যাওয়া শুরু করতে পারবেন। তিনি বলেন, আপনারা আগেরবার বলেছিলেন, অন্যান্য দেশ থেকে চলে যাচ্ছে, আমরা (বাংলাদেশি) যেতে পারছি না। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এটা সঠিক নয়। আমাদের দেশ থেকেও যাচ্ছে। হয়তো আপনারা যেতে পারছেন না, আস্তে আস্তে যাচ্ছে বা যাওয়া শুরু হয়েছে।

মাসুদ বিন মোমেন বলেন, এমন কোনো অবস্থা নেই যে অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের লোকরা আগে যাচ্ছে বা আমাদের যেতে দিচ্ছে না, এটা সত্য নয়। এটা বিশ্বাস করবেন না। কারণ আমরা খবর নিয়েছি, ওখানে যে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আছেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আছেন, তাদের থেকেও খবর নেওয়া হয়েছে। তাদের লোকও আটকে আছে। এটা আপনাদের বুঝতে হবে। কারণ কোভিড পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আমরা চাইলেই সেখানে নিয়ে যেতে পারছি না। যেমন: মালয়েশিয়ায়, সিঙ্গাপুরে, কোরিয়ায় নিচ্ছে না—এ রকম অনেক দেশ আছে একেবারেই নিচ্ছে না। তিনি জানান, আমরা দেখছি, সেদিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো কিছুটা বেটার। যার জন্য সৌদি আরবে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। ওমানে, বাহরাইনে, অন্যান্য দেশে যাওয়া শুরু হয়েছে। আমাদের কাতার দূতাবাসে যারা আছেন, তারা কাজ করছেন। মালিকদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করছেন। তালিকা শেষ হলে আমাদের জানাবেন। আপনারা এখানে ভিড় না করে ধৈর্য ধরুন। আগামী সপ্তাহে প্রতিনিধিদল এলে ফলাফলটা আপনাদের জানাতে পারব।

ভিসা জটিলতা সমাধানের দাবিতে মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে কাতার প্রবাসীদের বিক্ষোভ। যুগান্তর

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার, ২৩ পৌষ
৭ জানুয়ারি ২০২১

রাজশাহীতে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

■ স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

বিড়ির ওপর অতিরিক্ত চার টাকা মূল্যস্তর প্রত্যাহার, বিড়িতে অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহার, সিগারেটের ন্যায় বিড়িতেও তিনটি মূল্যস্তরকরণ, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, জাল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি ও ব্যান্ডরোলবিহীন বিড়ির ব্যবসা বন্ধ, ভারতের ন্যায় বিড়িশিল্পকে সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নসহ সাত দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে রাজশাহী বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন। বুধবার সকালে রাজশাহী রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন শেষে রাজস্ব কর্মকর্তার মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন শ্রমিক নেতারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী, কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দীন বিএসসি, সহসভাপতি নাজিম উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক হারিক হোসেন, প্রচার সম্পাদক শামীম ইসলাম, রাজশাহী বিভাগীয় বিড়ি শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

The Daily Star SUNDAY JANUARY 10, 2021,

25 hurt as workers, cops clash in 2 districts

STAR REPORT

At least 25 people were injured in separate clashes between workers and police in Kushtia and Narayanganj yesterday.

Of them, five Bidi workers sustained bullet injuries as police opened fire on them at Hossainabad in Kushtia's Daulatpur upazila.

According to witnesses, around 30 to 40 workers of Akij Bidi Factory reached their workplace around half an hour late.

The guards of the factory resisted them from entering their workplace. At one point, it triggered chaos.

On information, police rushed there around 10:00am and started charging batons on the workers.

In response, workers also hurled brickbats targeting police.

As the situation went out of control, police opened fire on the workers, leaving five of them injured, the witnesses added.

Workers' leader Nayon Islam and Daulatpur Upazila Parishad Chairman Ezaz Ahmed Mamun confirmed.

Contacted, Zahurul Alam, officer-in-charge of Daulatpur Police Station, admitted that five workers sustained bullet injuries.

"The situation is now under control," he said.

Meanwhile in Narayanganj, at least 20 readymade garment workers were injured in a clash with police in Shiddhirganj upazila.

The clash took place when the workers were staging demonstration demanding their due wages in front of the main gate of Adamzi EPZ around 1:00pm.

Police and witnesses said workers of Kwun Tong Apparels Ltd started demonstration at around 8:00am demanding due wages.

Later, around 1:00pm, the workers took position on Shimrail-Adamzi-Narayanganj road and halted vehicular movement.

On information, police rushed to the spot and tried to drive away the workers. It triggered clash between the two groups. Police charged batons and lobbed tear shells to disperse the workers.

At least 20 workers were injured in the incident, claimed workers.

Contacted, Moshiur Rahman, officer-in-charge of Siddhirganj Police Station, said the demonstration caused long tailback on road.

"That is why, police drove them away. Now the situation was under control," he added.

Our Kushtia and Narayanganj correspondents contributed to this report.

সমকাল
রোববার | ১০ জানুয়ারি ২০২১ | ২

সিদ্ধিরগঞ্জে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে আহত ৫০

■ সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারাণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজী ইপিজেডের কুনতং অ্যাপারেলস লিমিটেড (ফ্যাশন সিটি) কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। এ সময় রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

শ্রমিক ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আদমজী ইপিজেডের কুনতং অ্যাপারেলসে গত বছরের ১০ আগস্ট দু'দিনের ছুটি ঘোষণা করে কারখানা বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। সেই থেকে কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। পর্যায়ক্রমে শ্রমিকদের বেতন-ভাতাও পরিশোধ করে আসছিল মালিকপক্ষ। এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও কর্তৃপক্ষ আগামী ১২ জানুয়ারি বেতন দেওয়ার ঘোষণা দেয়। শ্রমিকরা এই ঘোষণা না মেনে ইপিজেডের গেটের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে। পরে পুলিশ এসে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় উভয়পক্ষে কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়ে মারে। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসে ৫০ জন আহত হয়েছে বলে দাবি শ্রমিকদের।

নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল-ক) মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী বলেন, মালিকপক্ষ কারখানাটি লে অফ (বন্ধ) ঘোষণা করে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। পরে থানা ও শিল্প পুলিশের কর্মকর্তারা যৌথভাবে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। তারপরও শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে রাখে। এ সময় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে মৃদু লাঠিচার্জ করা হয়। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ বিষয়ে জানতে আদমজী ইপিজেডের মহাব্যবস্থাপক আহসান কবীরের মোবাইল ফোনে কয়েক দফায় ফোন দিলেও তিনি ধরেননি।

সমকাল
শুক্রবার | ৮ জানুয়ারি ২০২১ | ২৪

রাজশাহীতে ৭ দাবিতে মানববন্ধন বিড়ি শ্রমিকদের

বিড়ির ওপর অতিরিক্ত চার টাকা মূল্যস্তর প্রত্যাহারসহ সাত দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে রাজশাহী বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন। বুধবার সকাল ১১টায় রাজশাহী রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন শেষে রাজস্ব কর্মকর্তার মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দেন শ্রমিক নেতারা।

তাদের অন্য দাবিগুলো হলো- বিড়িতে অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহার, সিগারেটের মতো বিড়িতেও তিনটি মূল্যস্তরকরণ, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, জাল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি ও ব্যান্ডরোলবিহীন বিড়ির ব্যবসা বন্ধ, ভারতের মতো বিড়ি শিল্পকে সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এমকে বাঙ্গালী, কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দীন, সহসভাপতি নাজিম উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক হারিক হোসেন, প্রচার সম্পাদক শামীম ইসলাম, রাজশাহী বিভাগীয় বিড়ি শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আমজাদ হোসেন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৮ জানুয়ারি ২০২১,

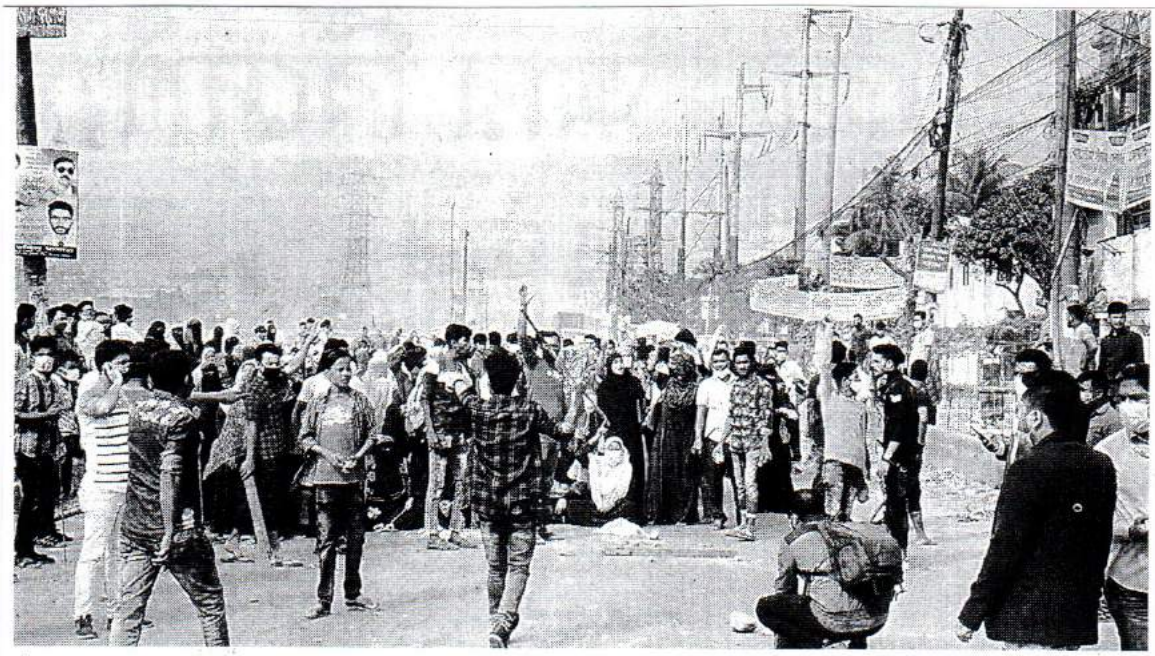

বকেয়া ভাতা ও বন্ধ কারখানা চালুর দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। গতকাল দুপুরে নারায়ণগঞ্জের আদমজী ইপিজেড এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর

নারায়ণগঞ্জ-আদমজী-ডেমরা সড়কে প্রায় তিন ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ। আর গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক প্রায় আড়াই ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকে।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ*

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে দুটি কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। নারায়ণগঞ্জের আদমজী ইপিজেড এলাকায় শ্রমিকেরা বেলা ১১টা থেকে সোয়া ২টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করেন। আর গাজীপুর নগরের সাইনবোর্ড এলাকায় বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করা হয়।

অবরোধের কারণে নারায়ণগঞ্জ-আদমজী-ডেমরা সড়কে প্রায় তিন ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। আর গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক প্রায় আড়াই ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকে। এতে এসব পথে যানজট তৈরি হয়। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে শ্রমিকেরা অবরোধ তুলে নিলে আস্তে আস্তে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

নারায়ণগঞ্জে বকেয়া ভাতা ও বন্ধ কারখানা চালুর দাবিতে আদমজী ইপিজেডের কুনতং অ্যাপারেলস লিমিটেড (ফ্যাশন সিটি) পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় শ্রমিকদের সঙ্গে আনসার ও ইপিজেডের নিরাপত্তাকর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। এতে ১০ শ্রমিক আহত হন।

পুলিশ ও কারখানাটির শ্রমিকেরা জানান, দুই মাস আগে কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা (লে-অফ) করে কর্তৃপক্ষ। এ সময় শ্রমিকদের ভাতা দেওয়া হচ্ছিল। এর ধারাবাহিকতায়

বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাজীপুর নগরের সাইনবোর্ড এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

গতকাল ভাতা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্রমিকেরা কারখানায় গিয়ে জানতে পারেন, ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। এতে শ্রমিকেরা খেপে যান। সকাল আটটার দিকে প্রায় এক হাজার শ্রমিক ইপিজেডের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের সরিয়ে দিতে আনসার ও নিরাপত্তাকর্মীরা চড়াও হন। বাধ্য হয়ে শ্রমিকেরা বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জ-আদমজী-ডেমরা সড়কের প্রধান ফটকে অবস্থান নেন। তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে দ্বিতীয় দফায় চড়াও হন আনসার ও নিরাপত্তাকর্মীরা। পরে শ্রমিকেরা ইপিজেডের রেমি গার্মেন্টসের সামনে অবস্থান নেন। খবর পেয়ে শিল্পাঞ্চল পুলিশ ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পুলিশ গিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গ আলোচনা করে। ১২ জানুয়ারি ভাতা পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হলে শ্রমিকেরা বেলা সোয়া দুইটার দিকে সড়ক ছেড়ে চলে যান।

শিল্প পুলিশ-৪-এর পুলিশ সুপার মো. সাখাওয়াত হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসের ৬-৭ তারিখে ভাতা দেয়। কিন্তু এবার কর্তৃপক্ষ ১২ জানুয়ারি পরিশোধের সিদ্ধান্ত নেয়। অনেক শ্রমিক এ তথ্য পাননি। এ কারণে তাঁরা বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেন। পরে ১২ জানুয়ারি ভাতা পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা চলে যান।

গাজীপুরে ইস্ট ওয়েস্ট লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন।

পুলিশ ও কারখানাটির শ্রমিকেরা জানান, কারখানাটিতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক রয়েছেন। গত নভেম্বরে তাঁদের অর্ধেক ও ডিসেম্বরের পুরো বেতন বাকি রয়েছে। গতকাল তাঁদের বেতন দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সকাল থেকে বেতন না দেওয়ায় দুপুরে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। বেলা ১১টার দিকে তাঁরা কারখানার পাশে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে কারখানার মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের প্রতিনিধি ও পুলিশের কথা হয়। মালিকপক্ষ আগামী সোমবার নভেম্বরের এবং ২০ জানুয়ারি ডিসেম্বরের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করার আশ্বাস দেয়। আরও কিছু দাবি না মানায় শ্রমিকেরা অবরোধ অব্যাহত রাখেন। শ্রমিকদের আরও কিছু দাবি মালিকপক্ষ মেনে নেয়। পরে বিকেল পাঁচটার দিকে তাঁরা সড়ক থেকে সরে যান।

কারখানার কয়েকজন শ্রমিক জানান, তাঁদের গত ঈদের উৎসব ভাতারও অর্ধেক টাকা বকেয়া রয়েছে। করোনার ৫ শতাংশ প্রণোদনার টাকাও তাঁদের দেওয়া হয়নি। বকেয়া বেতন-ভাতা চাইলেই কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে আসছে।

গাজীপুর মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (গণমাধ্যম) জাকির হাসান বলেন, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ময়মনসিংহগামী গাড়িগুলোকে টঙ্গীর স্টেশন সড়ক দিয়ে পূর্ব দিকে মীরেরবাজার হয়ে ভোগড়া বাইপাস ধরে চলাচল করতে বলা হয়। ঢাকাগামী যানবাহনগুলোকে ভোগড়া বাইপাস দিয়ে কোনাবাড়ি-চন্দ্রা হয়ে চলতে বলা হয়। এতে এসব পথেও চাপ বেড়ে যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হয়।

প্রথম আলো • শনিবার, ৯ জানুয়ারি ২০২১,

পোশাকশ্রমিকদের পতাকা মিছিল

পোশাকশ্রমিকদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি না করার যে প্রস্তাব পোশাকশিল্পমালিকেরা সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন, তার প্রতিবাদে রাজধানীতে পতাকা মিছিল হয়েছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গতকাল সকালে এ পতাকা মিছিল করেছে। বিজ্ঞপ্তি

মিছিল পোশাক শ্রমিকদের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা ভাতার দাবিতে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন পতাকা মিছিল বের করে। গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার, ২৭ পৌষ ১১ জানুয়ারি ২০২১

ধামরাইয়ে বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন

■ ধামরাই (ঢাকা) সংবাদদাতা

চাকরি ফিরে পেতে এবং বকেয়া বেতনভাতার দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ধামরাই থানা বাসস্ট্যান্ডে মানববন্ধন করেছেন ধামরাইস্থ বাটা সু কারখানার ছাঁটাইকৃত শ্রমিকরা। তাদের অভিযোগ, প্রায় সোয়া ২০০ শ্রমিককে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এর আগে চাকরিচ্যুতরা বাটা সু কোম্পানির বিভিন্ন পদের কর্মকর্তাদের নামে শ্রম অধিকার আইনে শ্রম আদালতে মামলা করেছে। শনিবার মানববন্ধনকালে বক্তব্য রাখেন ভুক্তভোগী শ্রমিক জাকির হোসেন, পলাশ, মোজাম্মেল, কবির প্রমুখ। বক্তাদের অভিযোগ, চাকরির মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও অনেককে ক্ষতিপূরণ ও বকেয়া পাওনা না দিয়ে জোরপূর্বক কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, যা স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অব্যাহতি নেওয়া হয়েছে মর্মে কর্তৃপক্ষ জমা রেখেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার, ২৭ পৌষ ১১ জানুয়ারি ২০২১

যান্ত্রিক রিকশার লাইসেন্স দাবিতে বগুড়ায় সমাবেশ

■ স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া

পৌরসভা থেকে অটোরিকশা-ভ্যান-ইজিবাইকের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, অটোরিকশা ভাঙচুর, শ্রমিকদের শারীরিক-মানসিক নির্যাতন বন্ধ করাসহ পাঁচ দফা দাবিতে রবিবার শহরের বনানী থেকে সাতমাথা পর্যন্ত পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অটোরিকশা-ভ্যান শ্রমিক ও মালিক সংগ্রাম পরিষদ এই পদযাত্রার আয়োজন করে। পরে দুপুর ১২টায় শহরের সাতমাথায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আলহাজ কবির হোসেন। বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা মাসুদ পারভেজ, প্রভাষক রঞ্জন কুমার দে, শিক্ষানবিশ আইনজীবী দিলরুবা নূরী প্রমুখ। এ সময় বক্তারা বলেন, সরকারি উদ্যোগে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অটোরিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক চালানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১২ জানুয়ারি ২০২১ E-mail: anandonagar@g

সাত দফা দাবি

দিনাজপুরে বেতন বঞ্চিত শিক্ষকদের মানববন্ধন

দিনাজপুর প্রতিনিধি

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমপিও নীতিমালা প্রণয়নসহ সাত দফা দাবিতে দিনাজপুরে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা করেছেন বেতনবঞ্চিত শিক্ষকরা। সোমবার দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সম্মুখ সড়কে নন-এমপিও নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারী পরিষদের উদ্যোগে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। এর আগে দিনাজপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা করেন তারা।

নন-এমপিও নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারী পরিষদ দিনাজপুরের সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি বক্তব্য দেন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক শরীফুজ্জামান আগা খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আবুর বারী তালুকদার, সাদ আহম্মেদ, আবু বক্কর মো. এরশাদুল হক, শফিকুর ইসরাম ও নূর কুতুবে আলম প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরিফুজ্জামান বলেন, আমাদের চাকরি জীবনের অধিকাংশ সময় বিনা বেতনে পার হয়ে গেলেও এখনো স্থায়ী চাকরি ও বেতনের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১২ জানুয়ারি ২০২১ | ২৮ পৌষ ১৪২৭

টঙ্গী ও আশুলিয়ায় পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুরে ইস্ট ওয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বন্ধ ঘোষণা

যুগান্তর ডেস্ক

গাজীপুরের টঙ্গী বিসিক এলাকায় নির্যাতনের অভিযোগে পোশাক শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। ঢাকার আশুলিয়ায় বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। এছাড়া গাজীপুরের গাছার ইস্ট ওয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। যুগান্তর প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

টঙ্গী (গাজীপুর) : টঙ্গী বিসিক এলাকায় রেডিসন গার্মেন্টস লিমিটেড নামক পোশাক কারখানায় শ্রমিক নির্যাতনের অভিযোগে সোমবার ওই কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে শিল্প পুলিশ শ্রমিকের ওপর লাঠিচার্জ করলে তিন শ্রমিক আহত হয়। আহতরা হলেন— সানি হোসেন, অছিমা আক্তার ও রোমানা আক্তার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আশুলিয়া (ঢাকা) : আশুলিয়ায় বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে পোশাক কারখানার তিন শতাধিক শ্রমিক। সোমবার সকালে আশুলিয়ার বণাবাড়ি এলাকা থেকে আশুলিয়া প্রেস ক্লাবের সামনে এসে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন শ্রমিকরা। শ্রমিকরা জানান, আশুলিয়ার জিরাবো এলাকার আইরিশ গ্রুপের ওমরফু স্যুয়েটার লিমিটেড কারখানাটি গত ১ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়। ১ জানুয়ারি কারখানায় গেলে কারখানার ফটকে তালা ঝুলানো অবস্থায় দেখতে পায় শ্রমিকরা। এ সময় কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেও কোনো লাভ হয়নি। এছাড়া ডিসেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার যোগাযোগ করলেও তারা কোনো সদুত্তর দেননি।

গাছা (গাজীপুর) : আংশিক বকেয়া বেতন নিতে শ্রমিকরা রাজি না হওয়ায় অবশেষে গাছার ইস্ট ওয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক লিমিটেড ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। কারখানার জিএম আমিনুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে সড়ক অবরোধ করলে প্রশাসনের মধ্যস্থতায় শ্রমিকদের সব দাবি মেনে নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবারের সমঝোতা অনুযায়ী সোমবার গত নভেম্বর মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের কথা ছিল। বিকাল থেকে বেতন দেওয়ার প্রস্তুতিও চলছিল। কিন্তু শ্রমিকরা নভেম্বর মাসের বকেয়া বেতন না নিয়ে একসঙ্গে ডিসেম্বর মাসের বকেয়া বেতনও পরিশোধের দাবি জানায়, অন্যথায় আবারো আন্দোলনের হুমকি দেয়।

The Daily Star JANUARY 13, 2021,

Textile workers take to streets for 8 months' arrears in Barishal

OUR CORRESPONDENT, *Barishal*

Workers of a textile mill demonstrated in Barishal city yesterday, demanding due salaries and arrears of eight months.

Around 700 workers of Sonargaon Textile Limited brought out a procession and staged a rally at its gate in Rupatli from 11am to 12 noon. At that time, they attempted to block the Dhaka-Patuakhali highway but did not upon request from the district administration.

Later in the day, law enforcers, district administration and the factory authorities held a meeting with the workers when the factory owner took a decision to reopen it by paying the arrears within January 31, confirmed Sadar Upazila Nirbahi Officer Md Munibur Rahaman.

Worker Bellal Gazi said the factory's production has been halted since March 28 last year. "When we blocked Dhaka-Patuakhali highway on November 16, authorities wanted to reopen two units that month and the rest one in December after paying due salaries, but to no avail," he said.

Another worker Nurul Haque said such a closure pushed them into severe financial crisis.

Bangladesh Samajtantrik Dal expressed solidarity with the protesters. BSD Barishal unit member secretary Manisha Chakraborty claimed that the owner is going to shut down the factory totally without payment.

However, Md Salauddin, project manager and spokesperson of Sonargaon Textile, assured of resolving the crisis by reopening the factory.

He said they have been unable to reopen the factory for such a long time due to loss.

কালের কণ্ঠ | ১২ জানুয়ারি ২০২১

পাট ও চিনিকল বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল দাবি

খুলনা অফিস ▷

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ও চিনিকল বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিলসহ ১৪ দফা দাবি জানিয়েছে পাটকল রক্ষায় সম্মিলিত নাগরিক পরিষদ। সংগঠনটির নেতারা অবিলম্বে আলীম জুট মিলের শ্রমিকদের ৬৪ সপ্তাহের বিল, বদলি শ্রমিকদের উৎসব বোনাসসহ সব বকেয়া পরিশোধের দাবি জানান। সেই সঙ্গে তাঁরা নেতাকর্মীদের নামে করা 'মিথ্যা' মামলাও প্রত্যাহার চান। গতকাল সোমবার বিকেলে খালিশপুর জুট মিলের প্রধান ফটকের সামনে সমাবেশ করে এসব দাবি জানানো হয়।

পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট আ ফ ম মহসিনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন পরিষদের সদস্যসচিব এস এ রশীদ প্রমুখ।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৪ জানুয়ারি ২০২১ | ৩০ পৌষ ১৪২৭

রংপুরের কাচারি বাজারে বুধবার চিনিকল চালুর দাবিতে শ্যামপুর চিনিকল রক্ষা কমিটির মানববন্ধন যুগান্তর

শ্যামপুর চিনিকল চালুর দাবিতে মানববন্ধন

স্মারকলিপি পেশ

রংপুর ব্যুরো

শ্যামপুরসহ বন্ধ ঘোষিত ৬টি চিনিকল চালুর দাবিতে বুধবার রংপুর মহানগরীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে চিনিকল রক্ষা কমিটি।

দুপুরে নগরীর কাচারি বাজারের সামনে মানববন্ধনে অংশ নেন শ্যামপুর চিনিকলের শ্রমিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও বাসদ নেতারা। এতে শ্যামপুর চিনিকল রক্ষা কমিটির সমন্বয়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে এবং আনোয়ার হোসেন বাবলুর পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত হোসেন, অশোক সরকার, কুমারেশ রায়, শাহীন রহমান, গৌতম রায়, ডা. অধ্যাপক সৈয়দ মামুনুর রহমান, অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম হক্কানী, মনিরুজ্জামান, উমর ফারুক, আমিনউদ্দিন বিএসসি, আখচাষি আলতাফ হোসেন, পুষ্পরঞ্জন বর্মণ, জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, চিনিকল চালুর দাবি মানা না হলে ২৪ জানুয়ারি আখচাষি, চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীসহ সর্বস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রংপুর মহানগরী থেকে বদরগঞ্জ পর্যন্ত পদযাত্রা কর্মসূচি করা হবে। পরে বহুমুখী ও আধুনিকায়ন করে শ্যামপুর চিনিকল চালুর দাবিতে রংপুর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর ৪ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি পেশ শেষে নগরীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল করেন আন্দোলনকারীরা।

যুগান্তর
শনিবার ১৬ জানুয়ারি ২০২১

অভিবাসী ফোরামের মানববন্ধন

দেশে হয়রানিমুক্ত নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতের দাবি

যুগান্তর প্রতিবেদন

নিরাপদ ও হয়রানিমুক্ত অভিবাসন নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ অভিবাসী শ্রমিক ফোরাম ও বাংলাদেশ অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ থেকে এমন দাবি জানায় তারা। এ সময় অভিবাসী শ্রমিকদের বিনামূল্যে করোনা টেস্টসহ দ্রুত সনদ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশ অভিবাসী শ্রমিক ফোরামের সভানেত্রী সাবিনা চৌধুরীর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক নেতা আবুল হোসাইন। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী লিলি জাহান, সাধারণ সম্পাদক শেখ রুমানা, সহসভাপতি নীলা মল্লিক, ফেরদৌসি বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক শিউলী আক্তার, দপ্তর সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ তপন সাহা প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, করোনা মহামারিতে বিদেশ থেকে লাখ লাখ শ্রমিক শূন্য হাতে দেশে ফিরেছেন। এই অসহায় শ্রমিকরা সরকারি কোনো সহায়তা না পাওয়ায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অনেক শ্রমিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অথচ প্রবাসী কল্যাণ তহবিলে এই শ্রমিকদের অর্জিত কোটি কোটি টাকা জমা রয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, করোনা ভ্যাকসিন সনদ পেতে সরকার ফি নির্ধারণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে এই আদেশ মানা হচ্ছে না। অনেকের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হচ্ছে। এতে অভিবাসী শ্রমিকদের জীবনে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা তৈরি হয়েছে।

বক্তারা বলেন, প্রবাসী কল্যাণ নামে একটি ব্যাংক আছে। এই ব্যাংক প্রবাস ফেরত শ্রমিকদের কোনো সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। নানা অজুহাতে ব্যাংক এই প্রবাস ফেরত শ্রমিকদের পুনর্বাসনে গড়িমসি করছে। সম্প্রতি কোনো কোনো দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হলেও সেখানে বিদেশ ফেরত শ্রমিকরা যেতে পারছেন না। কারণ তাদের অনেকের ভিসার মেয়াদ কিংবা কার্যাদেশ শেষে হয়ে গেছে। আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করছি, তারা যেন এসব বিষয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে অসহায় এই শ্রমিকদের সংকট নিরসনের ব্যবস্থা করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৩ মাঘ ১৪
১৭ জানুয়ারি ২০২১

করোনায় হোটেল কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে বাংলাদেশ হোটেল রেস্টুরেন্ট মিষ্টি বেকারী শ্রমিক ইউনিয়ন —ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৪ মাঘ ১৪২৭
১৮ জানুয়ারি ২০২১

নরসিংদীতে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

বিড়িশিল্প ও শ্রমিক বাঁচাতে শুল্ক কমানোসহ ছয় দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন। গতকাল রবিবার সকালে নরসিংদী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাটের বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধনে বক্তারা চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির ওপর অতিরিক্ত ৪ টাকা মূল্যস্তর প্রত্যাহার, বিড়িতে অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহার, সিগারেটের ন্যায় বিড়িতেও তিনটি মূল্যস্তরকরণ, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, ভারতের ন্যায় বিড়িশিল্প সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের দাবি জানান। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, যুগ্ম-সম্পাদক হারিক হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল গফুর, প্রচার সম্পাদক শামীম ইসলাম, নরসিংদী জেলা বিড়িশ্রমিক নেতা আলী নোমান প্রমুখ। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৪ মাঘ ১৪২৭
১৮ জানুয়ারি ২০২১

সিংগাইরে কৃষিজমি কাটা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

■ সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা

ধলেশ্বরী নদী খননের নামে কৃষিজমি কাটা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন শতাধিক ভুক্তভোগী কৃষক। গতকাল রবিবার সকালে বাংলাদেশ কৃষক সমিতি সিংগাইর উপজেলা শাখার ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। লিখিত বক্তব্যে কৃষকরা জানান, উপজেলার বায়রা, কৃষ্ণপুর, তালেবপুর এবং পৌরসভার কিছু অংশে ধলেশ্বরী নদী পুনঃখননের নামে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল গায়ের জোরে কৃষিজমির মাটি কেটে তা বিভিন্ন ইটভাটায় বিক্রি করছে। এতে তাদের ফসলিজমি ধ্বংস করা হচ্ছে। নদী খননের ঠিকাদার এ কাজ করছে। কৃষকদের সর্বনাশ করে তারা ব্যবসা করে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডকে অবগত করা হলেও কোনো কাজ হচ্ছে না। অথচ নীতিমালা অনুযায়ী নদী খননকালে নদীর পাড় ও কৃষিজমি রক্ষা করে উভয় পাড়ের বনায়ন করার কথা।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৪ মাঘ ১৪২৭
Dhaka : Monday 18 January 2021

শ্রমিকদের ইনক্রিমেন্ট স্থগিত না করার দাবি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

মালিক সমিতি কর্তৃক শ্রমিকদের পাঁচ শতাংশ বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট স্থগিত করার প্রতিবাদ জানিয়েছে শ্রমিকরা। গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলন' সংগঠন এক মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে এ দাবি জানায়। এ সময় সংগঠনের সভাপতি শামীম ইমামসহ শ্রমিক নেতা তাসলিমা আক্তার, মো. ইয়াসিন, এএএম ফয়েজ হোসেনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মহামারী পরিস্থিতিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির কথা তুলে ধরে সরকারের কাছে আগামী দুই বছরের জন্য শ্রমিকদের বার্ষিক পাঁচ শতাংশ হারে বেতন বাড়ানোর (ইনক্রিমেন্ট) বাধ্যবাধকতা স্থগিত রাখার আবেদন করেছে মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বিকেএমইএ। গত বছরের মার্চ থেকে যখন করোনাভাইরাস ঠেকাতে সারাদেশের সিংহভাগ প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। তখন থেকে দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে গার্মেন্ট শ্রমিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৬৫ শতাংশ বেতনে কাজ করে চলেছেন। এমনকি শ্রমিকদের ঈদ বোনাসও কম দেয়া হয়েছে। তারা আরও বলেন, করোনাকালে মালিকরা যদি প্রণোদনা পান তাহলে শ্রমিকদেরও কমপক্ষে ২০ শতাংশ ঝুঁকি ভাতা দিতে হবে।

সমকাল
মঙ্গলবার। ১৯ জানুয়ারি ২০২১। ৫

শ্রমিক আন্দোলন গতিশীল করার আহ্বান

■ সমকাল প্রতিবেদক

শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের আন্দোলনকে পুঁজিবাদী সমাজ পাল্টানোর আন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে শ্রমিক নেতারা বলেছেন, বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের শ্রমিকশ্রেণি কঠিন সময় অতিক্রম করছে। একদিকে পুঁজিবাদী শোষণ, অন্যদিকে করোনার আক্রমণ তাদের জীবনের যন্ত্রণা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এ অবস্থার অবসানে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন আরও গতিশীল করতে হবে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর সেগুনবাগিচার স্বাধীনতা হলে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় নেতারা এসব কথা বলেন। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) কেন্দ্রীয় সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ। আরও বক্তব্য দেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) নেতা সাইফুজ্জামান বাদশা, চৌধুরী আশিকুল আলম, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা ওসমান আলী, জুলফিকার আলী, আবু নাঈম খান বিপ্লব, সেলিম মাহমুদ ও রতন মিয়া। সভা পরিচালনা করেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন।

বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, দেশের জনগণ সার্বিক মুক্তির প্রত্যাশা থেকেই মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। কিন্তু বুর্জোয়ারা ক্ষমতাসীন হওয়ার কারণে জনগণ ও শ্রমিকের সেই মুক্তি অর্জিত হয়নি। জনগণের সাম্যের বদলে পুঁজিপতি শ্রেণির বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। যার কারণে স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের হাল দাঁড়িয়েছে এক দল লুটপাটকারী এখন অবস্থান করছে সম্পদের পাহাড়ের চূড়ায়। আর সম্পদ সৃষ্টিকারী মেহনতি শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মান নামতে নামতে তাদের অবস্থান খাদের তলানিতে। এ ব্যবস্থা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এর পরিবর্তনে চাই শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ ধারাবাহিক লড়াই।

নেতারা বলেন, শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইনে সুরক্ষা বলতে কিছু নেই। পাটকল, চিনিকলসহ রাষ্ট্রীয় কারখানা বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিককে পথে বসানো হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও মর্যাদা পাওয়ার দাবি মালিকরা কখনোই মেনে নেবে না। ফলে মজুরির সঙ্গে আবাসন, রেশন, চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকারের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিকদের ওপর জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সব ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার রাজধানীর সেগুনবাগিচার স্বাধীনতা হলে আলোচনা সভায় বক্তারা ■ সমকাল

সমকাল
৯ জানুয়ারি ২০২১। ৫ মাঘ ১৪২৭

খুলনায় পাটকল শ্রমিকদের লাল পতাকা মিছিল

■ খুলনা ব্যুরো

খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত আলীম জুট মিলের অবসরে যাওয়া ও বদলি হওয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের সব পাওনা পরিশোধের দাবিতে লাল পতাকা মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। খানজাহান আলী থানা জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে গতকাল সোমবার সকালে আটরা শিল্পাঞ্চলে এই লাল পতাকা মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে শ্রমিকরা আলীম জুট মিলের সামনে গিয়ে সমাবেশ করেন। এ সময় খুলনা-যশোর মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

সমাবেশ থেকে শ্রমিক নেতারা আগামী ২৫ জানুয়ারি রাজপথে ভুখা মিছিল এবং ২৮ জানুয়ারি আটরা শিল্পাঞ্চলের রাজপথ অবরোধ কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানান। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন খানজাহান আলী থানা জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের আহ্বায়ক সরদার আমিরুল ইসলাম। বক্তৃতা করেন ওয়ার্কার্স পার্টির মহানগর সভাপতি মফিদুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন খুলনা জেলা সভাপতি মনির আহমেদ, খলিলুর রহমান, আলীম জুট মিলের সিবিএ সভাপতি সাইফুল ইসলাম লিটু, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রশিদ, আলাউদ্দিন, আবদুল মজিদ মোল্লা, জাকির সরদার, এস এম বখতিয়ার পারভেজ, বাবুল রেজা, খোকন কুমার নন্দী, আবদুর রউফ মোড়ল প্রমুখ।

The Daily Star
DHAKA FRIDAY JANUARY 22, 2021,

Three-hour transport chaos to file a case!

SUSHANTA GHOSH, *Barishal*

Supporters of a ward-level ruling party leader in Barishal on Wednesday night blocked a highway, shut down bus and launch services for over three hours.

Their demand -- police have to accept a case against the chairperson of a shoe company in the city's BSCIC area.

They withdrew the blockade after a case was filed by the AL leader against Mizanur Rahman, chairman of Fortune Shoes Limited.

So why did the said leader -- Sohag Hawlader, the organising secretary of Awami League (Ward-1) -- do so?

Retribution.

According to locals and eyewitnesses, Mizanur stopped Sohag from harassing female workers of the company on Wednesday morning. Locals said Sohag has allegedly been involved in harassing workers and extortion for a long time.

Around 10:30am on the day, Sohag was caught by Mizanur while he was "bothering" some female workers of the factory, they said.

Mizanur told The Daily Star yesterday that he tried to stop Sohag. Later, factory officials and informed police and Rapid Action Battalion about the incident, he said.

Once the law enforcers arrived, they handed Sohag to them, claimed Mizan.

"Around 10 to 12 days back, Sohag was found doing the same," he said, adding that at least 50 female workers of the factory did not come to work for a long time out of fear as Sohag is an influential person.

Sohag, however, while talking to this newspaper, claimed that he went to the factory to ask for his payment, which remained unpaid after delivery of cement some days

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Three-hour

FROM PAGE 3

back. "But the factory workers led by its chairman beat me up and threatened to kill me...," he claimed.

After Wednesday morning's incident, supporters of Sohag shut down launch and bus services in the city from 8pm to 11pm in retaliation.

The sudden shutdown created sufferings for hundreds stuck at the launch ghat and Nathullabad bus stand. They withdrew the blockade after 11pm once a case was filed against Mizan for harassing Sohag, claimed locals.

Saidur Rahman Rintu, a launch owner, said some Sramik Lague leaders asked them not to ply vessels.

Contacted, Azizul Karim, officer-in-charge of Kawnia Police Station, said they did not receive any complaint against Sohag yet.

"A case has been filed against Mizan," he said, adding they are looking into it.

Meanwhile, OC Lokman Hossain (operation) of the police station said Mizan detained Sohag at his factory on Wednesday morning and informed police.

Lokman refused to elaborate as to why Sohag was detained.

Many also alleged that some female workers went to police but law enforcers did not accept any complaint. Police, however, refuted the allegation.

Meanwhile, small traders and workers of BSCIC said a tense situation has been prevailing in the area over infrastructure development works worth around Tk 54 crore.

The Barisal City Corporation has recently stopped dredging activities there after some industrialists were allegedly attacked by miscreants over extortion and tender manipulation.

Mayor Serniabat Sadiq Abdullah and BSCIC deputy general manager and Fortune Shoes Limited are engaged in conflict over this issue, according to sources.

Mentionable, Mizanur Rahman was the immediate past president of BSCIC Shilpa Malik Samity in Barishal.

Around three months ago, the Fortune Shoes authorities filed a case with Kawnia Police Station, alleging assault on several workers and locals.

After the case was filed, people who were made accused in the case, often beat and harassed factory workers, they alleged.

They also alleged that Sohag and his accomplices were behind such activities. Asked, Sohag denied the allegations.

Meanwhile, Mayor Serniabat in a programme at Barisal Circuit House yesterday said even though his party man was beaten by the Fortune Shoes authorities, police were not filing a case.

"After that, they blocked the river port and highway and then, police accepted the case," he said.

প্রথম আলো • শনিবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২১

গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

৩০ ভাগ ঝুঁকি ভাতার দাবি

দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে পোশাক কারখানার মালিকেরা অনুদান পেয়েছেন। কিন্তু যে শ্রমিকদের ঘামে কারখানা চলে, তাঁদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে পোশাকশ্রমিকদের এক সমাবেশে এসব কথা বলেন শ্রমিকনেতারা। পোশাকশ্রমিকদের ৩০ ভাগ ঝুঁকি ভাতার দাবিতে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন এই সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশের আগে শ্রমিকেরা শোভাযাত্রা বের করেন।

প্রতিবেদক, *জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*

প্রথম আলো • সোমবার, ২৫ জানুয়ারি ২০২১

শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ

পাটকল চালু ও বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবি

ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে শ্রমিকদের দাবিগুলো স্বাধীনতার পর আদায় হলেও নতুন শাসকেরা তা খর্ব করে চলেছেন। পাট-সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ গণ-অভ্যুত্থান দিবসের আলোচনা সভায় এ অভিযোগ করে। গতকাল রোববার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এ আলোচনা সভা হয়। সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৬৯-এ ১১ দফার ৫ নম্বর দফা ছিল ব্যাংক-বিমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে। ৭ নম্বর দফা ছিল শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, বোনাস দিতে হবে। শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করতে হবে। অথচ স্বাধীনতার ৫১ বছর পর জাতীয়করণের শেষ চিহ্ন মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। **বিজ্ঞপ্তি**

বাংলাদেশ প্রতিদিন

সোমবার

২৫ জানুয়ারি ২০২১। ১১ মাঘ ১৪২৭

বেতনের দাবিতে ডিএসসিসির হিসাবরক্ষণ দফতরে হামলা চার শ্রমিক কর্মচ্যুত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দফতরে হামলার অভিযোগে চারজন দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মরত শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। গতকাল সংস্থার সচিব আকরামুজ্জামানের সই করা এক অফিস আদেশে তাদের বরখাস্ত করা হয়। এ ছাড়া হামলায় ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগে সংস্থার স্ক্যাভেঞ্জার্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি এম এ গনি ও সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুল লতিফকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়েছে। কর্মচ্যুত শ্রমিকরা হচ্ছেন অঞ্চল-৫ এর ৫১ ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন কর্মরত স্কেলভুক্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মী মো. হারুন মিয়া, দৈনিক মজুরি ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী (ট্রাক) মো. আলী মিয়া, অঞ্চল-২ এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন কর্মরত পরিচ্ছন্নতাকর্মী (ট্রাক) মোহাম্মদ আলী সোহরাব ও অঞ্চল-১ এর ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মরত শ্রমিক মো. হাসু।

মৎস্যজীবী হত্যার প্রতিবাদ

● সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার সুনই জলমহালে মৎস্যজীবী শ্যামাচরণ বর্মণকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় খুনিদের বিচার দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে সুনামগঞ্জ জেলার বর্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকজন। মানববন্ধন শেষে তারা জেলা প্রশাসক বরাবরে বিচারের দাবিতে ও জলমহালে নীতিমালা অনুযায়ী বর্মণ সম্প্রদায় কর্তৃক মৎস্য আহরণের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। রোববার দুপুরে সুনামগঞ্জ শহরের ট্রাফিক পয়েন্টে ক্ষত্রিয়-বর্মণ সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুশীলন ও কল্যাণ পরিষদ এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য দেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ভবতুষ রায় বর্মণ, বীরলাল বর্মণ, স্বপন বর্মণ, মনালা বর্মণ, সুধীরচন্দ্র বর্মণ, সঞ্জিত দাস প্রমুখ। বক্তারা অবিলম্বে প্রকৃত খুনিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

যুগান্তর

শুক্রবার ২২ জানুয়ারি ২০২১
৮ মাঘ ১৪২৭

গাজীপুরে সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

যুগান্তর প্রতিবেদন, *গাজীপুর*

এশিয়ান টেলিভিশনের গাজীপুর প্রতিনিধি আবু বকর সিদ্দিকের ওপর বুধবার রাত ১২টায় হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। একটি ঋণদান সমিতির গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণার সংবাদ প্রকাশের জেরে এ হামলা চালায় তারা। রাত সাড়ে ১১টায় অফিসের কাজ শেষ করে বাসায় ফিরছিলেন তিনি। জয়দেবপুর থানাধীন বিমান গেট এলাকায় তার পথ আটকে সন্ত্রাসী আমিনুলের নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা এ হামলা করে। পরে সাংবাদিকের মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে হামলাকারীরা চলে যায়। এ ঘটনায় ওই সাংবাদিকের স্ত্রী বাদী হয়ে তিনজনের নাম উল্লেখ করে জয়দেবপুর থানায় মামলা করেন। ভুক্তভোগী সাংবাদিক এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ঘটনার ২৪ ঘণ্টা অতিক্রম হয়েছে অথচ মামলার আসামিরা এখনও অধরা রয়েছে। বৃহস্পতিবার গাজীপুরের একাধিক সাংবাদিক সংগঠন এ ঘটনার মানববন্ধনে নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জয়দেবপুর থানার ওসি মামুন আল রশীদ জানান, আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সমকাল

মঙ্গলবার। ২৬ জানুয়ারি ২০২১। ১

ন্যায্য পারিশ্রমিক চান বিড়ি শ্রমিকরা

কুষ্টিয়ায় ছয় দফা দাবিতে সমাবেশ করেছে জেলা বিড়ি শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ। গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে এ সমাবেশ হয়। এ সময় বিড়ির ওপর অতিরিক্ত চার টাকা মূল্যস্তর প্রত্যাহার, বিড়িতে অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহার, সিগারেটের মতো বিড়িতেও তিনটি মূল্যস্তরকরণ, বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুলে ধরা হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আনারুল হক। আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল গফুর। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক হারিক হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সহসভাপতি নাজিম উদ্দিন।

বক্তারা বলেন, মাত্রাতিরিক্ত কর বৃদ্ধির কারণে বিড়ি কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে বিড়ি শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ছেন। অসহায় বিড়ি শ্রমিকরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পারেন না। কাজ না পেয়ে পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাদের। বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান তারা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৬ জানুয়ারি ২০২১,

নৌশ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

যাত্রীবাহী লঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার-১ ও অ্যাডভেঞ্চার-৯ সংঘর্ষের মামলায় মেরিন আদালত লঞ্চের দুই মাস্টার রুহুল আমিন ও আলমাস ওরফে জামালের জামিন বাতিল করে গতকাল সোমবার তাঁদের কারাগারে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের কারাগারে পাঠানোর প্রতিবাদে নৌশ্রমিকেরা ধর্মঘট শুরু করেন। তবে ধর্মঘট আহ্বানের প্রায় সাত ঘণ্টা পর তা প্রত্যাহার করা হয়।

ওই দুই মাস্টারকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে গতকাল বেলা পৌনে দুইটা থেকে ঢাকা নদীবন্দরসহ সারা দেশে যাত্রীবাহী নৌশ্রমিকেরা তাঁদের লঞ্চ চলাচল বন্ধ করে দিয়ে ধর্মঘটের ডাক দেন। পরে বিআইডব্লিউটিএর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শেষে সাত ঘণ্টা পর রাত নয়টায় নৌশ্রমিকেরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।

বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মো. শাহ আলম বলেন, কারাগারে পাঠানো লঞ্চের দুই মাস্টারের জামিনের আশ্বাস দেওয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

> **বিআইডব্লিউটিএর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নৌশ্রমিকদের আলোচনার পর তাঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন।**
>
> জয়নাল আবেদীন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্ম পরিচালক, বিআইডব্লিউটিএ

এরপর নৌযানের শ্রমিকেরা কাজে যোগদান করেন।

অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল (যাপ) সংস্থার ঢাকা নদীবন্দরের সদস্য ও গাজী লঞ্চের মালিক বাবু গাজী বলেন, সরকারের সঙ্গে নৌযানের শ্রমিকদের আলাপ-আলোচনার পর শ্রমিকেরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এরপর তাঁরা কাজে যোগদান করেন।

বিআইডব্লিউটিএর ঢাকা নদীবন্দরের নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্ম পরিচালক জয়নাল আবেদীন বলেন, বিআইডব্লিউটিএর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নৌশ্রমিকদের আলোচনার পর তাঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ১৪ মাঘ ১৪২৭
Thursday 28 January 2021

কেরানীগঞ্জ

ওয়াশিং ফ্যাক্টরি খুলে দেয়ার দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

প্রতিনিধি, কেরানীগঞ্জ (ঢাকা)

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ওয়াশিং ফ্যাক্টরি খুলে দেয়ার দাবিতে কেরানীগঞ্জের কদমতলীর গোলচত্বর এলাকার মূল সড়কের একাংশ অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে মালিক-শ্রমিকরা। গতকাল সকালে ওয়াশিং ফ্যাক্টরি মালিক সমবায় সমিতির ৫ দফা দাবিতে প্রায় ঘন্টাব্যাপী এ কর্মসূচিতে কয়েক হাজার মালিক শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় দাবি পেশ করে সমিতির সভাপতি কাজী আবু সোহেল কাজল বলেন, আমরা শিল্প জোনে ৫০০ কাঠা জমি ক্রয় করেছি, সেখানে গ্যাস, বিদ্যুৎ, স্যুয়ারেজ লাইন, রাস্তা, ইটিপিসহ সব সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। শিল্প জোনে স্থানান্তর হওয়ার আগে ফ্যাক্টরিগুলো খোলা রাখা ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদানসহ মোট ৫ দফা দাবি তুলে ধরে এবং বর্তমানে যেসব ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ করা হয়েছে পুনরায় তা চালু করার আহ্বান জানান কর্তৃপক্ষের কাছে।

ওয়াশিং ফ্যাক্টরি মালিক সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রেজা বলেন, বর্তমানে ছোট-বড় মাঝারি মোট ৮১টি ওয়াশিং ফ্যাক্টরি রয়েছে। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ২৫ হাজার শ্রমিক ও ১০ হাজার গার্মেন্টস, লন্ড্রি, কম্পিউটার, অ্যন্ত্রয়ডারি ও নানা ধরনের শিল্প কারখানায় সম্পৃক্ত ৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়। বর্তমানে ওয়াশিং ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ থাকার কারণে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে। আমাদের ক্রয়কৃত ৫০০ কাঠা জমিতে সরকারি সহযোগিতায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানাই। এখন বিদ্যুৎ গ্যাস ইটিপি স্যুয়ারেজ লাইন প্রয়োজন। যত তাড়াতাড়ি এসব কাজ সম্পন্ন হবে আমরা ততো তাড়াতাড়ি আবাসিক এলাকা থেকে এ কারখানাগুলো সরিয়ে নেব।

দেশ রূপান্তর
বুধবার
২৭ জানুয়ারি ২০২১, ১৩ মাঘ ১৪২৭

চাকরি স্থায়ীকরণ দাবি

নীলফামারীতে নেসকো কর্মচারীদের কর্মবিরতি

নীলফামারী প্রতিনিধি

নীলফামারীতে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেছেন নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (নেসকো) পিচরেট (চুক্তিভিত্তিক) কর্মচারীরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে 'পিচরেট ঐক্য পরিষদ, নীলফামারী জেলা শাখার' ব্যানারে নেসকো নীলফামারী কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

বক্তারা বলেন, '১৫ থেকে ২০ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটির হয়ে গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিটার রিডিং ও বিল বিতরণসহ সন্তোষজনক সেবা দিয়ে আসছে রংপুর-রাজশাহী বিভাগের ১৬ জেলার সাত শতাধিক পিচরেট (চুক্তিভিত্তিক) কর্মী। এ দীর্ঘ সময় কাজ করতে গিয়ে আমাদের সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময়সীমাও অতিক্রম হয়ে গেছে। এখন অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শূন্য পদে আমাদের চাকরি স্থায়ীকরণে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ নেসকো বরাবর অনেকবারই আবেদন করলেও তার কর্ণপাত করেনি। তাই অবিলম্বে দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাই। অন্যথায় দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত মিটার রিডিং ও বিল বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। যতদিন চাকরি স্থায়ীকরণ হবে না, ততদিন আন্দোলন চলবে।'

সংবাদ
মঙ্গলবার ১২ মাঘ ১৪২৭
Tuesday 26 January 2021

গ্রামীণফোনের ১৮০ কর্মীকে পুনর্বহালের দাবি

চট্টগ্রাম ব্যুরো

গ্রামীণফোন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে স্থায়ী ১৮০ জন কর্মহীন কর্মীকে কাজে ফিরিয়ে নেয়ার দাবিতে গতকাল চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে মাববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, করোনা মহামারীর মধ্যে যে খাতগুলো বেশি মুনাফা করছে তার মধ্যে টেলিযোগাযোগ অন্যতম। টেলিযোগাযোগ খাতে গ্রামীণফোন একটি অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠান। এরকম লাভজনক অবস্থায় থাকার পরও করোনা মহামারীর সুযোগে গত বছরের ৩১ মে হতে টেকনোলজি ও কমার্শিয়াল ডিভিশনের ১৮০ জন দক্ষ কর্মীকে তাদের স্থায়ী কাজ থেকে অপসারণ করে কর্মহীন করে রেখেছে। এটা খুবই অমানবিক। এসব কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে নেয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় গ্রামীণফোন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন তাদের ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। নেতারা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান এবং চাকরির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো দাবি জানান।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে গ্রামীণফোন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন চট্টগ্রামের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক সভাপতি মো. ইমাম উদ্দীন ইমন ও আহ্বায়ক সাধারণ সম্পাদক প্রভঙ্কর চৌধুরীসহ বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, জয়পুরহাট, নড়াইল, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, গলাচিপা, দিনাজপুর, বগুড়ায় একযোগে কর্মসূচি পালিত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ১৭ মাঘ ১৪২৭
৩১ জানুয়ারি ২০২১

নারীপক্ষের জাতীয় নারী সম্মেলন

নারী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান ও যৌন হয়রানি বন্ধের দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

'তবুও তরী বাইতে হবে' শীর্ষক নারীপক্ষের ভার্চুয়াল জাতীয় নারী সম্মেলন শেষ হয়েছে গতকাল শনিবার। এর আগে শুক্রবার 'পথে এবার নামো সাথী পথেই হবে পথ চেনা' গানটির সঙ্গে নারীপক্ষর বিভিন্ন কর্মসূচির ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করে সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী দিনে কৃষক নারীদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান, অভিবাসী নারীশ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পোশাক কারখানা নারীশ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য হ্রাস ও যৌন হয়রানি বন্ধের দাবি জানানো হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন নারীপক্ষর সভানেত্রী মাহমুদা বেগম গিনি। শোকবার্তা উপস্থাপন করেন সংগঠনের সদস্য নাজমুন নাহার। সূচনা বক্তব্য রাখেন নারীপক্ষর আন্দোলন সম্পাদক তামান্না খান পপি। 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারী মুক্তি আন্দোলনের ধারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়'-এর উদ্দেশ্যে এ সম্মেলনে নারীপক্ষর সদস্য, কর্মী এবং সারা দেশ থেকে অন্তর্জালের মাধ্যমে সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি, দুর্বার নেটওয়ার্কের সদস্যসহ প্রায় ৫০০ নারী বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণ করেন।

'অর্থনীতিতে নারীর অবস্থান' শীর্ষক অধিবেশনে কর্মজীবী নারীর ভারপ্রাপ্ত কর্মসূচি ও নির্বাহী পরিচালক সানজিদা সুলতানা বলেন, কৃষিকাজের ২১টি ধাপের মধ্যে ১৭টি করে নারী কিন্তু সেই কাজের কোনো স্বীকৃতি ও মূল্য নাই। কৃষক নারীদের ন্যূনতম মজুরি, প্রণোদনা ও বিভিন্ন দুর্যোগে রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটির নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার বলেন, পোশাকশিল্প কারখানাগুলোতে নারীশ্রমিকেদের কম মজুরি প্রদান, যৌন হয়রানি, শারীরিক নির্যাতন, যোগ্যতা থাকা

নারী শ্রমিকদের ন্যূনতম

সত্ত্বেও পদোন্নতি না হওয়া একটি চর্চায় পরিণত হয়েছে। এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য যৌথভাবে আন্দোলন করতে হবে।

রামরুর নির্বাহী পরিচালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাসনীম সিদ্দিকী বলেন, অভিবাসী নারী শ্রমিকেরা যাতে নিরাপদে সসম্মানে কাজ করতে পারেন সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে। কোনো নারী শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হলে সেই দেশের শ্রম আদালতের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

অধিবেশনের সঞ্চালক সংগঠনের নির্বাহী সদস্য মাহীন সুলতান বলেন, সব নারীই কর্মজীবী, সব কাজের মূল্য চাই, স্বীকৃতি চাই। এই জন্য আমাদের যৌথভাবে কাজ করতে হবে। সম্মেলনে নারীপক্ষর প্রাক্তন সভানেত্রী সৈয়দা রুহী গজনবীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরে 'রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব' অধিবেশনে নারী সংসদ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

সমকাল
শনিবার | ৩০ জানুয়ারি ২০২১

মালিকরা প্রণোদনা পেলেও শ্রমিকদের বেতন কমেছে

রাজেকুজ্জামান রতন

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ স্কপের অন্যতম নেতা রাজেকুজ্জামান রতন বলেছেন, করোনাকালে শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছেন। যাদের কাজ আছে তাদের মজুরি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজের সময় ও চাপ বাড়ানো হয়েছে। শ্রমিকদের শ্রমের দাম কমলেও মালিকদের প্রতি সরকারের সহায়তা, প্রণোদনা ও সুবিধা সবই বেড়েছে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। নগরের চাষাঢ়া শহীদ মিনারে সমাবেশ শেষে একটি মিছিল নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লবের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সমন্বয়ক নিখিল দাস, গার্মেন্ট শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সহসভাপতি এমএ মিল্টন, রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি জামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এস এম কাদির ও গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, বাংলাদেশে ৬ কোটি ৩৫ লাখ শ্রমিক রয়েছে। করোনাতেও থামেনি তাদের কাজ। তাই সরকারি হিসাবে মাথাপিছু আয় এখন ২ হাজার ৪৬ ডলার। সে হিসাবে ৫ জনের এক পরিবারের মাসিক আয় ৭১ হাজার ৬০০ টাকার বেশি। কিন্তু কোনো শ্রমিকের পরিবার কি মাসিক এ আয় করতে পারে? সরকার বলছে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। শ্রমিকের মজুরি মধ্যম আয়ের দেশের মতো নয়। একদিকে করোনার আঘাত, অন্যদিকে মালিকের শোষণ শ্রমিকের জীবনের দুঃখ বাড়িয়ে দিচ্ছে। শ্রমিক সবসময় অসহায়।

তিনি বলেন, শ্রম আইনের ১৭৯ ও ১৮০ ধারার মাধ্যমে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সংকুচিত করা হয়েছে। আইনের ২৩ ও ২৬ ধারার বলে মালিকের হাতে শ্রমিক ছাঁটাই করার অসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অসংগঠিত খাতে যারা কাজ করে সেই শ্রমিকের শ্রম আইনে কোনো সুরক্ষা নেই। পাটকল, চিনিকল বন্ধ করে হাজার হাজার শ্রমিককে পথে বসানো হয়েছে। তিনি বলেন, পুঁজিবাদী সমাজ মালিকের মুনাফার স্বার্থে শ্রমিক ঠকায়, খাদ্যে ও ওষুধে ভেজাল দেয়, দাম বাড়ায়, মানুষের বিবেক মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। শ্রমিকরা যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে সেজন্য আইন তৈরি করে। এই নিষ্পেষণের চক্র ভাঙার লড়াই শক্তিশালী করতে ও শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট আত্মপ্রকাশ করেছে।

রাজেকুজ্জামান বলেন, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট লড়ছে। শ্রমিক ফ্রন্ট মনে করে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করে শ্রমিকের মুক্তি আনবে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৭ মাঘ ১৪২৭
Dhaka : Sunday 31 January 2021

বাঁশখালীতে লবণের ন্যায্যমূল্য দাবি চাষিদের

প্রতিনিধি, বাঁশখালী (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে লবণের ন্যায্য মূল্য ও সরকারি সহায়তার দাবিতে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন লবণ চাষীরা। গত বৃহস্পতিবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোমেনা আক্তারের নিকট এ স্মারকলিপি প্রদান করেন সরল বহুমুখী লবণ চাষী সমবায় সমিতির সভাপতি সালাউদ্দীন কাদের মানিক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী আনছুর আলী, গণ্ডামারার লবণ ব্যবসায়ী আবু আহমদ, লবণ চাষি নুরুল আলম, মো. ইসমাইল, মো. মোস্তাফিজ, মনির আহমদ, নুরুল কাদের, বজল আহমদ ও সাহাব উদ্দিন প্রমুখ। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, লবণের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় লবণ চাষিরা হাজার হাজার একর লবণ মাঠ অনাবাদি ফেলে রাখতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া লবণ চাষিদের সরকারিভাবে কোন প্রকার সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে না। তাই লবণের ন্যায্য মূল্য এবং চাষিদের সরকারিভাবে সহায়তা প্রদান করার আবেদন জানানো হয়।

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Tuesday, January 12, 2021
Poush 28, 1427 BS: Jamadi-ul-Awwal 27, 1442 Hijri

Workplace fatalities

IN the 10 months of a year when Covid-19 claimed more than 700 lives a month on an average, 729 fatalities at workplaces do not, on paper, look frightening enough. But a closer look will definitely present a disquieting picture. Factories and industries could not run full steam and a large number of workers were retrenched. So apart from the 729 deaths, injuries to 433 more people expose the workplace hazard on a high side even though the death last year dropped from 1,200 in 2019. Of particular concern is the fact that 596 of the dead fell victim to different kinds of physical torture. This finding along with several other unsavoury incidents brought under the scrutiny by the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) is good enough to confirm that workplaces are fraught with excessive and unnecessary hazards.

Why should workers be subjected to physical torture? Of the 596 so tortured, 316 died, 229 sustained injuries, eight went missing, 24 committed suicide, 14 were rescued from kidnappers and five others' case has not been mentioned. Clearly a hostile regime prevails in factories or manufacturing units where such deaths occur. Relations between management and employees/workers can sour but this should not prompt either side to go for actions that account for lives. What about the missing workers or employees? Most likely they have also been murdered. Then it is anybody's guess when workers or employees are driven to take their own lives. In a civilised society, it is unimaginable that manufacturing enterprises can be places of torture. Subjecting workers to perform their duties in unhygienic and hazardous environment is criminal enough. Factory owners try to save costs on protective gears and aid equipment only to expose workers to dangers. But in case of subjecting workers to physical torture, it is without doubt a culpable crime.

Lacking in maintenance of regulations, monitoring and supervision together with recklessness, the transport sector has become a monster incarnation. The manufacturing sector follows it close behind. Proper implementation of rules and regulations can curtail serious accidents and fatalities in both these sectors

The fact that of the last year's 593 incidents of labour unrest, the highest 264 took place in the garments sector and the second highest 49 in the jute sector is indicative that developments are far from ideal in these two sectors and workers have genuine grievances. Some of the garments factories and jute mills both in public and private sector have become losing concerns for various reasons. Industrial rules and regulations are often defied and poor workers become the number one casualty in such cases. Even their arrear dues are not paid for months and the industrial environment turns explosive.

The history of the much vaunted industrial revolution testifies that workers have been inhumanly exploited right from the time the machine took over manual performances in Britain in the 18th century. Situation has definitely changed but in factories like those of the readymade garments, things have not improved commensurate with the benefits the sector garnered. Unsurprisingly, the transport sector suffered the highest number of casualties with 348 deaths followed by 84 in the construction sector last year. Why it happened is understandable. Lacking in maintenance of regulations, monitoring and supervision together with recklessness, the transport sector has become a monster incarnation. The manufacturing sector follows it close behind. Proper implementation of rules and regulations can curtail serious accidents and fatalities in both these sectors.

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২৮ পৌষ ১৪২৭
১২ জানুয়ারি ২০২১

বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতিবিষয়ক জরিপ

গত বছর দুর্ঘটনায় মারা যান ৩৪৮ জন পরিবহন শ্রমিক

বিভিন্ন সেক্টরে ৭২৯ শ্রমিকের মৃত্যু, আহত ৪৩৩

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

২০২০ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭২৯ জন শ্রমিক নিহত এবং ৪৩৩ জন শ্রমিক আহত হন। নিহতদের মধ্যে ৩৪৮ জনই পরিবহন শ্রমিক। নির্যাতনের শিকার হন ৫৯৬ জন শ্রমিক, যার মধ্যে কর্মক্ষেত্রে ২৩২ জন এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরে ৩৬৪ জন নির্যাতিত হন। বিভিন্ন সেক্টরে মোট ৫৯৩টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে ২৬৪টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ—বিল্‌স-এর উদ্যোগে 'বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদপত্রভিত্তিক বিল্‌স জরিপ-২০২০' শীর্ষক পর্যালোচনা সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে জরিপের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিল্‌সের উপ-পরিচালক মো. ইউসুফ আল মামুন। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, বিল্‌সের ভাইস চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য শিরীন আখতার, ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসাইন, আমিরুল হক আমিন, উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য নইমুল আহসান জুয়েল, নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাকিল আখতার চৌধুরী, ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, বিল্‌সের নির্বাহী পরিষদ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, বিল্‌স পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ এবং নাজমা ইয়াসমীন।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭২৯ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এর মধ্যে ৭২৩ জন পুরুষ এবং ছয় জন নারী শ্রমিক। সবচেয়ে বেশি ৩৪৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় পরিবহন সেক্টরে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় নির্মাণ খাতে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৬৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় কৃষি খাতে। এছাড়া দিনমজুর ৪৯ জন, বিদ্যুৎ খাতে ৩৫ জন, মৎস্য ও মৎস্য শ্রমিক ২৭ জন, স্টিল মিল শ্রমিক ১৫ জন, নৌ-পরিবহন শ্রমিক ১৫ জন, মেকানিক ১৪, অভিবাসী শ্রমিক ১৫ জন এবং অন্যান্য খাত, যেমন ইটভাটা, হকার, চাতাল, জাহাজ ভাঙাসহ ইত্যাদি সেক্টরে ৬০ জন শ্রমিক নিহত হন।

সংবাদ পত্রে বিল্‌স

দৈনিক পূর্বাঞ্চল

খুলনা ঃ বৃহস্পতিবার ১৪ জানুয়ারী ২০২১

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ বিলস ও কেয়ার বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে কর্মজগতে লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন ও সহিংসতা নিরসনে আইএলও কনভেশন ১৯০ বিষয়ক বিভাগীয় পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।-পূর্বাঞ্চল

দৈনিক তথ্য ১৪ জানুয়ারী ২০২১

তথ্য : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ বিলস্ কেয়ার এর উদ্যোগে বিভাগী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক প্রবাহ । বৃহস্পতিবার ॥ ১৪ জানুয়ারি- ২০২১

The Daily Probaho

কর্মজগতে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন ও সহিংসতা বিভাগীয় পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়.....প্রবাহ

কর্মজগতে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা এবং নির্যাতন নিরসনে আইএলও কনভেনশন ১৯০ বিষয়ে পরামর্শ সভা

খবর বিজ্ঞপ্তি কর্মজগতে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা এবং নির্যাতন ও নির্যাতন নিরসনে আইএলও কনভেনশন ১৯০ বিষয়ে পরামর্শ সভা কেয়ার বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় বিলস আয়োজিত রূপ ভুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন নেতাদের নিয়ে গতকাল সকাল ১০টায় খুলনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

রূপ খুলনার প্রধান সমন্বয়কারী খালিদ হোসেনের সভাপতিত্বে রূপ নেতা মুজিবর রহমানের পরিচালনায় সভায় বক্তৃতা করেন বিলসের পরিচালক কোহিনুর মাহমুদ, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল কবির, রূপের যুগ্ম সমন্বয়কারী রনজিত কুমার ঘোষ,রূপ নেতা এইচ এম শাহাদাৎ হোসেন, দেলোয়ার হোসেন দিলু, জনার্দন দত্ত নান্টু, ফারজানা ইসলাম উর্মি, চান মিয়া, মোসাম্মদ ডলি, ফারুকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, পীর আলী, চৌধুরি হাবিবুর রহমান প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারী-পুরুষের প্রতি হয়রানি এবং নির্যাতন প্রতিদিনকার ঘটনা। তবে নারীর ক্ষেত্রে এটা আরো তীব্রতর। কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা এবং হয়রানি শ্রমিককে আরো বেশী নাজুক করে ফেলে। বিশেষ করে যাদের সঙ্গবদ্ধ হওয়ার ও যৌথ দরকাষাকষির সুযোগ কম যেখানে শোভন কর্ম পরিবেশ নেই এবং যেখানে শ্রমিকরা মজুরি কম কিংবা ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সুযোগ থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত। তবে এ সমস্যা শুধু বাংলাদেশে নয়, বরং এ সমস্যা আর্ন্তজাতিকভাবে পরিলক্ষিত। এই সহিংসতায় শুধু শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, এক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। আইএলও কনভেনশন-১৯০এর রিকমন্ডেশন ২০০ কে আইনী সুরক্ষা হিসেবে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানী নিরসন হবে।

দক্ষিণাঞ্চল প্রতিদিন : ১৪ জানুয়ারি ২০২১ ইং

THE DAKSHINANCHAL PRATIDIN

কর্মজগতে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন ও সহিংসতা নিরসনে আইএলও কনভেনশন বিষয়ক বিভাগীয় পরামর্শ সভায় বক্তৃতা করেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ রূপ খুলনার যুগ্ম সমন্বয়কারী খালিদ হোসেন। - দক্ষিণাঞ্চল

দৈনিক খুলনা

DAINIK KHULNA

বৃহস্পতিবার
৩০ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৪ জানুয়ারি ২০২১ ইংরেজি

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ বিলস ও কেয়ার বাংলাদেশ এর আয়োজনে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন ও সহিংসতা নিরসনে আইএলও কনভেনশন ১৯০ বিষয়ক বিভাগীয় পরামর্শ সভায় বক্তৃতা করেন খালিদ হোসেন। ছবি : দৈনিক খুলনা

বৃহস্পতিবার, ১৪ জানুয়ারি ২০২১, ৩০ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ২৯ জমা. আউ ১৪৪২ হিজরী

দৈনিক

মুক্ত প্রকাশ, মুক্ত বি

খুলনাঞ্চল

The Daily Khulnanchal

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স ও কেয়ার বাংলাদেশ আয়োজিত কর্মজগতে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন ও সহিংসতা নিরসনে আইএলও কনভেনশন ১৯০ বিষয়ক বিভাগীয় পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়--খুলনাঞ্চল

NEW AGE

SUNDAY, JANUARY 10, 2021,

729 workers killed in workplace accidents in 2020: study

593 labour unrests take place in different sectors

Staff Correspondent

A TOTAL of 729 workers were killed and 433 others injured in workplace accidents across the country in 2020, according to a survey conducted by a local non-governmental organisation.

Of the 729 deceased workers, 723 were men and six were women, the survey report said.

The Bangladesh Institute of Labour Studies revealed the findings of the survey at a meeting held at the National Press Club in the capital, Dhaka, on Saturday.

The report also said that 593 labour unrests took place in different industrial sectors in the country in 2020.

The organisation prepared the report based on the information published in different newspapers.

According to the BILS survey, the highest 348 workers were killed in the transport sector, followed by the construction sector 84 and the agriculture sector 67.

Besides the three sectors, 49 day-labourers, 35 power sector workers, 27 fishing workers, 15 steel mill and re-rolling mill workers and 15 water transport workers were killed in workplace accidents in 2020.

A file photo shows firefighters dousing fire at a factory. A total of 729 workers were killed and 433 others injured in workplace accidents across the country in 2020, according to a survey conducted by a local non-governmental organisation. — New Age photo

The report showed that at least 593 labour unrests took place in different sectors in the country due to non-payment of wages and demanding rights.

It said that the highest 264 labour unrests took place in the readymade garment sector, followed by 49 in jute mills, 46 in sugar mills, 45 in the transport sector and 23 in the water transport sector.

BILS also found that at least 316 workers were died after torture in 2020 and most of the incidents took place outside their workplaces.

The highest 90 transport workers died after torture followed by 42 agriculture workers, 52 expatriate workers, 25 RMG workers and 16 domestic workers.

'Bangladesh has made a fantastic economic progress in the last one decade but unfortunately workers in the country are still deprived of their rights,' Shirin Akhter, parliament member and vice-president of BILS, said while addressing the event.

She said that the government provided incentives for the workers amid the COVID-19outbreak but many of the workers were yet to receive the benefits due to the mishandling of the fund.

Amirul Haque Amin, another vice-president of BILS, demanded 30 per cent risk allowance for the RMG workers who are working amid the coronavirus outbreak and said that the earnings of the workers decreased by 25-30 per cent after the outbreak.

He also criticised the factory owners' proposal to hold the provision of 5 per cent yearly increment of workers' wages for two years.

Naimul Ahsan Jewel, general secretary of Jatiya Sramik Jote Bangladesh, alleged that the government was trying to conceal from the workers who lost their income amid the COVID-19 outbreak the information on funds provided by the European Union and Germany for the export sector workers.

The European Union and Germany have provided a fund worth 113 million euros to support Bangladesh's export sectors workers who became jobless and lost income due to the impact of coronavirus outbreak.

Naimul demanded including workers' representatives to the fund implementation committee.

The Daily Star
DHAKA TUESDAY JANUARY 12, 2021,

LAW WATCH

Workplace death and injuries in 2020

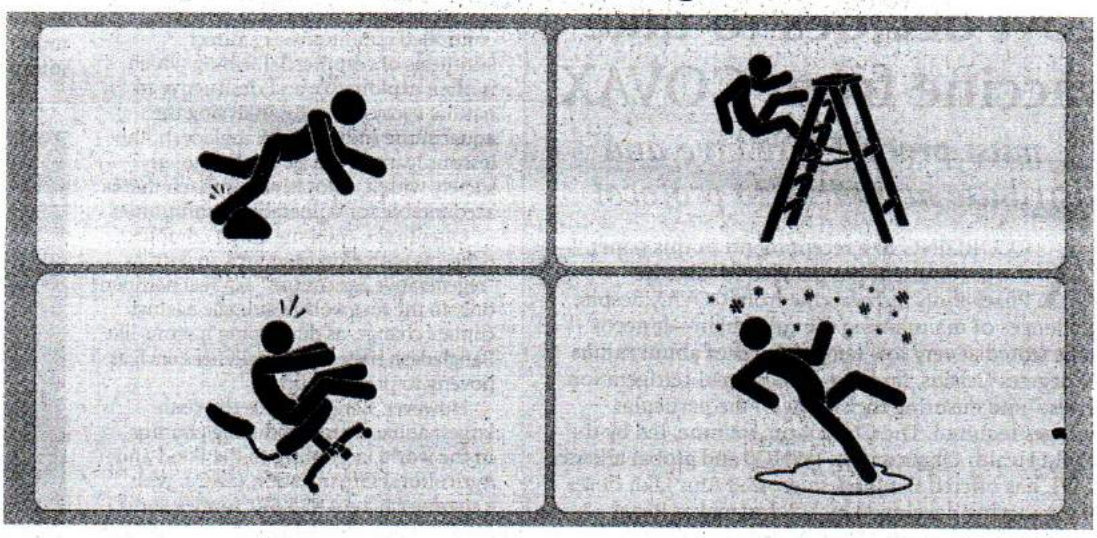

LAW DESK

A 2020 report by Bangladesh Institute on Labour Studies shows that 729 workers suffered from workplace death of which 384 were employed in the transport sector, 84 in construction sector and 67 in agriculture. The report also states that there were 433 instances of workplace injury. The numbers were lower than those of the previous year – in 2019, almost 1200 workers suffered from workplace death and there were 695 cases of workplace injuries. The number of workplace deaths remained the highest in both 2019 and 2020.

Workplace safety in Bangladesh has been a matter of great concern since the Rana Plaza incident that took over thousand lives. Subsequent to the incident, Bangladesh Labour Act 2006 was amended to incorporate more comprehensive provisions on workplace safety. Chapter 6 of the Act lays down provisions regarding safety at workplaces. Under Section 61 of the Act, the Labour Inspector may direct in writing for the employer to take necessary measures regarding the safety of the workplace or prohibit the use of any machinery, road or plant which may pose risk to the safety of the workers. Furthermore, workplaces are required to undertake precautions for fire and in use of various machineries as laid out under the sections of the Labour Act.

In Chapter XII of the Bangladesh Labour Act 20066, procedures are laid down for the provision of compensation in case of workplace deaths or injuries. The amount of compensation is to be determined as per the Fifth Schedule to the Labour Act 2006 which states that in case of death, the amount of compensation payable shall be Tk 1,00,000 in case of death and in case of permanent disablement, the amount shall be Tk 1,25,000. For temporary disablement, the amount will be payable for one year on the rates laid down in the Schedule. Compensation shall be payable upon the order of the court or under an agreement between the worker and the employer. However, if the worker institutes a civil suit against the employer for such injury, they shall not be entitled to compensation and similarly, if the worker makes an application before the Labour Court for compensation or reaches an agreement with the employer for compensation, they shall not file a civil suit before any court regarding such injury. Any such claim for compensation must be made within two years of the occurrence of the accident or death of the worker.

The aforesaid study also found that 44 domestic workers faced torture in 2020, 16 died and 4 committed suicide. Domestic workers are not covered under the provisions of Bangladesh Labour Act 2006 – as they are engaged in informal labour, their working hours, wages etc. are not being addressed under any law. This, along with the fact that most domestic workers are females and a significant portion of them are below the age of 18, makes them vulnerable to heightened risks of abuse. The Government issued the Domestic Workers Welfare Policy in 2015 wherein directions were provided as to the working hours, rest and wages for the domestic workers. However, the policy does not have the force of law and remains largely ineffective.

১৯০

প্রথম আলো • রোববার, ১০ জানুয়ারি ২০২১,

দুর্ঘটনায় ৭২৯ শ্রমিকের মৃত্যু

বিলসের প্রতিবেদন

২০২০ সালে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে ৩১৬ জন শ্রমিক মারা গেছেন বলেও জানানো হয় প্রতিবেদনে।

- দুর্ঘটনায় মৃত্যুর বড় কারণ সড়ক দুর্ঘটনা।
- দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের মধ্যে ৩৪৮ জনই পরিবহন খাতের।
- নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যাওয়া শ্রমিকদের মধ্যে ৯০ জন পরিবহন খাতের।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সদ্য বিদায় নেওয়া ২০২০ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭২৯ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পরিবহনশ্রমিকই বেশি। এ ছাড়া ওই বছর নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছেন ৩১৬ জন শ্রমিক। এ ক্ষেত্রেও পরিবহন খাতের শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) এক জরিপ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে গতকাল শনিবার বিলসের নেতারা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। দেশের প্রথম সারির কয়েকটি জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে 'কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি জরিপ-২০২০' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত ৭২৯ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩৪৮ জনই পরিবহনশ্রমিক। এ ছাড়া এই তালিকায় ৮৪ জন নির্মাণশ্রমিক, ৬৭ জন কৃষিশ্রমিক ও ৪৯ জন দিনমজুরও রয়েছেন। প্রতিবেদনে জানানো হয়, শ্রমিক মৃত্যুর বড় কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। কর্মক্ষেত্রে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েও অনেক শ্রমিক হতাহত হয়েছেন। কৃষিশ্রমিক মারা যাওয়ার বড় কারণ বজ্রপাত।

বিলসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্যাতনে মারা যাওয়া ৩১৬ জন শ্রমিকের মধ্যে পরিবহনশ্রমিক ৯০ জন। এ ছাড়া ৫২ জন অভিবাসী শ্রমিক, ২৫ জন তৈরি পোশাককর্মী, ১৬ জন গৃহকর্মী, ১০ জন নিরাপত্তাকর্মী, ৪২ জন কৃষিশ্রমিক, আটজন নির্মাণশ্রমিক, ১১ জন দিনমজুর, ১১ জন মৎস্যশ্রমিক এবং ৫৭ জন অন্যান্য খাতের শ্রমিক রয়েছেন এই তালিকায়।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০১৯ সালের তুলনায় গত বছর শ্রমিক আন্দোলন বেশি হয়েছে। ২০১৯ সালে শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল ৪৩৪টি, আর ২০২০ সালে হয়েছে ৫৯৩টি। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ২৬৪টি শ্রমিক আন্দোলন হয়েছে। এ ছাড়া পাটশিল্পে ৪৯টি, চিনিশিল্পে ৪৬টি, পরিবহন খাতে ৪৫টি, কৃষি খাতে ২৩টি, নৌপরিবহন খাতে ১৯টি, অভিবাসী শ্রমিক ১৮টি এবং স্বাস্থ্য খাতে ১৫টি শ্রমিক আন্দোলন হয়েছে।

শ্রমিক আন্দোলনের নেপথ্যের কারণ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকেরা সর্বোচ্চসংখ্যক ১৭৬টি আন্দোলন করেন।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, করোনাভাইরাসের মহামারির সময় তৈরি পোশাক খাতসহ অন্য খাতের শ্রমিকেরা প্রণোদনার আওতায় এলেও নির্মাণশ্রমিকেরা দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। তাঁদের বড় অংশের এখন কোনো কাজ নেই। এ ছাড়া গত বছর দেশে ছয়টি চিনিকল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর বাইরে রাষ্ট্রায়ত্ত সব পাটকল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিলসের ভাইস চেয়ারম্যান সাংসদ শিরীন আখতার বলেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাতসহ নানা খাতে শ্রমিক অসন্তোষ ছিল। প্রত্যেক শ্রমিককে শ্রম আইনের আওতায় আনতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিলসের নির্বাহী পরিষদ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বিলসের ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসাইন ও আমিরুল হক আমিন, উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য নইমুল আহসান প্রমুখ। প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন বিলসের উপপরিচালক ইউসুফ আল মামুন।

Document

SL.	Headline	Newspaper	File Name
1.	Tea production, acreage rising in northern districts	The Daily Star 28 January 2021	Tea
2.	96pc small enterprises suffer fall in income: study	The Daily Star 31 January 2021	SME
3.	Blue economy of Bangladesh: Prospects and challenges	Financial Express, 28 January 2021	Blue Economy
4.	Menstrual hygiene of young RMG workers: Still a long way to go	The Daily Star 29 January 2021	RMG
5.	Proactive steps can fetch $30b a year	The Daily Star 18 January 2021	Migrant Worker
6.	Coal dust hazards being ignored for decades	The Daily Star 11 January 2021	OSH
7.	We must work together for adaptation and resilience to climate change	The Daily Star 26 January 2021	Climate Change
8.	Pandemic wipes out 3.57 lakh apparel jobs: Study	The Daily Star, 24 January 2021	RMG
9.	The missing middle in exploitation of migrant workers	New Age, 25 January 2021	Migrant Worker
10.	SANEM survey shows Upper poverty 42pc extreme 28.5pc	Financial Express, 24 January 2021	Economy
11.	Poor labour issues may make LDC graduation meaningless	New Age, 22 January 2021	LDC
12.	Rethinking the role of state in privet sector development	The Business Standard, , 20 January 2021	Industry
13.	Targeting the poor with new approach	The Business Standard, , 20 January 2021	Economy
14.	Challenges after LDC graduation: are we ready	The Business Standard, , 20 January 2021	LDC
15.	LDC graduation: Sophie's Choice?	The Business Standard, , 20 January 2021	LDC

16.	A new chapter in economic thought	The Business Standard, , 20 January 2021	Economy
17.	Livelihood of 2,000 Kurigram fishermen in jeopardy	The Daily Star 20 January 2021	Fishing
18.	From two economies to two nations: Revisiting Bangladesh's economic transformation	The Business Standard, , 20 January 2021	Economy
19.	SMES: A case of hamlet without the prince	The Business Standard, , 20 January 2021	SME
20.	Industries cannot afford to shut their eyes to environmental standards	The Business Standard, , 20 January 2021	Industry
21.	Govt must investigate micro entity stimulus plan failure	New Age, 20 January 2021	SME
22.	Economic recovery: hopes and trepidations	The Daily Star 5 January 2021	Economy
23.	Ensure nutrition for workers to attain SDGs: Experts	Financial Express, 6 January 2021	SDG
24.	What we look forward to in 2021 for Bangladesh	The Daily Star 4 January 2021	ফিরে দেখা
25.	Role of private sector in post-Covid economic recovery	Financial Express, 5 January 2021	Economy
26.	Covid- 19 and SDG 10: Creating inclusive societies	The Daily Star 5 January 2021	SDG
27.	Setting development priorities right in 2021	The Daily Star 3 January 2021	SDG
28.	Covid-19 and SDG 9: Strengthening infrastructure and innovation	The Daily Star 2 January 2021	SDG
29.	Balance in power generation capacity, use major challenge	New Age, 2 January 2021	ফিরে দেখা
30.	Covid to weigh on job creation: Economists	Financial Express, 2 January 2021	Five Year Plan
31.	43pc female RMG workers are malnourished: Speakers	Financial Express, 7 January 2021	RMG

32.	People smuggling left ignored	New Age, 11 January 2021	Human Trafficking
33.	Home-working rises sharply in apparel, footwear industries: ILO	Financial Express, 14 January 2021	RMG
34.	Blockchain technology and RMG sustainability	Financial Express, 12 January 2021	RMG
35.	The other pandemic for migrant workers	New Age, 14 January 2021	Migrant Worker
36.	BGMEA picks US law firm for advice	Financial Express, 8 January 2021	RMG
37.	Apparel job uncertainty on the wane	The Daily Star 17 January 2021	RMG
38.	Financing environmental and safety concerns of RMG sector	The Daily Star 17 January 2021	RMG
39.	How citizen engagement with RTI law is transforming lives	The Daily Star 15 January 2021	RMG
40.	রেমিট্যান্সে স্বস্তি	দেশ রূপান্তর, ২৮ জানুয়ারী ২০২১	Migrant Worker
41	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান প্রেক্ষিত	ইত্তেফাক, ১৫ জানুয়ারি ২০২১	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়
42	ইরী চ্যাম্পিয়নদেও না-বলা গল্প: জলবায়ু পরিবর্তনে বাড়ছে নারীর ঝুঁকি	কালের কণ্ঠ,২৫ জানুয়ারি ২০২১	Women File
43	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণ বিতরণে গুরুত্ব দিতে হবে	ইত্তেফাক, ২৩ জানুয়রি ২০২১	SME
44	এমপি পাপুলের চার বছর জেল	বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৯ জানুয়রি ২০২১	Migrant Worker
45	প্রণোদনায় প্রান পোশষাক শিল্পে	দেশ রুপানাতর, ২৮ জানুয়রি ২০২১	RMG
46	চামড়া শিল্পের সংকট বুত্তরণে কিছু পরামর্শ	যুগান্তর, ৩০ জানুয়ারি ২০২১	Tanari
47	এমএসএমইর জন্য গুচ্ছভিত্তিক বুন্নয়ন পরিকল্পনা	দেশ রুপানাতর, ২৮ জানুয়রি ২০২১	SME
48	করোনাকালে দেশে ছিরেছেন ৪ লাখের বেশি প্রবাসী কর্মী	বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২১ জানুয়রি ২০২১	Migrant Worker
49	নতুন বছরের 'চতুর্থ বিপ্লব' প্রশ্নে	ইত্তেফাক, ২ জানুয়রি ২০২১	চতুর্থ বিপ্লব
50	২০২০ সালের বাংলাদেশের অর্থনৃতি : প্রাপ্তি ও আগামীর চ্যালেঞ্জ	ইত্তেফাক, ১ জানুয়রি ২০২১	ফিরে দেখা
51	দেশে বিনিয়োগে জোয়ার, বিদেশিতে ভাটা	প্রথম আলো, ২ জানুয়রি ২০২১	ফিরে দেখা
52	জলবায়ু- যুদ্ধেও গুরুত্বপূর্ণ বছর	প্রথম আলো, ২ জানুয়রি ২০২১	ফিরে দেখা

53	নতুন বছরের নতুন প্রত্যাশা	কালের কণ্ঠ ১ জানুয়রি ২০২১	ফিরে দেখা
54	পাটকল শ্রমিকদেও কান্নার বছর	যুগান্তর, ১ জানুয়রি ২০২১	ফিরে দেখা
55	করোনা-পরবর্তী স্বাস্থ্য সমস্যা	বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৭ জানুয়রি ২০২১	OSH File
56	এলডিসি থেকে উত্তরণের সময় পেছানো যৌক্তিক	প্রথম আলো, ১৪ জানুয়রি ২০২১	LDC File
57	প্রবাস আয়ে 'ম্যাজিক'	কালের কণ্ঠ ১১ জানুয়রি ২০২১	Migrant Worker
58	পোশাক শিল্পের বিশ্ব জয়	কালের কণ্ঠ ১১ জানুয়রি ২০২১	RMG
59	এসডিজি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	সমকাল, ১৪ জানুয়ারি ২০২১	SDG File
60	দেশ হোক আর বিদেশ, দুর্ভোগ অশেষ	প্রথম আলো, ৮ জানুয়রি ২০২১	DW
61	এলডিসি থেকে উত্তরণের সময় দুই বছর বাড়ল	প্রথম আলো, ১৩ জানুয়রি ২০২১	LDC
62	বেশি যৌন নির্যাতন অক্টোবরে	প্রথম আলো, ১৬ জানুয়রি ২০২১	GBV
63	পোশাকশ্রমিকদেও প্রজন্মস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে	প্রথম আলো, ১৯ জানুয়রি ২০২১	RMG
64	এবার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বড় প্রণোদনা	কালের কণ্ঠ ১৯ জানুয়রি ২০২১	SME
65	করোনায় ২১% চিকিৎসক উদ্বেগে	প্রথম আলো, ২০ জানুয়রি ২০২১	Corona
66	৭০০ কোটি টাকার তহবিল: যুবারা পাবেন জামানতহীন ঋণ	কালের কণ্ঠ ২০ জানুয়রি ২০২১	SME
67	গৃহকর্মীদেও সুরক্ষা	ইত্তেফাক, ২৩ জানুয়রি ২০২১	DW
68	১ কোটি কেজির বেশি চা উৎপাদনের রেকর্ড	বর্ণিক বার্তা ২৫জানুয়ারি ২০২১	Tea
69	সমতলে চা উৎপাদনে রেকর্ড	বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৫ জানুয়রি ২০২১	Tea
70	দেশে দারিদ্রের হার কত?	যুগান্তর, ২৭ জানুয়ারি ২০২১	Poverty
71	করোনা প্রণোদনার অর্থনীতি	ইত্তেফাক, ২৩ জানুয়রি ২০২১	SME
72	নতুন দুবি প্রণোদনা প্যাকেজ	কালের কণ্ঠ ১৯ জানুয়রি ২০২১	SME
73	পল্লি অঞ্চলের উদ্যোক্তাদেও ঋণ দেবে এসএমই ফাউন্ডেশন	বর্ণিক বার্তা ২৫জানুয়ারি ২০২১	SME
74	চামড়া শিল্পের বর্তমান সংকটের প্রেক্ষাপটে কিছু পরামর্শ	বর্ণিক বার্তা ২৮ জানুয়ারি ২০২১	Tannery
75	ছুটিই নেই ২৯% প্রবাসী কর্মীর	বর্ণিক বার্তা ২৭ জানুয়ারি ২০২১	Migrant Worker